ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন।

(১৮৮২ । ১০ আইন)

ফৌজদারী আইন সংগ্রহ।

ACT X. OF 1882.

ফৌজদারী কার্য্যবিধি-বিষয়ক
১৮৮২ সালের ১০ আইন।*

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন সংগ্রহ
ও সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এইহেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮২ সালের ফৌজদারী [মোকদ্দমার কার্য্য-

---

* ১৮৮৪ সালের ৩ আইন, ১৮৮৬ সালের ১০ আইন, ১৮৮৭ সালের ৫ ও ১৪ আইন, ১৮৮৯ সালের ১ ও ১৩ আইন, ১৮৯১ সালের ৩, ৪ ও ১০ আইন দ্বারা সংশোধিত।

ভূমিকা।

ফৌজদারী আইন সংগ্রহের প্রথম ভাগে—ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক "ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই আইনের বিধানগুলি বিশদরূপে বুঝিবার জন্য অনেক টীকা ও নজীরের মর্ম্ম যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে; কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বম্বে ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের, এবং স্থলবিশেষে, পঞ্জাব চীফ্কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক মহোদয়গণের মতামত সরলভাষায় অনুবাদ করিয়া ধারার নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে; প্রয়োজনীয় স্থলে মহামান্য হাইকোর্টের সার্‌কিউলার এবং রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের মর্ম্ম যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে; প্রত্যেক ধারার পারিভাষিক শব্দগুলির পার্শ্বে তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি লিখিত আছে; ইংরাজি ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত যে সকল ধারার বিধান পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও রহিত করা হইয়াছে এবং যে সকল নূতন বিধান ও নূতন ধারা সংযোজিত হইয়া "ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন" পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যথাস্থানে উল্লিখিত ও সংযোজিত হইয়াছে; উদ্ধৃত নজীরগুলি ও আইনের প্রধান বিষয়গুলি পুস্তকের কোন্ স্থানে আছে, তাহা সহজে ও স্বল্পায়াসে অবগত হইবার জন্য, বিশেষতঃ আইনব্যবসায়িগণের সুবিধার জন্য এই আইনের শেষভাগে যথারীতি বর্ণমালাক্রমে ধারাঙ্কযুক্ত একটী সুবিস্তৃত নির্ঘণ্টপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ, পুস্তকখানি ব্যবহারোপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় যথানিয়মে ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রণীত কতকগুলি ফৌজ-দারীবিষয়ক বিশেষ প্রয়োজনীয় ও সাধারণের জ্ঞাতব্য আইন টীকা ও নজীরের সারাংশ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে হাইকোর্ট সার্‌কিউলার এবং ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের মর্ম্ম সরলভাষায় অনুবাদ করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
জানুয়ারি ১৮৯৫।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের নিম্নলিখিত কয়েকটী ধারার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, পরিবর্ত্তিত পাঠ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই।

৪৪ ধারা। "১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮"—[এই কয়টী ধারার সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তির '১৩০' সংখ্যার পরে বসিবে।]—১৮৯৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা।

৪৪ ধারার দ্বিতীয় পদ—[১৮৯৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা] "ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কার্য্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ হইতে পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরেও সেই কার্য্য এই ধারার মর্ম্মানুসারে অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হইবে।"

৪৫ ধারা। *(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ, "কি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ বা ১৪৮ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ" করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা;

"†(ঙ) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কার্য্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত কোন—যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০—ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ হইতে পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানের উক্ত গ্রামের নিকট সেই কার্য্য করণ বা করণাভিপ্রায়ের কথা;

এই ধারায়—

(১) "গ্রাম" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমি ও গণ্য; এবং

(২) "ঘোষিত অপরাধী" শব্দে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কার্য্য করিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারার যে কোন ধারামতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সেই কার্য্যবশতঃ ভারতবর্ষের যে কোন অংশে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত

---

* ১৮৯৪ সালের ১০ আইনের ২ ধারার ১ম প্রকরণমতে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে ঙ প্রকরণ ও তৎপরবর্ত্তী দুইটী উপবিধি ১৮৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আদালত বা অনুমোদিত কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধী বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তিমাত্রকেও বুঝাইবে।

• (চ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ যে কোন বিষয়ের দ্বারা সুশৃঙ্খলতা সংরক্ষণ বা অপরাধ নিবারণ বা ব্যক্তি বা সম্পত্তি সম্পর্কীয় নিরাপদ রক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সেই বিষয় জানাইবার আদেশ করিলে তাহার কথা।

[১৮৯৪ সালের ১০ আইনের ২ ধারার ২য় প্রকরণ]।

৪৫ ক ধারা। এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ সময়ে সময়ে এক কি তদধিক ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত ধারার অভিপ্রায় অনুসারে ঐ গ্রামের মণ্ডল স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন যে গ্রামে অন্য কোন আইনমতে মণ্ডল নিযুক্ত নাই।—[১৮৯৪ সালের ১০ আইনের ২ ধারার ৩য় প্রকরণ]।

৪৫ ধারার মর্ম্মমতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের কোন কোন স্থলে স্থলে গ্রাম্য মণ্ডল নিযুক্ত করিবার কথা।

নিম্ন ধারার বিধান সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ভ্রমক্রমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই।

৩১১ ধারা। [১৮৯১ সালের ৩ আইনের ৯ ধারামতে রহিত হইয়াছে।]

৪৭৫ ক ধারা। এই অধ্যায়মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগের কোন আশ্রয় বাটীতে, কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ করিলেও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহাকে উক্ত স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষিপ্ত মনা ব্যক্তিদিগের যে কোন আশ্রয় বাটীতে, কারাগারে বা সুরক্ষা হইবার উপযুক্ত স্থানে রাখিবার আদেশ করিতে পারিবেন।—[১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১২ ধারাক্রমে সংযোজিত।]

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরলের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিতে পারিবার কথা।

৪৭৫ খ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষ কার্য্যকারককে ৪৭২, ৪৭৩ কি ৪৭৪ ধারামতে জেলের ইন্‌স্পেক্টরজেনরলের সমুদয় বা কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন।—[১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১২ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।]

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের জেলের ইন্‌স্পেক্টর-জেনরলকে কতকগুলি কার্য্যভার হইতে মুক্ত করিবার কথা।

উদ্ধৃত নজীরের তালিকা।

পত্রাঙ্ক।

পত্রাঙ্ক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ৬ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১০ আইন।*

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

* ১৮৮৪ সালের ৩ আইন, ১৮৮৬ সালের ১০ আইন, ১৮৮৭ সালের ১৪ আইন, ১৮৮৯ সালের ১৩ আইন, ১৮৯১ সালের ৩,৪,১০ ও ১২ আইন এবং ১৮৯৪ সালের ৩ ও ১০ আইনক্রমে সংশোধিত।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত-বিষয়ক বিধি।

ঙ।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা-বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা-বিষয়ক বিধি।

।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ-বিষয়ক বিধি।

ধারা।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পুলীসকে ধৃত করণকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ-বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ-বিষয়ক বিধি।

খ।—ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

ধারা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট-বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ-বিষয়ক বিধি

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন-বিষয়ক কথা।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

খ।—অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

নবম অধ্যায়।

বেআইনমত জনতা-বিষয়ক বিধি।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ-বিষয়ক বিধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুলীসের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

পুলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান-বিষয়ক বিধি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম-বিষয়ক বিধি।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

ধারা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত-বিষয়ক বিধি।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার-সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি-বিষয়ক বিধি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থ দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ-বিষয়ক বিধি।

ধারা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞাসাধন-বিষয়ক বিধি।

ধারা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব-অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ-বিষয়ক বিধি।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য-বিষয়ক বিধি।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস্ কর্পস্ ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন-বিষয়ক বিধি।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন-বিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য-বিষয়ক বিশেষ বিধি।

ফৌজদারী আইন সংগ্রহ।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি-বিষয়ক

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন সংগ্রহ
ও সংশোধনার্থ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন
হেতুবাদ। করা বিহিত, এইহেতু নিম্নলিখিত বিধান করা
গেল :—

প্রথম অধ্যায়।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮২ সালের ফৌজদারী [মোকদ্দমার কার্য্য-

---

* ১৮৮৪ সালের ৩ আইন, ১৮৮৬ সালের ১০ আইন, ১৮৮৭ সালের ৫ ও ১৪ আইন, ১৮৮৯ সালের ১ ও ১৩ আইন, ১৮৯১ সালের ৩, ৪ ও ১০ আইন দ্বারা সংশোধিত।

১৮৮২।
১০ আইন।
২ ধারা।

সংক্ষেপ নামের কথা ও আরম্ভের কথা। প্রণালীবিষয়ক] কার্য্যবিধি আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে;

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা। এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে; কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ (Special) বা স্থানীয় (Local) আইন প্রচলিত আছে, তাহার কিম্বা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য (Jurisdiction) বা ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা ইহার কোন কথা—

(ক) কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পুলীসের কমিশনর সাহেবের প্রতি কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি; কি

(খ) [সেনানিবেশ সম্বন্ধীয় ১৮৮৯ সালের ১৩ আইন (Cantonments Act) দ্বারা রহিত হইয়াছে।]

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পুলীস কর্ম্মচারীদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

(ঙ) [১৮৮৯ সালের ৫ আইন (মান্দ্রাজে করোনারের পদ উঠাইয়া দিবার আইন) অনুসারে রহিত হইয়াছে।]

নজীর।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলবৎ কোন আইনদ্বারা প্রদত্ত বিচারাধিপত্য বা বিশেষ ক্ষমতা এই আইনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে না। বম্বে আবকারী আইনের [Act V. (Bom) of 1878] বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে, ও তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক বিচার্য্য বলিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত কোন অপরাধের বিচারে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইলে যদি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আপীলে ঐ নির্দ্দোষিতা হাইকোর্ট হইতে বাতিল হইয়া না যায়, তবে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ গম্ভাদ্জি বার্জোর্জি, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৮১ পৃষ্ঠা।

যে যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা। ২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফ্সীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, সেই তফ্সীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল, ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই সেই আইন ততদূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে, কি না অবলম্বিত হয়,

এই রাহিত্য-বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে, এই রাহিত্য-ক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দারা রহিত করা আইনক্রমে রহিত করা

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

কোন আইনক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ (Forms) নিরূপিত, স্থানীয়-সীমা নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত, এবং আজ্ঞা, বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎবিষয়ক (Corresponding) ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের বা ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের কিম্বা তত্তৎবিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে, যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বপ্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের

পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী কার্য্যকারক" ও "অধঃস্থ (Subordinate) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্" এই এই কথা থাকিলে, তদ্দারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্" বুঝিতে হইবে; "জেলা খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে "মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্" বুঝাইবে; "ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে "জেলার মাজিষ্ট্রেট্" এবং "পুলীসের মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্" বুঝাইবে।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে

অর্থ করণের ধারা।

অর্থ করা যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪ ধারা।

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমত "নালিশ।" আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" (Complaint) শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পুলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

নজীর।—গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক ১৮৭১ সালের ১ আইনের ২০ ধারা অনুসারে [Act I. of 1871. (Cattle- Trespass Act)] গোমেষাদি বেআইনমতে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার অভিযোগ এই ধারার মর্ম্মানুসারে 'নালিশ' বলিয়া গণ্য নহে। কোটালাণ্ডা বঃ মুথায়া, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিবার সময় অপবাদ (Defamation) সম্বন্ধে কোন উল্লেখ হয় নাই; কিন্তু শেষে মাজিষ্ট্রেট্ স্বেচ্ছানুসারে বা অভিযোগকারীর কথামত অপবাদের বিষয় লিখিয়া লইলেন; এই ধারার বিধানমতে তাহা আইন সঙ্গত 'নালিশ' বলিয়া গণ্য হইবে না, ও মাজিষ্ট্রেট্ ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ দেওকীনন্দন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১০ম ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা।

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পুলীসের দ্বারা কিম্বা "অনুসন্ধান।" এতৎপক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীস কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে, "অনুসন্ধান" (Investigation) শব্দে তাহাও বাচ্য।

টীকা।—'মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি'—মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগ শুনিয়া তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিলেন, এবং ২০২ ধারাক্রমে তাহা অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য পরওয়ানা দিবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি। 'মাজিষ্ট্রেট্ ছাড়া'—মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারার মর্ম্মক্রমে 'অনুসন্ধান' করিতে পারেন না। এতৎপক্ষে তাঁহার কোন কার্য্য 'তদন্ত' বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট্ বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে "তদন্ত।" কার্য্য করা যায়, "তদন্ত" (Inquiry) শব্দে তাহাও বাচ্য।

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া "বিচারঘটিত কার্য্য।" যাইতে পারে, "বিচারঘটিত কার্য্য" (Judicial proceeding) শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

নজীর।—এই আইনের ৮৮ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান 'বিচারঘটিত কার্য্য' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এম্প্রেস্ বঃ শিউধারী রায়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪ ধারা।

"লেখা" ও "লিখিত।" (ঙ) "লেখা" ও "লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ্ ও ফটগ্রাফ্ করা ও ক্ষোদিত ও অন্য যে কোন প্রকারে শব্দ বা অঙ্ক কাগজের বা কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহাও বুঝাইবে।

"উপবিভাগ।" (চ) "উপবিভাগ" (Sub-division) শব্দে এই আইনমতে কৃত জেলার উপবিভাগ বুঝাইবে।

"প্রদেশ।" (ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে, "প্রদেশ" (Province) শব্দে তাহা বুঝাইবে।

টীকা।—'স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট' শব্দে 'চীফ্ কমিশনর'কেও বুঝাইবে।

"রাজধানী।" (জ) কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা (Ordinary Original civil jurisdiction) যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, "রাজধানী" (Presidency-town) শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

"হাইকোর্ট্।" (ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তৎসম্পর্কে "হাইকোর্ট্" শব্দে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট্ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্ট্ ও পঞ্জাবের চীফ্ কোর্ট্ ও রাঙ্গুনের রিকর্ডার (Recorder) বুঝাইবে।

অন্যস্থলে "হাইকোর্ট্" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের (area) মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার সংশোধন (Revision) করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে।

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট্" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

"চীফ্ জষ্টিস্।" (ঞ) "চীফ্ জষ্টিস্" (Chief Justice) শব্দে চীফ্ কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

"আড্ভোকেট্ জেনরল।" (ট) "আড্ভোকেট্ জেনরল" (Advocate-General) এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আড্ভোকেট্‌কে, অথবা যেখানে আড্ভোকেট্ জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট আড্ভোকেট্ নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ঠ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ্ দি ক্রাউনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম

১৮৬০। ১০ আইন। ৪ ধারা।

"ক্লার্ক অফ্ দি ক্রাউন্।" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, চীফ্ জষ্টিস্ সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ্ দি ক্রাউন্" (Clerk of the Crown) শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

(ড) "রাজকীয় অভিযোক্তা" (Public Prosecutor) শব্দে ৪৯২

"রাজকীয় অভিযোক্তা।" ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাইকোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য (Original Criminal Jurisdiction) ক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান, সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঢ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে "উকীল" শব্দ ব্যবহৃত

"উকীল।" হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাইকোর্টের আড্ভোকেট্ ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

(ণ) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণমতে

"পুলীসথানা" ও "পুলীস-থানার অধ্যক্ষ।" বা বিশেষমতে পুলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন "পুলীসথানা" (Police-station) শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে; এবং পুলীসথানার অধ্যক্ষ 'থানা ঘরে' * অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের উৰ্দ্ধতন পদস্থ হইয়া 'পুলীস থানাঘরে' * উপস্থিত থাকেন, "পুলীস থানার অধ্যক্ষ" (Officer in charge) শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পুলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ত) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য

"অপরাধ।" বা ত্রুটী দণ্ডনীয় হয়, তাহাই "অপরাধ" (Offence) শব্দে বাচ্য।

(থ) এই আইনের দ্বিতীয় তফ্সীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন

* ১৮৮৭ সালের ৫ আইনের ১ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।" আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পুলীসের কার্য্য-কারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, "ধর্ত্তব্য অপরাধ" (Cognizable offence) ও "ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" (Cognizable case) শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পুলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, "অধর্ত্তব্য (Non-cognizable) অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

(দ) দ্বিতীয় তফ্‌সীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন (Bail) লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত (Bailable) অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত (Non-bailable) অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" ও "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।"

(ধ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধে দণ্ড, "ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা" (Warrant-case) শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা।"

(ন) যে অপরাধে উক্তরূপ দণ্ড হয় না, "সমনের মোকদ্দমা" (Summons-case) শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"সমনের মোকদ্দমা।"

(প) "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা" (European British subject) শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে—

"ইউরোপীয় ব্রিটিশপ্রজা।"

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেটব্রিটেন্‌ ও আয়র্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয়া উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন (Naturalized) কি চিরবাসী (Domiciled) হন, তিনি, ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্রকন্যা (Child) কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী (Grand-child)

১৮৮২। ১০ আইন। ৪—৫ ধারা।

টীকা।—'ঔরস পুত্রকন্যা'—ঔরসের সঙ্গে সঙ্গে জাতিও প্রমাণ করিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির আকৃতি ও আনুসঙ্গিক অবস্থা দেখিয়া হাইকোর্ট বিশ্বাস করিলে তাঁহার ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিচয়দান গ্রাহ্য করিবেন; নচেৎ সেই পরিচয়ের পোষকতায় সবিশেষ প্রমাণ আবশ্যক।

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিচারের সময় ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া ৩৩শ অধ্যায়ের বিশেষ প্রণালী অনুসারে বিচারিত হইবার অধিকার ত্যাগ করিলে, পরে আর ঐ বিশেষ প্রণালীর ফললাভ করিতে পারিবে না এবং হাইকোর্টেরও সংশোধন করিবার বিচারাধিপত্যে সেই কার্য্যানুষ্ঠানের উপর পুনর্দৃষ্টি হইবে না; হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য আদালতের সংশোধন করিবার উচ্চতম বিচারাধিপত্য থাকিলে সেই আদালতই পুনর্দৃষ্টি করিবে।

নজীর।—করাচি নগরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারামতে "অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা" দোষে দোষী সাব্যস্ত হয় ও তাহার ছয়মাস কাল সামান্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ হয়। বিচারের সময় সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া বিচারিত হইবার অধিকারের ভাবপ্রকাশ করে নাই। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন, যে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাইকোর্টের সংশোধন করিবার বিচারাধিপত্যের (Revisional Jurisdiction) বশবর্ত্তী হইতে পারে না, কারণ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিচারের বিশেষ প্রণালী অনুসারে তাহার বিচার না হওয়াতে এই ধারার ১ম প্রকরণমতে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় সিন্ধুপ্রদেশের সদর কোর্টেরই সংশোধনের বিচারাধিপত্য আছে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ জে, গ্রাণ্ট্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ৫৬৯ পৃষ্ঠা।

"অধ্যায়" ও "তফ্‌সীল।"

(ফ) "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও "তফ্‌সীল" শব্দে এতৎসংযুক্ত তফ্‌সীল বুঝাইবে।

"স্থান।"

(ব) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও নৌকাও বুঝাইবে।

যে যে কথায় কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা।

যে যে কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অবৈধ ক্রটীর প্রতিও বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে, সেই অর্থ থাকিবার কথা।

এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে, ঐ দণ্ডবিধি আইনে সেই সেই শব্দের ও পদের যে যে অর্থ আছে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত ও বিচার

১৮৮২। ১০ আইন। ৬ ধারা।

ঐ বিধান অনুসারেই হইবে; কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান-নিয়ামক কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে।

অন্য আইন লঙ্ঘন জন্য অপরাধের বিচারের কথা।

নজীর।—অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য বিচারাধীন করা সম্বন্ধে হাইকোর্টের যে বিচারাধিপত্য আছে, তাহা এই আইনের দ্বারা কিছুমাত্র অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। যখন আদালতে বিচারপতি উপস্থিত নাই, তখন আদালতের বাহিরে কোন অবজ্ঞাসূচক লিখন মুদ্রিত করিয়া আদালতের অবমাননা করিলে যে অপরাধ হয়, তাহার অথবা বিচারের সময় বিচারপতির কার্য্যাদি সমালোচনা করিয়া বা তৎকালীন ব্যবহার সম্বন্ধে কোন অসম্মানসূচক লিখন মুদ্রিত করিলে যে অপরাধ হয় তাহার দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে বা অন্য কোন আইনে স্পষ্টতঃ নাই; কিন্তু 'অপবাদের' মধ্যে উক্ত অপরাধ গণ্য হইতে পারে। তত্রাচ, সরাসরীমতে বিচার করিয়া হাইকোর্ট উক্ত অবমাননার অপরাধীকে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ বানর্জি বঃ চীফ্ জষ্টিস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানাশ্রেণী-বিষয়ক বিধি।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাইকোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে; যথা,

ফৌজদারী আদালতের নানাশ্রেণীর কথা।

১। সেশন আদালত (Courts of Sessions)।

২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

১৮৮২। ১০ আইন। ধারা।

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটী সেশন খণ্ড (Sessions Division) হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে।

সেশন খণ্ডের কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জেলা (District) কি নানা জেলার সমষ্টি হইবে।

জেলার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ঐ ঐ খণ্ডের ও জেলার সীমা, কিম্বা মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

খণ্ড ও জেলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে যে সেশন খণ্ড ও জেলা থাকে পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে যতকাল পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জেলা থাকিবে।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জেলা থাকিবার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জেলা বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানী গুলি জেলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জেলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জেলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই সেই উপ-বিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

জেলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

জেলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং তদ্রূপ আদালতে এক একজন জজ নিযুক্ত করিবেন।

সেশন আদালতের কথা।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য (Jurisdiction) প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আডিসনাল সেশন

জজ ও জয়েণ্ট্ সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট্ সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত থাকে তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

টীকা।—আসিষ্টাণ্ট্ সেশন জজ সেশন জজের অধীন (১৭ ধারা)।

এই আইনের ৩২ ধারায় সেশন জজের যে সকল ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জয়েণ্ট্ সেশন জজ প্রয়োগ করিতে পারেন না।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কতকগুলি আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন (Discharged)। জয়েণ্ট্ সেশন জজ অবশেষে ফরিয়াদীর আবেদন অনুসারে তাহাদিগকে সেশন আদালতে সোপরদ্দ করিলেন। হাইকোর্ট্ জয়েণ্ট্ সেশন জজের উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান নামঞ্জুর ও বাতিল করিয়া দিয়া সেশন জজের উপর ঐ বিষয় যথাযথ মীমাংসার ভার দিলেন। মুসা আগ্‌মলের আবেদন সম্বন্ধে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ১৫৬ পৃষ্ঠা।

জেলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জেলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জেলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

১১ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জেলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন, তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জেলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট-স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় চক্র মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনের জেলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে সময়ে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৩—১৫ ধারা।

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জেলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতা-ভার দিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জেলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার (Charge) দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন মতে ঐ অধ্যক্ষতাভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবেন।

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট (Sub-divisional Magistrate) নামে খ্যাত হইবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ বিশেষ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই সেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষ (Special) মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট্ ডিষ্ট্রীক্ট্ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্নশ্রেণীস্থ কোন পুলীস কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং 'শান্তিরক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারীর যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে

১৮৮২।
১০ আইন।
১৫ ধারা।

ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা। রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে (to sit as a Bench) আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যে যে মোকদ্দমা বা যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

এই ধারামত আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটেরা অধিবিষ্টকার্য্যে (Proceedings) প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন, ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যত দূর সম্ভব, সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বলিয়া গণ্য হইবেন।

টীকা।—এক মোকদ্দমা বিচার হইতে হইতে আদালতের গঠন (Constitution) পরিবর্ত্তিত হইবে না। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌দিগের বেঞ্চ বিচার ভিন্ন যে সকল বিবিধ কার্য্য করিবার ভার পাইতেন না, এই ধারানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের হস্তে সেই সকল কার্য্যের ভার দিতে পারেন।

নজীর।—দুই জন মাজিষ্ট্রেট্ ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ্য শুনিলেন। তৎপরে এক জনের পরিবর্ত্তে অন্য মাজিষ্ট্রেট্ আসিয়া মোকদ্দমার অবশিষ্টাংশ শুনিলেন ও বিচার করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত করিলেন। হাইকোর্ট্ উক্ত অপরাধ সাব্যস্তকরণ বাতিল ও অগ্রাহ্য করিলেন। সফরুদ্দীন; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ২৬৩ পৃষ্ঠা। উক্ত অবস্থায় নির্দ্দোষী সাব্যস্তকরণও অসিদ্ধ। রামসুন্দর দে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫৫৮ পৃষ্ঠা।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাযুক্ত বেঞ্চ কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন; ঐ মোকদ্দমা মুলতবি থাকার পর ঐ বেঞ্চের একজনমাত্র মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিচার হইল। কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন, যে তিনি ঐ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাযুক্ত বেঞ্চের দ্বারা অপরাধ সাব্যস্তকরণ হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ নারায়ণ স্বামী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৩৬ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৬—১৭ ধারা।

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে কোন জেলার মধ্যে মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইন সঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এই এই বিষয়ের বিধান থাকিবে :—

(ক) যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে;

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান;

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্য কে কে অধিবিষ্ট হইবেন (Constitution of the Bench);

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

নজীর।—ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ কোন জটিল বা কঠিন মোকদ্দমা বিচারার্থ বেঞ্চে প্রেরণ করিবেন না। ভোলানাথ সেনের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

১৭ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন; এবং

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জেলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্ব (General control) থাকিবে।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার (Distribution of business) সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত

কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যতদূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

টীকা।—মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে সকল বিষয়ের আপীল যথারীতি সেশন জজের আদালতে বিচার্য্য হয় (৪০৮ ধারা) অথবা মাজিষ্ট্রেট্ যে সকল মোকদ্দমা সেশন আদালতে প্রেরণ করেন (১৯৩ ধারা) অথবা কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা অন্য আজ্ঞা আইন সঙ্গত, উপযুক্ত ও যথার্থ কি না দেখিবার জন্য যে সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করেন (৪৩৫ ধারা) কিম্বা যে স্থলে কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট্ এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত জামিন দিবার আদেশ করেন (১২৩ধারা) সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট্ সেশন জজের অধীন।

এই ধারামতে সর্ব্বশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটই ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেটের অধীন। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট্ ও ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীন। (৫২৮ ধারা নিবিষ্ট নজীর দেখ।)

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত-বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর 'প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট' নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের (Chief Magistrate) পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

নিম্নলিখিতমতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট্ যে বিধি প্রণয়ন করেন, পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাসুল (Port-dues) বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, তদনুসারে ঐ ঐ নগরের বন্দরের ও নৌকাগম্য (Navigable) কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পঁহুছিবার জলপথের (Channel) যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের এপ্রেল মাসের ১লা তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের (Court of Petty Sessions) যে যে বিচারাধিপত্য ছিল, বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ সেই সমুদয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ২১—২২ ধারা।

কিন্তু বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র (Senior) বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে, প্রধান মাজিষ্ট্রেট্ (Chief Magistrate) স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে এমত বিধি করিতে পারিবেন; যথা,

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেট্দের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি (Distribution) করিবার ও রীতি (Practice) নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(খ) মাজিষ্ট্রেট্দের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি;

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি; এবং

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেট্দের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে, তাহার বিধি।

(ঙ)।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস্দিগের বিষয়ে বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমুদয় বা কোন স্থান সম্পর্কে,

মফস্বলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় (Official) গেজেটে জ্ঞাপনপত্র (Notification) প্রকাশকরণপূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্রলিখিত স্থান মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

টীকা।—কেবলমাত্র ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য এই সকল শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের হস্তে অর্পিত হয়। কেবলমাত্র ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাই এইরূপ জষ্টিস নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, সেশন জজ অথবা আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের পদে অন্ততঃ তিন বৎসর

তার কার্য্য না করিলে অথবা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ না হইলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচার করিতে পারেন না (৪৪৪ ধারা)।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার কৃত অপরাধ শুনিয়া রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সাধারণ লোকের ন্যায় তাহাকে উপস্থিত করাইতে যে কোন মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতাপন্ন (৪৪৫ ধারা)।

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর-সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশকরণপূর্ব্বক, ভিন্নাধিকারদেশের প্রজা ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

টীকা।—এই ধারামতে নিযুক্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের বিচারাধিপত্য প্রেসিডেন্সী রাজধানীর সীমা অতিক্রম করিবে না; তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য ও ক্ষমতা স্থানীয় আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। ২২ ধারামতে নিযুক্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের বিচারাধিপত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের প্রচারিত কোন কমিশন (Commission) প্রাপ্ত হইয়া, এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও জন্য, তদ্বলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৫ ধারা। স্ব স্ব পদের বলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ (Ordinary Members of the Council) ও হাইকোর্টের সমুদয় জজ ও রাঙ্গুণের রিকর্ডার সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস্ হইয়া থাকেন; "সেশন জজেরা

১৮৮২। ১০ আইন। ২৬—২৮ ধারা।

ও জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন, সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন"*; এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী-নগরের মাজিষ্ট্রেট্ হন, সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

চ।—স্থগিত ও অপসৃত হইবার বিধি।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অপসৃত হইবার কথা।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট্ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত (Suspended) কি অপসৃত (Removed) হইতে পারিবেন।

কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অপসৃত করিতে পারেন, অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অপসৃত করিবেন না।

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অপসৃত হইবার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা-বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধি-আইনমত কোন অপরাধ হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফ্সীলের অষ্টম ঘরে দেখা যায়, সেই আদালত উক্ত অপ-রাধের বিচার করিতে পারিবেন।

"চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

টীকা।—হাইকোর্ট্ ও সেশন আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের নিমিত্ত যে সকল বিধান করা হইল, তাহা হাইকোর্ট্ ও সেশন আদালতের বিচারাধিপত্য সীমাবদ্ধ বা সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

অন্য আইনমতে অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমতে অপরাধ হইলে, যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাইকোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ সেই অপরাধের বিচার করিবেন না;

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

টীকা।—যে অপরাধ স্থানীয় বা বিশেষ আইন অনুসারে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হাইকোর্ট অথবা এই আইন মতে সংস্থাপিত অন্য আদালতের বিচার্য্য হইবে।

নজীর।—ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে আইন (Act IV. of 1879) অথবা ভারতবর্ষীয় রেজিষ্ট্রেশন্ আইন-সম্বন্ধে কোন অপরাধ কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট্ পর্য্যন্ত বিচার করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধঃশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট্ তাহা বিচার করিতে পারেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ কৃষ্ণ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

কোন বিশেষ আইনমতে (সেনানিবেশ সম্বন্ধীয় আইন) কোন মাজিষ্ট্রেট্ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য অপরাধ, পূর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাপন্ন নহে এরূপ কোন সাধারণ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে বিচারার্থ প্রেরণ করিবেন না। দেওকীনন্দনের বিষয়ে; ১৮৮৬ সালের উইক্‌লি নোটস্; ২৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশের যে যে স্থানে ডেপুটী কমিশনরেরা কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরেরা থাকেন, সেই সেই স্থানে স্থানীয়

১৮৮২।
১০ আইন।
৩১ ধারা।

গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট্স্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

নজীর।—এই আইনের ৩৪ ধারালিখিত বিশেষ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট্ যে স্থলে সাক্ষ্য দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে তাঁহার বিচার্য্য অপরাধের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে ২০৯ ধারামতে তিনি স্বয়ং কদাচ এরূপ মোকদ্দমার বিচার করিবেন। এম্প্রেস্ বঃ পরমানন্দ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৮৫ পৃষ্ঠা।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১ ধারা। হাইকোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

সেশন জজ, কি আডিশনল সেশন জজ, কি জয়েণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাইকোর্টের অনুমোদন (Confirmation) সাপেক্ষ থাকিবে।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন; কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ "চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের এবং যে কোন মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের" * আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

টীকা।—ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই আইনের ৩৪ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্, ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ উভয়েই সাধারণতঃ একরূপ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিচারে ঐ ক্ষমতার বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন ও আপীলের বিষয়ে এক নিয়ম; কিন্তু বিচারের কার্য্য-প্রণালী বিভিন্ন। বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে, তাহা ২১ অধ্যায়ে লিখিত প্রণালীমতে ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ যেরূপে বিচার করেন, সেইরূপেই বিচার করিবেন; কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রচলিত প্রণালী অনুসারে জুরি বা আসেসরের সাহায্যে বিচার করিবেন।

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট্‌দের আদালত নিম্ন-লিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্‌দের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত :
- আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড (Solitary Confinement) সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড;
- এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ-দণ্ড;
- কশাঘাত দণ্ড (Whipping)।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত :
- আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড;
- দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড;
- কশাঘাত দণ্ড।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত :
- এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড;
- পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত (Aggregate) দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে (Specially empowered), তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

টীকা।—কারাদণ্ড দ্বিবিধ :—(১) কঠিন পরিশ্রমের সহিত; (২) বিনা পরিশ্রমে।

নজীর।—১৮৭২ সালের ১০ আইনের (ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের) ৩২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট্ বেত্রাঘাত (Whipping) দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু ১৮৮২ সালের ১০ আইন (ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন) মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট বেত্রাঘাত দণ্ডবিধান করিতে পারেন না। এম্প্রেস্ বঃ ভগবন্ত রাওজী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৭ম ভলুমের ৩০৩ পৃষ্ঠা।

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৩—৩৫ ধারা।

সরাসরী মতে বিচার হইলে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নির্জ্জন-কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা অংশস্বরূপ থাকিতে পারে। তাহা আইন অসঙ্গত নহে। এম্প্রেস্ বঃ আনুখান্, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে, মাজিষ্ট্রেটের আদালত, ঐরূপ ক্রটী ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন; কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

কোন্ কোন্ স্থল সম্বন্ধে উপবিধি।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌দের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের (Substantive sentence) একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিকতর কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

৩২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট্ অত্যধিক যত কালের মূল-কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

টীকা।—অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে যে কারাদণ্ডের আদেশ হইবে, তাহা যে কোন প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য বিহিত অর্থদণ্ড দিতে ক্রটী করিলে বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড হইবে। অর্থদণ্ড আইনমতে আদায় হইলে বা অপরাধী দিলে উক্ত কারাদণ্ডের অবসান হইবে। আংশিকরূপে দিলে বা আদায় হইলে অনুপাত অনুসারে হ্রাস হইবে।

নজীর।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৫. ধারায় অর্থদণ্ড দিতে ক্রটী হইলে যে কারাদণ্ডের নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত দণ্ডবিধান করিবার ক্ষমতা এই ধারায় মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হয় নাই। [রেগ্ বঃ মহম্মদ সায়েব; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১ম ভলুমের ২৭৭ পৃষ্ঠাস্থিত নজীর ১৮৮১ সালে অগ্রাহ্য হয়] কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ ভেন্কাটাসাপাড়ু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ মান্দ্রাজ, ১০ ভলুমের ১৬৫ পৃষ্ঠা।

কোন কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

৩৪। ৩০ ধারামতে বিশেষ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদালত, প্রাণদণ্ডের অথবা সাত বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের অথবা সাত বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা ব্যতীত, আইন অনুসারে যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারেন; কিন্তু চারি

বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা ও দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা সেশন জজের অনুমোদন সাপেক্ষ।*

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা। একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয়, ঐ আদালত সেই সেই অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন, সেই সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের (Order) আদেশ করেন, সেই ক্রমে একদণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্ত যতদূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ডসমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ (Higher) আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা।

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরও, ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে, এই ধারামত সংযুক্ত (Aggregate) দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়ীকরণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে,

অভিযোগ পত্রে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ অপরাধের উল্লেখ থাকিলে, এবং স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভাবের সাক্ষ্য দ্বারা তাহা প্রমাণ হইলে, প্রত্যেক অপরাধের পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা হইবে এবং প্রথম দণ্ডাজ্ঞা পালিত হইবার পরেই দ্বিতীয় দণ্ড প্রারম্ভ হইবে। কিন্তু একই বা সমতুল্য প্রমাণের দ্বারা দুই বা তদধিক অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, তন্মধ্যে যে অপরাধ সাক্ষ্যের অধিকাংশ দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে, সেই অপরাধে দোষী এবং অপর অপরাধে নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য। [সাধারণতঃ

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৫—৩৭ ধারা।

কলিকাতা হাইকোর্টে পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা হয় না। রামচরণ কয়েরী উইক্লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা।]

মান্দ্রাজ হাইকোর্ট ও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। দলপতি রাও, মান্দ্রাজ ১ম ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা।

বম্বে হাইকোর্ট পৃথক দণ্ডাজ্ঞা বজায় রাখিয়াছিলেন। লালুরাম ভান ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ বম্বে, ১০ম ভলুমের ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

নজীর।—পৃথক্ পৃথক বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট সাধারণ ক্ষমতার বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ডাজ্ঞা দিবেন। দৌলতীয়া এবং অপর এক ব্যক্তির বিষয়ে ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ৩০৫ পৃষ্ঠা [ফুলবেঞ্চ]।

এক হেড্ কনষ্টেবল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৩ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইল। সেশন জজ প্রত্যেক অপরাধের জন্ত তিন মাস কাল বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন, ও অপরাধীর পূর্ব্ব সুচরিত্রের জন্ত উক্ত দুই দণ্ড একত্রে ভোগ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে দুইটী অপরাধ স্বতন্ত্র, সুতরাং এক অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা পালন করিবার পরে অপরাধীকে দ্বিতীয় অপরাধের দণ্ডভোগ করিতে হইবে। [কুইন্ বঃ আবদুল আজীজ ; উইক্লি রিপোর্টার-স্থিত নজীর অনুসৃত হইল।] কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ পীরমহম্মদ। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ২০৪ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারা (চোরা দ্রব্য কুটিল ভাবে গ্রহণ) ও ৭৫ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এই ধারামতে দুইটী স্বতন্ত্র অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হইবে না। এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং যে দণ্ডবিধান করিতে সক্ষম, তদধিক দণ্ড ন্যায্য বিবেচনা করিলে সেশন জজের নিকট অপরাধীকে বিচারার্থ প্রেরণ করিবেন। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ খালক ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১১শ ভলুমের ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে দণ্ডনীয় এবং কোন বিশেষ আইনে (গোমেষাদির অনধিকার প্রবেশ-বিষয়ক আইন) দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হেতু স্বতন্ত্র দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না। (হোসেন আলী ; এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ৫০ পৃষ্ঠা।) অথবা জালদলীল নিকটে রাখিলে ও তাহা ব্যবহার করিলে স্বতন্ত্র দণ্ডাজ্ঞা হয় না। (মুজুর আলী ; এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা।)

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা-বিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা। জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্দের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফ্সীল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের "নিয়মিত ক্ষমতা" (Ordinary Powers) বলে।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে শ্রেণীর

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফ্‌সীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কি স্থলবিশেষে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ-বিষয়ক বিধি।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া (by name) বা পদোপলক্ষে (or in virtue of their office) তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি (Official titles) ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐ ঐ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মসংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয়-চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয়-চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয়-চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন, সেই স্থানীয়-চক্রে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

নজীর। কোন জেলার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্স্বরূপ নিযুক্ত করা হইল এবং সেই কার্য্য করিতে করিতে তিনি অপর জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এক পূর্ব্বশ্রুত মোকদ্দমা বিচার করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে অপর জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হওয়ায় তিনি যে জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার হইতে মুক্ত হইলেন, সেই জেলায় জয়েণ্ট মাজি-

১৮৮২।
১০ আইন।
৪১—৪২ ধারা।

ষ্ট্রেট স্বরূপ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা চালাইতে পারেন না। আনন্দ স্বরূপদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ৫৬৩ পৃষ্ঠা; [ফুল্ বেঞ্চ]।

মোকদ্দমা বিচার করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তে উচ্চতর ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ঐ ক্ষমতানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন; সুতরাং মোকদ্দমা প্রারম্ভের সময় তাঁহার যে ক্ষমতা ছিল, তদপেক্ষা উচ্চতর ক্ষমতানুসারে ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, দণ্ডাজ্ঞা আইন সঙ্গত হইয়াছে। [ওল্ডফিল্ড্, টাইরেল, ও মামুদ, কিন্তু প্রধানতম বিচারপতি পেথেরাম ও ব্রড্হর্ষ্ট ভিন্ন মত প্রকাশ করেন] প্রসাদদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৪১৪ পৃষ্ঠা।

কোন সব্‌রেজিষ্ট্রার এক স্থানে অফিসিয়েটীং কার্য্য করিতে করিতে কতকগুলি অপরাধ বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলেন। শেষোক্ত স্থানে যাইয়া তিনি কতকগুলি মোকদ্দমা বিচার করিলেন। হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা গুলির বিষয়ে আদেশ দিলেন যে উক্ত সব্‌রেজিষ্ট্রারের অনুষ্ঠিত কার্য্য নামঞ্জুর করা আবশ্যক নহে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ ভিরান্না; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৫শ ভলুমের ১৩২ পৃষ্ঠা।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে ও পুলীসকেও ধৃতকরণকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

কোন কোন স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পুলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য,

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ-নিবারণার্থ, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ্ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থ, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণার্থ, মাজিষ্ট্রেট্ কি পুলীসের কর্ম্ম-কারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত (Reasonably) সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

টীকা।—মাজিষ্ট্রেট বা পুলীসের কার্য্যকারককে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিতে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটী করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারামতে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। তবে মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কার্য্যকারক যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন কি না এ বিষয়ও স্থির করা হইবে। সেই ব্যক্তি যখন সহায়তা কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন, তখন যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীস-কার্য্যকারকের প্রদত্ত ক্ষমতা (যদনুসারে তিনি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতেছেন) প্রদর্শনের জন্য সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দেখাইতে হইবে, নচেৎ সে আত্মরক্ষার ছলে বাধা দিতে পারে।

পুলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারেণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৩ ধারা। পুলীস-কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারণ্ট্-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট্-সাধনকার্য্যে (Execution) তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

টীকা।—মাজিষ্ট্রেট্ অথবা পুলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর লোককে সাহায্য করা ইচ্ছাধীন।

কোন কোন অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের, বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পারিলে, যে মাজিষ্ট্রেট্ কি পুলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

টীকা।—নিম্নলিখিত অপরাধগুলি এই ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

১২১। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধোদোগ অথবা তাহার সহায়তাকরণ।

১২১ ক। রাজদ্রোহসূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্রকরণ।

১৮৮২।

১০ আইন।

৪৪ ধারা।

১২২। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহকরণ।

১২৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাহায্যার্থ তাহার কল্পনা গুপ্ত রাখন।

১২৪। আইনমত ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য হইতে পারে, তাহা বলপূর্ব্বক করাইবার বা নিবারণ করার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।

১২৪ ক। অভক্তি (Disaffection) জন্মাওন।

১২৫। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ আশিয়া মহাদেশীয় কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ বা তাহার উদ্যোগ বা সহায়তাকরণ।

১২৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশ লুঠকরণ।

১৩০। রাজনীতিপক্ষ কিম্বা যুদ্ধধৃত বন্দীর পলায়ন-কার্য্যে সহায়তাকরণ বা তাহাকে আশ্রয় দেওয়া বা ছাড়াইয়া দেওয়া।

৩০২। জ্ঞানকৃত বধ (Murder)।

৩০৩। যাবজ্জীবন-বন্দী (Life-convict) কৃত জ্ঞানকৃত বধ।

৩০৪। জ্ঞানকৃত বধের তুল্য এরূপ অপরাধযুক্ত নরহত্যা (Culpable homicide)।

৩৮২। হত্যা করিবার বা পীড়া (Hurt) জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরিকরণ।

৩৯২। দস্যুতা (Robbery)।

৩৯৩। দস্যুতা করিবার উদ্যোগকরণ।

৩৯৪। দস্যুতাকরণ সময়ে পীড়া দেওন।

৩৯৫। ডাকাইতী।

৩৯৬। ডাকাইতীর সহিত বধকরণ।

৩৯৭। হত্যা করিবার বা গুরুতর পীড়া (Grievous hurt) জন্মাইবার উদ্যোগের সহিত দস্যুতা বা ডাকাইতী।

৩৯৮। সাংঘাতিক অস্ত্র ধরিয়া দস্যুতা বা ডাকাইতীর উদ্যোগকরণ।

৩৯৯। ডাকাইতী করণের উদ্যোগ।

৪০২। ডাকাইতী করণের জন্য দলবদ্ধ হওন।

৪৩৫। একশত টাকা বা তদধিক মূল্যের দ্রব্য লোকসান করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি দ্বারা অপকার (Mischief)।

৪৩৬। অগ্নিদ্বারা ঘরের অপকার।

৪৪৯। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ।

৪৫০। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

৪৫৬। রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহভেদকরণ।

৪৫৭। কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহভেদকরণ (House-breaking)।

৪৫৮। কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদকরণ।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৫ ধারা।

৪৫৯। লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ-করণ কালে গুরুতর পীড়া দেওন।

৪৬০। গৃহভেদ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক কাহারও প্রাণনাশ করণ বা গুরুতর পীড়া দেওন।

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি গ্রাম্য পুলীস কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখলীকার ও সেই অধিকারীর কি দখলীকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড্সের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি, নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে যে মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা যে পুলীস-থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে তাঁহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পুলীস কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলীকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন, কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা-দ্রব্য-গ্রাহক (Receiver of stolen property) কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত (Permanent) বা কিয়ৎকালীন (Temporary) বাস করিবার কথা;

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত-কয়েদী কি ঘোষিত-অপরাধী (Proclaimed offender) বলিয়া তাঁহার জানা আছে, কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাঁহার এমত সংশয় থাকে, সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা;

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না, উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা;

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত (Unnatural) মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার "গ্রাম" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমিও গণ্য।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৫ ধারা।

টীকা।—১৮৭২ সালের আইনের ৯০ ধারায় যে সকল কথা লিখিত ছিল, তদ্ব্যতীত এই ধারায় কয়েকটী নূতন কথা লিখিত আছে :—

(১) যে মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা পুলীস-থানা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকেন তাঁহারই নিকট সন্ধান জানাইতে হইবে।

(২) 'ক' প্রকরণে 'কিম্বা গোমস্তা থাকেন' কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

(৩) 'খ' প্রকরণে 'কয়েদী কি ঘোষিত' কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

নজীর।—কেবলমাত্র কোন ভূমির স্বামী বা দখলীকার অথবা তাহার গোমস্তা (Agent) হইলেই যে সেই ভূম্যধিকার হইতে দূরে অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যু ঘটিলেও তাহার সন্ধান জানাইতে বাধ্য, আইনের এরূপ অভিপ্রায় নহে। যে বাটীতে ঐরূপ অপঘাত মৃত্যু ঘটিল, সেই বাটীতে বাস করিলেই যে তাহার সম্বাদ জানাইতে বাধ্য এরূপও বিবেচনা করা হইবে না। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ; উইক্‌লি রিপোর্টার ২৩ ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা।

বিচারপতি প্রিন্সেপ্ ও ম্যাক্‌ফারসন্ মাতুকী মিশ্রের বিষয়ে (ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৬১৯ পৃষ্ঠা) মীমাংসা করেন যে, যে স্থানে মৃত দেহ পাওয়া যায়, সেই স্থানে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বিচারপতি মিত্র এই মত প্রকাশ করিলেন, যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র এই ঘটনা—সেই স্থানেই যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ অন্যত্র মৃত্যু হইলেও অনায়াসে মৃতদেহ তথায় রাখিয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

এই ৪৫ ধারায় যে সকল লোক সংবাদ দিতে বাধ্য, তন্মধ্যে গ্রাম্য একাউণ্টাণ্ট্, (রামনিহি নায়র ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১ম ভলুমের ২৬৬ পৃষ্ঠা) খাজাঞ্চি, (আচিরাজ লাল ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ৬০৩ পৃষ্ঠা) বা মুন্সেফের পেয়াদা গণ্য নহে।

পুলীস অন্য কোন উপায়ে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, বা যাহারা সংবাদ দিতে বাধ্য, তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সংবাদ দিলে, অপর ব্যক্তিগণকে এই ধারামতে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। শশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ৬২৩ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে যে ব্যক্তি সংবাদ দিতে বাধ্য, তাহার ক্রটী করণ অপরাধ সাব্যস্ত করিতে গেলে দেখিতে হইবে, (১) যে অপরাধকরণের সংবাদ দিতে সে ক্রটী করিয়াছে, সেটা কি অপরাধ ; (২) যে সেই অপরাধ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি করিয়াছে ; (৩) অপরাধ করা হইয়াছে, সে বিষয় উক্ত ব্যক্তি অবগত ছিল। আমেদ আলীর বিষয়ে ; উইকলি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৪২ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে সংবাদ দিতে বাধ্য কোন ব্যক্তি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে মিথ্যা সংবাদ দিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৭ ধারামতে দণ্ডনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ-বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ-বিষয়ক বিধি।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৬ ধারা। ধৃতকরণ সময়ে পুলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন, তিনি যাহাকে ধরিবেন, তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায়, তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয়, কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে (Evade) চেষ্টা করে, তবে পুলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাই করিবেন।

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না, সেই অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

টীকা।—কোন রাজকীয় কার্য্যকারক স্বয়ং বা তাঁহার আদেশে কোন ব্যক্তি সরলভাবে কোন কার্য্য করিলে ৯৯ ধারা অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই; তবে প্রাণহানি বা গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা থাকিলে আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে।

এই আইনের ৮০ ধারানুসারে আবশ্যক হইলে ওয়ারণ্ট দেখান আবশ্যক। ইংলণ্ড দেশের আইনমতে তথায় গ্রেপ্তারকারীর নিকট ওয়ারণ্ট না থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার-কার্য্যে বাধা দিলে অপরাধ হয় না।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পুলীসের কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থানবাসীর কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পুলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ (Free ingress) করিতে দেন

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৮—৫১ ধারা।

ও সেই স্থানে অন্বেষণ (Search) করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে, এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না সেই স্থলে, পুলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন; ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্য যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক, ঘরে কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া (Break open) প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

কিন্তু যদি কোন উক্ত স্থান, যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পুলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পুলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহে সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যতদূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তির গা তল্লাশের কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে, পুলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান থাকিলেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজির-জামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন, কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি (Private person) ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পুলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তল্লাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান, তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন।

টীকা।—উক্ত প্রকারে সম্পত্তি লইলে তাহার সংবাদ তৎক্ষণাৎ রীতিমত-ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। (৫২৩ ধারা।)

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করা আবশ্যক হইলে, লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন, ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন, এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন, এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, সেই আদালতের কি কার্য্য-কারকের নিকট সেই সেই অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

খ।—ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিবার বিধি।

যে স্থলে পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

৫৪ ধারা। পুলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারণ্ট না পাইয়াও এই এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে, বা যুক্তি-সিদ্ধমতে যাহার নাম তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায়, বা যুক্তিমতে সংশয় হয়, তাহাকে;

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র (Implements)

১৮৮২।
১০ আইন।
৫৪ ধারা।

আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে (আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে);

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে;

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে, কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে, তাহাকে;

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পুলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম-করণসময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত (Lawful custody) হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে;

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পণ্টন (Army) হইতে কিম্বা যুদ্ধ-জাহাজ (Navy) হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমতে সংশয় থাকে, "অথবা শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় সামুদ্রিক কার্য্যে (Indian Marine Service) নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্ম হইতে বেআইনমতে অনুপস্থিত থাকে"* তাহাকে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

টীকা।—এই ধারায় যে সকল স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল, তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থলে ওয়ারণ্ট ব্যতিরেকে ধৃত করা যায়:—

(১) পুলীসের কার্য্যকারক বা গ্রাম্য চৌকীদার ১৮৭১ সালের ২৭ আইনানুসারে (The Criminal Tribes Act) চিহ্নিত কোন ব্যক্তিকে ছাড়পত্রে নির্দ্দিষ্ট তাহার বাসস্থানের বাহিরে দেখিলে বা তন্নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিলে বা উক্ত ব্যক্তি শাসন স্থান (Reformatory Settlement) হইতে পলায়ন করিলে বিনা ওয়ারণ্টে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইতে পারে।

(২) বাসস্থান-হীন অলস কোন ইউরোপীয় ভিক্ষুক, পুলীস কর্ম্মচারীর আদেশ পালন না করিলে বা ইউরোপীয় ভিক্ষুক আইনের (European Vagrancy Act) ২৩ ধারামতে কোন অপরাধ করিলে বা করিবার উপক্রম করিলে বিনা ওয়ারণ্টে সেই পুলীস কার্য্যকারক তাহাকে ধৃত করিতে পারে।

(৩) ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে আইনের (Act IV. of 1879) বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়া পলায়ন করিবে বা মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিতেছে বা যথার্থ নাম ও ধাম গোপন করিতেছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুলীসের কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করিতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি জামিন দিলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

* ১৮৮৭ সালের ১৪ আইনের ৭৮ ধারাক্রমে " " চিহ্নিত অংশটী সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৪ ধারা।

(৪) অস্ত্রশস্ত্রাদি-বিষয়ক আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া লাইসেন্স ব্যতিরেকে অস্ত্রধারণ করিয়া বেড়াইলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করা যাইবে। (১৮৭৮ সালের ১ আইন)

(৫) কোন ব্যক্তি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় বা রাজপথে—

(ক) গোমেষাদি হত্যা করিলে বা মৃতদেহ পরিষ্কার করিলে, অথবা গোমেষাদি বা অশ্ব অসাবধানতার সহিত ও প্রচণ্ডবেগে চালাইলে;

(খ) ক্রীড়াচ্ছলে বা নির্দ্দয়ভাবে কোন জন্তুকে যন্ত্রণা দিলে বা প্রহার করিলে;

(গ) মাল অথবা যাত্রী তুলিবার বা নামাইবার জন্য যতক্ষণ আবশ্যক, তাহার অধিককাল গাড়ী রাখিয়া সাধারণের অসুবিধা বা ক্ষতি করিলে;

(ঘ) বিক্রয়ার্থ কোনবস্তু রাখিলে;

(ঙ) কর্দ্দম, আবর্জ্জনা, ভগ্নইষ্টকাদি, প্রস্তরখণ্ড বা বাটীর মালমসলা রাখিলে বা ফেলিয়া দিলে অথবা গোশালা বা অশ্বশালাদি নির্ম্মাণ করিলে;

(চ) মাতাল হইয়া আত্মসতর্কতায় অশক্ত হইলে বা হাঙ্গামা করিলে;

(ছ) ইচ্ছাপূর্ব্বক অভদ্রভাবে স্বীয় শরীর বা রুগ্ন অবয়ব খুলিয়া রাখিলে, প্রস্রাব বা মলত্যাগ করিলে, অথবা নিষিদ্ধ স্থানে স্নান বা ধৌত করিলে;

(জ) কোন পুষ্করিণী বা কূপ বা অপর স্থান রীতিমত বেড়া দিয়া না রাখিলে; পুলীস-কার্য্যকারক তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। (১৮৬১ সালের ৫ আইন।)

(৬) বাঙ্গালাপ্রদেশে পুলীসের কার্য্যকারক—

(ক) কোন ব্যক্তি অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ (Contraband Salt) লইয়া যাইতেছে বা নিকটে রাখিয়াছে, এরূপ সময়ে তাহাকে, ও

(খ) সুবাদার, জমাদার ও সারজ্ঞ ব্যতীত কোন সিপাহী রাজকার্য্যে নিযুক্ত নহে এরূপ সময়ে চিহ্নিত পোষাক পরিধান করিলে, তাহাকে, গ্রেপ্তার করিতে পারে।

নজীর।—গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে পুলীস কার্য্যকারককে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২০ ধারামতে দণ্ডনীয় হইতে হয়। বেহারী সিং দিগরের বিষয়; উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা। কিন্তু উক্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিতে হইলে তাহা যে জ্ঞানকৃত, তাহার প্রমাণ আবশ্যক; (নারায়ণ বাবাজি; বম্বে, ৯ম ভলুমের ৩৪৬ পৃষ্ঠা; ও বদরুল হোসেন, উইক্লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠা); এই ৫৪ ধারা অনুসারে গ্রাম্য চৌকীদার পুলীস কার্য্যকারকের মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং তাহার এলাকার বাহিরে কোন হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে অস্বীকার করিলেও দণ্ডবিধি আইনের ২৭১ ধারামতে সে দণ্ডনীয় নহে। এম্প্রেস্ বঃ কাল্লু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা।

এক ব্যক্তি তিনখানি কাপড় লইয়া যাইতেছিল। চোরাদ্রব্য বলিয়া পুলীস কনষ্টেবলের সন্দেহ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাকে বলিল যে তাহা বিলাতে প্রস্তুত কাপড়; কিন্তু কনষ্টেবল তাহাতে গুজরাটী চিহ্ন দেখিয়া তাহার উত্তর অবিশ্বাস করিল ও কাপড় চুরি করিয়াছে ভাবিয়া ভালরূপে পরীক্ষার জন্য কাপড় চাহিল; কিন্তু সে ব্যক্তি দিতে অস্বীকার করায় বল

১৮৮২।
১০ আইন।
৫৫ ধারা।

উপস্থিত হয় ও কনষ্টেবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলীস ইন্‌স্পেক্টরের নিকট লইয়া যায়। ইন্‌স্পেক্টর ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল। পরে ঐ ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করায় কনষ্টেবল অন্যায়পূর্ব্বক আটক করিয়া রাখন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া চারি মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের দণ্ড পাইল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে অপরাধী ব্যক্তি সরলভাবে কার্য্য করিয়াছে। এবং ফরিয়াদী তাহার সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহাকে কাপড়গুলি দেখাইলেই পারিত, এ স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ৯৯ ধারামতে (আত্মরক্ষা) কনষ্টেবলের সঙ্গে মারামারি করা আইনসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং ৫৪ ধারামতে ফরিয়াদী আইনসঙ্গতরূপে ধৃত হইয়াছে। ভাউ জীবজী বঃ মূলজীদয়াল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

যে স্থলে গ্রেপ্তার আইনসঙ্গত হইবে, সে স্থলে গ্রেপ্তারকারীর দোষযুক্তজ্ঞান থাকিতে পারে না; যে স্থলে পুলীস কর্ম্মচারীর ন্যায্য ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া বেআইনী গ্রেপ্তার হইবে, সেই স্থলেই দণ্ডবিধি আইনের ২২০ ধারা প্রযোজ্য, ও সেই স্থলেই সে বিদ্বেষভাবে বা অসদ্ভাবে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে জানিয়া সেই কার্য্য করিয়াছে কিনা, বিচার করিতে হইবে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ অমরসিং জেঠা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ৫০৬ পৃষ্ঠা।

ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫ ধারা। পুলীস থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এই এই ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন:—

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্ম-গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায়, যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে; যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা,

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি (Ostensible means of livelihood) না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি সন্তোষমতে আপনার বৃত্তান্ত (Account) জানাইতে না পারে; কিম্বা,

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত (Habitual) দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা-দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ (Extortion) করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

টীকা।—কেবলমাত্র পুলীস থানার অধ্যক্ষ পরওয়ানা না থাকিলেও উক্ত অবস্থায়

ধরিতে বা ধরাইতে পারেন; কিন্তু তিনি লিখিত-আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীকে কোন বিশেষ গ্রেপ্তার করণে ক্ষমতা দিতে পারেন। ধরিবার সংবাদ এবং কিরূপ অবস্থায় ধরা হইল তাহার আবশ্যকীয় প্রমাণ একেবারে তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হইবে; মাজিষ্ট্রেট্ ১০৯ ও ১১০ ধারামতে কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন।

প্রত্যেক দারোগা কিম্বা ডিষ্ট্রীক্টের পুলীস কর্ম্মচারী যে সকল ব্যক্তিকে উন্মাদ বলিয়া বোধ করিবে, যাহারা জেলার মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিবে, এবং উন্মত্ততাপ্রযুক্ত যে সকল লোক ভয়ানক বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সন্নিধানে প্রেরণ করিবে।

নজীর।—এই ধারানুসারে কোন ব্যক্তি পুলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, সে যুক্তিসঙ্গত হাজিরজামিন দিতে পারিলেই মুক্তি পাইবে। দৌলত সিংএর আবেদন বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ৪৫ পৃষ্ঠা।

দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকায় 'ক' কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এক পুলীসের কার্য্য-কারক আদেশ প্রাপ্ত হইল। 'ক' তিন জন ব্যক্তির সাহায্যে ধরিবার বাধা জন্মাইয়া পলায়ন করিল। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০ ধারায় 'অপরাধ' এই কথার যে লক্ষণ দেওয়া আছে, তদনুসারে 'ক' কোন অপরাধ করে নাই; সুতরাং 'ক' ধরা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ড-বিধি আইনের ২২৪ বা ২২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করে নাই। [এম্প্রেস্ বঃ ষষ্ঠীচরণ নাপিত; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৩৩১ পৃষ্ঠা-লিখিত নজীর অনুসরণ করা হইল।] এম্প্রেস্ বঃ কাল্কেইয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলু-মের ৬৭ পৃষ্ঠা।

পুলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৫৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পুলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট-বিনা ধরিবার জন্য আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন; যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে, আজ্ঞাপত্রে সেই সেই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

টীকা।—এই ধারানুসারে 'লিখিত আদেশ' যে কার্য্যকারকের উপর দেওয়া হয়, সেই কার্য্যকারকই তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে। ঐ আদেশ স্পষ্টতঃই সেই ব্যক্তিগত।

নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অধর্ত্তব্য, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পুলীস কর্ম্মকার-কের আদেশমতে, আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে,

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৮—৫৯ ধারা।

কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায়, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পুলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র (Bond) লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট-বিনা ধরিবার নিমিত্ত পুলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

টীকা।—এই ধারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে প্রচলিত হইবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্যকারককে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমাবহির্ভূত স্থানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সকল দেশের প্রজাকে ধরিবার ক্ষমতা সমর্পণ করিতে পারিবেন ; এবং ভারতবর্ষের কোন রাজার রাজ্য বা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কোন রাজ্যের এলাকাবহির্ভূত স্থানে সকল ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে ধরিবার ক্ষমতাও সমর্পণ করিতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে, কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে (Proclaimed) তাহাকে, ধরিতে পারিবেন ;

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পুলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পুলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পুলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পুলীস কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পুলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে

অস্বীকার করিলে, কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন। সে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

টীকা। ৬৩ ধারা দেখ।

নজীর। চুরি করিতেছে এরূপ সময়ে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া গ্রামস্থ মাজিষ্ট্রেটের সমীপে হাজির করা হইল। মাজিষ্ট্রেট্ গ্রামস্থ ভৃত্যদিগের হেপাজতে ঐ ব্যক্তিকে পুলীস-থানায় পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিল। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২৪ ধারা অনুসারে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু উক্ত হেপাজত আইন-সঙ্গত হয় নাই বলিয়া আপীল আদালত অপরাধীর দোষ-সাব্যস্তকরণ অসিদ্ধ করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, নিম্ন আদালতের দ্বারা দোষ সাব্যস্তকরণ সঙ্গত হইয়াছে; ৫৯ ধারায় কোন সামান্য ব্যক্তি চুরি করিতেছে দেখিলে তাহাকে ধরিয়া নিকটতম পুলীস-থানায় লইয়া যাইতে হয় এইরূপ বিধান আছে; ভৃত্যের সঙ্গেও হেপাজতে পাঠাইলে ঐ বিধানের বিশেষ কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ পোটাডু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১১শ ভলুমের ৪৮০ পৃষ্ঠা।

৬০ ধারা। পুলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট-বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে, অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া, তাঁহার নিকটে কিম্বা পুলীস-থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পুলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করিবার কথা।

টীকা—৮০ ধারানিবিষ্ট টীকা দেখ।

৬১ ধারা। মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত, পুলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না; এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না; তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল, সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পঁহুছিতে যত সময় লাগে, ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

টীকা।—১৬৭ ধারার টীকা দেখ।

১৮৮২। ১০ আইন। ৬২—৬৩ ধারা।

নজীর '—কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে কোন পুলীস কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং গ্রেপ্তার না করিয়া কতকগুলি নিকটস্থ লোকের প্রতি সেই ব্যক্তিকে হেপাজতে রাখিবার আদেশ করিলে, উক্ত গ্রেপ্তারের জন্যও সে স্বয়ং গ্রেপ্তার করিলে যেরূপ দায়ী হইতে, সেইরূপ দায়ী হইবে। [ধৃত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার যেরূপ চব্বিশ ঘণ্টামাত্র সময় নিরূপিত হইল, সেরূপ কোন স্থান নির্দ্দেশ করা নাই। কিন্তু অধস্তন পুলীস কর্ম্মচারী কোন ধৃত ব্যক্তিকে স্বেচ্ছামত স্থানে আটক রাখিতে পারে না, ধৃত করিয়াই তৎক্ষণাৎ পুলীস-থানায় তাহাকে প্রেরণ করিবে, ও তাহাকে থানার প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ বা তদন্তকারী কার্য্য-কারকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, ইহাই আইনের অভিপ্রায়।] বেহারী সিংদিগরের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৭ ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা।

মান্দ্রাজ হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে পত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে বলিয়া, আসিবার কালীন ঐ ব্যক্তি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পারে, এই জন্য দুইজন কনষ্টেবলকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিবার জন্য নিযুক্ত করিলে তাহা গ্রেপ্তার ও আটক বলিয়া গণ্য করা যাইবে। পুরাণ কুশল নারাসায়পা-টুলুর বিষয়ে, মান্দ্রাজ, ২য় ভলুমের ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

পুলীসের কার্য্যকারক যে কেবল ২৪ ঘণ্টার উর্দ্ধকালের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক করিবেন না, এরূপ নহে। অবস্থানুসারে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে এক ঘণ্টা কালও কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিতে পারে না। কেবল দণ্ডাজ্ঞা নিরূপণের জন্য যে সময় কোন ব্যক্তিকে অস্থায়রূপে আটক রাখা হয়, সেই সময় প্রয়োজনীয়। এম্প্রেস্ বঃ শিউপ্রসন্ন ঘোষাল; উইকলি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৮ পৃষ্ঠা।

কোনস্থলে পুলীস ২৪ ঘণ্টার অধিককাল এক ব্যক্তিকে আটক করিয়াছিল কিন্তু তাহা একাদিক্রমে নহে, মধ্যে মধ্যে বাদ ছিল বলিয়া হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন যে পুলীস-কার্য্যকারক কোন অপরাধ করে নাই। এম্প্রেস্ বঃ ইন্দ্রোরি সাহা, উইক্‌লি রিপোর্টার ১ম ভলুমের ৫ পৃষ্ঠা।

গুরুতর (Heinous) অপরাধে কয়েদী একজন হইলে তাহাকে হাতকড়ী দিয়া (Hand-cuffed) ও দুই বা বহু কয়েদী হইলে দুই দুই জনকে পরস্পর হাতকড়ী দিয়া পাঠাইতে হইবে। গুরুতর অপরাধ না করিলে হাতকড়ী দেওয়া হইবে না; কিন্তু আসামী দুর্দ্দান্ত হইলে হাতকড়ীর প্রয়োজন।

ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার বিচার বা তদন্ত চলিবার সময় মাজিষ্ট্রেট পনের দিবসের উর্দ্ধকাল আসামীকে জেলে বন্ধ রাখিতে পারেন না (৩৪৪ ধারা) এবং বম্বে হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে পনের দিবসের উর্দ্ধকালের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিবার ক্ষমতা পুলীসের হস্তেও দিতে পারেন না; রেগ্ বঃ সুরকিয়া ভালাড্ ডাখু; বম্বে, ৫ম ভলুমের ৩১ পৃষ্ঠা। (Crown cases)

৬২ ধারা। পুলীস-থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হই-

ধৃত করণ বিষয়ে পুলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

লেও ঐ কর্ম্মকারক জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

টীকা।—এই ধারালিখিত বিধানের উদ্দেশ্য এই যে পুলীস কর্ত্তৃক যে সকল ধৃতকরণ হইবে, তৎসম্বন্ধে আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট্ তৎক্ষণাৎ ক্ষমতানুরূপ কার্য্য করিবেন; মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অপর কেহ তাহার নিকট হাজিরজামিন বা জামিন না লইয়া মুক্তি দিবার আদেশ করিতে পারিবেন না; এবং কোন ব্যক্তিকে অনর্থক আবদ্ধ করিয়া রাখিলে মাজিষ্ট্রেট্ এবং পুলীস উভয়েরই দায়িত্ব আছে।

৬৩ ধারা। পুলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, নিজে মুচলকা (Bond) কি জামিন না দিলে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে, তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিতে, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

টীকা।—'তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে'—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন এলাকা বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া না দিলে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ উক্তরূপ না করিলে, সমস্ত জেলার মধ্যেই তাঁহার বিচারাধীন এলাকা ও ক্ষমতা ব্যাপ্ত থাকিবে।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেপাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেপাজত হইতে সে পলায়, কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৬৭—৬৯ ধারা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন, তিনি ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্য না করিলে, ও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পুলীস কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃতকরণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে

৬৬ ধারামত ধৃতকরণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের (Presiding officer), কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন, তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের, স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে (Signed and Sealed)।

সমনের পাঠের কথা।

পুলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে এই আইনের সঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তিবে।

টীকা।—প্রত্যেক সমনে মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার সম্পূর্ণ নাম (Full name) দস্তখৎ করিবেন এবং তাঁহার পদ বা যে কার্য্যসূত্রে তিনি সমন করিতেছেন, তাহাও লেখা থাকিবে। মাজিষ্ট্রেটের নাম সংক্ষেপে (Initials) বা মোহর ব্যবহারে চলিবে না। যাহার নামে সমন হইবে, তাহার ও তাহার পিতার নাম, জাতি ও বাটী সমনে এরূপে প্রকাশ থাকিবে, যে যতদূর সম্ভব, সেই ব্যক্তিকে নিঃসংশয়ে চিনিয়া লইতে পারা যায়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সচরাচর একখণ্ড সমন দেওয়া হয়; আর একখানি নথীর সহিত দাখিল থাকে।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সাধ্য হইলে ঐ সমনের এককেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক

সমনের রসিদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসিদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

টীকা।—সমন লইয়া রসিদ দিতে অস্বীকার করিলে তাহা দণ্ডবিধি আইনের ১৭৩ ধারা-মতে অপরাধ হইবে না। ভুবনেশ্বর দত্ত; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৮০ পৃষ্ঠা।

সমন যাহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭০ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, যথাযোগ্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানী-নগর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে, তাহার নিকট ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসিদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

নজীর।—যাহার নামে সমন জারী করিতে হইবে, তাহাকে সমন দেখাইলেই জারী করা হইবে না। মূল সমন খানি কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিয়া আসিতে হইবে অথবা সমনের দোকর লিপি খানি সেই ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিতে হইবে। করসণ্ডল দানাত্রাম্; বম্বে ক্রাউন্ কেসেস্, ৫ম ভলুমের ২০ পৃষ্ঠা।

রসিদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন, সেই গৃহে বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন (Affix); এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর চলিত-কর্ম্মে (Active service) নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন ঐ সমনপ্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকটে ঐ সমনের দুই কেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে, ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপির সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

টীকা।—এই ধারায় গবর্ণমেন্টের বা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি সমন জারী করিবার বিশেষ বিধান আছে। ১৮৭২ সালের আইনে মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছানুসারে এইরূপ বিশেষ বিধানে সমন জারী হইত; কিন্তু বর্ত্তমান আইনে ঐরূপ স্থলে উহা সাধারণ বিধান জানিতে হইবে।

আফিসের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের (Local head) দ্বারা আফিসের লোকের প্রতি সমন জারী করা হইবে।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে, আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি (Duplicate) পাঠাইবেন।

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, ও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, এমত স্থলে, ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের এফিডেভিট্ কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা, এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায়, ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে তাহার পৃষ্ঠলিপি-সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি, প্রমাণমধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই প্রকরণের উল্লিখিত এফিডেভিট্ ঐ সমন পত্রের দোকর লিপি সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট-বিষয়ক বিধি।

ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।

৭৫ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারণ্ট দেন, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

১৮৮২।

১০ আইন।
৭৬ ধারা।

ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

তদ্রূপ যে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

টীকা।—অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারণ্টের ফি এক টাকা মাত্র ; এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্টের ফি এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আইনের (১৮৭৭ সালের ৪ আইন) ৫৭ ধারায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে ওয়ারণ্ট গ্রাহ্য হইবে তাহার ফি আট আনা মাত্র। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনকালীন কোন নালিশ করিলে, অথবা ফরিয়াদী ওয়ারণ্ট ফি দিতে অক্ষম, মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ বিবেচনা করিলে, রেহাই দিতে পারেন।

যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হইবে, সেই আদালতে সচরাচর যে ভাষা ব্যবহৃত হয় ও যে ভাষায় বিচার-ঘটিত কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই ভাষাতেই ওয়ারণ্ট লিখিত হইবে। জারীর জন্য অন্য আদালতে প্রেরণ আবশ্যক হইলে সেই আদালতে সচরাচর ব্যবহৃত ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

ওয়ারণ্টে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ-নাম দস্তখৎ ও পদ থাকিবে। সংক্ষিপ্ত নাম অথবা মোহরের দস্তখৎ চলিবে না। সুব্রুণায়া আয়র ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারণ্ট গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে সেই মাজিষ্ট্রেট্ তাহা ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন। (৪৪৫ ধারা দেখ।)

নজীর।—হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যে স্থলে এরূপ বোধ হইবে যে কোন অপরাধকরণ-সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ নাই, যেহেতু নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় না থাকিলে নালিশী কার্য্য সকল অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় ওয়ারণ্টে লিখিত হয় নাই, সে স্থলে ওয়ারণ্ট দূষ্য ও অগ্রাহ্য। বিধুমুখীর বিষয়ে ; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের পরিশিষ্ট ১২৯ পৃষ্ঠা।

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে

আদালত যেস্থলে হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

যে কার্য্যকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেপাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ৭৭—৭৮ ধারা।

(ক) যতজন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাইনে বদ্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে. যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা।

৭৭ ধারা। ওয়ারণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পুলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট বাহির করিলে তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপ দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পুলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন, সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

অনেক লোককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

ওয়ারণ্ট অনেক কর্ম্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে তাঁহাদের সকলের বা তাঁহাদের কোন এক বা অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইতে পারিবে।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলে ও ধরা যাইতে না পারিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন জেলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারীর কি ভূমির ইজারাদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারাদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারণ্ট পাইবার রসিদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আসিলে সেই ওয়ারণ্ট জারী করিবেন।

ঐ ওয়ারণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয়, তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারণ্ট সহিত তাহাকে পুলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে আর ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পুলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

পুলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৭৯ ধারা। পুলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে পুলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাহার দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা। পুলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন, ও সে ঐ ওয়ারণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

টীকা।—ওয়ারণ্ট ব্যতীত ধরিবার ক্ষমতা না থাকিলে যে ব্যক্তি ধরিতে গিয়াছে, ধরিবার সময় ওয়ারণ্ট তাহার নিকটে রাখা চাই; কারণ ওয়ারণ্ট নিকটে না থাকিলে যদি আসামী গ্রেপ্তার করিতে বাধা দেয়, তাহা হইলে রাজকীয় কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বাধা দিবার অপরাধে তাহাকে অপরাধী করা হইবে না।

রেলওয়ে কোম্পানীর কোন ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিলে যদি সাধারণের অসুবিধা ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহাকে শীঘ্র কর্ম্মভার হইতে মুক্ত করিবার আবেদন করিয়া ও তাহার পলায়ন নিবারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে; যখন সে কর্ম্মভার হইতে মুক্ত হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।

৮১ ধারা। পুলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন, আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে, (জামিন সম্বন্ধে ৭৬ধারার বিধান মানিয়া) অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮২ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৮৩—৮৪ ধারা।

৮৩ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারণ্ট পুলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পুলীসের কমিশনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেট্ কি কমিশনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

টীকা।—কোন কয়েদীর নামে উক্তরূপ ওয়ারণ্ট বাহির হইলে কয়েদীদিগের সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে আদেশ হইবে।

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পুলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে, যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা-ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অন্যূন-পদস্থ পুলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পুলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা পুলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পুলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে, ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারণ্ট জারীকরণকার্য্যে তৎ-স্থানের পুলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন।

ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পুলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব-সম্ভাবনা-হেতু ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে পুলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই

আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। ধরিবার ওয়ারণ্ট যে জেলায় বাহির হয়, সেই জেলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে, কিম্বা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পুলীসের কমিশনর সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন না লওয়া গেলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৬ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত (Intended) বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট্ কি কমিশনর সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ বা কমিশনর সাহেবের হৃদ্বোধমতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ (Security) দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেব জামিন বা স্থল বিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন, সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

পুলীসের কোন কর্ম্মকারক ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোককরণ-বিষয়ক বিধি।

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।

৮৭ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে, উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস

১৮৮২। ১০ আইন। ৮৮ ধারা।

করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে, উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমত প্রচার করা যাইবে :—

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে, ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে (Conspicuous place) প্রকাশ্যরূপে পাঠ করিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে; ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি (Copy) আদালত-ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে, ঘোষণাপত্র-প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত (Conclusive) প্রমাণ হইবে।

টীকা।—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে আসামী বা ফরিয়াদী পলাইয়া গেলে ঘোষণাপত্র প্রচারের ফী দুই টাকামাত্র। সাক্ষী পলায়ন করিলে আট আনা মাত্র। ঘোষণাপত্র প্রচার হইবার পর কোন পলাতক সাক্ষী উপস্থিত হইলে আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে সাক্ষী ওয়ারণ্ট জারী হওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে পলাইয়াছিল বা লুকাইয়াছিল, তাহা হইলে ঘোষণাপত্রের খরচা সাক্ষীকে দিতে হইবে এরূপ আদেশ করিবেন।

বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে ক্রোকের পরওয়ানা সম্বন্ধে অতিরিক্ত ফি এক টাকা মাত্র; যে স্থলে ক্রোকযুক্ত সম্পত্তি কোন কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে, সে স্থলে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর হিসাবে প্রতিদিন চারি আনা করিয়া ফি দিতে হয়।

নজীর।—এক গ্রামে 'ক' নামক কোন ঘোষিত অপরাধী উপস্থিত আছে জানিয়াও 'খ' ইচ্ছাপূর্ব্বক পুলীসকে সংবাদ দিতে ক্রটী করিল। আদালত অনুমান করিলেন, যে এই আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে 'ক' এর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে, অতএব 'ক' একজন 'ঘোষিত অপরাধী'; হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে, ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ফরিয়াদীর অবশ্য দেয়। পুলীস পূর্ব্বেই জানিত যে ঐ গ্রামে ঘোষিত অপরাধী আছে; অতএব এ স্থলে পুলীসকে ঐ (পূর্ব্ববিদিত) সংবাদ দিতে ক্রটী করিলে কোন অপরাধ হয় না। পাণ্ডিয়া নায়াকের আবেদন বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

৮৮ ধারা। আদালত ৮৮ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর

১৮৮২।
১
৮৮ ধারা।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা। উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

যে জেলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায়, সেই জেলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে; এবং ঐ জেলার বহির্ভূত যে জেলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব "অথবা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্" * ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জেলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে, ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে;

যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক (Receiver) নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি-সমর্পণ-নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা,

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটী উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী (Paying revenue) ভূমি হইলে যে জেলায় ভূমি থাকে সেই জেলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা,

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা,

(জ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটী দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

---

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৪ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৮৯ ধারা।

এই ধারামতে যিনি গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু-ক্ষয়শীল হইলে, কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে, যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

টীকা।—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে ক্রোকী পরওয়ানার ফি এক টাকা মাত্র, ক্রোকী সম্পত্তি কোন কার্য্যকারকের হেপাজতে রাখিতে হইলে প্রতিদিন প্রত্যেক কার্য্যকারকের নিমিত্ত চারি আনা হিসাবে ফি দিতে হইবে।

যে সম্পত্তির জন্য গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিতে হয়, সেই সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় কালেক্টর সাহেব বিক্রয় করিবেন।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে এই ধারা অনুসারে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে সেই সম্পত্তিতে অপর ব্যক্তির দাবী বা স্বত্ব বিচার বা অনুসন্ধান করিবার বিধান নাই। [কুইন্ বঃ চমরু রায় ; উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ৩৫ পৃষ্ঠাস্থিত নজীর অনুসৃত হইল।] এম্প্রেস বঃ শিউদিহল রায়, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

৮৯ ধারা নিবিষ্ট নজীর দেখ।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে, সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে, কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল, ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার জন্য সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই, সেই আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা (Nett proceeds) কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে,

বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি, ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর, তাহাকে দেওয়া যাইবে।

টীকা।—সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার অথবা বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা পাইবার আবেদন অগ্রাহ্য হইলে আপীল আদালতে আপীল চলিতে পারে। (৪০৫ ধারা)

সাক্ষী পলায়ন করিলে মাজিষ্ট্রেট্ স্বীয় ক্ষমতানুসারে ১০০০ ্টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারেন। (১৭২ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন)

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট্ সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঘোষণা করিবার পরেও সাক্ষী উপস্থিত হয় নাই বলিয়া অর্থদণ্ড বিধান করিলেন। আপীলে সেশন জজ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা রদ করিয়া দিলেন, কারণ আসামীর জবাব লিখিয়া লওয়া হয় নাই। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে আসামীর জবাব লিখিয়া লইলে আসামীর উপস্থিতি অনুমান করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে সে যদি উপস্থিত না হইত ও তাহার জবাব যদি লেখা না হইত, তাহা হইলে তাহার কোন দণ্ডবিধান হইত না। হৃদয়নাথ বিশ্বাস; উইক্লি রিপোর্টার, ২য় ভলুমের ৪৫ পৃষ্ঠা।

আসামী আত্মসমর্পণ করিলে (Surrender) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে সে পলায়ন করিয়াছিল বা লুক্কায়িত ভাবে ছিল কি না? মাজিষ্ট্রেট্ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়া সমুদয় কার্য্য ও সম্পত্তি-বিক্রয় অনিয়মিত হইয়াছে সুতরাং বাতিল। শিউদয়াল সিং; উইক্লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৭৯ পৃষ্ঠা। আসামীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে বিচার এড়াইবার অভিপ্রায়ে লুক্কায়িত ছিল না। ঐ প্রমাণের চেষ্টা না করিলে মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে নিক্ষেপ করিতে পারেন। বিশ্বনাথ সরকার; উইক্লি রিপোর্টার, ৩য় ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠা।

এই আইনের ৮৮ ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে কোন সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে। ক্রোকযুক্ত থাকা কালীন পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী ডিক্রী জারী হইয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় হইল। এদিকে ঘোষণাপত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় ও পলাতক ব্যক্তি উপস্থিত না হওয়ায় ঐ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিল ও মাজিষ্ট্রেট্ তাহা বিক্রয় করিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা ও শেষোক্ত ক্রেতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন যে শেষোক্ত ক্রেতার স্বত্ব নিরূঢ়, কারণ তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিক্রয় হইবার পর যদি পলাতক ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুপস্থিতি-সম্বন্ধে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলেও এই ধারা অনুসারে সে সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না; কেবলমাত্র খরচাবাদে নিট্ টাকা পাইতে পারে। সেখ গোলাম আবিদ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৯ম ভলুমের ৮৬১ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ ক্রোকযুক্ত সম্পত্তিতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব আছে কি না, বিচার করিতে অস্বীকার করায় হাইকোর্ট সেই আদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন না। প্রধানতম বিচারপতি পিকক্ ও বিচারক নর্ম্মান্ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে আইন সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের কোন ভ্রম হয় নাই,

১৮৮২। ১০ আইন। ৯০ ধারা।

কারণ মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে পারেন এরূপ বিধান আইনে নাই। অপর ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে মাজিষ্ট্রেটের বিক্রয়ে তাহা লোপ হয় না; দেওয়ানী আদালতে সে ব্যক্তি তাহার স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ করিতে পারে। কিন্তু বিক্রয়ের পর ছয় মাসের মধ্যে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে সম্পত্তি তাহার নহে। [চন্দ্রভন্ সিং; উইক্লি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ১০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এইমত প্রকাশিত আছে।] কুইন্ বঃ চমরু রায়; উইক্লি রিপোর্টার; ৭ম ভলুমের ৩৫ পৃষ্ঠা।

ঘ।—পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে বা তদতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৯০ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন,

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

টীকা।—বাক্যপ্রয়োগে বা কার্য্যের দ্বারা আদালতের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলে যদি তাহা শাসনার্থ আদালত স্বইচ্ছায় পরওয়ানা বাহির করেন, তবে তাহার ফি দিতে হয় না।

যে স্থলে বিচারের জন্য সমন পরওয়ানা দ্বারা কার্য্য হইবে, সে স্থলে গ্রেপ্তার এবং আটকের জন্য ওয়ারণ্ট পরওয়ানা জারী করিবার সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করা আবশ্যক। যে সকল সাক্ষীকে ওয়ারণ্ট পরওয়ানা দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়, তাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে না। তাহারা দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানাক্রমে ধৃত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। পরওয়ানা জারীকরণ সম্বন্ধে জারীকারক পেয়াদার বর্ণনা রীতিমত লিখিয়া লওয়া হইবে; যদি বিচারের সময় সে উপস্থিত না থাকে, অথবা আদালতের এলাকা-বহির্ভূত স্থানে পরওয়ানা জারী হয়, তবে জারীর বর্ণনা, এফিডেভিট্ ও যে লোকের হস্তে পরওয়ানা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দস্তখতী দোকর (Duplicate) পরওয়ানা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

এই ধারা অনুসারে যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়, তাহাদের নিকট হাজির জামিন লইবার কোন বিধান নাই।

নজীর।—বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলেই যে পলায়ন করা হইল এরূপ নহে; লুকাইয়া থাকিলেও তাহা পলায়নের ন্যায় গণ্য। পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি লুকাইয়াছিল, পরওয়ানা বাহির হইবার পরেও যদি সে লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পলায়ন করিয়াছে ধরিতে হইবে। মদপুরী শ্রীনিবাস আয়ান্‌গর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৪র্থ ভলুমের ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিন-সহ বা জামিন-বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারণ্ট এবং সমনের ও ওয়ারণ্টের বাহির করণ ও জারী করণ ও সাধন সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে তৎসমুদয়, যতদূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারণ্টের (Warrant of arrest) প্রতি বর্ত্তিবে।

টীকা।—জুরর (Juror) কিম্বা আসেসরকে (Assessor) সেশন আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য সমনের কোন ফী নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা-বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন-বিষয়ক বিধি।

৯৪ ধারা। কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের

১৮৮২।
১০ আইন।
৯৪ ধারা।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা। সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পুলীস-থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকার কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয়, ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য-বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড্ কি তাড়িত বার্ত্তা (Telegrams) কি অন্য দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

টীকা।—দলীল পত্র উপস্থিত করিবার সমন পাইয়া তাহা উপস্থিত করিলেই যে সে ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হইবে, এরূপ নহে। সাক্ষী স্বরূপে তাহাকে আহ্বান না করিলে তাহাকে জেরা করা যাইবে না। (সাক্ষ্য-বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৯ ধারা দেখ।)

সাক্ষ্য-বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২৪ ও ১২৫ ধারায় রাজকার্য্য-সংক্রান্ত অমুদ্রিত রাজকীয় কাগজ পত্র ও কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট তৎসম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে গোপনীয় কথা প্রকাশ, এই দুই মূলনিঃসৃত প্রমাণের বিষয় বর্ণিত আছে।

নজীর।—জেকব নামে কোন ব্যক্তি ১,৭৭,১৩১্ টাকা সম্বন্ধে 'অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা' অপরাধে অভিযুক্ত হইল। প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত হইয়া প্রমাণ হইল যে আসামীকে ঐ পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছিল ও তন্মধ্যে ১৭ খানি ১০০০০্ টাকা করিয়া করেন্সি নোট ছিল। জেরায় আসামী বলিল যে উক্ত নোটের মধ্যে ১৫ খানি নোট তখনও তাহার নিকটে আছে। কিন্তু এই ৯৪ ধারাক্রমে ঐ নোট দাখিল করিবার আদেশ আসামীর প্রতি হয়, এই মর্ম্মে আবেদন হইলে তাহা নামঞ্জুর হইল। তৎপরে আসামী অপর এক ব্যক্তি দ্বারা ৫ খানি উক্ত নোট ভাঙ্গাইল; তাহাতে বক্রী নোট সকলও উক্ত ৫ খানি নোটের টাকা

আদালতে উপস্থিত করিবার জন্ম আসামী ও উক্ত অপর ব্যক্তির প্রতি সমন জারীর পুনরায় প্রার্থনা করায় ৯৪ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর উপর ঐরূপ আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু যে ৫খানি নোট ভাঙ্গান হইয়াছে, তাহার টাকা উক্ত অপর ব্যক্তিকে দাখিল করিবার সমন দিলেন না। উক্ত অপর ব্যক্তি ঐ টাকাতে তাহার আইনসঙ্গত দাওয়া (lien) আছে বলায় মাজিষ্ট্রেট্ তাহার উপর কোন হুকুম দেন নাই। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের এই কৈফিয়ৎ অসংলগ্ন বিবেচনা করিয়া উক্ত হুকুম রদ করিয়া দিলেন। হায়দারাবাদের শ্রীমান্ নিজাম বঃ এ, এম্, জেকব্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৯শ ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠা।

'ক' নামক একব্যক্তি মহম্মদ জাকেরিয়া নামে এক কোম্পানির হিসাব (Accounts) রাখিত। 'খ'এর সহযোগে 'ক', 'গ' নামক এক ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানির দ্বারা টাকা দেওয়াইত। তজ্জন্য তাহারা 'কুটিলভাবে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া বঞ্চনা করণ' অপরাধে অভিযুক্ত হইল। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব 'ক'এর বাটী হইতে কতকগুলি খাতা আনিবার জন্য ইন্স্পেক্টরকে তল্লাশী পরওয়ানা দিলেন (৯৬ ধারা দেখ) ও ফরিয়াদীর আবেদন অনুসারে ঐ খাতাপত্র আদালতে উপস্থিত হইলে ফরিয়াদী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইবে এইরূপ আদেশও দিলেন। হাইকোর্টে উক্ত আদেশ রদের জন্য তর্ক উপস্থিত হইল যে (১) রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া পরওয়ানা দেওয়া হয় নাই; (২) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫ম তফসীলের ৮ম পাঠ অনুসারে স্পষ্টতঃ প্রকাশ নাই যে কাহার খাতা সকল উপস্থিত করিতে হইবে; এবং (৩) ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে ফরিয়াদী আদালতে দাখিলী দলীলাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, এরূপ কোন বিধান নাই;

বিচারপতি নরিস্ এইমত প্রকাশ করিলেন, যে তল্লাশী পরওয়ানার উদ্দেশ্যে যে 'ক' এর খাতা বহি লক্ষিত হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায়, এবং পরওয়ানা রীতি অনুসারেও প্রণালীমতে দেওয়া হইয়াছে। এবং ফরিয়াদীর উক্ত খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে কারণ তাহা না হইলে আসামীর বিরুদ্ধে ঐ খাতা প্রমাণের অসুবিধা হয়;

বিচারপতি ঘোষ বলিলেন, যে ৯৪ ধারামতে খাতাবহি উপস্থিত করিবার সমন প্রথমে না দিয়া একেবারে ওয়ারণ্ট পরওয়ানা জারী করা আইন অসঙ্গত এরূপ তর্ক হইতে পারে না। পরওয়ানায় কাহার দলীল, স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও আসামীর কোনরূপ অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; পরওয়ানার পাঠ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন আপত্তি করা হয় নাই, সুতরাং এখানে তাহা অগ্রাহ্য। আদালতে দলীল উপস্থিত হইলে ফরিয়াদীকে তাহা পরীক্ষা করিতে দেওয়ার কোন আপত্তি হইতে পারে না; কারণ কেবল মাজিষ্ট্রেটের দেখিবার জন্য তাহা আদালতে হাজির করা হয় নাই;

আরও নিষ্পত্তি হইল যে পরওয়ানায় যে সকল খাতার উল্লেখ আছে কেবল সেই সকল খাতাই ফরিয়াদী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইবে। আমেদ মহম্মদের আবেদন সম্বন্ধে; মহম্মদ জাকেরিয়া এণ্ড কোং বঃ আমেদ মহম্মদ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ১০৯ পৃষ্ঠা।

৯৫ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জেলার

১৮৮২।
১০ আইন।
৯৬ ধারা।

পত্র ও তাড়িত-বার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি হাইকোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইন-মত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্য তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে, অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা কোন পুলীসের কমিশনর কিম্বা পুলীসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা, স্থলবিশেষে, টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তল্লাশী পরওয়ানা-বিষয়ক বিধি।

৯৬ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ৯৪ ধারামতে সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ৯৫ ধারার প্রথম পদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে, কি দেওয়া যাইতে পারিত, সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না, কি দেখাইত না, কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

তল্লাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে, ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তল্লাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানা-মতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই

ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তল্লাশী পরওয়ানা (Search-warrant) দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

টীকা।—তল্লাশী পরওয়ানা দিতে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াও পোষ্ট আফিসের কোন চিঠি অথবা টেলিগ্রাফ বিভাগের কোন তাড়িত সংবাদ সম্বন্ধে তল্লাশী পরওয়ানা দিলে তাহা গ্রাহ্য করা হইবে না।

যে মাজিষ্ট্রেট্ তল্লাশী পরওয়ানা দিতে সক্ষম, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তল্লাশ করাইতে পারেন। (গণেশী, ১৮৮৪ সালের উইক্‌লি নোট্‌স্, এলাহাবাদ, ২১৩ পৃষ্ঠা।)

এই ধারানুসারে কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে ১০১ ধারা দেখ।

নজীর।—আসামী এক মন্দিরের Trustee ছিল। সেই মন্দিরের অর্থ 'অপরাধভাবে অবৈধ ব্যবহার করণ' (Criminal mis-appropriation. s. 403. I. P. C.) অপরাধে অভিযুক্ত হইল। অভিযোগ শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট্ স্থির করিলেন যে মন্দিরের স্তম্ভের নীচে প্রোথিত ঐ অর্থের বক্রী অংশের তত্ত্বানুসন্ধান করা ফরিয়াদীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। হাইকোর্ট স্থির করিলেন যে যখন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিধানানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ফরিয়াদী অভিযোগ করিয়াছে, তখন আসামীর সম্মুখে ফরিয়াদীর সাক্ষ্য লিখিত হইবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; তিনি উক্ত অভিযোগের উপর বিশ্বাস করিয়াই ঐ অর্থ তল্লাশের পরওয়ানা দিতে ও তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ তিরুপতীর মোহন্ত; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ১৮ পৃষ্ঠা।

৯৪ ধারা নিবিষ্ট শেষ নজীরটা দেখ।

৯৭ ধারা। যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওনায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন; তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না।

পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৮ ধারা। কোন স্থান চোরাদ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান, কিম্বা জাল করা দলীল (Forged document), কিম্বা কৃত্রিম মোহর (False seals) কিম্বা কৃত্রিম (Counterfeit) ষ্ট্যাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার, কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প

যে গৃহাদিতে চোরাদ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

১৮৮২।
১০ আইন।
৯৮ ধারা।

কি কৃত্রিম মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে (Deposited),

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ সন্ধান পাইয়া, ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি পুলীসের কন্‌ষ্টেবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারী লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট (Counterfeit) জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য, দলীল, মোহর, ষ্ট্যাম্প বা মুদ্রা, যন্ত্রাদি বা সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধীকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায়, ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌক রাখিবার (to guard) কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল, মোহর, ষ্ট্যাম্প, মুদ্রা, যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্য ঐ যন্ত্রের বা দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল, মোহর, ষ্ট্যাম্প, মুদ্রা, যন্ত্র বা সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার বা গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী (Privy to) বলিয়া বোধ হয়, এমত যে যে ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান, সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

"(ক) কৃত্রিম মুদ্রা,

(খ) কৃত্রিম করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে, সেই মুদ্রা,

(গ) মুদ্রা কৃত্রিম করণের জন্য যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম,

সম্বন্ধে এই ধারার বিধানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বন্ধে যথাক্রমে যতদূর প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ততদূর প্রযোজ্য—

(ক) ১৮৮৯ সালের ধাতু-নিদর্শন-বিষয়ক (Metal Tokens' Act) আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ধাতু-খণ্ড প্রস্তুত করিলে বা ১৮৭৪ সালের সামুদ্রিক কষ্টম-বিষয়ক আইনের ১৯ ধারানুসারে যে জ্ঞাপনপত্র যখন প্রবল থাকে, তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমামধ্যে তাহা আনিলে,

(খ) উক্ত 'ক' প্রকরণে লিখিত প্রকারে কোন ধাতুখণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে, অথবা প্রথমোক্ত আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে, এরূপ সন্দেহ থাকিলে; এবং

(গ) উক্ত (ধাতু-নিদর্শন-বিষয়ক) আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধাতু-খণ্ড প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে।" *

এলাকার বাহিরে তল্লাশ-ক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তল্লাশী পরওয়ানা দেন, সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে, যে যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয়, তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ, ওয়ারণ্ট-দাতা আদালতের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন, তিনি নিকটে থাকিলে, ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের (Discovery) বিধি।

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তল্লাশ করিবার কথা।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয়, এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তল্লাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাঁহার নামে

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৯ সালের ১ আইনের ৭ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন; এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা-বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন, করিবেন।

টীকা।—এমত অবস্থায় অবরুদ্ধ—কোন ব্যক্তি চতুর্দ্দিকের নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে না পারে, অন্য ব্যক্তি তাহাকে অন্যায়মতে এমত অবরোধ করিলে, অন্যায়মতে বদ্ধ করে বলা যায়। (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪০ ধারা দেখ।)

ঘ।—তল্লাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তল্লাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০১ ধারা। ৯৬ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যত তল্লাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যতদূর সম্ভব, ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তল্লাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তল্লাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বদ্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন, তাঁহার দাওয়া (Demand) হইলে, ও ওয়ারণ্ট দেখান গেলে, ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তল্লাশ করিবার যুক্তিমত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট (অর্থাৎ পরওয়ানা) জারী করিতেছেন, তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষীদের সমক্ষে তল্লাশ করিতে হইবার কথা।

১০৩ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তল্লাশ করিবেন, তিনি এই অধ্যায়মতে তল্লাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসী দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তল্লাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে তল্লাশ করা যাইবে; এবং তল্লাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষীরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; কিন্তু

যাঁহারা এই ধারামত তল্লাশের সাক্ষী থাকেন, আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তল্লাশ হয় সেই স্থানবাসীর উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

যে স্থানের তল্লাশ হয়, তথায় তল্লাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসীর (Occupant) কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে; এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসীর বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

টীকা।—তল্লাশী পরওয়ানা দিবাভাগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে জারী করিতে হইবে। তবে তৎক্ষণাৎ তল্লাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ও কারণ থাকিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাহা জানাইতে হইবে; তিনি মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত কারণ জ্ঞাত করাইবেন।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে, তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন-বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৬ ধারা। হাঙ্গামা (Rioting), কি আক্রমণ করণ (Assault), কি অন্য

১৮৮২। ১০ আইন। ১০৬ ধারা।

*অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

প্রকারে শান্তিভঞ্জন (Breach of peace) কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে, অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন-সহ কি জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহাও ব্যর্থ হইবে।

টীকা।—ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিবন্ধপত্রে ষ্টাম্প ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। (কোর্ট ফি আইনের ১৯ ধারা দেখ।) হাজিরজামিনের খত ও অন্যান্য নিবন্ধপত্র যাহার বিধান কোর্ট ফি আইনে স্পষ্টতঃ নাই, তাহা আদালতের আদেশ অনুসারে প্রদত্ত হইলে আট আনার কোর্ট ফি ষ্টাম্প দিতে হইবে।

১০৬ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির নিকট শান্তিরক্ষার জন্য জামিন লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহার উল্লিখিত অন্ততঃ একটী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক। আক্রমণকরণে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে পূজার সময় বিরক্ত করিলে দণ্ডবিধি আইনের ২৯৬ ও ২৯৮ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হইলেও সেই অপরাধীর নিকট শান্তিরক্ষার জন্য জামিন লওয়ার যথেষ্ট কারণ হইল না।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারানুসারে স্বয়ং জামিন দিবার আদেশ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। (৫৩০ ধারা)। কিন্তু তিনি আসামীকে দোষী বিবেচনা করিলে ও এই ধারানুসারে তাহার নিকট শান্তিরক্ষার্থ জামিন লওয়া উচিত স্থির করিলে তিনি স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার উর্দ্ধতন ডিষ্ট্রীক্ট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীকে পাঠাইয়া দিবেন (৩৪৯ ধারা)।

দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল না চলিলে, কেবলমাত্র শান্তিরক্ষার জন্য জামিন দিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। (৪১৫ ধারা দেখ।)

১০৬ ধারামত কার্য্যপ্রণালী এবং ১০৭ ও ১০৮ ধারামত কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতা এই যে ১০৬ ধারায় কোন ব্যক্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অপরাধের কোন একটী অপরাধে দোষী সপ্রমাণ হইলেই এবং তাহার সমক্ষে প্রমাণ লইয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছে বা শান্তিভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া মীমাংসা করিলেই জামিন লইবার আদেশ হইতে পারিবে; কিন্তু ১০৭ ও ১০৮ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তির নামে সংবাদ পাইলেই কার্য্য করিতে পারেন; তবে ঐ সংবাদ কতদূর সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তদ্বিষয়ের প্রমাণ সেই ব্যক্তির সমক্ষে গ্রহণ করা হইবে ও তাহাকে ঐ সংবাদ অমূলক প্রমাণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

যে ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য জামিন দিবার আদেশ হয়, তাহার প্রতি কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে, কারাবাস শেষ হইবার পরে ঐ সময় গণ্য হইতে আরম্ভ হইবে। (১২০ ধারা দেখ।)

নজীর।—মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে প্রমাণ হাজির করা হইবে তাহারই উপর তিনি কার্য্য করিবেন; এজলাসের বাহিরে যখন তিনি বিচারপতির কার্য্য করেন না, তখন তাঁহার নিজের কোন মত তৎসম্বন্ধে থাকিলে তদনুসারে কোন কার্য্য করিবেন না। রাজা রণ বাহাদুর সিং; উইক্লি রিপোর্টার, ৩২শ ভলুমের ৭৯ পৃষ্ঠা।

আসামী অব্যাহতি পাইলেও তাহার প্রতি জামিন দিবার আদেশ হইতে পারে।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে শান্তিরক্ষার জন্য আসামীর নিকট জামিন লওয়ার আদেশ হাইকোর্ট বজায় রাখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যে যদিও ১০৬ ধারায় উক্ত অপরাধ উল্লিখিত নাই, তত্রাচ যে প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়, অতএব এ স্থানে উক্ত আদেশ বিহিত। জেণ্ডু খাঁ; উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা; ঝাপুদিগর, উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৩৭ পৃষ্ঠা।

১০৬ ধারামত কোন আদেশের বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল হইলেই তিনি আপীলাণ্টকে শান্তিরক্ষার জন্য জামিন দিবার আদেশ করিতে পারেন না। আস্লু বঃ কুইন্-এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭৭৯ পৃষ্ঠা। কিন্তু এম্প্রেস্ বঃ কাম্তাপ্রসাদ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৪র্থ ভলুমের ২১২ পৃষ্ঠায় ভিন্নমত প্রকাশিত আছে।

সরাসরীমতে বিচার করিয়াও মাজিষ্ট্রেট্ ১০৬ ধারামত আদেশ দিতে পারেন; লচমনদিগর; ১৮৮৬ সালের উইক্লি নোট্স্, ১৮০ পৃষ্ঠা।

খ।—অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন-বিষয়ক বিধি।

অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, স্বীয় এলাকার মধ্যে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা

১৮৮২।
১০ আইন।
১০৭ ধারা।

উক্ত এলাকার মধ্যে এমত কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্ত্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যায় কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ এক বৎসরের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন-সহ কি জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

টীকা ও নজীর।—'সংবাদ'—এই ধারায় যে 'সংবাদ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক; এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ সংবাদ অনুসারে পরওয়ানা দেওয়া হইবে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারই বিরুদ্ধে এরূপে সত্য ঘটনা নির্দ্দিষ্ট হইবে যে ঐ ব্যক্তি স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারে কিরূপ অভিযোগ তাহাকে অপ্রমাণ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। জয় প্রকাশ লালের আবেদন সম্বন্ধে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ১৩৩ পৃষ্ঠায় দীননাথ মল্লিক বঃ গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ও আবদুল আজীজের আবেদন সম্বন্ধে এলাহাবাদ, ১৪ ভলুমের ৪৯ পৃষ্ঠাস্থিত নজীর দুইটীতেই এইমত অনুসরণ করা হইল। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৭৩৭ পৃষ্ঠাস্থিত রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর নজীরেও এই মত প্রকাশিত আছে।]

যে সকল কারণ দর্শাইয়া কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে কোন ব্যক্তির প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আদেশ হইবে না। যদি ঐরূপ কোন কারণ বিদ্যমান থাকে ও সেই ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, তবে ঐ ব্যক্তিকে তাহা জানাইয়া ও তদ্বিষয়ে তাহাকে জবাব দিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়া পরে আবশ্যকমত আদেশ হইবে। রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর বিষয়ে উইক্লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৬ পৃষ্ঠা।

'মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা' কেবলমাত্র এইরূপ লিখিয়া নোটীস দিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইল। রিপোর্ট বা সংবাদের মর্ম্ম (যদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে) ঐ ব্যক্তিকে অবগত করান আবশ্যক, কারণ সে ব্যক্তি উক্ত সংবাদমূলক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণ আনিতে পারে। এম্প্রেস্ বঃ নাথু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২১৪ পৃষ্ঠা।

যে জমিদার তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বাস করেন না, তথায় তাঁহার গোমস্তা প্রভৃতির (Agents) দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে জমিদারের নিকট শান্তিভঙ্গ না হইবার জামিন লওয়া হইতে পারে না। চারুচন্দ্র মল্লিকের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ৪৩০ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদেশে স্পষ্টরূপে লিখিত থাকিবে যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে জামিন লওয়ার আদেশ হইল তাহারা শান্তিভঙ্গ করিতে পারিত, অথবা এরূপ কার্য্য করিতে পারিত যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি বিশ্বাসমূলক সংবাদ পাইয়াছেন। বীরেশ্বরীপ্রসাদ, উইক্লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯৩ পৃষ্ঠা।

কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শপথপূর্ব্বক বলিল, যে 'ক' নামক কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য তাঁহার জীবনের আশঙ্কা হইতেছে। এরূপ সংবাদ বিশ্বাসমূলক, এবং মাজিষ্ট্রেট্ ঐ সংবাদ শুনিয়া কার্য্য করিতে পারেন। [তারিণীকান্ত লাহুড়ী, উইক্লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ১৯ পৃষ্ঠা; কৃষ্ণীয়েন্দ্র রায়, উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের,৩০ পৃষ্ঠা।] কিন্তু, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কোন অভিযোগ বা এজাহার না করিয়া কেবল মাত্র একখণ্ড দরখাস্ত(যাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ নাই) করিলে তাহা বিশ্বাসমূলক সংবাদ বলিয়া গণ্য হইবে না। [চামারু মালো; উইক্লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ৮৫ পৃষ্ঠা।] অধঃশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত রিপোর্ট [নিলিখেল ইডাঠিল্ ইটী পঞ্জী আচেন, মান্দ্রাজ, ২য় ভলুমের ২৪০ পৃষ্ঠা; জীবনজী সিং, বম্বে, ৬ষ্ঠ ভলুম, ক্রাউনকেসেস্] এবং পুলীস কার্য্যকারকের রিপোর্ট [বৃন্দাবন সাহা, উইক্লি রিপোর্টার ১০ম ভলুমের ৪১ পৃষ্ঠা।] বিশ্বাসমূলক সংবাদ বলিয়া গণ্য হইবে। তদনুসারে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন। অধঃশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট বিশ্বাসমূলক হইলেও এবং মাজিষ্ট্রেট্ তদনুসারে সমন বাহির করিতে পারিলেও, তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ লওয়া হইবে না। [নাপা বিন বাসাপি; বম্বে হাইকোর্ট, ১৮৭১, নভেম্বর।] পুলীস রিপোর্টও তদ্বিষয়ে আইন সঙ্গত প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। [অভয়া চৌধুরী, বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের পরিশিষ্ট ১৪৮ পৃষ্ঠা।]

যে কার্য্যের দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, তাহা অন্যায় কার্য্য (Wrongful act) হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে 'ক' তাহার নিজের ভূমিতে দেওয়াল গাঁথিতেছিল; পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী 'খ' ঐ দেওয়ালের অংশ পড়িয়া সম্ভবতঃ তাহার খড়ো ঘরের অনিষ্ট হইতে পারে সুতরাং শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বর্ণনা করায় মাজিষ্ট্রেট্ 'ক' এর নিকটে জামিন লইলেন; এরূপ স্থলে 'ক' কোন 'অন্যায় কার্য্য করে নাই' সুতরাং মাজিষ্ট্রেট্ জামিন লইতে পারেন না। কাশীচরণ দাস; উইক্লি রিপোর্টার, ১৯শ ভলুমের ৪৭ পৃষ্ঠা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেটের এলাকামধ্যে কোন ব্যক্তি দ্বারা শান্তিভঙ্গ সম্ভব হইলে অথবা ঐ এলাকায় অবস্থান করিয়া কোন ব্যক্তি ঐ এলাকাবহির্ভূত কোন স্থানে শান্তিভঙ্গ করিবে সম্ভব হইলে সেই মাজিষ্ট্রেট্ তাহার নিকট জামিন লইবার আবশ্যকীয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এলাকাবহির্ভূত স্থানবাসী কোন ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার এলাকার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহার প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন না। [ফুল্ বেঞ্চ্। জয়প্রকাশ লাল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠা।

কোন ঠিকাদার বাকি খাজানা আদায়ের জন্য অধীনস্থ প্রজার শস্যাদি ক্রোক করিবে

১৮৮২। ১০ আইন। ১০৮—১০৯ধারা

বলিয়া পুলীসের দ্বারা রক্ষিত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিল। এস্থলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহার নিকট জামিন লইবার আদেশ হইল। হাইকোর্ট বলিলেন যে আবেদনকারী দ্বারা শান্তিভঙ্গ সম্ভব কি না, বিচার না করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ আদেশ দিয়াছেন অতএব ইহা আইনসঙ্গত নহে। শিউশরণ লাল, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ২৮০ পৃষ্ঠা।

মাননীয় ভদ্রলোকের নিকট হইতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে মাজিষ্ট্রেট্ যদি তাঁহাদের আদালতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাইতে পারেন। বাবুয়ার বিষয়ে; এলাহাবাদ ৬ষ্ঠ ভলুমের ১৩২ পৃষ্ঠা। এজলাসের বাহিরে মাননীয় ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ১০৭ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। ১১২ ধারা অনুসারে আদেশ প্রচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটকে এরূপ সংবাদের উপর কার্য্য করিতে হইবে যাহা কতকপরিমাণে জনশ্রুতি ও সাধারণের বিদিত।

দীননাথ মল্লিকের আবেদন সম্বন্ধে হাইকোর্ট মতপ্রকাশ করিলেন যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য আছে ধরিয়া লইলেও এস্থলে এরূপ কোন বিশেষ অবস্থা নাই, যাহাতে মাজিষ্ট্রেট্ আবেদনকারীকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশ আবশ্যক বিবেচনা করেন। আবেদনকারী উকীলের দ্বারা হাজির হইতে পারেন।

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতির কার্য্য প্রণালীর কথা।

১০৮ ধারা। যে কোন মাজিষ্ট্রেট্ ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাইকোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে (তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে) উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয়, উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১০৯ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ সংবাদ পান যে,

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন

করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

১৮৮২। ১০ আইন। ১১০ ধারা।

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ্য উপায় নাই কিম্বা যে আপনার হৃদ্বোধজনক বিবরণ জানাইতে পারে না, উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

টীকা।—কোন মাজিষ্ট্রেট্ সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে রীতিমত ক্ষমতাপন্ন না হইলে তৎপক্ষে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান বাতিল ও নামঞ্জুর। (৫২৩ ধারা দেখ)

এই ধারার বর্ণিত প্রকারে কোন ব্যক্তিকে আচরণ করিতে দেখিলে পুলীস থানার অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক তাহাকে ওয়ারণ্ট ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন (৫৫ ধারা) এবং লিখিত আদেশ দ্বারা কোন পুলীস-কার্য্যকারককে তাহার গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারেন (৫৬ ধারা)। কিন্তু সে ব্যক্তি হাজিরজামিন দিলে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। দৌলত সিং, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ৪৫ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক স্থলে একজন মাত্র লোকের বিরুদ্ধে কার্য্য অনুষ্ঠান করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব সম্বন্ধে পৃথক্ তদন্ত হইবে। এক জনের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ গৃহীত হয়, অন্যের বিরুদ্ধে তাহা ব্যবহৃত হইবে না, কারণ তাহাহইলে কোন ব্যক্তির অযথা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

নজীর।—কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সদাচরণের জামিন দিবার আদেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে অভিযোগের মর্ম্ম স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহা অপ্রমাণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এম্প্রেস্ বঃ ঈশ্বরচন্দ্র সুর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ১৩ পৃষ্ঠা।

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ "বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্"* সংবাদ পান যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর. কি চোরাদ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা সে নিয়ত

* চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২।
১০ আইন।
১১০ ধারা।

বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

টীকা।—কোন ব্যক্তি "কখনই সুখ্যাতচরিত্র নহে (by no means a reputable character)" বলিয়াই যে তাহাকে সদাচরণের জামিন দিতে হইবে এরূপ নহে। এম্প্রেস্ বঃ কালাচাঁদ দাস; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা।

অপরাধ নিবারণের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিধান হইয়াছে, কৃত অপরাধের দণ্ডবিধান ইহার উদ্দেশ্য নহে। অপরাধ নিবারণের উদ্দেশ্যেই মাজিষ্ট্রেট্ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকট সদাচরণের জন্য যথেষ্ট জামিন লইবার ক্ষমতাপন্ন। ভবিষ্যতে সদাচরণ করিবে, এই জন্যই জামিন লওয়া হয়; তাহার কৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ঐ জামিন লওয়া হয় না এবং তৎস্বরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা আইনে অনুমোদিত নহে। এমন কি, কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাহার বিচারের পূর্ব্বে এই ১১০ ধারা অনুসারে তাহাকে সদাচরণের জামিন দিতে আদেশ করা বা তৎপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইতে পারে না। হাইকোর্ট ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠান অন্যায় বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। অম্বিকাপ্রসাদ নামক ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারা অর্থাৎ চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়, মাজিষ্ট্রেট্ তাহার হাজিরজামিন অস্বীকার করিলেন কিন্তু হাইকোর্ট তাহার নিকট হাজিরজামিন লইবার আদেশ করিলেন। ঐ অপরাধে তাহার বিচার হইবার পূর্ব্বে ১১০ ধারানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সদাচরণের জামিন দিবার ও জামিন না দিতে পারিলে কঠিন কারাবাসের আদেশ করিলেন। এ দিকে সেশন আদালতে সে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইল। সুতরাং সদাচরণের জামিনের আদেশ হাইকোর্ট রহিত করিয়া দিলেন ও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি কখন কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই, সেস্থলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে সদাচরণের জামিন দিবার ও তৎপরিবর্ত্তে কঠিন কারাবাসের আদেশ করিলে তাহা অযুক্তিসঙ্গত ও অন্যায় আদেশ হয়। অম্বিকাপ্রসাদ, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ২৬৮ পৃষ্ঠা।

নজীর।—কোন ব্যক্তি ভ্রমণশীল (Wandering)-জাতিভুক্ত, সুতরাং তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বা জীবিকা নাই বলিয়াই তাহাকে সদাচরণের জামিন দিতে আদেশ করা যায় না।

কোন ব্যক্তির চুরি অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডাজ্ঞার সহিত মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ আদেশ করিতে পারেন না যে অধিকন্তু ঐ ব্যক্তিকে সদাচরণের জামিন দিতে হইবে; কারণ সে পূর্ব্বে চুরি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল। দণ্ডাজ্ঞার দণ্ডভোগ শেষ হইলে ১১০ ধারানুসারে পৃথক্ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে; তখন তাহাকে রীতিমত চোর বলিয়া আবশ্যক বিবেচনা

করিলে সদাচরণের জামিনের আদেশ হইবে। তমিজ মণ্ডল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ২১৫ পৃষ্ঠা। প্রতাব; ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১ম ভলুমের ৬৬৬ পৃষ্ঠা।

জামিনের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলে অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের অথবা সদুপায়ে দিনপাতের অক্ষমতা বিষয়ক নূতন প্রমাণ না দিলে পুনরায় জামিনের আদেশ হইবে না। যশোবন্ত সিং, উইক্লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ১৮ পৃষ্ঠা।

ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে (European Vagrancy Act) কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

নজীর।—'বেটুয়া' শব্দে ইউরোপীয় বংশজাত কোন ব্যক্তি ভিক্ষা করিলে অথবা ঘুরিয়া বেড়াইলে বা তাহার জীবিকানির্ব্বাহের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকিলে তাহাকে বুঝায়।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন; তাহাতে, যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যতকাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও (যদি কোন) জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি (Character) ও শ্রেণী এই এই কথা লেখা থাকিবে।

টীকা ও নজীর।—এই আইনের ৫৩৭ ধারায় বিধান আছে যে সমনে কোন বিষয় লিখিতে ভুল হইলে বা কোন ক্রটী হইলে তদ্বিষয়ক কোন আদেশ অকর্ম্মণ্য ও ব্যর্থ হইবে না; তবে উক্ত ভুল বা ক্রটী বশতঃ সুবিচারের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐরূপ হইতে পারে। [কুঞ্জবেহারী চৌধুরী, উইক্লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠা।]

কিন্তু যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তাহাকে কারণ দর্শাইবার সম্যক্ সুযোগ দিবার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সমনে লেখা না থাকিলে জামিনের কোন আদেশ হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে সাবকাশ দিলে, ও ১১৩ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে উক্ত ব্যতিক্রম জন্য কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

মাজিষ্ট্রেট্ আদেশ করিলেন যে আসামীকে সম্ভ্রান্ত, সম্পত্তিশালী, তাহার সহিত সম্বন্ধবিহীন, ও তাহার বাটীর এক মাইলের মধ্যে বাস করেন, এরূপ কোন ভদ্রলোককে জামিনস্বরূপ আনিতে হইবে। তদন্ত করিয়া দেখা গেল, তাহার বাটীর এক মাইলের মধ্যে কোন ভদ্রলোক বাস করে না। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট্ উক্তরূপ জামিন দিবার আদেশ আইনানুসারে করিতে পারেন না। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার আদেশ। নারায়ণ সুবুদ্ধি, উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৩৭ পৃষ্ঠা।

১৮৮২।
১০ আইন।
১৩—১১৪ ধারা।

আসামীর সামাজিক অবস্থা ও সঙ্গতি দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটকে জামিনের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। যে পরিমাণ জামিন যোগাড় করা আসামীর সাধ্যায়ত্ত, সেই পরিমাণের অতিরিক্ত জামিন দিবার আদেশ হইবে না। কলিকাতা হাইকোর্ট ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১ম ভলুমের ৩৮৪ পৃষ্ঠাস্থিত 'দেদার বক্সদিগর' নামক মোকদ্দমায় এই মতপ্রকাশ করেন যে জামিনের পরিমাণ হাইকোর্টের বিবেচনায় অতিরিক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন। [রাজা ভালড হোসেন সাহেব, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৭৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।]

'লিখিত আদেশ'—১৮৭২ সালের ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে ঐ বিষয়গুলি সমনে লেখা থাকিত; কিন্তু এই ধারা অনুসারে সেইগুলি 'লিখিত আদেশে' লেখা হয়। উক্ত আদেশে কোন বিষয় লিখিতে ভ্রম বা ত্রুটী হইলে তাহা বাতিল ও অকার্য্যকর হইবে না। (৫৩৭ ধারা দেখ।)

১৮৭২ সালের আইনের বিধানানুসারে সকল বিষয় সাবধানপূর্ব্বক সমনে লেখা হইবে, কিন্তু ত্রুটী হইলে যদি তদ্দ্বারা যে পক্ষকে সমন করা হয় তাহার কোনরূপে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ত্রুটী সত্বেও উক্ত আদেশ বাতিল বা অকার্য্যকর হইবে না। কুঞ্জবেহারী চৌধুরীর বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠা।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

নজীর।—যে সংবাদ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহা অপ্রমাণ করিবার জন্য সমনের দ্বারা আনীত ব্যক্তিকে যুক্তিমত সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। [নাথু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২১৪ পৃষ্ঠা।

আসামী কারণ না দর্শাইলেও মাজিষ্ট্রেট্ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া জামিন সম্বন্ধে কোন আদেশ দিতে পারেন না। ১১৭ ধারামতে ঐ সংবাদের সত্যাসত্য বিবেচনা ও তদন্ত করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য, তবে উক্ত ব্যক্তি ঐ সংবাদের সত্যতা স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আইনানুসারে আদেশ করিতে পারেন।

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই

উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পুলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি, ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে কার্য্যকারক সমন জারী করেন কি ওয়ারণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারণ্টক্রমে ধরেন, তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

নজীর।—সমনজারী করিবার কার্য্যকারক সমনজারীর সার্টিফিকেটের সঙ্গে লিখিত-আদেশ সমর্পণ সম্বন্ধেও সার্টিফিকেট্ দিবে।

১০৭ ধারানিবিষ্ট ('নাথু' সম্বন্ধীয়) নজীর দেখ। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া হয়, তাহাকে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সাবকাশ দেওয়া হইবে। নাথু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২১৪ পৃষ্ঠা।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নজীর।—যাহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, সে দূরে বাস করিলে যদি তাহার স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশ করা অবিবেচনার কার্য্য। দীননাথ মল্লিকের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ১৩৩ পৃষ্ঠা।

সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা।

১১৭ ধারা। ১১২ ধারামত আজ্ঞা, ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্ট-জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ যে সংবাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সত্যতার অনুসন্ধান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

১৮৮২।
১০ আইন।
১১৭ ধারা।

ইহার পর সমন-মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে; এবং ইহার পর ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে; বিভেদ এই, যে অভিযোগপত্র (Charge) প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাস (Habitual offender), ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির (General repute) সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

টীকা।—কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষী আহ্বান করিলে মাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যক বিবেচনা করিলে ও উক্ত সাক্ষীর ন্যায্য বারবরদারী (Expenses) আদালতে আমানত করিলে তাহাকে হাজির হইবার জন্য সমন-মোকদ্দমার প্রণালী অনুসারে পরওয়ানা দিবেন। উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৭০ পৃষ্ঠাস্থিত চৈৎ সিংএর মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয়, যে সচরাচর মাজিষ্ট্রেট্ সমন করিয়া উভয় পক্ষের সাক্ষীগণকে আনাইতে বাধ্য।

বিশেষ মনোযোগের সহিত চলিত-প্রণালীমতে তদন্তকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আসামী তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার, তাহার নিজের বক্তব্য বলিবার ও তাহার সাপক্ষে সাক্ষী আনিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইবে। তাহার সাধারণ চরিত্র (General character) সম্বন্ধে সাক্ষী দিতেও পারে। মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য উভয়পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে তাহার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ বিষয় প্রমাণ হইল, আসামীর উপর সন্দেহ হয় কেবল এইমাত্র বলিলে চলিবে না। বিচারের শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে বা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। [কুকুর সিং, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৩০ পৃষ্ঠা।]

নজীর।—প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার পৃথক্ পৃথক্ হইবে; কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে একত্রে তদন্ত হইলেই যে তাহা আইন-অসঙ্গত হইবে, এরূপ নহে। আবদুল কাদির, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৪৫২ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া স্থানান্তরিত বা কর্ম্ম হইতে অবকাশ লইলে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পুনরায় (*de novo*) সাক্ষীগণের এজাহারের জন্য আকিঞ্চন করিতে পারে। বরদাকান্ত রায় বং করিমদ্দী মুন্সী; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ৪৫২ পৃষ্ঠা।

পুলীসকার্য্যকারকের রিপোর্ট বিশ্বাসমূলক সংবাদ জানিয়া মাজিষ্ট্রেট্ কতকগুলি লোকের প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জন্য জামিনের আদেশ দিবার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে

১৮৮২। ১০ আইন। ১১৮ ধারা।

পারেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রীতিমত মীমাংসা করিতে হইবে। সংবাদের সত্যতা প্রমাণের ভার সংবাদদাতার উপরে থাকিবে। ডন্, উইক্লি রিপোর্টার, ১২শ ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা। (ফুল্ বেঞ্চ্)

[সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে এক মোকদ্দমায় গৃহীত প্রমাণ অপর মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। শেষোক্ত মোকদ্দমায়ও পুনরায় সেই সকল সাক্ষীর এজাহার লইতে হইবে।০ (প্রসন্নচন্দ্র গোস্বামীর বিষয়ে, উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৩৬ পৃষ্ঠা; বাবু ফতে বাহাদুর, উক্ত ভলুমের ৭৪ পৃষ্ঠা)। বিশেষতঃ, যখন পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে সাক্ষীগণ প্রমাণ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে শেষোক্ত মোকদ্দমায় উক্ত সাক্ষীগণের এজাহার পুনরায় লইতেই হইবে। দীনবন্ধু রায়; উইক্লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৪ পৃষ্ঠা।]

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৮ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তিভঙ্গ না হইবার, কিম্বা স্থলবিশেষে, সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায়, তাহার জামিন-সহ কি জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, তবে মাজিষ্ট্রেট্ তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন :

কিন্তু, প্রথমতঃ,—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের, কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের, জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ,—যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে; এবং উহা অত্যধিক (Excessive) হইবে না।

তৃতীয়তঃ,—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায়, সেই ব্যক্তি নাবালক হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

টীকা।—ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ অথবা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অপর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সদাচরণের জন্য জামিন দিবার আদেশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে (৪০৬ ধারা)। কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেটের অধস্তন কোন মাজিষ্ট্রেট্ শান্তিরক্ষার জন্য জামিন দিবার আদেশ করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না। তবে ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ যথেষ্ট কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া উক্ত আদেশানুসারে প্রদত্ত নিবন্ধপত্র বাতিল করিয়া দিতে পারেন (১২৫ ধারা)।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তাহার প্রতিভূ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে; কিন্তু সে স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষে নিযুক্ত উকীল উপস্থিত হইয়া পক্ষ-সমর্থন করিতে পারিবে।

নজীর।—সদাচরণের জন্য জামিনের নিবন্ধপত্রের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা আমানত

করিবার আদেশ অসিদ্ধ। কালাচাঁদের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ যদি জামিনের পরিমাণ স্থির করিবার সময় বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া অথবা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া কোন আদেশ করেন, তাহা হইলে হাইকোর্ট্ সংশোধন-কারী আদালত-স্বরূপ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। [জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ১১০ পৃষ্ঠা।] মাজিষ্ট্রেট্ সমুচিত বিবেচনা না করিয়া অত্যধিক জামিন দিবার আদেশ করিলে হাইকোর্ট তাহা কমাইয়া দিতে পারেন। [কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ রাম, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৬শ ভলুমের ৩৭২ পৃষ্ঠা।]

আসামী এফিডেভিট্ করিয়া বলিল, যে যে জামিন দিবার আদেশ হইয়াছে, তাহা তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত, উক্ত এফিডেভিটের প্রতিবাদ না হইলে হাইকোর্ট ঐ জামিন কমাইয়া দিতে পারেন। বাবু ফতে বাহাদুর; উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৭৪ পৃষ্ঠা।

১১২ ধারানিবিষ্ট নজীর দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া, যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে শান্তি-ভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন, এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত (Discharge) করিবেন।

নজীর।—যে নিবন্ধপত্র দিবার আদেশ হয়, তাহা দিতে না পারিলেই আসামীকে আবদ্ধ রাখা যায়; নচেৎ তাহাকে আবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। কুকুর সিংএর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৩০ পৃষ্ঠা।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তির সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলেই উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে, ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

১২১ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে

নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে, যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে বা সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

নজীর।—শান্তিরক্ষার জন্য নিবন্ধপত্র দিবার পর যে কোন অপরাধ করিলেই যে তাহার নিয়ম প্রবল করা হইবে এরূপ নহে, কেবলমাত্র শান্তিভঙ্গ-সূচক অপরাধ করিলেই উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম প্রবল করা হইবে। চুরী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে [হারাণচন্দ্র রায়, উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৮শ ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠা;] অথবা অন্যায়মত আবদ্ধকরণ (Wrongful confinement) ও ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা অপরাধে (Extortion) অপরাধী সাব্যস্ত হইলে [জিয়ার উদ্দিন হাওলাদার; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৯শ ভলুমের ৪৮ পৃষ্ঠা;] উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড (Forfeiture of the bond) করা হইবে না। কিন্তু নিবন্ধপত্র সদাচরণের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকিলে ঐরূপ স্থলে তাহার টাকা দণ্ড করা হইবে।

যে অপরাধের জন্য মুচলকার টাকা দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধে দণ্ডাজ্ঞা দিবার কালীন উক্ত দণ্ড হইবার আদেশ দিতে হইবে। 'খ' এর আবেদনমতে মাজিষ্ট্রেট্ 'ক'কে ১৮৭৫ সালের ১লা নভেম্বর হইতে এক বৎসরকাল শান্তিরক্ষার জন্য নিবন্ধপত্র দিবার আদেশ করিলেন। ১৮৭৬ সালের মে মাসে 'গ' নামক কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করায় 'ক' অপরাধী সাব্যস্ত হইল। ১৮৭৬ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে 'খ'এর আবেদনমতে মাজিষ্ট্রেট্ 'ক'এর নিবন্ধপত্র-লিখিত দণ্ড প্রবল হইতে না পারিবার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন; এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে এপ্রেল নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করা হইল। হাইকোর্ট্ নিষ্পত্তি করিলেন, এরূপ আদেশ অগ্রাহ্য, কারণ 'গ'এর প্রতি অত্যাচারের জন্য 'ক'এর দণ্ডবিধানের সময় যখন মাজিষ্ট্রেট্ নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার আদেশ দেন নাই, তখন অনুমান করিতে হইবে যে তিনি তাহা আবশ্যক বোধ করেন নাই ও বিহিত অর্থদণ্ড তাহার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড বোধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র লাহার বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৩৪ পৃষ্ঠা। [পার্ব্বতীচরণ বসুর বিষয়ে কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ৪০৬ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এইমত প্রকাশিত আছে।]

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয়

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে অনুপযুক্ত (Unfit) বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, কিন্তু অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট্ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৬ বা ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে বা তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে পশ্চা-

১৮৮২।
১০ আইন।
১২৪ ধারা।

লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয়, কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট্ জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট, কিম্বা আজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয়, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিককালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজি-ষ্ট্রেট্ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ হইলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারণ্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত বা কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে (Examining) ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন :

কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর বা সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

নজীর।—ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে আদেশ করিলে এবং সেশন জজের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইলে (Confirmed) তাহার বিরুদ্ধে আর আপীল চলে না। চাঁদখান্ বঃ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ৮৭৮ পৃষ্ঠা।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহা দিগকে ছাড়িয়া দিতে পারি-বার কথা।

১২৪ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারী (Predecessor in office) কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদা-চরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের (Commu-

nity) কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্য অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

টীকা।—সদাচরণের জন্য যাহার নিকট আইনমতে জামিন লওয়া উচিত, এরূপ ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে মুক্তি দিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে।—৫৩০ ধারার (ঙ) প্রকরণ দেখ।

রীতিমত ক্ষমতা-প্রাপ্ত না হইয়া নিবন্ধপত্র অকর্ম্মণ্য করিলে সেই মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান বাতিল।—৫৩০ ধারার (চ) প্রকরণ দেখ।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জেলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে (Cancel) পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার বা সদাচরণের জামিন (Surety) কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত (Executed) কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে, যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন বা ওয়ারণ্ট দিবেন।

১৮৮২ ।
১০ আইন।
১২৭—১২৮ধারা

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল (Original) জামিনসদৃশ অন্য (Fresh) জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১, ১২২, ১২৩, এবং ১২৪ ধারার কার্য্যপক্ষে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থলবিশেষে ১১৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়।

বেআইনমত-জনতা-বিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। বেআইনমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ বা তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা পুলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতাভঙ্গ করিয়া পৃথক্ হইবার (Disperse) আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক্ হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পুলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায়, কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এ প্রকার সঙ্কল্প দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক, বলপূর্ব্বক ঐ জনতাভঙ্গ করিয়া পৃথক্ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; এবং তদর্থে আবশ্যক হইলে, জনতাভঙ্গ করিবার বা তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের অধ্যক্ষ বা সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় ভলণ্টিয়ার-বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান (Enrolled) ভলণ্টিয়ার ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জনতাভঙ্গ করিবার জন্য সামান্য বলপ্রয়োগের কথা।

টীকা।—৪২ ধারা দেখ।

১৮৮২। ১০ আইন। ১২৯—১৩১ ধারা

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য-

সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

প্রকারে পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্য ঐ জনতাভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চশ্রেণীর (of the highest rank) যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতাভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতাভঙ্গ করিতে স্থির

জনতাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের সনন্দ-প্রাপ্ত (Commissioned) বা সনন্দ-অপ্রাপ্ত (Non-commissioned) কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় ভলণ্টিয়ার-বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান ভলণ্টিয়ার দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন, কিম্বা জনতাভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত, তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতাভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য যত অল্প বলপ্রয়োগ ও ব্যক্তির বা সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয়, তদধিক করিবেন না।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের

জনতাভঙ্গ করণার্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

বিঘ্নাশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদের সনন্দপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদলের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন; কিম্বা জনতাভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন; এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন কি না এ বিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

১৮৮২।

১০ আইন।
১৩২—১৩৩ধারা

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ বা সেনাপতি বা পুলীসের কর্ম্মকারক বা সিপাহী বা ভলণ্টিয়ার এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্ম করেন, তদ্ধেতু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না; এবং

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি পুলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে (in good faith) কার্য্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ বা ১৩০ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে, ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী বা সামান্য সৈনিক বা ভলণ্টিয়ার সৈন্য সংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের (Public Nuisances) বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

১৩৩ ধারা। সাধারণে যাহা আইনমতে ব্যবহার করিতে পারে, এমন কোন পথ বা নদী বা খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা বা অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল বা বাণিজ্য দ্রব্য (merchandise) রাখা, সাধারণের স্বাস্থ্যের বা শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত বা স্থানান্তর বা নিষেধ করা,

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায়, তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ (Conflagration) বা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা (Explosion) সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ বা বন্ধ করা উচিত;

১৮৮২। ১০ আইন। ১৩৩ ধারা।

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থা প্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে তাহাদের বা নিকট-গমনশীল (Passing by) লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত পথের বা সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী বা কূপ বা গর্ত্ত (Excavation) দ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থ তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া (Fenced) রাখা উচিত,

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্, রিপোর্ট বা অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিবেন,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা বা অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় বা কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর বা দ্রব্য বা পুষ্করিণী বা কূপ বা গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয়, বা যাহার অধিকারে বা কর্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা (Conditional Order) লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে,

ঐ বাধা বা অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থলবিশেষে, ঐ ব্যবসায় বা কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণনিবারণ বা বন্ধ করিতে,

বা তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করিতে,

বা ঐ দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে (to alter the disposal of),

বা ঐ পুষ্করিণী বা কূপ বা গর্ত্ত ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত (set aside) বা পরিবর্ত্তিত (modified) করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট্ কর্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৩৩ ধারা।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের স্থান" (Public place) এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী (Camping grounds) বা স্বাস্থ্যের (Sanitary) কিম্বা আমোদের (Recreative purpose) জন্য যে ভূমি খালি রাখা যায় এমত ভূমিও বুঝাইবে।

টীকা।—কোন মাজিষ্ট্রেট্, রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া এই ধারামতে কোন আদেশ করিলে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান ব্যর্থ হইবে।—৫৩০ ধারার (ছ) প্রকরণ দেখ।

এই ধারানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ভার কেবলমাত্র ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্, মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কেহ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারামত নিয়মাধীন আদেশ করিয়া অবশিষ্ট কার্য্যানুষ্ঠানের ভার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার আদেশ করিতে পারেন।

নজীর।—সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় (Public Nuisance) সম্বন্ধে ভোগস্বত্বে কোন কায়েমী স্বত্ব (Prescriptive right) জন্মিতে পারে না। এক স্থানে বহুকালাবধি কতকগুলি চামড়ার কারখানা ছিল, তৎসম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ তদন্ত করিয়া তাহা সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় বোধ করাতে বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন, হাইকোর্ট ও উক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কলিকাতার সুবরবন্ মিউনিসিপ্যালিটীর আবেদন বিষয়ে; বেঙ্গল ল রিপোর্টস, ৭ম ভলুমের ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে কোন আদেশ হইয়া যুক্তিমত ঘোষিত হইল; কিন্তু নিরূপিত নিয়মে উহা বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় ঠিক আইনানুসারে কার্য্য হইল না বটে, তথাপি যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ হইয়াছে সে জানিতে পারিলেই যথেষ্ট বিজ্ঞাপন হইয়াছে বলা যায়। সে ব্যক্তি যদি উক্ত আদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে। পাঞ্চীচরণ আইচ্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, কলিকাতা ১৬শ ভলুমের ৯ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে একবার কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ১৪৪ ধারামতে সরাসরী বিচার করিতে পারেন না; তাঁহাকে এই ১৩৩ ও পশ্চাল্লিখিত ধারার বিধানানুসারেই কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। পিটি সিং; উইক্লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ৭১ পৃষ্ঠা। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্কট ও গুরুতর হানি আসন্ন বিবেচনা করিলে তিনি তন্নিবারণার্থ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন। (১৪২ ধারা)

এই ধারানুসারে কেবল মাত্র অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর (Remove) করিবার আদেশ দেওয়া হইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট্ কোন পুষ্করিণী ভাল করিয়া খনন করিবার আদেশ করিতে পারেন না, কারণ যদি পুষ্করিণী থাকা প্রযুক্ত অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে পুষ্করিণীর মালিক যেরূপে সুবিধা বোধ করিবেন অর্থাৎ পুষ্করিণী বুজাইয়া অথবা ভালরূপে খনন করিয়াই হউক, সেইরূপে অনিষ্ট জনক বিষয় স্থানান্তর করিতে পারেন। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের উক্ত আদেশ অসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন। পাল দাস; উইক্লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠা।

যে স্থলে পুষ্করিণী কেবলমাত্র জলের হৌজবিশেষ (Reservoir), সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিবার আদেশ করিতে পারেন, কারণ তাহাতেই দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা (accidents) বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে অর্দ্ধশুষ্ক খনিত পুষ্করিণী যাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকে আবর্জ্জনারাশি নিক্ষেপ করাপ্রযুক্ত তাহা সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় ঘটিয়া উঠে, সে স্থলে অন্য উপায় না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা বুজাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন। বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ২৭ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে আদেশ যদি নিয়মাধীন না হয় এবং যে ব্যক্তির উপর আদেশ হয়, আদেশ রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য আবেদন করিতে সুযোগ না দিয়াই তাহাকে কোন কার্য্য করিবার আদেশ দিলে তাহা বেআইনী আদেশ বলিয়া ব্যর্থ। [ব্রজকান্ত রায় চৌধুরী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ৬৩৭ পৃষ্ঠা।] নির্দ্দিষ্ট দিবসের কয়েক দিন পরে আসামী আবেদন করিয়া কারণ দর্শাইল ও তাহার পরে মোকদ্দমা বিচার হইল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে আবেদনকারীর কথা শুনিতে অস্বীকার করা মাজিষ্ট্রেটের অনুচিত ও সরাসরীমতে বিচার করিয়া আদেশ চূড়ান্ত করা অসঙ্গত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ২৭ পৃষ্ঠা।

যে সকল বিশেষ অবস্থা এই ধারায় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে একটী অবস্থা না ঘটিলে মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন না। কেবলমাত্র সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। একটী বাঁধ দেওয়া প্রযুক্ত পার্শ্ববর্ত্তী নিম্নভূমিতে জলের যোগান (Supply) কমিয়া গেল; কেবলমাত্র এরূপ অপ্রচুর কারণে এই ধারানুসারে কোন আদেশ হইতে পারে না। প্রয়াগ সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ১০৩ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় যে তিনি যে স্থান হইতে অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিবার আদেশ করেন, তাহা সদররাস্তা বা সাধারণের ব্যবহার্য্যস্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার সমক্ষে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিলে জুরি তাঁহার আদেশ যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিলে, হাইকোর্ট সে আদেশে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না। [ইমানদিখান, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৬৯৯ পৃষ্ঠা।] তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ জুরির নিকটে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে ঐ বিবাদ মীমাংসা করিবেন। চন্দ্রনাথ সেন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ৮৭৫ পৃষ্ঠা।

যেখানে অবৈধ বাধা বা অনিষ্টজনক বিষয় ঘটে, সে স্থান কোন রাস্তা, নদী বা খাল যাহা আইনমতে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে অথবা কোন সাধারণের স্থান হইলে তদ্বিষয়ে যদি মাজিষ্ট্রেটের কোন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে তিনি ১৩৩ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। বাসরুদ্দিন ভুইয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৮ পৃষ্ঠা; আসগর মিয়া; ১২শ ভলুমের ১৩৭ পৃষ্ঠা ও লালমিয়া; ৬৯৬ পৃষ্ঠা।

১৩৩ ধারামতে বিহিত মাজিষ্ট্রেটের আদেশ রদ করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা হইবার

১৮৮২। ১০ আইন। ১৩৩ ধারা।

সম্ভাবনা না থাকিলেও যে স্থান সাধারণ পথ বলিয়া ব্যবহৃত হইবার অধিকার আছে বলিয়া কোন ব্যক্তি দাবি করে ঐ স্থানের মালিক নিজের স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য তাহার নামে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে। চুণীলাল বঃ রামকিষণ সাহু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৪৬০ পৃষ্ঠা। ফুল্ বেঞ্চ্। [উজ্জ্বলামণি দাসী বঃ চন্দ্রকুমার নিয়োগী; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

সাধারণপথ স্বরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, এরূপ দাবি করিয়া কোন ব্যক্তি অপরের ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে খেসারতের এবং নিষেধসূচক আজ্ঞার ও নালিশ চলিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কাহার স্বত্ব স্থির করিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ও মাজিষ্ট্রেট্ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিলে তাহা দেওয়ানী আদালতে বিচার্য্য বলিয়া স্থির করিবেন [হাইকোর্ট সেই বিচার সংশোধন করিতে পারিবেন] এবং ন্যায্য সময়ের মধ্যে পক্ষগণ দেওয়ানী আদালতে স্ব স্ব স্বত্ব সাব্যস্ত করাইতে ক্রটী করিলে বা না পারিলে মাজিষ্ট্রেট্ কার্য্যানুষ্ঠান পুনরারম্ভ করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বানর্জ্জি বঃ রামকুমার মুখার্জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ১৫শ ভলুমের ৫৬৪ পৃষ্ঠা। [বিশ্বেশ্বর সাহা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ১৭শ ভলুমের ৫৬২ পৃষ্ঠায় এই মত অনুসৃত হইয়াছে।]

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের আদেশ হেতু সাধারণ রাজপথে বাধা দিবার জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ বাবত (Special damages) মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটিবে না। [রাজকুমার সিং বঃ সাহেব জাদা রায়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ২০ পৃষ্ঠা।] এবং রাজ পথের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার মোকদ্দমাও অচল হইবে না। চুণীলাল বঃ রামকিষণ সাহু, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ১৫শ ভলুমের ৪৬০ পৃষ্ঠা। [ফুল্ বেঞ্চ্]

যে স্থলে মৃত ব্যক্তিদের দাহকরণ জন্য ঘাট বলিয়া ব্যবহার করিবার প্রকাশ্য স্বত্ব আছে, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ যে কোন সামান্য ব্যক্তির অভিযোগমতে তাহা অনিষ্টজনকবিষয় বলিয়া বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না। [বেচারাম মরুই, উইক্লি রিপোর্টার ১৪শ ভলুমের ১৭৭ পৃষ্ঠা (Civil Rulings)] হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, যে সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় সুদীর্ঘকাল ভোগ করিলেই যে তাহাতে আইনসঙ্গত স্বত্ব জন্মিবে এরূপ নহে।

১৩৩ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদেশ করিলে যদি তাহা তাহার পক্ষে অন্যায্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহার বিরুদ্ধে সে বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া অথবা তাহাকে অনর্থক অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিল। চিন্তামণি বাপুহি বঃ দিগম্বর মিত্র; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ১৫ পৃষ্ঠা (Short notes) [চুণীলাল বঃ রামকিষণ সাহু, ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, ১৫শ ভলুমের ৪৬০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরও দেখ।]

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে

কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৮৮ ধারামতে তাহাকে অভি-যুক্ত করা আইন অসঙ্গত নহে। কোন ব্যক্তির বাড়ী হইতে রাস্তায় আসিবার পথ সম্পর্কীয় বিবাদে মাজিষ্ট্রেট্ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। [জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য; উইক্লি রিপোর্টার; ২য়, ভলুমের ৩৬ পৃষ্ঠা।] কিম্বা কোন বাড়ীর জল নিকাশের নর্দ্দামার বাধা সরাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন না। ত্রৈলোক্যনাথ বসু, উইক্লি রিপোর্টার, ৫ম ভলুমের ৫৮ পৃষ্ঠা।

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপন-পত্র দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায়, যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে, সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই মত কোন এক বা অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

টীকা।—যে স্থান হইতে অনিষ্টজনকবিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা বা জ্ঞাপনপত্র দেওয়া হয়, সেই স্থানে ঢোল বাজাইয়া (Beat of drum) ঘোষণাপূর্ব্বক তাহা জারী হইবে।

নজীর।—যাহাদের নামে অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিবার নোটীস দেওয়া হইল, তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে নোটীসজারী-সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই বরং নোটীসের বিষয় যে তাহারা জ্ঞাত ছিল তাহা স্বীকার করিয়াছিল এবং মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন না করার একটা ওজর করিল। এরূপ অযথেষ্ট কারণে হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন না। হকান্ বঃ ইলিয়ট্; উইক্লি রিপোর্টার, ৫ম ভলুমের ৪পৃষ্ঠা। এবং মহাদাজি সদাশিব তিলক; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে ১১শ ভলুমের ৬৭৫ পৃষ্ঠা।

যাহার নামে নোটীস দেওয়া হইল, সে ব্যক্তি যদি আদেশের বিষয় অবগত থাকে, তবে নোটীস ঘোষণা করা সম্বন্ধে কোন অনিয়ম হইয়াছিল বলিয়া সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত-করণ সম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান অসিদ্ধ হইতে পারে না। পার্ব্বতীচরণ আইচ্, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপো-র্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯ পৃষ্ঠা।

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার,

১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায়—

(ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে, অথবা

১৮৮২। ১০ আইন। ১৩৬—১৩৭ ধারা

কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।

(খ) ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থ জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ.) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয়, ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

নজীর।—পঞ্চায়ৎ (জুরি) নিযুক্ত করিবার আবেদন করা হইলে মাজিষ্ট্রেটকে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেই হইবে। তিনি স্থানীয় তদন্তের দ্বারা সে বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। মথুরচন্দ্র দাসের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৫০৯ পৃষ্ঠা।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে, এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

টীকা।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে যে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিয়াছেন তাঁহার বা তাঁহার উচ্চপদস্থ কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মতি ও অনুমতি (Sanction) লওয়া আবশ্যক। (১৯৫ ধারা দেখ)।

নজীর।—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইবে, সে ব্যক্তি নিরূপিত সময়ের মধ্যে হাজির না হইলেও যদি মোকদ্দমা শুনানির পূর্ব্বে কোন সময়ে হাজির হয়, তাহা হইলেও মাজিষ্ট্রেট তাহার বিবরণ শুনিবেন। বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ২৭ পৃষ্ঠা।

এই আইনের বিধানানুসারে আদিষ্ট ব্যক্তি হাজির না হইলে এবং কারণ দর্শাইতে ক্রটী করিলে আদেশ যখন চূড়ান্ত (Absolute) হয় এবং অমান্য করা হয়, তখন দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারামতে তাহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করা হইলে, ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশ যে রীতিমত দেওয়া হয় নাই এরূপ কোন ওজর করিতে পারে না। নারায়ণ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৪৭৫ পৃষ্ঠা। [বিশ্বম্ভর লাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ; ১৩শ ভলুমের ৫৭৭ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এইমত অনুসৃত হইয়াছে।]

১৩৭ ধারা। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, নহে (Proper) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে,* ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত (Absolute) করা যাইবে।

টীকা।—সমন-মোকদ্দমায় যেরূপে প্রমাণ গৃহীত হয়, সেই প্রণালীতে এই ধারা অনুসারেও সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।—৩৫৫ ধারা দেখ।

নজীর।—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৩৩ ধারামতে আদেশ হইবে, সে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইলে ও তাহার পোষকতায় প্রমাণ দিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা লইয়া তদনুসারে আদেশ করিবেন। কেবলমাত্র স্থান তদন্ত করিয়া তিনি নিজের মতানুসারে কোন বিহিত আদেশ দিতে পারেন না। [মর্গান্ বঃ লীচ্; মুর্স্ ইণ্ডিয়ান্ এপিলস্, ২য় ভলুমের ৪৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।] মহাদাজি সদাশিব তিলক; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; বম্বে, ১১শ ভলুমের ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং তদন্ত করিয়াই তাঁহার আদেশ চূড়ান্ত করিয়াছিলেন; হাইকোর্ট তাহা আইন অসঙ্গত হওয়াতে অসিদ্ধ করিয়া দিলেন। কোলাণ্ডাভেলু চেটী, ওয়্যার, ৭৩১ পৃষ্ঠা।

আদিষ্ট ব্যক্তি হাজির হইয়া কারণ দর্শাইয়াছিল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ কোন প্রমাণ গ্রহণ করিলেন না, তজ্জন্য হাইকোর্ট ঐ আদেশ রদ করিয়া দিলেন। মোহর মন্দিরের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ৪৩১ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৮৮৩ পৃষ্ঠাস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র নাথ সম্বন্ধীয় নজীরে এই মত অনুসৃত হইয়াছে।]

১৩৩ ধারা নিবিষ্ট নজীরও দেখ।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ ১৩৩ ধারামতে আদেশ করিলেন, এবং উভয় পক্ষকে অপর এক মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির হইবার আদেশ করিলেন। শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেটের ১৩৩ ধারামতে আদেশ করিবার বিচারাধিপত্য ছিল না, কিন্তু তিনি প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত আদেশ চূড়ান্ত করিয়া দিলেন। হাইকোর্ট উক্ত আদেশ আইন অসঙ্গত নহে বলিয়া তাহা বজায় রাখিলেন। নরসিংহের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ২০১ পৃষ্ঠা। [কিন্তু এই নজীরের যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে।]

১৩৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(ক) অগৌণে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম (Uneven) সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে (Foreman) ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক (Applicant) মনোনীত করিবেন;

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান

ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত (Verdict) প্রকাশ করিতে হইবে, সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

নজীর।—জুররগণকে রীতিমত নিযুক্ত করা হইবে। সুতরাং একজন জুররের পীড়িত অবস্থায় প্রধান ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাহার স্থানে বসাইয়াছিলেন এবং সেই জুরির রিপোর্ট অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ বিচার করিয়া আদেশ অবমাননা অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া হাইকোর্ট সেই দোষ সাব্যস্তকরণের আদেশ রদ করিয়া দিলেন। ভৈরবচন্দ্র দত্তের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ১৯৩ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে যাহার উপর আদেশ জারী হয়, সে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইলেও স্বত্ব সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা বিবেচনা করিয়া সরলভাবে (*bona fide*) আপত্তি করা বোধ করিলে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার আদেশ করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বানর্জী বঃ রামকুমার মুখার্জী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; ১৫শ ভলুমের ৫৬৪ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং জুরির প্রধান ব্যক্তিকে মনোনীত করিলেন, এবং উভয় পক্ষকে দুই জন করিয়া জুরর বাছিয়া লইবার আদেশ দিলেন; হাইকোর্ট বলিলেন জুরি সংগঠন রীতিমত হয় নাই। [দীননাথ চক্রবর্ত্তী; উইক্‌লি রিপোর্টার; ১৬শ ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা।] যে কোন পক্ষের চিহ্নিত লোকদিগকে মাজিষ্ট্রেট্ জুরর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মত অনুসারে আদেশ দিলেন। হাইকোর্ট তাহা রদ করিয়া দিলেন কারণ ঐরূপে নিযুক্ত জুরি আইন অনুসারে মতপ্রকাশ করিতে অনুপযুক্ত। রাজা সত্যানন্দ ঘোষালের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠা।] উভয় পক্ষের কেহ জুরর হইতে পারে না। প্রতিপক্ষের আপত্তিসত্ত্বে মাজিষ্ট্রেট্ আবেদনকারী ও তাহার দুই জন সাক্ষীকে জুরি নিযুক্ত করিয়া বিচার করিলেন। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশ রদ করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন দত্ত; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৪৭ পৃষ্ঠা।

জুরি নির্ব্বাচন হইয়া গেলে তন্মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের নির্ব্বাচিত একজন ইতিপূর্ব্বে কোন পক্ষের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া সেইপক্ষ আপত্তি করিলে অপর পক্ষের অসাক্ষাতে মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। চন্দ্রনাথ সেনের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

জুরি রিপোর্ট দিতে পারে নাই, কেবলমাত্র এই কারণে মাজিষ্ট্রেট্ পুনরায় নূতন জুরি নিযুক্ত করিয়া সেই বিষয় তাহাদের হস্তে দিতে পারেন না। কোন যুক্তিযুক্ত কারণে জুরি সেই বিষয়ে মতপ্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেই নূতন জুরি নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। প্রথম-নির্ব্বাচিত জুরীর রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া প্রধান ব্যক্তির ত্রুটীবশতঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্পিত না হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট্ নূতন জুরি নিযুক্ত করিলেন; তাঁহার আদেশের পূর্ব্বে নূতন জুরির প্রধান ব্যক্তির দ্বারা সেই রিপোর্ট আসিল, এরূপ অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট্ প্রথম

জুরির সেই রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিবেন। নজিমদ্দীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৫৫ পৃষ্ঠা। [দালশুকরাম হরিভাই, বম্বে, ২য় ভলুমের ৩৮৪ পৃষ্ঠায়ও ঐরূপমত প্রকাশিত হইয়াছে।]

কিন্তু একজন জুরর কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে অনুপস্থিত থাকিয়া বিচার্য্য বিষয় তদন্ত করিতে না পারিলে যদি মাজিষ্ট্রেট্ নূতন একজন জুরর নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে জুরির মত প্রকাশের জন্য আবার নূতন একটী সময় নিরূপণ করিয়া দিতে হইবে। শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠা।

১৩৯ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট, কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

স্থলান্তরে, আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

নজীর।—একজন জুরর কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন; দুই জন ১৩৩ ধারামতে অল্পকালস্থায়ী আদেশের সাপক্ষে মত দিলেন; অপর দুইজন তাহার বিপক্ষে মত দিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ১৩৯ ধারামতে কোন আদেশ দিলেন না; কারণ অল্পকালস্থায়ী আদেশের সাপক্ষে অধিকাংশ জুরর মত দেন নাই এবং তিনি মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। হাইকোর্ট বলিলেন, মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অনিয়মিত হইয়াছে; এরূপ স্থলে নূতন জুরি নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার করিতে হইবে। উমাচরণ মণ্ডল বঃ যোগীন্ সেখ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৮৪ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক জুরর নিজের বিবেচনা অনুসারে বিচার্য্য বিষয় প্রমাণের উপর স্থির করিয়া মত প্রকাশ করিবেন। অপর জুররের মতে মত দিয়া গেলেই চলিবে না। পীতাম্বর যুগীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৫শ ভলুমের ৪ পৃষ্ঠা।

এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ১৩৩ ধারা নির্দ্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত অন্য আদেশ দিতে পারেন না। ভবিষ্যতে কোন সদর রাস্তায় বিঘ্ন নিবারণের জন্য কোন আদেশ করিতে পারেন না। কাশীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ১০ পৃষ্ঠা।

১৪০ ধারা। ১৩৬ বা ১৩৭ বা ১৩৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন, এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪১—১৪২ ধারা

দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে ঘর বা মাল বা অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে বা বাহিরে থাকে, তাহা ক্রোক (Distress) ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে, তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে, ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

এই ধারাবলে সরলমনে (in good faith) যে কোন ক্রিয়া করা যায়, তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

টীকা।—'মোকদ্দমা'—ইহা ক্ষতিপূরণ বাবত মোকদ্দমা (Suit for damages)।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া বা প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হন, তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে, আপনাদের মীমাংসা (Verdict) না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন; সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

অনুসন্ধান-কার্য্য চলন-কালে আজ্ঞার কথা।

১৪২ ধারা। সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি (Injury) নিবারণের জন্য অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও, ঐ সঙ্কট বা হানি না হইবার জন্য বা তন্নিবারণার্থ নিষেধ-সূচক যদ্রূপ আজ্ঞা (Injunction) করা আবশ্যক হয়, যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল, তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক, যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই

তাহা না করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্ত কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থ যে কার্য্য আবশ্যক হয়, মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন বা করাইবেন।

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরলমনে যে কোন কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

টীকা।—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে নিষেধসূচক আজ্ঞার ফি এক টাকা মাত্র।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে আদেশ দিবার পর মাজিষ্ট্রেট্ পুনরায় পুলীসের দ্বারা তদন্ত হইবার আদেশ করিলেন; এরূপ স্থলে ১৩৩ ধারামতে বিহিত আদেশানুসারে কার্য্য না করিবার কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে; এবং ১৪২ ধারা অনুসারে বিহিত আদেশ অকার্য্যকর হইয়া যাইবে। ব্রিজেন্দ্রলাল, উইক্‌লি রিপোর্টার; ২১শ ভলুমের ৮৬ পৃষ্ঠা।

১৪৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা জেলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

টীকা।—এই ধারা অনুসারে বিহিত আদেশ উচ্চতর আদালত সংশোধন (Revision) করিতে পারেন না। (৪৩৫ ধারা)

নজীর।—এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের নিষেধসূচক আজ্ঞার পরেও সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার করিলে বা চালাইলে দণ্ডবিধি আইনের ২৯১ ধারামতে ছয়মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডবিধান হইবে। কিন্তু ঐ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত করিতে গেলে প্রমাণ করিতে হইবে, যে মাজিষ্ট্রেট্ ইতিপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির প্রতি সাধারণের অনিষ্টজনক সেই কার্য্য করিতে নিবারণ করিয়া নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ১৪৩ ধারা অনুসারে পুনশ্চ সেই কার্য্য না করার আদেশ দিয়াছিলেন। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ জধু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; এলাহাবাদ, ৮ম ভলুমের ৯৯ পৃষ্ঠা।

তত্তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না করিবার বা না চলিবার জন্য আজ্ঞা দিলে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অকার্য্যকর।—৫৩০ ধারার (জ) প্রকরণ দেখ।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪৪ ধারা।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যকস্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা (Temporary Injunction বিষয়ক বিধি।

অনিষ্টজনক-বিষয়ঘটিত অত্যাবশ্যক স্থলে একেবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেটের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা জেলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে কর্ম্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপদের অগৌণে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান (Speedy remedy) করা প্রয়োজন,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন, যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা বা ক্লেশ বা অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন, বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত গুলি বর্ণনা করিয়া লিখিতে আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত বা কর্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায়, তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন, তিনি তাহা রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই

ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪৪ ধারা।

টীকা।—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে এই ধারামত লিখিত আদেশের কি একটাকা মাত্র। রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে মাজিষ্ট্রেটের এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান অকার্য্যকর। —৫৩০ ধারা (খ) প্রকরণ।

এই ধারানুসারে বিহিত আদেশ বাতিল করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিবে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবে।

নজীর।—১৪৪ ধারামতে বিহিত আদেশ ৪৩৫ ধারার মর্ম্মানুসারে বিহিত অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য নহে, অর্থাৎ তাহা এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান নহে যে উচ্চতর আদালত তাহার নথী ও কাগজপত্র তলব করিয়া সেই আদেশ আইনসঙ্গত, বিহিত ও নির্ভুল এবং রীতিমত অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আনাইতে পারেন। উচ্চতর আদালতের হস্তে সংশোধনের ক্ষমতা না দেওয়াই ইহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য। রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া এই ধারানুসারে আদেশ দেওয়া হইলে হাইকোর্টও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। [চন্দ্রনাথ সেনের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ২৯৩ পৃষ্ঠা।] কিন্তু, যে স্থলে এই ধারা অনুসারে আদেশ যথাবিধি দেওয়া যাইতে পারে না, সেস্থলে হাই-কোর্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। কৃষ্ণমোহন বসাকের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ৫৮ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিলে হাইকোর্ট তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করিতে পারেন (Charter Act, s. 15)। গোপীমোহন মল্লিক বঃ তারামণি চৌধু-রাণী ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ৭ পৃষ্ঠা। [প্রয়াগ সিংএর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ১০৩ পৃষ্ঠা; ও ব্র্যাড্‌লি বঃ জেমিসন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৫৮০ পৃষ্ঠা।]

এই ধারানুসারে বিহিত আদেশ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে হাই-কোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট্ কোন নির্দ্দিষ্ট হাট বন্ধ করিবার আদেশ করিলেন এবং আর একটী হাট হইতে দূরতা নির্দ্দেশ করিয়া তথায় উক্ত হাট স্থানান্ত-রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিবারণ করিয়া আদেশ দিবার এবং যে কার্য্য করিতে কোন ব্যক্তি স্বত্ববান্, সে কার্য্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত রাখিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নাই। শরৎচন্দ্র বানর্জি বঃ বামাচরণ মুখর্জি; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ৪১০ পৃষ্ঠা; লক্ষ্মীদাস মাখনদাস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৪শ ভলুমের ১৬৫ পৃষ্ঠা।

আদেশ হইয়া গেলে তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে আদি কার্য্যানুষ্ঠানের উপর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সন্দেহ ও প্রশ্ন করা উচ্চতর আদালতের ক্ষমতাধীন না হইলেও যদি সেই আদেশ অবমাননা করণ অপরাধে সেই ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয়, তাহা হইলে দণ্ডবিধায়ক আদালত ঐ আদেশের

১৮৮২।

১০ আইন।
১৪৪ ধারা।

ঔচিত্য সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রশ্ন করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন। সূর্য্যনারায়ণ দাস; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৮ পৃষ্ঠা।

সামান্য ব্যক্তি (Private individual) দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আইনানুসারে যে উপায়ে যে প্রতিকার পাইতে পারে, সে প্রতিকার হইতে সে বঞ্চিত হইবে না। রাজকুমার সিং বঃ সাহেবজাদা রায়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ২০ পৃষ্ঠা। [প্রধানতম বিচারপতি গার্থ, এবং জ্যাক্‌সন্, ম্যাকফারসন্, মার্কবি ও এন্‌স্লি বিচারকগণ,] গোপীমোহন মল্লিক বঃ তারামণি চৌধুরাণী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৫ম ভলুমের ৭ পৃষ্ঠা; [প্রধানতম বিচারপতি গার্থ ও এগার জন বিচারক]

এই ধারার ৩য় পদে যেরূপ বিধান লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, তাহাকে নোটিস না দিয়া উক্ত আদেশ চূড়ান্ত করা হইবে না। ইহার কারণ এই যে সে ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেরূপ আদেশ না হইবার কারণ দর্শাইতে পারে। যে স্থলে অবস্থা দৃষ্টে এরূপ বোধ হইবে যে আদেশের নোটিস জারী হইতে পারে না, সে স্থলে একেবারেই আদেশ প্রবল করা যাইতে পারে। হরিমোহন মালা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ২০ পৃষ্ঠা। রায় লছমীপৎ সিং; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ১৭ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগকে এক মস্‌জিদে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করিবার আদেশ দিতে পারেন না। সাহেবউদ্দীনদিগর; ১৮৭৬ সালের পঞ্জাব রেকর্ডস্, ১৬ পৃষ্ঠা।

ভূমি বা বাটীর দখল সম্বন্ধে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার বিবাদ হইলেই এবং ১৪৫ ধারামতে তদ্বিষয়ে কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইতে পারিলেই যে মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে; আবেদনকারীর ভাব দেখিয়া তাঁহার যদি এরূপ বোধ হয় যে উভয় পক্ষের সংঘর্ষণে এক ভয়ানক শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা অনিবার্য্য ও আগতপ্রায় তাহা হইলেই তিনি ১৪৪ ধারামতে আদেশ দিতে পারেন।

মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার বিচারাধীন ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্য না করিলে এই ধারামত বিহিত আদেশে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আদেশ করিবার সময় মাজিষ্ট্রেট্ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যদি সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে আবেদনকারীর কার্য্যহেতু শান্তি-ভঙ্গ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলেই তাঁহার আদেশ আইনসঙ্গত। এই ধারামতে সচরাচর মৌখিক সংবাদ শুনিয়াই মাজিষ্ট্রেট্ তৎক্ষণাৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। রামানুজ জিয়র স্বামী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; মান্দ্রাজ, ৩য় ভলুমের ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

আসন্ন শান্তিভঙ্গ নিবারণের অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রদান করাই এই ধারার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে সকল অবস্থাতে শান্তিভঙ্গ ঘটিতে পারে সেই সকল অবস্থা রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া না দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট্ কোন আদেশ করিতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত সে তদন্ত না হয়, ততদিন তাঁহার আদেশ প্রবল থাকিবে। কোন লোকের ন্যায্য স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, কেবলমাত্র এই কারণে এই ধারাবিহিত

আদেশ অসিদ্ধ নহে। মাজিষ্ট্রেট্ নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে উক্ত স্বত্বে যতদূর হস্তার্পণ করা বিহিত বোধ করেন, ততদূর করিতে পারিবেন। যে স্থলে ন্যায্য স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শান্তিভঙ্গ নিবারণ সম্ভব, সে স্থলে সেইরূপ কার্য্য করিবেন। মনে কর, 'ক' কোন কার্য্য করিতে আইনানুসারে অধিকারী হইয়া সেই কার্য্য করিল, অপর ব্যক্তিরা তাহাতে বিরক্ত হইয়া গোলমাল উপস্থিত করিল; এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেটের 'ক'কে সেই কার্য্য করিতে নিবারণ না করিয়া অপর ব্যক্তিদিগকেই বেআইনমতে 'ক'এর ন্যায্য স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিবার আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। আবদুলের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ১৩২ পৃষ্ঠা।

১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশের পর মাজিষ্ট্রেট্ বিশেষ তদন্ত না করিয়া দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীর নীলামে খরিদা স্বত্ব উপভোগ করিতে খরিদারকে নিবারণ করিতে পারেন না। তবে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে তিনি তৎসম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন এবং উভয় পক্ষকে পরস্পরের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইবার আদেশ করিবেন। সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ৩৭ পৃষ্ঠা।

যতদিন প্রতিপক্ষ জমিদারদিগের পারস্পরিক স্বত্ব দেওয়ানী আদালতে সাব্যস্ত না হয়, ততদিন তাঁহারা কেহই প্রজার নিকট খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, এরূপ কোন আদেশ মাজিষ্ট্রেট্ দিতে পারেন না। [প্রসন্নকুমার চাটর্জি; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ২৩১ পৃষ্ঠা।] কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তিতে তাহার স্বত্বের দাবী করিলে এই ধারা অনুসারে তাহার প্রতি সেই সম্পত্তির প্রজাবর্গের নিকট খাজনা আদায় করণের নিষেধসূচক কোন আজ্ঞা হইতে পারে না। এই আইনের ৪৩৯ ধারামতে ও Charter Act. এর ১৫ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের হস্তে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, তদনুসারে হাইকোর্ট উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বঃ কার ষ্টীফেন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৯শ ভলুমের ১২৭ পৃষ্ঠা।

রাজপথ সাধারণ সকলেই ন্যায্যমতে ব্যবহার করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কেহ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না এবং এই ধারামত তৎসম্পর্কীয় কোন আদেশ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইবে। অতএব প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা কোন রাস্তাতে গোমেষাদি চালাইতে পারিবে না এরূপ আদেশ আইনসঙ্গত নহে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে উৎসব করিতে করিতে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইবার আদেশ করিলে তাহাও চিরস্থায়ী হইবে না; কেবল সেই সময়ের জন্যই বলবৎ থাকিবে। এম্প্রেস্ বঃ সিওদিন, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১০ম ভলুমের ১১৫ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারা অনুসারে বায়ুসঞ্চালনের জন্য এবং যাত্রীদিগের প্রবেশ ও বহির্গমনের সুবিধার জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিলে হিন্দু-মন্দিরের দ্বারদেশ প্রশস্ত করিবার আজ্ঞা ঐ মন্দিরের অধিকারী ও অধ্যক্ষদিগের প্রতি প্রদান করিতে পারেন। উক্ত মন্দির সাধারণের সম্পত্তি না হইয়া কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হইলেও যদি তাহাতে সাধারণের গতিবিধি থাকে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটের উক্তরূপ আদেশ ন্যায্য। রামচন্দ্র একনাথের বিষয়ে; বম্বে, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৬ পৃষ্ঠা। (Crown cases)

এই ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ (১) পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি প্লাবিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিয়া

কোন বাঁধ স্থানান্তরিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারেন না; (মান্দ্রাজ, ৫ম ভলুমের ১৯শ পরিশিষ্ট); কিম্বা (২) বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিবার আদেশ করিতে পারেন না; (উত্তমচন্দ্র চাটর্য্যির বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৩শ ভলুমের ৭২ পৃষ্ঠা।)

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর (Immoveable) সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ-বিষয়ক বিধি।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৫ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (tangible) স্থাবর সম্পত্তি বা তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, পুলীসের রিপোর্ট বা অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপন হৃদ্বোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর রুব-কারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের (merits) প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা (effect) বিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য (further evidence) লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন, ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না, ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে, আইনের নিয়মিত ধারামতে (in due course of law) সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায় (evicted), ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে, ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিবেন (stayed)।

যে পক্ষের দখলে থাকে, যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহারই দখলে থাকিবার কথা।

টীকা।—এই অধ্যায়মতে বিহিত আদেশে যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ থাকে, তাহার দখল পাইবার নালিশ চূড়ান্ত আদেশের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে দাএর করিতে হইবে।—১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফসীল দেখ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে আদেশ করিলে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান বাতিল হইবে।—৫৩০ ধারার (এ) প্রকরণ দেখ।

ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রণালীমতে এই ধারা অনুসারেও সাক্ষ্য গৃহীত হয়। (৩৫৬ ধারা দেখ।) ৩৫৬ ধারা লিখিত প্রণালী অনুসারে এই অধ্যায়ের সাক্ষীর এজাহার লিখিয়া লওয়া হইবে। অন্য বিষয়ে সমন-মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করা যাইবে। কোন সাক্ষীর নামে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন পক্ষ সমনের প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট্ কারণ না লিখিয়া সমন অস্বীকার করিতে পারেন না। সুরেন্দ্র নারায়ণ সিং চৌধরী বঃ ভবানীপ্রিয়া বড়ুয়ানী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ১৭২ পৃষ্ঠা।

এই ধারামতে বিহিত মাজিষ্ট্রেটের কোন আদেশ অমান্য করিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারামতে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

নজীর।—প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকৃত পৃথক্ ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে পৃথক্ মোকদ্দমা হওয়া উচিত। কিন্তু কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ৫২৩ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে আজিমুল্লাদিগরের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন প্রজার দখলীকৃত ১০৯ বন্দ জমী সম্বন্ধে বিবাদ এক কার্য্যানুষ্ঠানেই নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এবং ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৫১৩ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে অভয়েশ্বরী দেবীর বিষয়ে এক মোকদ্দমাতেই দুইটী পরগণাভুক্ত প্রায় তিনশত গ্রাম হইতে খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ বিচার হইয়াছিল। পুনশ্চ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৩১ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে কুতুহল সিংএর বিষয়ে একপক্ষে জমিদারের প্রজাদিগের, অপরপক্ষে মৌরসী জোতদারদিগের, অধিকৃত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূমি সম্বন্ধে বিবাদ এক কার্য্যানুষ্ঠানে নিষ্পত্তি হইতে পারে না, স্থির হইয়াছিল।

এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের দেখা কর্ত্তব্য যে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বাস্তবিক, এবং যথার্থ দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন বিষয় সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন কার্য্য সাধন করাইবার কৌশল মাত্র কি না। অভয়চরণ মুখার্জ্জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৭৮ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪৫ ধারা।

খাজানা আদায় করিবার স্বত্বের বিবাদ স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বলিয়া গণ্য। [প্রমথভূষণ দেব রায়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৪১৩ পৃষ্ঠা।] কিন্তু জলকর সম্বন্ধীয় বিবাদ স্থাবর সম্পত্তিঘটিত বিবাদ বলিয়া গণ্য নহে। [কৃষ্ণধন দত্ত; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৩৩৯ পৃষ্ঠা।] পরন্তু, জলময় ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে বিবাদ স্থাবর সম্পত্তিঘটিত বিবাদ বলিয়া গণ্য হইবে। আনন্দময়ী দেবীয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ১৭৯ পৃষ্ঠা।

যেরূপ দখল সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ ১৪৫ ধারামতে আদেশ দিতে পারেন তাহা প্রকৃত (real) ও স্পষ্ট (tangible) হওয়া আবশ্যক। বিজয়নাথ চাটর্জির আবেদন সম্বন্ধে; উইক্লি রিপোর্টার, ২৩শ ভলুমের ৪৫ পৃষ্ঠা।

শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এরূপ বিবাদ ঘটিবার হেতু মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্পষ্টতঃ ও বিশদরূপে জানাইলে ও তাঁহার বিশ্বাসের জন্য সন্তোষকর প্রমাণাদি দিলে মাজিষ্ট্রেট্ যদি উভয় পক্ষের স্বত্ব ও দখল সম্বন্ধে তদন্ত করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখেন, তাহা হইলেই তিনি আইনমতে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। কিশোরীমোহন রায়; উইক্লি রিপোর্টার, ১৯ ভলুমের ১০ পৃষ্ঠা।

তৎক্ষণাৎ কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক, এরূপ শান্তিভঙ্গ হইতে পারে আশঙ্কা করিবার ন্যায্য কারণ বিদ্যমান না থাকিলেও মাজিষ্ট্রেট কেবলমাত্র শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে বলিয়া কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক বিবেচনা করিলেন ও তদনুসারে কার্য্য করিলেন; হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে এ স্থলে উক্ত বিষয় মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন হইবার সবিশেষ কারণ ছিল না, অতএব তাঁহার আদেশ অকার্য্যকর। দামোদর বিদ্যাধর মহাপাত্র, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৭ম ভলুমের ৩৮৫ পৃষ্ঠা। [চন্দ্রমাধব ঘোষ বঃ যোগেশচন্দ্র সেন; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ৪৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।] শান্তিভঙ্গ হইবার কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক; সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এরূপ অবস্থায় এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইতে পারে না। উমাচরণ শাস্ত্র; কলিকাতা ল রিপোর্টস্; ৭ম ভলুমের ৩৫২ পৃষ্ঠা।

এই ধারামতে সাধারণের উপর কোন নোটিস জারি হয় না, কেবলমাত্র যে পক্ষদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, মাজিষ্ট্রেট্ তাহাদিগকে আদালতে হাজির হইবার নোটিস দিবেন। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেই পক্ষভুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট্ দেখেন যে তাহার সহিত উক্ত পক্ষীয় কোন ব্যক্তির এরূপ বিবাদ আছে (তাহার সন্তোষকর প্রমাণ প্রাপ্ত হন,) যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিয়া লইয়া ঐ ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করিবেন। রাজা কুমুদ নারায়ণ ভূপ বঃ মহিমচন্দ্র; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ৬৫০ পৃষ্ঠা।

পক্ষদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমা মুলতবি রাখিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে (Representative) পক্ষভুক্ত করিবেন। কিন্তু আদি-পক্ষভুক্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরও মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমা চালাইলে তাহাতে কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার

সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান স্বতঃই অসিদ্ধ হইবে না। রাণী আনন্দময়ী দেবী; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ২৬৪ পৃষ্ঠা।

শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ বিবাদ ঘটিয়াছে এই সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রসঙ্গ লিখিতে ক্রটী হইলেই এই ধারামতে বিহিত আদেশ যে অকার্য্যকর হইবে এরূপ নহে; তবে যেস্থলে ঐ ক্রটীবশতঃ কোন পক্ষ অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, সে স্থলে ঐ আদেশ অকার্য্যকর। [হার্ভি বঃ ব্রাইস্; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৪র্থ ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠা।]

কিন্তু যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান পুলীস রিপোর্টের উপর নির্ভর করে এবং শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবিত কারণ মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং না লিখিয়া পুলীস রিপোর্টে উল্লেখ করিয়া থাকেন, সে স্থলে ঐ পুলীস রিপোর্ট তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবে। গোলকচন্দ্র পাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ১৭৫ পৃষ্ঠা; কালীকৃষ্ণ ঠাকুর; উক্ত রিপোর্টস ৭ম ভলুমের ৪৬ পৃষ্ঠা।

উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৮১ পৃষ্ঠাস্থিত গোপীমোহন মাজীর নজীরে কলিকাতা হাইকোর্টের তাৎকালিক প্রধানতম বিচারপতি কাউচ্ ও বিচারক এন্‌স্লি এই মত প্রকাশ করেন যে মাজিষ্ট্রেট্ অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রসঙ্গ লিখিতে ক্রটী করিয়াছেন বলিয়া পক্ষের এরূপ কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, যাহাতে আদেশ বাতিল করা উচিত, তাহা আদালতের বিচার্য্য; ঐরূপ ক্রটী কেবল নিয়মবহির্ভূত কার্য্যমাত্র (only an irregularity)। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে রীতিমত তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন দখলের বিষয় ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তখন হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবার কারণ দেখিতেছেন না। [উইক্‌লি রিপোর্টার, ৩য় ভলুমের ৯ পৃষ্ঠায় সীতানাথ রায়ের নজীরে ও ৪র্থ ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠায় হার্ভি বঃ ব্রাইস্ নামক নজীরে ভিন্নমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে ঐ দুই স্থলেই পক্ষগণ মাজিষ্ট্রেট্ যে কার্য্যানুষ্ঠান রীতিমত লিখিয়া লইয়াছিলেন এই মর্ম্মে বর্ণনাপত্র দাখিল করে নাই। সেরূপ করিলে, বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইত।]

শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে মাজিষ্ট্রেটের স্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলে তিনি দখল সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারেন না। উক্ত প্রতীতির কারণ তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে হইবে। এই আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ কারণ লিখুন বা না লিখুন, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল অকার্য্যকর না হইতে পারে, কিন্তু উক্ত কারণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্ররূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট্ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাসূচক বিবাদ ঘটিয়াছে, এবং প্রমাণ লইয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন এরূপ কোন কথা লেখেন নাই বলিয়া তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অসিদ্ধ। (ফিয়ার্ ও জ্যাকসন্ বিচারকদ্বয় এইমত প্রকাশ করেন, কিন্তু বিচারপতি গ্লোভর ভিন্ন মত প্রকাশ করেন) দেওয়ান এলাহি নেওয়াজ খাঁ; উইক্‌লি রিপোর্টার ৫ম ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা।

[মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান লিখিতে ক্রটী করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অকার্য্যকর ও নামঞ্জুর হইল।—মসামত আনন্দী কোয়ার বঃ রাণী সনায়েৎ কোয়ার; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৯ম ভলুমের ৬৪ পৃষ্ঠা।] হাইকোর্ট বলেন, উক্তরূপ ক্রটী দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ যে তাঁহার বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ পায়। [কালীকিশোর

১৮৮২।
১০ আইন।
১৪৫ ধারা।

রায় ৰং তারিণীকান্ত লাহিড়ী; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ৭৬ পৃষ্ঠা।] উক্তরূপ ক্রটী একটী অনিয়মিত কার্য্যমাত্র; উহা দ্বারা কোন পক্ষের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে কি না তাহা আদালতের বিচার্য্য। গৌরমোহন মাজি; উইক্লি রিপোর্টার ২২শ ভলুমের ৮১ পৃষ্ঠা।

উইক্লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬১ পৃষ্ঠাস্থিত অমৃতনাথ ঝার মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারপতি বলিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে ভূমিসম্বন্ধে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা-সূচক বিবাদ ঘটিতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ লেখেন নাই, ইহা তাঁহার আইন-বিষয়ক ভ্রান্তি। কিন্তু উভয়পক্ষ তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া দখল সম্বন্ধীয় বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সম্মতি দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট্ অনায়াসে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কিন্তু বিচারপতি জ্যাকসন্ বলিয়াছেন যে, কারণ না লেখাবশতঃ যে ক্রটী হইয়াছে তাহাতে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই তাঁহার বিচারাধিপত্যের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

ভূমি কর্ষণ করিয়া দখল না করিলেও খাজানা আদায়ের স্বত্ব থাকিলেই তাহা ১৪৫ ধারা-মতে দখল বলিয়া গণ্য হইবে। কৃষক ও তাহার জমিদার এই উভয়ের মধ্যে দখল সম্বন্ধীয় বিবাদে ১৪৫ ধারা প্রযোজ্য। জমিদার এবং তাঁহার ইজারাদার এই উভয়ের মধ্যে খাজানা আদায়ের স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ ১৪৫ ধারাভুক্ত নহে। কিন্তু জমিদার তাঁহার জমি ইজারা বিলি করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি ১৪৫ ধারামতে মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবেন না, এরূপ নহে। [হরক নারায়ণ সিং; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের ২৮৭ পৃষ্ঠা।] অবিভক্ত সম্পত্তিতে সরিকদিগের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিবাদ কিম্বা খাজানাস্বরূপ প্রজার দেয় শস্যের অংশ সম্বন্ধে বিবাদ ১৪৫ ধারাভুক্ত নহে।

জমিদার তাঁহার সমস্ত ভূমি অথবা তাহার কিয়দংশ ইজারা বিলি করিলে, দখল সম্বন্ধে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জমিদার, ইজারাদার ও তাহার অধীনস্থ প্রজা সকলেরই স্ব স্ব স্বত্ব অনুসারে ঐ বিবাদে সম্পর্ক আছে বুঝিতে হইবে, এবং তাহাদের পরস্পরের যে পৃথক্ স্বত্ব আছে, তাহা ঐ বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। হরক্ নারায়ণ সিং; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের ২৮৭ পৃষ্ঠা।

১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে তাহা দখলের নির্ব্যূঢ় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। অথবা সেই সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কোন সম্পত্তিতে দখল লইবার অধিকারী হয় না। [সীতা-রাম সাহু; উইক্লি রিপোর্টার, ১৮শ ভলুমের ৩৫ পৃষ্ঠা। শ্রীপৎ গিরি গোঁসাই; উইক্লি রিপোর্টার, ১১শ ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা।] ঐরূপ সার্টিফিকেট বা আদেশ সত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেট্ পূর্ব্ব দখলীকারের দখলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। দেওয়ানী আদালত ঐ আদেশ জারী করিবেন। মোহন্ত ধানরাজ গিরি গোঁসাই; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ২৭ পৃষ্ঠা।

দেওয়ানী আদালত যাহাকে দখল দিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেটকে তাহারই দখল বজায় রাখিতে হইবে। ভোলানাথ ঘোষ, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৭ম ভলুমের ৫১৬ পৃষ্ঠা। [রাণীগঞ্জ কোল্ এসোসিএশন কোম্পানি বঃ হীরালাল গোস্বামী; উইক্লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৭ পৃষ্ঠা; গোবিন্দচন্দ্র মৈত্র, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩৫ পৃষ্ঠা।]

দেওয়ানী আদালতের আদেশে আপত্তি করিলে যদি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে তৎসম্বন্ধে কোন বিধান থাকে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট্ হস্তক্ষেপ না করিয়া আপত্তিকারীকে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইতে বলিবেন। ডিক্রীজারী করিয়া দেওয়ানী আদালতের নাজীর কোন সম্পত্তির দখল দিয়া আসিলে যদি কোন ব্যক্তির তাহাতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও মাজিষ্ট্রেট্ তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। [ছত্রপৎ সিংএর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের ২০০ পৃষ্ঠা।] ডিক্রীজারীর নীলামে কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি খরিদ করিলে তাহাকে দখল দিবার সম্বন্ধে যদি কেহ বাধা দেয়, তাহা হইলেও মাজিষ্ট্রেট্ তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রয়াগ সিং; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২০৬ পৃষ্ঠা।

কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক তাহার স্থাবর সম্পত্তি হইতে কেহ বেদখল করিলে সে (১) ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে এবং আসামীর দোষ সাব্যস্ত করাইতে পারিলে ৫২২ ধারামতে ঐ সম্পত্তিতে পুনর্দ্দখলের জন্য আদালতের আদেশ পাইতে পারে; (২) অথবা বেআইনমতে তাহাকে বেদখল করা হইলে ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে বেদখলের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে।

এই ধারা অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি দখলে ছিল, মাজিষ্ট্রেট্ তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার দখলই বজায় রাখিবেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার চূড়ান্ত আদেশ হইবার সময় যে ব্যক্তির দখল ছিল, তাহা লইয়া গণ্য করিবেন না। [পৃথীরাম চৌধুরী রায় বাহাদুর; উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠা।] ছয়মাস পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তিতে দখল ছিল তাহার প্রমাণ লইয়া নিষ্পত্তি করিতেও পারেন না। [জয়লাল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ৩৬২ পৃষ্ঠা।]

কোন ব্যক্তিকে বেদখল করিলে যদি সে কোন আপত্তি না করে, তাহা হইলে যে বেদখল করিয়াছে তাহাকেই দখলে রাখা হইবে। কিন্তু যে স্থলে পুলীসে অভিযোগ হইতেছে ও কার্য্যানুষ্ঠান ফৌজদারী আদালতে আরম্ভ হইতেছে, সে স্থলে যে বেদখল করিয়াছে মাজিষ্ট্রেট্ তাহার দখল বজায় রাখিতেও না পারেন। চন্দ্রকুমার পোদ্দার বঃ চন্দ্রকান্ত ঘোষ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫২১ পৃষ্ঠা।

এই ধারা অনুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গেলে মাজিষ্ট্রেট্ স্বত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাদির উপর বিচার করিতে পারেন না বটে কিন্তু স্বত্ব সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণাদি লইতে পারেন যাহাতে দখল সম্বন্ধে তাঁহার মনে একরূপ নিঃসন্দেহ বিশ্বাস হয়। দখলসম্বন্ধে প্রমাণাদির কোন বৈষম্য থাকিলে তাহার সহিত স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ লইতে পারেন। [কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ২৪৫ পৃষ্ঠা।] স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ লইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলে মাজিষ্ট্রেটের আদেশের উপর হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। রাজা বাবু বঃ মদনমোহন লাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ১৬৯ পৃষ্ঠা।]

দুই খানি মৌজাভুক্ত ১০৯ বিঘা জমি সম্বন্ধে জমিদার ও প্রজার বিবাদ এক কার্য্যানুষ্ঠানের

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪৬ ধারা।

অধীন বলিয়া নিষ্পত্তি করিবার সময় মাজিষ্ট্রেট্ ১২ বন্দ মাত্র জমিসম্বন্ধে বিচার করিয়া রায় দিলেন। অপর বন্দ গুলির দখল সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান থাকাতে হাইকোর্ট ঐ আদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আজিম মোল্লা বঃ সাতু পরামাণিক; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ৫২৩ পৃষ্ঠা।

যথানিয়মে আইনমতে দূরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সে ব্যক্তির দখল বজায় থাকিবে, এইরূপ আদেশ হয়। সুতরাং শস্য কাটা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রজাকে জমি দখল করিয়া থাকিবার আদেশ মাজিষ্ট্রেট্ দিতে পারেন না। [বনওয়ারীলাল মিশ্র; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৩৬ পৃষ্ঠা।] কোন পক্ষ নিজের দখল প্রমাণ করিতে না পারিলে এই ১৪৫ ধারার মর্ম্মানুসারে আদেশ হইতে পারে না। সুবা নায়িক; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারামতে আদেশ হইয়াছে জানিয়া অপর এক ব্যক্তি তাহার নিকট ক্রয় করিলে ১৮৮ ধারামতে দণ্ডনীয়। গোলকচন্দ্র পাল বঃ কালীচরণ দে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ১৭৫ পৃষ্ঠা।

এই ধারা অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে গেলে মাজিষ্ট্রেটের প্রথমে দেখা উচিত যে (১) শান্তিভঙ্গ সম্বন্ধে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না; (২) শান্তিভঙ্গের ভয়ের ভান করিয়া বাস্তবিক দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য বিষয় তাঁহার নিকট হইতে নিষ্পত্তি করিয়া লইবার উদ্দেশ্য কি না। অভয়চন্দ্র মুখার্জি বঃ মহম্মদ সাবির; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; কলিকাতা; ১০ম ভলুমের ৭৮ পৃষ্ঠা।

চূড়ান্ত বিচার পয্যন্ত বিবাদী জমিতে বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিবে না, আদালত প্রতি-বাদীর উপর এইরূপ আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু প্রতিবাদীর দখলে ঐ জমি ছিল বলিয়া আপীলে ঐ আজ্ঞা ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে বাদীর অভিযোগ অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ১৪৫ ধারামতে অপর দুই ব্যক্তি দখলে আছে ও তাহাদের দখল দেওয়ানী আদালতের বিচার পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে এইরূপ আদেশ করিলেন। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশ আইন অসঙ্গত বলিয়া রদ করিয়া দিলেন। সুবা নায়িক বঃ ট্রিনিকাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৬ ধারা। বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই, ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধারণ করিলে, কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা স্বদোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত-ক্ষমতাপন্ন (Competent) দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায়, ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৮৮২।
১০ আইন।
১৪৭ ধারা।

নজীর।—যে স্থলে ১৪৫ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার পর প্রমাণ গ্রহণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ স্থির করেন যে বিবাদী সম্পত্তি কোন পক্ষেরই দখলে নাই, অথবা কোন্ পক্ষের দখলে আছে তাহা ঠিক মীমাংসা করা যাইতেছে না; কেবলমাত্র সেই স্থলেই মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবেন। রামসুন্দর দেবী; কলিকাতা ল রিপোর্টস্; ১ম ভলুমের ৮৬ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ ১৪৬ ধারামতে বিবাদী সম্পত্তি ক্রোক করিবার পর জমিদার আসিয়া বলিলেন যে তিনি ভূতপূর্ব্ব ইজারাদারের মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তিতে দখল লইয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার দখল আইনসঙ্গত নহে মীমাংসা করিয়া ক্রোক বহাল রাখিলেন; হাইকোর্ট ১৪৬ ধারামতে বিহিত ঐ আদেশ রদ করিয়া দিলেন। জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, উইক্লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৪০ পৃষ্ঠা। ১৪৫ ধারামতে মন্দিরসম্বন্ধীয় বিবাদেরও মীমাংসা হইতে পারে। ১৪৬ ধারার বিধানমতে আবশ্যক হইলে তাহা ক্রোককরাও যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে মন্দিরের অনুষ্ঠানাদি একেবারে বন্ধ থাকিবে না। সুন্দর পাণ্ডারাম দিগরের বিষয়; ওয়্যার ৭৭৬ পৃষ্ঠা।

১৪৭ ধারা। কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (tangible) স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে বা উপরে, কোন কার্য্য করিবার বা তাহা বারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিষ্ট্রেট হৃদ্বোধমতে এই কথা জানিলে, ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে, বা স্থল বিশেষে তাহা করিতে স্বত্ববান্, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয়, ততকাল ঐ মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থল বিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বারমাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে ঐ অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বে সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

টীকা।—রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারা অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহা অকার্য্যকর হইবে।—৫৩০ ধারার (এ) প্রকরণ দেখ।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৪৮ ধারা।

এই ধারার মর্ম্ম অনুসারে ভুমি-ব্যবহারের স্বত্বের মধ্যে অপর ব্যক্তির ভুমির উপর দিয়া গমনাগমন অথবা জল যাইবার রাস্তা করিবার স্বত্বও আছে।

নজীর।—বিবাদী জমি সাধারণ পথ (Public way) স্বরূপ বিবেচনা ও মীমাংসা করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহাতে কতকগুলি লোকের ব্যবহার নিবারণ করিতে পারেন না। [নারায়ণ তারগান্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৪৯ পৃষ্ঠা।] ল্যাণ্ড্ একুইজিশন্ এক্ট্ (Land Acquisition Act) অনুসারে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের ব্যবহারার্থ জমি লইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মে, সাধারণের তাহাতে কোন স্বত্ব জন্মিতে পারে না। এইচ, বি, ফিনিকের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ৭২ পৃষ্ঠা।

ভুম্যধিকারী ভুমিকর্ষণের সুবিধা করিবার জন্য তাঁহার সাধারণ স্বত্বানুসারে বাঁধ কাটিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন। হরিমোহন ঠাকুর বঃ কিরণসুন্দরী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠা।

১৪৭ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্ কেবলমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া কোন আদেশ দিতে পারেন না। সর্ব্বসাধারণ বা কোন লোক বা কোন শ্রেণীর লোক যে সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে,তাহাতে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে তাহা নিবারণেরও আদেশ দিতে পারেন। [বর্দ্ধমানের মহারাজার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ১৯৪ পৃষ্ঠা।] মসজীদে ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা ১৪৭ ধারা অনুসারে মীমাংসা হইবে। মহম্মদ মুসেলিয়ার্ বঃ কুপ্পীচেক্ মুসেলিয়ার; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; মান্দ্রাজ, ১১শ ভলুমের ৩২৩ পৃষ্ঠা।

যে বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য-বিষয় হইলে মাজিষ্ট্রেট্ ১৪৭ ধারামতে আদেশ করিয়া কোন পক্ষকে নিরস্ত রাখিতে পারেন না। তিনি কেবলমাত্র শান্তিরক্ষার জন্য যে ব্যক্তির নিকট আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহার নিকট হইতে মুচলকা লইবেন। আত্মারাম নারায়ণ প্রতাব; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; বম্বে, ১৪শ ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।

উভয় পক্ষের স্বত্ব আইন অনুসারে রীতিমত সাব্যস্ত হইয়া গেলেও ভবিষ্যতে গোলমালের আশঙ্কা করিয়া ১৪৭ ধারামতে তদন্ত করিবার আবশ্যক নাই। বালকৃষ্ণ অমৃত প্রধানের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ১১শ ভলুমের ৫৮৪ পৃষ্ঠা।

১৪৮ ধারা। স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানীয়-তদন্ত (Local inquiry) লওয়া আবশ্যক হইলে, কোন জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্য পাঠাইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি দর্শাইবার জন্য যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয়, তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন, ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্য-স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা। এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের ফি বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ এবং সমস্ত বা বাকি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়; তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

টীকা।—এই অধ্যায়মতে কেবলমাত্র মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্থানীয় তদন্ত করিতে পারেন। তাঁহার রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে। যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রিপোর্ট হয়, সে তাহার বিপরীত প্রমাণ দিবার আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহাকে সম্যক্ সুযোগ দেওয়া হইবে। [মীর ধনু ; উইক্লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।] যে বিষয় বাচনিক প্রমাণের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না, সেই বিষয়েই সচরাচর তদন্ত হয় ; মাজিষ্ট্রেট্ দখল সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নবিষয়ে তদন্তের ভার অধস্তন মাজিষ্ট্রেটের হস্তে নির্ভর করিবেন না ; তিনি স্বয়ং তাহার প্রমাণাদি লইবেন। বৈকুণ্ঠকুমার দিগরের বিষয়ে, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ১২৪ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুলীসের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ধর্ত্তব্য অপরাধ পুলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। পুলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

টীকা।—পুলীসের কার্য্যকারক তাহার স্থানীয় এলাকার বহির্ভূত স্থানেও এই ধারা-লিখিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, এবং অন্য কোন উপায়ে অপরাধ নিবারণ করিতে না পারিলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। ৬০ ধারার বিধান অনুসারে তাহাকে কার্য্য করিতে হইবে। ১৭৯—১৮৮ ধারাগুলির বিধানে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা লিখিত আছে, সেই গুলি ব্যতীত অপর স্থলে পুলীসথানার অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার থানার এলাকামধ্যে কোন অপরাধ করা হইলে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু কোন পুলীস কার্য্যকারকের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া কোন ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় তাহার কার্য্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্য হইবে না।—(১৫৬ ধারা)। স্বীয় এলাকার মধ্যে অথবা

১৮৮২। ১০ আইন। ১৫০—১৫৩ ধারা

বাহিরে, নালিশ হইলেই প্রত্যেক পুলীসথানার অধ্যক্ষকে ডায়েরীবহিতে উক্ত নালিশের মর্ম্ম লিখিয়া লইতে হইবে।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সংবাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫০ ধারা। পুলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার (design) কথা অবগত হইলে, তিনি পুলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন, তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থ ধৃত করিবার কথা।

১৫১ ধারা। পুলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫২ ধারা। পুলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থ কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া, কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থ স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

টীকা।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৩ ও ৪৩৪ ধারা অনুসারে উক্ত কার্য্যগুলি দণ্ডনীয়। কোন পুলীস কার্য্যকারকের সাক্ষাতে বা তাঁহার আপত্তিসত্বে উক্ত ৪৩৩ ধারালিখিত অপরাধ করিলে তিনি অপরাধীকে বিনা ওয়ারণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি আছে, পুলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কি অন্বেষণ করিবার জন্য ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে, তাঁহাকে অগোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সংবাদ দিবেন।

১৮৮২।

১০ আইন।

১৫৪ ধারা।

পঞ্চম খণ্ড।

পুলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় সংবাদ দিবার কথা।

১৫৪ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায়, তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে; ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক, যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পুলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট একখানা বহি থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

টীকা।—শপথ করিয়া পুলীস কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ জানাইতে হইবে না। সুতরাং তাহা অসত্য হইলে দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারালিখিত (মিথ্যাপ্রমাণ প্রস্তুতকরণ) অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে না; কিন্তু ১৮২ অথবা ২১১ ধারামতে তাহার দণ্ড হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারামত কোন সংবাদদাতাকে পরীক্ষা করা হইলে এবং সে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিলে উক্ত ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে।

ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে কোন মোকদ্দমার বিচার বা তদন্তের জন্য আবশ্যক হইলে সেই আদালত পুলীসডায়েরী তলব করিতে পারেন। কিন্তু আদালত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আসামী বা তৎপক্ষীয় লোক ঐ ডায়েরী তলব করিতে বা দেখিতে পারিবে না। তবে পুলীস কার্য্যকারকেরা কোন বিষয়ের স্মরণার্থ বা আদালত উক্ত কার্য্যকারককে প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহা ব্যবহার করিলে সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনমতে তাহা আসামীর পক্ষে ব্যবহার্য্য। (১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৪৫ ও ১৬১ ধারা দেখ।)—১৭২ ধারা।

নালিশ বা সংবাদ লিখিত হইয়া প্রথম-সংবাদ-রিপোর্টের (First information Report) অংশমাত্র হয়। ডায়েরীতে নালিশের মর্ম্মমাত্র লেখা হয়।

পুলীসথানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার এলাকামধ্যে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মকারকেরাও স্ব স্ব এলাকামধ্যে অর্থাৎ যে যে স্থানীয় চক্রের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা নিযুক্ত, তথায় সেইরূপ ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৫৫ ধারা।

১৫৫ ধারা। যে অপরাধ পুলীসের ধর্ত্তব্য নয়, পুলীস-থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহি রাখা যায়, তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় সংবাদ দিবার কথা।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পুলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

পুলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন, তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে (ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন) পুলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে।

টীকা।—আইনমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ ভ্রমবশতঃ কিন্তু সরলভাবে কোন পুলীস কার্য্যকারকের প্রতি তদন্ত করিবার জন্য ১৫৫ ধারামতে আদেশ করিলে কেবলমাত্র মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই বলিয়া তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান রদ করা হইবে না। —৫২৯ ধারার (খ) প্রকরণ দেখ।

১৯১ ধারার (খ) প্রকরণমতে ক্ষমতাপন্ন হইলে মাজিষ্ট্রেট্ অধর্ত্তব্য অপরাধের সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধানের আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু নালিশ না হইলে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আইনের অভিপ্রায় নহে। সাধারণতঃ, নালিশের কোন বিষয় মিথ্যা বিবেচনা করিলে বা অবিশ্বাস করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে পুলীস কার্য্যকারকের উপর ভার অর্পণ করেন। কিন্তু বিচার আরম্ভ হইবার পর মাজিষ্ট্রেট্ পুলীসের উপর কোন ধর্ত্তব্য বা অধর্ত্তব্য অপরাধের অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হয়। (সদাগোপাল চারিয়ার বঃ রাঘবাল চারিয়ার; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ২৮২ পৃষ্ঠা।

যে সকল সত্যঘটনা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটকে স্বয়ং সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া মত প্রকাশ করিতে হইবে, সে সকল বিষয় অনুসন্ধানের জন্য পুলীসের হস্তে অর্পণ করিবার সময় (বিশেষতঃ অধর্ত্তব্য ও সমন মোকদ্দমায়) তাঁহার বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।—কলিকাতা হাইকোর্ট সারকিউলার (১৮৭১)।

১৫৫ ধারায় পুলীস কার্য্যকারকের উপর অনুসন্ধান করিতে দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রদত্ত হয় নাই। ২০২ ধারায় সে ক্ষমতা অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। যে বিষয় মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্যের অধীন এবং আইনমতে যে বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিতে

পারেন, এরূপ কোন বিষয়ের নালিশ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং তাহা না শুনিয়া অভিযোগকারীকে পুলীসে যাইবার আদেশ করিতে পারেন না। এরূপস্থলে অভিযোগ কারীকে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া আইনমত অপর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। জানকীদাস গুরু সীতারামের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ১৬১ পৃষ্ঠা।

১৫৬ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পুলীসের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন, যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থান-বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিতেন।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার কথা।

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

১৫৭ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন, কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পুলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত, এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত, আপনি সরেজমীনে যাইবেন (proceed in person to the spot) কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

পরন্তু, (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সংবাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্য পুলীস-থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই, পুলীসথানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না।

(ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পুলীসথানার অধ্যক্ষ এই ধারার

পুলীস-থানার অধ্যক্ষ, অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

টীকা।—পুলীসথানার অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের সংবাদ বা নালিশ উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্যের অধীন তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, দমনযোগ্য অপরাধ দমন করিবার ভার প্রধানতঃ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হস্তে থাকে; সুতরাং প্রত্যেক ধর্ত্তব্য অপরাধের অভিযোগ হইলে বা সংবাদ পাইলে মাজিষ্ট্রেট্ তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রণালী পুলীসকে বলিয়া দিবেন ও স্বয়ং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কেবলমাত্র বিচারের সময় চালান দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। অধিকন্তু তাঁহাকে রীতিমত ডায়েরী দেখিতে হইবে ও জেলার কোন্ স্থানে কোন্ বিষয়ে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিলে শান্তিসংস্থাপন হইতে পারে বা ভাবী বিপদাশঙ্কা দূর হইতে পারে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে। এই ধারামতে রিপোর্ট প্রাপ্তে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ১৫৯ ধারা দেখ।

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পুলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায়, তাহা তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পুলীস-থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান কবেন, তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

তদন্ত বা প্রথম স্থানীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইয়া আপনার উচিত বোধ হইলে, অগৌণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান (Preliminary inquiry) লইবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পুলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। পুলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন, আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও (adjoining) অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্তসংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে

১৮৮২।
১০ আইন।
১৬১ ধারা।

এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তিকে সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

নজীর।—যে সকল ব্যক্তির প্রতি উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহারা হাজির হইতে বাধ্য। কিন্তু পুলীস কার্য্যকারক তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হাজির করাইতে পারে না। বেহারী সিং; উইক্‌লি রিপোর্টার; ৭ম ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা। কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করা হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট্ দণ্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারামতে অবাধ্যতাপ্রযুক্ত তাহার দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে উপস্থিত হইবার আদেশ করা আবশ্যক হইলে সেই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে জানাইতে হইবে।—৭২ ধারা দেখ।

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে জবাব দিবার জন্য তাহাকে সমন করা গেলে যদি সে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডনীয় করিবার ক্ষমতা পুলীস কার্য্যকারকের হস্তে এই ধারানুসারে প্রদত্ত হয় নাই। সেই ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে হইলে তাহার নামে ওয়ারেণ্ট পরওয়ানা দেওয়াই বিহিত উপায়। এম্প্রেস্ বঃ সামিনদ চেটী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ২৭৪ পৃষ্ঠা।

যখন প্রয়োজন হইবে, তখন কতকগুলি লোককে হাজির করিতে হইবে এই মর্ম্মে কোন ব্যক্তির নিকট পুলীস জামিন লইতে পারে না। চন্দ্রশেখর রায়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৭৭ পৃষ্ঠা।

১৬১ ধারা। পুলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে, এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেই রূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

পুলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি-দণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন, তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

টীকা।—যে ব্যক্তি পুলীসথানায় কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের সংবাদ দিবে, সেই সংবাদ লিখিয়া লওয়া হইলে তাহাতে সে দস্তখৎ করিবে (১৫৫ ধারা)। অন্য কোন বর্ণনায় বর্ণনাকারীর দস্তখৎ আবশ্যক হয় না (১৬২ ধারা)। পুলীসকার্য্যকারকের নিকট শপথ করিয়া বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইবে না। কিন্তু ১৬১ ধারায় এই বিধান রহিল যে অনু-

১৮৮২। ১০ আইন। ১৬২ ধারা।

সন্ধানকারী পুলীসকার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলে সে সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে বাধ্য, কেবলমাত্র এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহে যাহাতে তাহার নিজের অপরাধ সপ্রমাণ হয়। অযথার্থ উত্তর দিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৯১ ধারামতে অপরাধী হইবে। পূর্ব্বপ্রচলিত আইন অনুসারে পুলীস কার্য্যকারকের সম্মুখে তাহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে কেহ বাধ্য ছিল না। [করিম খাঁ, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ৩০০ পৃষ্ঠা; পরেশরাম রায় সিং: ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ২১৬ পৃষ্ঠা]; কিন্তু বর্ত্তমান আইনে সে বিধান সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে বর্ণনা অপ্রকৃত হইলেই যে অপরাধ সাব্যস্ত হইল, এরূপ নহে; উক্ত বর্ণনা পুলীস কার্য্যকারকের প্রশ্নের উত্তর, প্রমাণ করিতে না পারিলে অপরাধ সাব্যস্ত করণ অসিদ্ধ হইবে। বৈকুণ্ঠ বাউড়ী: ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৩৪৯ পৃষ্ঠা। এইরূপ মিথ্যাবর্ণনার জন্য নালিশ করিতে হইলে ১৯৫ ধারামতে অনুমতি (Sanction) পাইবার আবশ্যক নাই। ঈশ্বর ভালাড্ ফাটাক, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১১শ ভলুমের ৬৫৯ পৃষ্ঠা।

এই ধারা অনুসারে অনুসন্ধান করিবার সময় সাক্ষীর জবানবন্দী পুলীসকার্য্যকারকের দ্বারা লিখিত হইলে তাহা পুলীস-ডায়েরীর অংশভুক্ত হইবে না। আসামী তাহা বিচারের সময় তলব করিয়া দেখিতে পারে ও তাহার উপর সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারে। বিকাও খাঁ বঃ এম্প্রেস্, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৬১০ পৃষ্ঠা।

পুলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা স্বাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন-উক্তি (Dying declaration) ছাড়া যে উক্তি করে, যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায়, তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

টীকা।—অনুসন্ধানকারী পুলীস কার্য্যকারক যে সকল বর্ণনা লিখিয়া লইবেন, সাক্ষ্য দিবার সময় সেই বর্ণনাগুলি তাঁহার স্মৃতিপথে আনিবার জন্য দেখিতে পারেন। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রতিপক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবে। আরও, ঐরূপ স্থলে সমস্ত বর্ণনা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না; সাক্ষী পুলীস কার্য্যকারককে যাহা বলিয়াছিল তাহা স্মৃতিপথে আনিবার পর পুলীস কার্য্যকারক তৎসম্বন্ধে যে এজাহার দিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

আদালতে সাক্ষীর এজাহার এবং তৎকৃত পূর্ব্ববর্ণনা এই উভয়ের অসামঞ্জস্যতা দেখাইবার অভিপ্রায়ে জজ সাহেব জুরির নিকটে উক্ত লিখিত বর্ণনা পাঠ করিতে পারেন না। রঘুনী সিংএর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

এই ধারার যে বর্জ্জিত প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা হইতে সাধারণতঃ এরূপ অনুমান করা হইবে না যে এই ধারানুসারে পুলীস কার্য্যকারকের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বর্ণনা আসামীর

সাপক্ষে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে গ্রাহ্য হইবে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ সীতা রাম ভিটল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১১শ ভলুমের ৬৫৭ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৬৩ ধারা।

১৬৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতা-প্রবৃত্তি না দিবার কথা। প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি, আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি (Inducement) দিবেন না, কি ভয় (Threat) দেখাইবেন না, কি অঙ্গীকার (Promise) করিবেন না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পুলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

নজীর।—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তদন্ত করিতেছেন, সেস্থলে আসামী পুলীসের হেপাজতে থাকিয়াও দোষস্বীকার করিলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে (সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৬ ধারা)। কিন্তু হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে, যে স্থলে পুলীস অনুসন্ধানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং মাজিষ্ট্রেট কেবল নিকটে দণ্ডায়মান আছেন, সে স্থলে আসামীর দোষ-স্বীকার প্রমাণবৎ গ্রাহ্য নহে। ভুবন কাহারের বিষয়ে: উইক্লি রিপোর্টার; ১২শ ভলুমের ৮২ পৃষ্ঠা।

'সত্য কথা বলিলেই অব্যাহতি পাইবে' এইরূপ কথা পুলীস-কার্য্যকারক আসামীদিগকে বলায় তাহারা দোষ স্বীকার করিল; হাইকোর্ট পুলীস-কার্য্যকারকের কার্য্য অন্যায় ও আইন-অসঙ্গত বলিয়া তিরস্কার করিলেন ও উক্ত দোষস্বীকার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না, সিদ্ধান্ত করিলেন। এম্প্রেস্ বঃ ধর্ম্মদত্ত ওঝা; উইক্লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ১৩ পৃষ্ঠা। [উইক্লি রিপোর্টার, ৯ম ভলুমের ১৬ পৃষ্ঠাস্থিত বিষ্ণু মাঝীর সম্বন্ধীয় নজীর দেখ।] এমন কি, যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট আসামীকে বলিলেন যে সে যাহা বলিতেছে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য কথা বলিলে তাহার পক্ষে ভাল হইবে; আসামী তাহা শুনিয়া দোষ স্বীকার করিল। সে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার হইলেও তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া হাইকোর্ট স্থির করিলেন। এম্প্রেস্ বঃ উজীর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৭৭৫ পৃষ্ঠা। [হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি পিকক্ (বেঙ্গল ল রিপোর্টসের ১ম ভলুমের ১৫ পৃষ্ঠাস্থিত) নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন কোন স্থলে আসামীকে সত্যকথা কহিতে বলিলেই তাহার বর্ণনা অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাঁহার মতে ঐরূপ বর্ণনা গ্রাহ্য হইবার কোন আপত্তি নাই, তবে আসামী দোষী না নির্দ্দোষী না জানিয়া তাহাকে দোষ স্বীকার করিতে বলিলে ও আসামী তদনুসারে দোষ স্বীকার করিলে তাহা গ্রাহ্য না হইবার কথা স্বতন্ত্র।]

১৮৮২।
১০ আইন।
১৬৪ ধারা।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট্ পুলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি (Statement) বা স্বীকার-বাক্য (Confession) লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে যে প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয়, সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার-বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট্ ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন, তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল, মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না, ও তিনি কোন স্বীকার-বাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন :—

"এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস ; ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,

মাজিষ্ট্রেট্।"

নজীর।—এই ধারানুসারে সাক্ষীর এজাহার ও আসামীর দোষ-স্বীকার মাজিষ্ট্রেট্ লিখিয়া লইতে পারেন। মল্‌কার বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ২য় ভলুমের ৬৪৩ পৃষ্ঠা।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন আদালত ব্যতীত অপর আদালতে দোষ স্বীকার করিলে তাহা ১৬৪ ধারামতে সার্টিফিকেটযুক্ত হইলেও প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। [ওয়্যার ৮০০ পৃষ্ঠা, চিন্না ভেন্‌কাটাড়ু।] কিন্তু কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে ঐ ১৬৪ ধারার বিধান প্রযোজ্য নহে। আসামী পুলীসের হেপাজতে থাকিলেও মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহা দোষ-স্বীকার করণ প্রমাণীকৃত হইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ১৬৪ ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা না করিলে দোষ-স্বীকার ৫৩৩ ধারামতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু আসামী এক ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিলে এবং সেই ভাষায় উত্তর লিখিয়া লওয়ার সুবিধা না থাকিবার প্রমাণাভাবেও যদি মাজিষ্ট্রেট্ তাহা অপর ভাষায় লিখিয়া লন, তাহা হইলে ৫৩৩ ধারার বিধান মতে তাহা গ্রাহ্য হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। নীলমাধব মিত্রের বিষয়ে: ইণ্ডিয়া ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৫৯৫ পৃষ্ঠা।ন্

[জয়নারায়ণ রায়ের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ১৭শ ভলুমের ৮৬২ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এইমত অনুসৃত হইল]। কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৬১৮ পৃষ্ঠার নজীরে তিতু মিয়ার বিষয়ে ও ১৪শ ভলুমের ৫৩৯ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে ফেকু মাতোর বিষয়ে ভিন্ন-মত প্রকাশিত হইয়াছে।

পুলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তল্লাশের কথা।

১৬৫ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পুলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার অনুসন্ধানার্থ কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে, বা দেওয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হন, কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন, ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক, পারিলে (if practicable), আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তল্লাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে, তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যতদূর সম্ভব, বর্ত্তিবে।

টীকা।—বিশেষ কারণ না-থাকিলে সচরাচর সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে তল্লাশ করা হইবে।—বেঙ্গল পুলীস সারকিউলার।

যে স্থলে পুলীস-থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে

১৬৬ ধারা। কোন পুলীস-থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই স্থলে আপন কি অন্য জেলার অন্য পুলীস-

১৮৮২। ● আইন। ১৬৭ ধারা।

তল্লাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তল্লাশ করিলেন, তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

১৬৭ ধারা। ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক (well-founded) জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পুলীস-থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমাসংক্রান্ত রোজনামচার (Diary) লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ হেফাজত (Custody) উচিত বোধ করেন, সেইরূপ হেফাজতে মোটে ১৫ পনর দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে পুলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে যে কারণে সেই অনুমতি দেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন (immediately subordinate), তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্র সহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোন স্থলেই আসামীকে পুলীস ২৪

ঘণ্টার অধিককাল আটক করিয়া রাখিতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার পর আসামীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে বা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেহারী সিংদিগরের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা।

অধীনস্থ পুলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্ট।

১৬৮ ধারা। পুলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পুলীসথানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল-বিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে, এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই, কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই, পুলীসথানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে, তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন-বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পুলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সে উপস্থিত হইবে;

টীকা।—আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার পর মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিতে হইবে এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহার নিকট বণ্ড লিখাইয়া লইয়া বা হাজির জামিন লইয়া তাহাকে মুক্ত করা হইবে (৬৩ ধারা)। যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায়, আসামী এরূপ কোন অপরাধ করিলে ও জামিন দিতে স্বীকার করিলে জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (৪৯৬ ধারা)। যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না, আসামী এরূপ কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে যদি তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকে, তাহা হইলে বিশেষ আদেশ না থাকিলে তাহাকে জামিনে খালাশ দেওয়া যায়। (৪৯৭ ধারা)

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পুলীস-থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পুলীস-থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া পুলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার নিমিত্ত জামিন

১৮৮২।
১০ আইন।
১৭০ ধারা।

লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয়, ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পুলীস-থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান, কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে, সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি, স্থল বিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জেলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন, উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে কিন্তু ঐ বাদীকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির-জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে, সেই দিন, কিম্বা প্রহরীর জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পৌছিবার সম্ভাবনা সেই দিন, এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায়, তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র (Original) পাঠাইবেন।

টীকা।—গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমামাত্রেই বিশেষতঃ খুনী ও ডাকাইতী মোকদ্দমায় যে পুলীস কার্য্যকারক অনুসন্ধান করেন, তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক। তাঁহার ডায়েরী বহির অংশ উদ্ধৃত করিয়া নথীর সামিল করিয়া রাখিতে হয় ও তিনি তাঁহার কৃত কোন লিখন সাক্ষ্য দিবার সময় স্মরণার্থ ব্যবহার করিতে পারেন। (বম্বে হাইকোর্ট)— ১৭২ ধারা দেখ।

বাদীর কি সাক্ষীদের পুলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে, পুলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না;

বাদীদিগকে ও সাক্ষীদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত্ত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরীর জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু, কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পুলীস-থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যতকাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণকার্য্য যতকাল সমাপ্ত না হয়, মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭২ ধারা। পুলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন দিন যে কার্য্য করেন, তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পৌছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে যে স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পুলীসের সেই মোকদ্দমাবিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষীয় মোক্তারদের (agents) তাহা আনাইবার অধিকার নাই; এবং আদালত ঐ রোজনামচা ব্যবহার করিয়াছেন, এইমাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পুলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন, তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে (to refresh his memory) তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিম্বা আদালত যদি পুলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার (contradicting) জন্য তাহার ব্যবহার

১৮৮২।
১০ আইন।
১৭৩—১৭৪ ধারা

করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থল বিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

নজীর।—তদন্ত বা বিচারের সাহায্যের জন্ম ফৌজদারী আদালত পুলীস-ডায়েরী ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না কিম্বা জুরির সম্মুখে পঠিত হইবে না। হরদত্ত শর্ম্মার বিষয়ে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ৬৮ পৃষ্ঠা।

পুলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।

১৭৩ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে; এবং সমাপ্ত হইলে পুলীসথানার অধ্যক্ষতা-ভারপ্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া, পুলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন: উভয় পক্ষের নাম ও যে সংবাদ পান, তাহার ভাব (nature) ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা (Circumstances of the case) জানে বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে, ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, তাহার স্থানে জামিনসহ বা জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে।

১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পুলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে "যে যে স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই স্থলে"* ঐ রিপোর্ট তাঁহার হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরও অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুলীস-থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায়, তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট, ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

১৭৪ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা জন্তু দ্বারা বা

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৭ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৭৪ ধারা।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পুলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

কলে পড়িয়া বা অপঘাতে (by accident) তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয়,

এই সম্বাদ পাইলে, তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট-কারণের (apparent cause) রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে, তাহাও লিখিবেন।

পুলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন, তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অগৌণে জেলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পুলীসের কর্ম্মকারক বাঞ্ছনীয় (expedient) বিবেচনা করিলে, কাল (state of the weather) ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের (Civil Surgeon নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পুলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এই এই মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের

১৮৮২। ১০ আইন। ১৭৫—১৭৬ ধারা

কিংজেলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য আজ্ঞা-পত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমত দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয়, এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাটে, বৃত্তান্তদৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পুলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজি-ষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

টীকা।—এই ধারামতে বিহিত পুলীস কার্য্যকারকের আদেশ অবমাননা করিয়া উপস্থিত না হইলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারামতে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সাক্ষী হাজির হইয়া সকল প্রশ্নের (যে সকল প্রশ্নের উত্তর সাক্ষীর কোন অপরাধ সূচক হইতে পারে তদ্ব্যতীত) উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৯ ধারামতে এবং উক্ত প্রশ্ন সকলের অপ্রকৃত উত্তর দিলে ১৯৩ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৬ ধারা। পুলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পুলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণে তদন্ত লইবেন; এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট্ ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন; এবং লইলে কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যে যে ক্ষমতা থাকিত, সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট্ তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎ-সম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন, ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত (interred) করা গেলে পর উক্ত মাজি-ষ্ট্রেট্ মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট্ ঐ

দেহ উঠাইয়া (cause to be disinterred) পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

টীকা।—পুলীসের হেপাজতে থাকিবার কালীন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নিকটবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট্ যিনি তদন্ত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তিনি উক্ত মৃত্যুর কারণ তদন্ত করিবেন। এই ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান সংশোধন করিবার বিধান নাই।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক। তদন্ত লইবার বা বিচার করিবার স্থান-বিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

টীকা।—প্রচলিত কোন আইন অনুসারে কোন আদালতের হস্তে বিশেষ বিচারাধিপত্য বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে এই ধারার বিধান সত্ত্বেও তাহার অন্যথা হইবে না।

নজীর।—করোনার তদন্ত করিয়া আসামীকে জ্ঞানকৃত বধ নহে এরূপ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করণ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ তদ্বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রমাণাদি গ্রহণ করিতে পারেন। এম্প্রেস্ বঃ মহম্মদ রাজুদ্দিনদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৬শ ভলুমের ১৫৯ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জেলায় বিচারার্থ সমর্পণ করা যাউক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক, যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই

১৮৮২। ১০ আইন। ১৭৯ ধারা।

আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ব্বপ্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

যে জেলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জেলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জেলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। কোন কার্য্যকরণপ্রযুক্ত, ও তাহার যে ফল হইল, তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় বা তাহার ফল প্রকাশ হয়, ইহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) 'ক' আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে 'গ' আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার 'ক' কিম্বা 'গ' আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ 'ক' আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশ দিন 'খ' আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন 'গ' আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধের তদন্ত ও বিচার 'ক', 'খ' বা 'গ' আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি 'ক' আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে 'খ' আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার 'ক' কিম্বা 'খ' আদালতে হইতে পারিবে।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে অপরাধ সম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান একাধিক আদালতের বিচারাধীন হইতে পারে। এরূপ স্থলে এক মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন, অপর জেলার মাজিষ্ট্রেট্ পুনরায় তৎসম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। কেবলমাত্র প্রথমোক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটই পুনর্ব্বার উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে, সেশন জজ আপীলে এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেটের আদেশ রদ করিয়া দিলেন। হাইকোর্ট সেশন জজের রায় বজায় রাখিলেন। টীকা সিংএর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮০ ধারা। অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত, অথবা কর্ত্তা (doer) অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত, সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ। ১৮৮২। ১০ আইন। ১৮১ ধারা।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল, সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল, সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল, কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিলভাবে গ্রহণ করা (dishonestly received) কি রাখা গেল (retained) সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে (Kidnapped) জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল, কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল, ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

নজীর।—বিদেশে (ব্রিটিশ রাজত্বে নহে) চুরি অপরাধ করা হইলে ১৮০ ধারামতে দোষ সাব্যস্তকরণ হইতে পারে না ; কিন্তু চোরাদ্রব্য নিকটে রাখা অপরাধে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। রেগ্ বঃ লাক্ষ্য গোবিন্দ দিগর ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১ম ভলুমের ৫০ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩০৭ পৃষ্ঠাস্থিত শঙ্কর গোপের বিষয়ক নজীর দেখ।] ব্রিটিশ ভারতবর্ষে চুরি হইয়া চোরাদ্রব্য দেশীয় রাজ্যে আসামীদিগের অধিকারে ছিল, আসামীরা যে ব্রিটিশ প্রজা অথবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে চোরাদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিল বা রাখিয়াছিল তাহার প্রমাণ না থাকায় বিচারাধিপত্যাভাবদোষে দণ্ডাজ্ঞা ও দোষ সাব্যস্তকরণ রহিত হইয়া গেল। কিরপল সিং ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২৩ পৃষ্ঠা।

বিদেশীয় প্রজা বিদেশে থাকিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে কৃত হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন আদালতে তাহার বিচার হইবে না। রেগ্ বঃ পিরতই, বম্বে, ১০ম ভলুমের ৩৫৬ পৃষ্ঠা। [১৮৮ ধারাও দেখ।]

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার, কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার, কি ডাকাইতী করিবার, কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার, কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে, সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের (Criminal misap-

১৮৮২ ।
১০ আইন ।
১৮২—১৮৩ ধারা

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা।

propriation) কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের (Criminal breach of trust) অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধবিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরী করণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায়, কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে, কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরীকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

টীকা।—যে মাজিষ্ট্রেটের ধর্ত্তব্য অপরাধ তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, পুলীসথানার অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উক্ত মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ হইলে তাঁহার আদেশ ব্যতীত ঐ অপরাধ তদন্ত করিতে পারিবেন।—১৫৬ ধারা।

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা।—অপরাধ যেস্থানে করা গেল, তাহা নিশ্চয় না হইলে;

কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে;

কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে,

কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল, ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে, অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক (Continuing) হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কৃত নানা অপরাধ লইয়া অপরাধ হইলে যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায়, কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায়, সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ১৮৪—১৮৬ ধারা

নজীর।—এই ধারায় যে যাত্রা (স্থলপথে) উল্লিখিত হইল তাহা ক্রমিক (Continuous) হওয়া আবশ্যক। যাত্রার ভাবগতিক অনুসারে যদি পথিমধ্যে থামা আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে আসামী বা ফরিয়াদী যাত্রা করিতে করিতে থামিলে যে স্থানে থামে, সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্যের অধীন হইয়া পড়ে। হীরামন আয়া, উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৬৪ পৃষ্ঠা।

এই ধারায় যে স্থলপথে বা জলপথে যাত্রার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুত রাজ্যের মধ্যে; সমুদ্র-যাত্রা বা বিদেশীয় রাজ্যে যাত্রা বুঝাইবে না। বাপু দাল্‌ভি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৫ম ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা।

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, অস্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে, কি টেলিগ্রাফ্, কি ডাকঘর, কি অস্ত্র ও বারুদাদি-বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায়, তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক বা না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে। কিন্তু, এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষীদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন্ জেলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে, হাই-কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে, কি বিচার হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে, যে হাই-কোর্টের ফৌজদারী আপীল বিচারাধিপত্যের (appellate criminal jurisdiction) সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধী প্রকৃতপক্ষে থাকে, সেই হাইকোর্ট, কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে, নির্ণয় করিবেন।

ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইলে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেব ও অন্যান্যস্থলে জুডিশ্যল কমিশনর (Judicial Comissioner) সাহেব এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্, কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক)

১৮৮২।
১০ আইন।
১৮৭ ধারা।

কোন অপরাধ করিয়াছে; ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে, কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে, ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না; কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন, তদ্রূপ তদন্ত লইতে, ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন; এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে, তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন; অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন।

ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে (bound) হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট্ এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

টীকা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে সরলভাবে ভ্রান্তিবশতঃ পরওয়ানা দিলে কেবলমাত্র সেই কারণে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হইবে না।—৫২৯ ধারা।

কোন রাজ্যে কোন অপরাধ করিবার পর আসামী নিকটবর্ত্তী কোন জেলায় থাকিলে সেই রাজ্যের পলিটিকাল এজেন্ট (১৯০ ধারা) তাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারেন। পলিটিকাল এজেন্ট অন্য স্থানে থাকিয়া ওয়ারণ্ট দিলেও তাহার বৈধতা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে না। লোকা কালু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১ম ভলুমের ৩৪০ পৃষ্ঠা।

১৮৭ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট্ ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারণ্ট দেন, তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ যাঁহার অধীন হন, ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইবেন; কিন্তু, যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ

অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে, পুলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিলেন, তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয়, কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে, যদি ১৮৬ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জেলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।

১৮৮ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে; কিম্বা,

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে;

তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় তাহার সেই অপরাধহেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

পরন্তু, যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয়, সেই দেশে পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত উচিত বলিয়া আপন অভিমতের (Opinion) সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধবিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না।

আরও, এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে এই ধারামতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য-বিষয়ক ও অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ-বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন (Foreign Jurisdiction and Extradition Act, 1879) মতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

১৮৮২।
১০ আইন।
১৮৯—১৯১ ধারা

টীকা।—'যে স্থানে তাহাকে পাওয়া যাইবে'—(ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে পুলীস লইয়া আসিলেও) যে স্থানে সে বাস্তবিক উপস্থিত থাকিবে, সেই স্থান বুঝিতে হইবে। মাগন লাল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬২২ পৃষ্ঠা।

নজীর।—সার্টিফিকেট প্রদত্ত না হইলে কার্য্যানুষ্ঠান, এমন কি সমর্পণকরণ পর্য্যন্ত বাতিল ও নামঞ্জুর। কাথা পীরুমল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ৪২৩ পৃষ্ঠা।

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, তথায় পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল, তদন্তকারী কি বিচারকারী আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দি কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্য কমিশন দিতে পারিতেন, সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি (Copy) প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

"পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দের অর্থ।

১৯০ ধারা। ১৮৮ ও ১৮৯ ধারায় "পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন ;—

(ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন, তিনি ;

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য-বিষয়ক এবং অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ-বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন (not forming part) কোন দেশের পলিটিকাল এজেণ্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকরণার্থে ব্রিটিশ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যকীয় নিয়মবিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ

১৯১ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ও জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্

১৮৮২।
১০ আইন।
১৯১ ধারা।

গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তাহার কথা। মাজিষ্ট্রেট্,

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পুলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পুলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে, ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট্ যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থ সমর্পণ (commit for trial) করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

"মাজিষ্ট্রেট্ (গ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা কয়েক জন লোকের নামে অভিযোগ হইলে তন্মধ্যে যে কেহ, এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার না হইয়া উহা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় অথবা সেশন-আদালতে সমর্পিত হয়।"*

টীকা।—'কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন'—মাজিষ্ট্রেট্ যে তাঁহার ইচ্ছামত অভিযোগ শুনিতে পারেন, না শুনিতেও পারেন এরূপ নহে। অপরাধের বৃত্তান্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট জ্ঞাত করাইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবার জন্য কি কার্য্য করিবেন, তাহারই উল্লেখ হইল। মাজিষ্ট্রেট্ (১) ফরিয়াদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন, (২০০ ধারা); (২) তৎপরে আসামীকে হাজির হইবার পরওয়ানা দিবেন বা উক্ত বিষয় তদন্ত করিবার আদেশ করিবেন (২০২ ধারা); কিম্বা অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করিবেন (২০৩ ধারা)। [উমের আলীর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ৩৩৪ পৃষ্ঠা।]

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করা হয়, সচরাচর সেই ব্যক্তিকেই অভিযোগ করিতে হয়। কিন্তু, স্বার্থ না থাকিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও যে কোন ব্যক্তি অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া নালিশ করিতে পারে। ১৯৫ ও ১৯৯ ধারার বিধান স্বতন্ত্র প্রকার। [গণেশ

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২।
১০ আইন।
১৯২ ধারা।

ব্রাহ্মণ শাঠের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৬০০ পৃষ্ঠা।]

বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ সরলভাবে ভ্রান্তিবশতঃ ১৯১ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণমতে কোন কার্য্য করিলে তাহা কেবলমাত্র সেই কারণে বাতিল ও অকার্য্যকর হইবে না।—৫২৯ ধারার (ঙ) প্রকরণ দেখ; কিন্তু (গ) প্রকরণমতে কোন কার্য্য করিলেই তাহা বাতিল হইবে।—৫৩০ ধারার (ট) প্রকরণ দেখ।

ডাকযোগে পত্র দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলে মাজিষ্ট্রেট্ ১৯১ ধারার (ক) প্রকরণমতে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন। ধর্ত্তব্য অপরাধে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই, ১৫৭ ধারার (খ) প্রকরণমতে এই মর্ম্মের পুলীস রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট্ নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের কার্য্যপ্রণালী; ১৮৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি।

কোন ব্যক্তি তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাসজনিত বলাৎকার অপরাধ করিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট্ তাহার নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—১৮৯১ সালের ১০ আইনের ৫৬১ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

১৯২ ধারা। কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জেলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট্ তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

টীকা।—এতৎপক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়া সরলভাবে ভ্রমবশতঃ মাজিষ্ট্রেট্ কোন কার্য্য করিলে অর্থাৎ ১৯২ ধারার অধীন কোন্ মোকদ্দমা অন্য আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করিলে তাঁহার কার্য্য কেবলমাত্র সেই কারণে অগ্রাহ্য করা হইবে না।—৫২৯ ধারা (চ) প্রকরণ। কতকগুলি মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং বিচার করিতে অনুপযুক্ত হওয়াতে অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন; অপর কতকগুলি মোকদ্দমা তিনি স্বয়ং মোকদ্দমার কারণ হইযাছেন বা তাঁহার জ্ঞাতসারে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং বিচার না করিয়া অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু উচ্চতর আপীল আদালতের অনুমতি লইয়া তিনি স্বয়ং সেই মোকদ্দমাও বিচার করিতে পারেন।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য নাই, এই আপত্তি প্রথম বিচারের সময় বা আপীলে উত্থাপন করা উচিত। হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালত স্বরূপে উক্তরূপ আপত্তি

প্রথম গ্রাহ্য করিতে পারেন না। (৫৩২ ধারা দেখ); বিশ্বনাথ দৌলতরাও; বম্বে, ৪র্থ ভলুমের ৩৩ পৃষ্ঠা। (Crown Cases)

কোন মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর বিরুদ্ধে ও ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষী থাকিলে ঐ মোকদ্দমা যে বেঞ্চ বিচার করিবেন, তিনি তাঁহার মধ্যে থাকিবেন না। ভোলানাথ সেনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা।

১৯৩ ধারা। এই আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথম-স্থলীয় বিচারাধিপত্য-বিশিষ্ট আদালতস্বরূপ (as a Court of original jurisdiction) কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশনাল সেশন জজ কি জয়েণ্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আডিশনাল ও জয়েণ্ট্ সেশন জজ দ্বারা ও—

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

টীকা।—'তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট্'—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, জেলার মাজিষ্ট্রেট্, মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট্ বিচারার্থ সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারেন; (২০৬ ধারা)। আডিশনাল সেশন জজ ও জয়েণ্ট সেশন জজ কোন বিষয়ে প্রশ্ন সমর্পণ (reference) বা কোন বিচার সংশোধন (revision) করিবার পক্ষে সেশন আদালতের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। [মুসা আসমলের আবেদন বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ১৬৪ পৃষ্ঠা।] আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের আপীল শ্রবণ করিবার ক্ষমতা নাই। (৪০৯ ধারা)।

সেশন জজের সম্মুখে আদালতের অবজ্ঞাসূচক কোন অপরাধ করিলে তিনি তাহার বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন (৪৮০ ধারা)। স্থলবিশেষে, পরবর্ত্তী ধারানির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করিলে বা তদ্বিষয় সেশন জজের নিকট জ্ঞাত করাইলে তিনি আসামীকে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে পারেন। (৪৭৭ ধারা)

১৮৮২। ১০ আইন। ১৯৪—১৯৫ধারা

*[দেওয়ানী বা রেভিনিউ আদালতও উল্লিখিত অবস্থায় বিচারার্থ সমর্পণ করিতে পারেন (৪৭৮ ধারা)।]

হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

১৯৪ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে পেটেণ্টপত্র (Letters Patent) প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় যে তাহার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞাকরণহেতুক অভিযোগের কথা।

১৯৫ ধারা। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি (Sanction) কি অভিযোগ না হইলে,

সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১ কি ২২৮ ধারামতে যে যে অপরাধ দণ্ডনীয়, তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন, তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে, কিম্বা ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায়, তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন, তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে, কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাধারণ কথায় (in general terms) ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে

আদালতে কি অন্যস্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায়, যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ-সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয়, তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থ সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায়, বা অস্বীকার করা যায়, অনুমতি-দায়ী বা অস্বীকারকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে কর্ত্তৃপক্ষের অধীন, সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবে; সেই অনুমতি, দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার কার্য্যপক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানী নগরের ছোট আদালত (the Courts of Small Causes in Presidency-towns) হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা।—'কোন আদালত'—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে 'আদালত' শব্দের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বিস্তারিত অর্থে এই ধারায় ব্যবহৃত হইল। যে স্থলে কোন বিষয় নির্ণয় ও মীমাংসা করিবার জন্য প্রমাণাদি গ্রহণ করা হয়, তাহাকেই 'আদালত' বলে। সুতরাং বঙ্গীয় প্রজাবিষয়ক আইন (Bengal Tenancy Act) অনুসারে কালেক্টর কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে এই ধারার মর্ম্মমতে 'আদালত' বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। [রঘুবংশ সাহে বঃ কোকিল সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ ভলুমের ৮৭২ পৃষ্ঠা।] সব্ রেজিষ্ট্রারকে 'আদালত' বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। গোপীনাথ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৫০৬ পৃষ্ঠা।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টও মীমাংসা করিয়াছেন যে, 'আদালত' শব্দে সালিসগণ (arbitrators) ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি প্রমাণাদি লইতে পারেন, তাঁহাদিগকে বুঝায়।—সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩ ধারা। ফলতঃ 'আদালত' শব্দে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালতকেই বুঝাইতেছে।

রাজকীয় কার্য্যকারক বা কোন আদালত অভিযোগ করিবার অনুমতি (Sanction) দিলে কি স্বয়ং অভিযোগ (Complaint) করিলে তাহা 'রাজকীয়' অভিযোগ বলিয়া গণ্য

১৮৮২।
১০ আইন।
১৯৫ ধারা।

হয়; কিন্তু কোন ব্যক্তি অপরের কার্য্যবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগের জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে এবং উক্ত আদালত অনুমতি দিলে তাহা 'ব্যক্তিগত' অভিযোগ হয়। বায়জু লাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১ম ভলুমের ৪৫০ পৃষ্ঠা।

নজীর।—ন্যায় বিচারের পক্ষে আবশ্যকীয় বোধ করিলেই আদালত ১৯৫ ধারামতে অনুমতি দিবেন। আবেদনকারী তাহা আদালতকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে। [গৌরী সাহে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ১১৪ পৃষ্ঠা।] সাধারণতঃ, যে আদালতে অপরাধ করা হয়, সেই আদালতেই অনুমতির জন্ত আবেদন করা হইবে; সবিশেষ কারণ না থাকিলে উচ্চতর আদালত তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। [ভেন্‌কাটাগিরির রাজা; মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯২ পৃষ্ঠা।] অনুমতি স্পষ্টভাবে লিখিত হইবে; যে আদালতে, যে বিচার বা অনুসন্ধান উপলক্ষে অপরাধ করা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে লেখা থাকিবে। [কালীপ্রসন্ন বাগ্‌চী, উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৩শ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা; গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ৪১ পৃষ্ঠা; নরোত্তম দাস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯৮ পৃষ্ঠা।] অনুমতি যথারীতি দেওয়া না হইলে তাহা অকার্য্যকর বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। [বালাজি সীতারাম, বম্বে, ১১শ ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠা।] সালিসগণ একখানি খৎ জাল সাব্যস্ত করায় মুন্সেফ্ নালিশ করিবার অনুমতি দিলেন; হাইকোর্ট ঐ অনুমতি রদ করিয়া মুন্সেফ্‌কে স্বয়ং বিশেষ তদন্ত করিবার আদেশ করিলেন। পুরুষোত্তম লালের আবেদন বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ১০১ পৃষ্ঠা।

উচ্চতর ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত নিম্ন আদালতের অনুমতি প্রদানের বা তাহা অস্বীকার করণের আদেশ রদ করিতে পারেন। ভিন্ন আদালতের আপীল করিতে পারিলেই যে তাহা উচ্চতর আদালত হয়, এরূপ নহে, সাধারণতঃ যে আদালতকে উচ্চতর বলিয়া ধরা যায়, ১৯৫ ধারামতে সেই উচ্চতর আদালত। যথা—সবর্ডিনেট্ জজ ডিষ্ট্রীক্ট জজের অধীন, হাইকোর্টের অধীন নহেন। [অনন্ত রামচন্দ্র লট্‌লিকর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১১শ ভলুমের ৪৩৮ পৃষ্ঠা] খাজনার মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারক কালেক্টর ডিষ্ট্রীক্ট জজের অধীন। হরিপ্রসাদ বঃ দেবীদয়াল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ৫৮২ পৃষ্ঠা।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পুলীসরিপোর্ট অনুসারে ফরিয়াদীর অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করা হইলেই যে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুমতি দেওয়া হইবে, এরূপ নহে। মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন; এবং সে পুলীস রিপোর্টের অসত্যতা বা অপক্ষপাতিতা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত থাকিলে সেই প্রমাণাদিও লইবেন। তবে যে স্থলে ফরিয়াদী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয়, বা তাহার সাপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থিত না করে, বা পুলীস রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করে, সেই স্থলেই তাহার নামে অভিযোগের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামলাল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৭০৭ পৃষ্ঠা। (ফুল্‌বেঞ্চ)

এই ধারা অনুসারে অনুমতি দেওয়ার আদেশ হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না। [বরকৎ উল্লা খাঁর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, এলাহাবাদ, ১ম ভলুমের ১৭ পৃষ্ঠা।] (ফুল্ বেঞ্চ্।)

উক্ত আদেশের জারীকরণ স্থগিত হইতে পারে না। [রামপ্রসাদ হাজারি; উইক্লি রিপোর্টার, ৫ম ভলুমের ২৪ পৃষ্ঠা ; Miscellaneous Cases.]

মিথ্যা বলিয়া আরোপিত কোন অভিযোগ কেবলমাত্র পুলীসের নিকট করিলেও তদ্বিষয়ে অপর কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে, অনুমতির আবশ্যকতা নাই। গিরিধারী মণ্ডল ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

যতকাল অনুমতি আইন অনুসারে প্রবল থাকিবে, ততকালের মধ্যে সবিশেষ কারণ ব্যতীত তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে পুনরায় অনুমতি দেওয়া হইবে না। বিলম্বের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে, অনুমতি বন্ধ করা হইবে। জয়দেও সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৫৭৭ পৃষ্ঠা।

যাহার সহিত অভিযোগের সম্পর্ক আছে, এরূপ রাজকীয় কার্য্যকারক অভিযোগ করিতে গেলে অনুমতির আবশ্যকতা নাই। [পুনীত্ সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ২৭০ পৃষ্ঠা।] কিন্তু নিম্নপদস্থ কার্য্যকারক তাহার উচ্চপদস্থ যে কার্য্যকারকের নিকট আরোপিত মিথ্যা সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার অনুমতি বিনা ১৯৫ ধারামতে অভিযোগ করিতে পারে না। আবদুল লতিফ্, উইক্লি রিপোর্টার, ৯ম ভলুমের ৩১ পৃষ্ঠা।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারা ভিন্ন, ৬ অধ্যায়-মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারা-মতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

১৯৭ ধারা। বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে, কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অপসৃত (removeable) হইতে না পারেন, এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অপসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা

১৮৮২। ১০ আইন। ১৯৮—১৯৯ ধারা।

খর্ব্ব করিয়া (limited) না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন, ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

নজীর।—মিউনিসিপাল সমাজ দণ্ডবিধি আইনের ২১ ধারার মর্ম্মমতে 'রাজকীয় কার্য্যকারক' বলিয়া গণ্য হয় না; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা তাহার নামে নালিশ করা যায়। এম্প্রেস্ বঃ কলিকাতার মিউনিসিপাল সমাজ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ৭৫৮ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, যে এই ধারায় যে সকল অপরাধের উল্লেখ হইল, তাহা দণ্ডবিধি আইনের ৯ম অধ্যায়লিখিত অপরাধ; অন্য কোন অপরাধ নহে। রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন অপরাধ করিলেই তাহার অভিযোগের জন্য অনুমতি আবশ্যক; নচেৎ সাধারণ লোকস্বরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারক অপরাধ করিলে তাহার জন্য অনুমতির আবশ্যকতা নাই। [Circular 20. Oct 4. 1864] কিন্তু, বম্বে হাইকোর্ট বলেন যে ১৯৭ ধারায় উক্ত ৯ম অধ্যায় লিখিত অপরাধ ব্যতীত ২১৭ হইতে ২২৩ ধারা পর্য্যন্ত ধারা সকলে নিরূপিত অপরাধও বুঝাইবে।

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যে যে অপরাধ পড়ে, ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালত সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

টীকা।—উনবিংশ অধ্যায়—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়—অপবাদের অপরাধ। ৪৯৩ ধারা হইতে ৪৯৬ ধারা—বিবাহ সম্পর্কীয় কয়েকটী অপরাধ।

নজীর।—অসচ্চরিত্রা বলিয়া কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের নামে অপবাদ দিলে মাজিষ্ট্রেট্ তৎসম্বন্ধে তাহার স্বামীর অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে পারেন। চেলান নায়ডু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৪শ ভলুমের ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

পরদারসংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুস্‌লাইয়া

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী, কি তাহার অনুপস্থানে (absence) যে সময়ে অপরাধ হয়, সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি, নালিশ না

লণ্ডন বিবয়ক অভিযোগের কথা। করিলে,কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

১৮৮২। ১০ আইন। ২০০ ধারা।

নজীর।—৪৯৭ ধারা—পরস্ত্রী গমনের অপরাধ।

৪৯৮ ধারা—অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধ। ৪৯৭ ধারামতে পরস্ত্রী গমনাপরাধের অভিযোগ না হইলে বলাৎকার করণাপরাধের বিচারের সময় আসামীদিগকে প্রথমোক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইবে না। কালু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ২৩৩ পৃষ্ঠা।

স্বামী বা তাহার নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আবেদন না করিলে মাজিষ্ট্রেট্ স্বইচ্ছায় বিবাহ-সম্পর্কীয় অপরাধের মোকদ্দমায় তদন্ত করিবেন না, ইহাই আইনের উদ্দেশ্য। তবে একবার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি সম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। উজ্জ্বলা বেওয়া; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ৫২৩ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট্ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি শপথ করাইয়া বাদীর পরীক্ষা লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট্ স্বাক্ষর করিবেন।

বাদীর পরীক্ষা লইবার কথা।

কিন্তু, (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটকে যে বাদীর পরীক্ষা লইতেই হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা হইবে না;

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন;

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা হস্তান্তর করেন, তিনি বাদীর পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের

১৮৮২। ১০ আইন। ২০১ ধারা।

নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তিনি বাদীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

টীকা।—মাজিষ্ট্রেটের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধের লিখিত অভিযোগে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।—কোর্ট ফি আইনের ২য় তফসীলের ১ম (খ) প্রকরণ দেখ। কিন্তু অধর্ত্তব্য অপরাধের অভিযোগ করিয়া লিখিত আবেদন করিলে তাহাতে আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।—কোর্ট ফি আইনের ২য় তফসীলের ১ম প্রকরণ দেখ। কোন অধর্ত্তব্য অপরাধের অথবা অন্যায়মতে অবরোধ করণ (Wrongful restraint) বা অন্যায়মতে বদ্ধ করণ (Wrongful confinement) অপরাধের অভিযোগ লিখিয়া না করিলে যখন তাহা লিখিয়া লওয়া হয়, তখন ফরিয়াদীকে আট আনার কোর্ট ফি দিতে হয়, তবে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহা রেয়াৎ করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা, বা মিউনিসিপাল কার্য্যকারক বা রেলওয়ে কোম্পানির চাকর বা কার্য্যকারক দ্বারা কোন অভিযোগ হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

কোন মাজিষ্ট্রেট্ এতৎপক্ষে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ভ্রমক্রমে কিন্তু সরলভাবে কোন অপরাধের অভিযোগ হস্তান্তর করিলে কেবলমাত্র ক্ষমতাপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্য ও রদ করা হইবে না।—৫২৯ ধারার (চ) প্রকরণ দেখ।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিতে গেলে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিচারাধিপত্য থাকিলে তিনি ফরিয়াদীকে পুলীসের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন না, তিনি স্বয়ং অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া আইনানুসারে বিচার করিবেন। জানকীদাস গুরু সীতারামের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ১৬১ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০১ ধারা। লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট্ ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে (proper tribunal) দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি (endorsement) সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন।

টীকা।—নিম্নলিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগের উপর মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবেন না:—

(১) অভিযোগ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে; (১৯১ ধারা)

(২) তাঁহার বিচারাধীন এলাকার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা হইলে;

(৩) দ্বিতীয় তফ্সীলের ৮ম স্তম্ভের ব্যবস্থা অনুসারে তিনি কৃত অপরাধ বিচার করিতে সক্ষম না হইলে;

(৪) বিচারার্থ সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে;

(৫) ১৯৫ হইতে ১৯৯ পর্য্যন্ত ধারা সকলের বিধান অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইলে।

[ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকৃত অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং বিচার করিতে না পারিলে যদি সেই অপরাধের উপর তাঁহার বিচারাধিপত্য থাকে, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসামীকে হাজির হইবার পরওয়ানা দিতে পারেন।]

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

২০২ ধারা। প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সময়ে সময়ে ক্ষমতা দেন, তিনি বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন, সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, বাদীর পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহার নামে নালিশ হইল, তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন, কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারীর কিম্বা পুলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা পুলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন; কেবল তাঁহার ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবার কথা।

২০৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় (transferred), তিনি বাদীর পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে পারিবেন।

টীকা।—এই ধারা অনুসারে নালিশ ডিস্‌মিস্ করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলেই যে আসামীকে একেবারে নির্দ্দোষী করা হয় এবং পরে তাহার বিরুদ্ধে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় না, এরূপ নহে।—৪০৩ ধারার ব্যাখ্যা। কিন্তু হাইকোর্ট বা সেশন আদালত, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে স্বয়ং বা অধীনস্থ কোন মাজিষ্ট্রেট দ্বারা উক্ত মোকদ্দমা পুনরায় তদন্ত করিবার আদেশ দিতে পারেন।—৪৩৭ ধারা।

আসামীর নামে ওয়ারণ্ট জাহির হইলে এই কার্য্যবিধি আইনমতে মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত

১৮৮২। ১০ আইন। ২০৪ ধারা।

চলিবে; কিন্তু যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ভ্রম বা অবিবেচনাবশতঃ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে, সে স্থলে মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত না চলিয়া নালিশ অগ্রাহ্য হইতে পারে। রঘু পারিয়া; উইক্‌লি রিপোর্টার; ১৯শ ভলুমের ২৮ পৃষ্ঠা।

'বিশিষ্ট কারণ'—ফরিয়াদী যে সকল ঘটনা বর্ণনা করে, তাহা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে স্থির করিলেই বিশিষ্ট কারণ আছে বলা যায়। কি অভিপ্রায়ে ফরিয়াদী কার্য্য করিতেছে তাহা দেখিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ফরিয়াদীর পরীক্ষা না লইয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ করা যাইতে পারে না।—গণেশ নারায়ণ শাঠের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৫৯০ পৃষ্ঠা। (ফুল্ বেঞ্চ্)

মাজিষ্ট্রেট্ নালিশের সত্যতা অবিশ্বাস করিবার কারণ লিখিয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবেন। মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার অধীনস্থ কোন লোকের (যে ব্যক্তি আসামী আছে) রিপোর্ট অনুসারে নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না। হাইকোর্ট তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে আদেশ দেন। বৈদ্যনাথ সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ১৪১ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিলে তিনি ফরিয়াদীকে পরীক্ষা করিয়া নালিশ গ্রাহ্য করিবেন। তৎপরে আসামীর বিরুদ্ধে সমন বাহির করিবেন বা নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবেন বা ২০২ ধারামতে তদন্তের আদেশ করিবেন। [উমের আলি, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ৩৩৪ পৃষ্ঠা।] কিন্তু পুলীস রিপোর্ট অনুসারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ যদি বিবেচনা করেন যে তাহাতে তদন্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই, তাহা হইলে ফরিয়াদীকে পরীক্ষা না করিয়াই নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৪ ধারা। পরওয়ানা দিবার কথা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফ্‌সীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত

করাইবার জন্য ওয়ারণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে সমন দিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

টীকা।—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে একজন বা একস্থানবাসী দুই জনের নামে সমনের ফি আট আনা মাত্র। তদতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য চারি আনা মাত্র। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্টের ফি এক টাকা মাত্র।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট্ সমন দেন, উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট্ আপন বিবেচনামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্বপ্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

নজীর।—ভদ্রমহিলা যাঁহারা জনসমাজে বাহির হন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অপরাধের আইনসঙ্গত ও বিশ্বাসজনক প্রমাণ লইয়া মাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যক বিবেচনা করিলেই তাঁহাদিগকে হাজির হইতে বলিবেন; নচেৎ নহে।—রহিম বিবি, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৫৯ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত-বিষয়ক বিধি।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২০৬ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধহেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

১৮৮২।
১০ আইন।
২০৭—২০৮ধারা

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

টীকা।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ব্যতীত অপর মাজিষ্ট্রেট্ হাইকোর্টে সচরাচর একেবারে আসামীকে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে পারেন না। কিন্তু আসামী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইলে বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে এবং প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিলে অপর মাজিষ্ট্রেট্ একেবারে হাইকোর্টে আসামীকে সমর্পণ করিবেন। বাঙ্গালাপ্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ও সেশন আদালতে আসামীকে সমর্পণ করিতে পারেন।

সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৭ ধারা। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায়, তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২০৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়, বা যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

আরও সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত বাদী কিম্বা যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালান (conducting the prosecution), তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন; কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

টীকা।—সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন সাক্ষীকে বা দলীল দাখিল করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার দরখাস্তে প্রথমবার ষ্ট্যাম্প আবশ্যক হয় না। কিন্তু তৎপরে আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। এই আইনের ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯ ও ৩৬০ ধারামতে সাক্ষীর

জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ৩৬২ ধারামতে তাহা লিখিয়া লইবেন।

নজীর।—যে সকল ব্যক্তি অপরাধের বৃত্তান্ত অবগত আছে বা যাহাদের প্রতি তদ্রূপ আরোপ করা হয়, তাহাদের সকলকে আদালতে হাজির করা ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য।—রামসাহে লাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৭০ পৃষ্ঠা। নচেৎ আদালত ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু সাক্ষীগণ সত্য কথা কহিবে না এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ থাকিলে ফরিয়াদী তাহাদিগকে আহ্বান না করিতেও পারে। ধান্নু কাজী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ১২১ পৃষ্ঠা।

সাক্ষীদিগের শপথপূর্ব্বক এজাহার লইয়া মাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যক বিবেচনা করিলেও তৎপক্ষে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত দেখিলে আসামীকে হাজতে আটক রাখিবার আদেশ দিবেন। আবদুল কাদিরের বিষয়ে; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ১১শ ভলুমের ২৮ পৃষ্ঠা; পরিশিষ্ট। মান্দ্রাজ হাইকোর্টেরও এই মত। মানিকাম মুদেলিয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠা।

২০৯ ধারা। ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া, এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায় তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই, মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎ পূর্ব্ব কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

টীকা।—আসামীকে অপরাধ করিতে দেখিয়াছে, এরূপ লোকের সাক্ষ্য সত্বেও যদি মাজিষ্ট্রেট্ তাহাদিগের বর্ণনা অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন। আবেদনকারী লচ্‌মনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ১৬১ পৃষ্ঠা।

ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি লইয়া তাহা অবিশ্বাস করিবার সবিশেষ ও যথেষ্ট কারণ না দর্শাইয়া মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। এম্প্রেস্ বঃ নামদেব সাতেয়া জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১১শ ভলুমের ৩৭২ পৃষ্ঠা। [৪০৩, ৪৩৬ ও ৪৩৭ ধারা দেখ।]

২১০ ধারা। তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং [illegible] পরীক্ষা যদি

১৮৮২। ১০ আইন। ২১১—২১৩ধারা।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

করা যায়, তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদীর সাপক্ষ সাক্ষীদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

২১১ ধারা। বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকেও সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক (orally) জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

অন্য নাম নির্ঘণ্টের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক্ অফ্ দি ক্রৌন্ (Clerk of the Crown) সাহেবকে তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট দিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষীদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায়, স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

২১৩ ধারা। ২১১ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলে ও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে, তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে কি, স্থলবিশেষে, সেশন আদালতে

বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে) ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা একই ব্যাপারমূলক (arising out of the same transaction) তদ্রূপ অভিযোগে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে, কিম্বা হাইকোর্টে যাহার বিচার হইবে, তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৫ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হাইকোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে (quashed) পারিবেন; তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

নজীর।—সেশন আদালতের বিবেচনায় তাঁহার আদালতে আসামীকে বিচারার্থ সমর্পণ করা আইন অসঙ্গত হইলে তিনি হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু আসামীর বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত প্রমাণাভাব বলিয়া প্রত্যর্পণ করা হইবে না। গোকুল ভাণ্ডারী, উইক্‌লি রিপোর্টার; ১ম ভলুমের ৮ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে সমন দিবার কথা।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষীদের নামের নির্ঘণ্টপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দ্দের লিখিত যে সাক্ষীদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক্‌ অফ্ দি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কার্য্য

১৮৮২। ১০ আইন। ২১৭ ধারা।

রাখিয়া দিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করা যাইতে পারিবে।

পরন্তু, কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্য সাক্ষীদের নামনির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন; মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষীদিগকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন; কিম্বা ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন, তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা আমানত (deposit) করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচা আমানত না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

নজীর।—আসামী সেশন আদালতে তাহার পক্ষীয় সাক্ষীগণের যে তালিকা দিল, তন্মধ্যে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত হয় নাই; কারণ এক জনের উপর সমনজারী হয় নাই, অপর ব্যক্তির প্রতি সমন প্রাপ্ত হয় নাই। আপীলে হাইকোর্ট ঐ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। প্রসন্নকুমার মৈত্র; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৩শ ভলুমের ৫৬ পৃষ্ঠা।

আসামীর পক্ষে কোন সাক্ষী বিরক্তি জন্মাইবার বা অনর্থক বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে আনীত হইবে এরূপ বিবেচনা করিলে আদালত সেই সাক্ষী আবশ্যকীয় কি না বিচার করিতে পারিবেন। রাজকুমার সিং দিগর; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৬২ পৃষ্ঠা।

২১৭ ধারা। সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে যে বাদীদের, ও অভিযোগের, ও প্রতিবাদের সাপক্ষে যে সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

বাদীদের ও সাক্ষীদের নিবন্ধপত্রের কথা।

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, যতকাল ঐ পত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত-

উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।

কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় (in custody) সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন।

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কার্য্যকারক এতৎপক্ষে নিযুক্ত হন, তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধ-জ্ঞাপক পত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত কার্য্যকারক সমর্পণ হইবার কথা ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না ;

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র (record) ও অস্ত্রশস্ত্র (weapon) কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয়, তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাইকোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ্ দি ক্রৌন্ সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাইকোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

যখন হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, ও নথীর (Records) অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

ইংরাজী অনুবাদ হাইকোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

২১৯ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচার কার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত (supplementary) সাক্ষীদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

হইতে পারিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে, তাহাকে বিনা খরচে ঐ সাক্ষীদের জবানবন্দির নকল দেওয়া যাইবে।

টীকা।—এই ধারা অনুসারে আসামীর অসাক্ষাতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দি লওয় হইলে, তাহাকে সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে হাজির হইতেই হইবে। যদি তাহার মৃত্যু

১৮৮২। ১০ আইন। ২২০—২২১ধারা

হয়, বা অন্য কোন কারণে সে হাজির হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সাক্ষ্য সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে গ্রাহ্য হইবে না।—সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৩৩ ধারা দেখ।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখিবার কথা।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট হাজির-জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

টীকা।—যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে, আসামী এরূপ অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহার নিকট জামিন লইয়া বা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন (৪৯৬ ধারা)। কিন্তু হাজির জামিন না লওয়া যাইতে পারিলে, আসামীকে উক্ত প্রকারে ছাড়া হইবে না (৪৯৭ ধারা)।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৪২১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম (specific name) থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদীর নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায়, এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ২২১ ধারা।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইনসংক্রান্ত যে যে নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইয়াছে, ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা হইবে তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে; অন্যত্র অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ (previous conviction) প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে, তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে, সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইনে ও দণ্ডবিধি আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে, তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না, কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিন উপবিধির (provisoes) মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না; উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার-গমন (adultery) বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন (criminal intimidation) বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে ঐ ঐ অপরাধের যে যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে, অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার-গমন করিয়াছে বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাইয়াছে বা

১৮৮২।
১০ আইন।
২২২—২২৩ধারা

দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই এই বর্ণনা থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়; তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

টীকা।—অভিযোগ শব্দে 'নির্দ্দিষ্ট অপরাধের ঘটনাসম্বন্ধীয় বর্ণনা' বুঝায়।

সমন-মোকদ্দমায় বা সদাচরণের জন্য জামিন দিবার মোকদ্দমায় অথবা সরাসরী বিচারে রীতিমত অভিযোগপত্র লিখিতে হইবে না। কিন্তু ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমায় কিম্বা যে তদন্তে মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে বিচারাধীন করিবার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হন, সে স্থলে অভিযোগপত্র নির্দ্দিষ্ট পাঠে লিখিতে হইবে।

পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধহেতু মাজিষ্ট্রেট্ দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিবার আদেশ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ অপরাধহেতু পৃথক্ অভিযোগ করিয়া অভিযোগপত্রে লিখিয়া দিবেন।

নজীর।—পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ অভিযোগপত্রে লেখা না থাকায় দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধির আদেশ হাইকোর্ট রদ করিয়া দেন, এবং সেশন জজকে পূর্ব্বের জুরি লইয়া তাহা পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দেন। ঈশানচন্দ্র দে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৪০ পৃষ্ঠা।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল, এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধরূপ বিশিষ্টমতে জানিবার জন্য কথিত অপরাধ হইবার সময়ের, ও স্থানের, ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির-বৃত্তান্ত যতদূর লেখা প্রয়োজন, অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয়, যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল, ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয়, তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভি-যোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল, অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভি-যোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভি-যোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখি-বার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশ্যে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করি-য়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অমাননা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে, অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে, অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৪ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যে যে শব্দের ব্যবহার হয়, ঐ অপরাধ যে আইন-মতে দণ্ডনীয়, সেই আইনে সেই সেই শব্দের যে যে অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভ্রমের ফলের কথা।

২২৫ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল, তাহা লিখিতে কোন ভ্রম (error) হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ক্রটী হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ক্রটী দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ক্রটী গুরুতর (material) বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ

১৮৮২। ১০ আইন। ২২৬ ধারা।

না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়; কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে; আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষীদিগকে ডাকিল ও সেই ব্যাপারের আপনার মনোগত বৃত্তান্ত (his own account) জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনাকার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার (transactions) চলিত; অতএব কোন্ ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল, আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দর বক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটী বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই ও কেবল হায়দর বক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয়, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে হায়দর বক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সাপক্ষে যে সাক্ষীরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর (material) ভুল হইয়াছে, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ (imperfect) বা ভ্রান্তিজনক (erroneous) অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে আদালত বা, হাইকোর্ট হইলে, ক্লার্ক্ অফ্ দি ক্রৌন্ এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে যে বিধি আছে, সেই সেই বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুতকরিতে বা স্থলবিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত (add to) বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত (otherwise alter)

করিতে পারিবেন।

নজীর।—আসামী 'ক'কে বধ করিবার ও তাহার বধকার্য্যে সহায়তাকরণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। সেশন জজ 'খ'কে পীড়া দিবার অভিযোগ তাহাতে সংযোগ করিয়া দিলেন। এই ধারা অনুসারে সেশন জজ ঐরূপ করিতে না পারিলেও যখন আসামী অন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই ও যথাযথ বিচার হইয়াছে, তখন হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। খড়্গা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ৬৬৫ পৃষ্ঠা।

২২৭ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি (judgment) প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা (verdict) জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত (opinions) ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

পরিবর্ত্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

টীকা।—যে অভিযোগে আসামীকে বিচারার্থ সমর্পণ করা হইল, সেশন জজ তদতিরিক্ত কোন অভিযোগ লিখিয়া পুনরায় তাহা ছাড়িয়া দিলে তাহাও পরিবর্ত্তন বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারা অনুসারে নূতন অভিযোগ সংযোগ করা যাইতেও পারে। এম্প্রেস্ বঃ গর্ডন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২৫ পৃষ্ঠা। [কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ২১০ পৃষ্ঠার নজীরে আপাস্থভান মেস্ত্রীর মোকদ্দমায় মীমাংসা করা হয় যে, যে সকল অভিযোগে আসামীকে সমর্পণ করা হইয়াছে, তাহাই পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, নূতন অভিযোগ তাহাতে যোগ করা যাইতে পারে না।]

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার (prosecutor) মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যে যে স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত উকীলের দ্বারা প্রতিবাদ করাইলে বিচারকালে অভিযোগ পরিবর্ত্তিত হওয়ার জন্য যদি উকীল পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা না করেন, তবে অভিযুক্ত

ব্যক্তি নূতন অভিযোগে বিচারিত হইলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, এরূপ অনুমান করা যায়। যে সকল অভিযোগের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে অন্যতর অপরাধের অভিযোগ সংযোগ করিয়া একটী অভিযোগ সংশোধন করা হইলেই বিচার হইবে। যেরূপ, কোন ব্যক্তি জ্ঞানকৃত বধাপরাধে অভিযুক্ত হয়; উক্ত অপরাধের সহায়তা করণের অভিযোগ সংযোগ করিবার জন্য বিচার স্থগিত বা পুনর্ব্বিচার হইতে পারে না। গোবিন্দ বাপুলি রাল; বম্বে, ১১শ ভলুমের ২৭৮ পৃষ্ঠা।

সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেট্ যে অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, সেশন জজ সে অভিযোগ সংযোগ করিতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় না। কবিলগাথা রামবর্ম্ম রাজা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৮ম ভলুমের ৩৫১ পৃষ্ঠা।

যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয়, যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা, আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যতকাল আবশ্যক, ততকাল বিচারকার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ স্বীকার বা অস্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় বারিষ্টারকে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা প্রয়োজন বলিলেন না। হাইকোর্ট বলিলেন যে এরূপ অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আপাশুভান মেন্দ্রীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ২০০ পৃষ্ঠা।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধহেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয়, তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায়, ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না; কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত-মূলক হয়, সেই বৃত্তান্তমতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল, অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া (recall) বা সমন করিয়া (re-summon)

সেই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন।

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, বস্তুতঃ অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে, আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়মতে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করতঃ হাইকোর্টের এই মত হইলে, ঐ ঐ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন, তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল, তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না, ঐ আদালতের এই মত হইলে, আদালত ঐ অপরাধনির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য (true) কি প্রকৃত (genuine) বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই প্রমাণটী সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত, ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে, আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন; কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ (Joinder of Charges) করিবার কথা।

ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে যে স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয়, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

টীকা।—'ক' এক সময়ে চৌর্য্য অপরাধে এবং অপর এক সময়ে গুরুতর পীড়া দেওন অপরাধে অভিযুক্ত হয়। ঐ দুই অপরাধের জন্য 'ক' এর বিচার পৃথক্ পৃথক্ হইবে। এরূপ

১৮৮২। ১০ আইন। ২৩৪—২৩৫ধারা

দুইটী পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ একত্রে বিচার করিলে তাহা আইন অসঙ্গত হয়। আসামীরা সকলেই হাঙ্গামাকরণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়; কিন্তু তন্মধ্যে কয়েক জনের বিরুদ্ধে অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশেরও অভিযোগ হয়। মাজিষ্ট্রেট্ এক বিচারে উভয় অপরাধ নিষ্পত্তি করায় হাইকোর্ট তাহা রদ করিয়া দিলেন। [চণ্ডী সিংদিগরের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৩৯৫ পৃষ্ঠা।] কিন্তু, আসামী বিচারের সময় আপত্তি করে নাই এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বলিয়া চৌর্য্য ও আইনমত হেপাজত হইতে মুক্ত করণ এই দুই অপরাধে এক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করণ সম্বন্ধে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিলেন না। কাটীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১১ ভলুমের ৪৪১ পৃষ্ঠা।

এক বৎসরের মধ্যে এক প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে তিনবারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

যে যে অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পারে সেই সেই অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ (offences of the same kind)।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে এক বিচারে কয়েকটী অপরাধ একত্রে নিষ্পত্তি করিতে হইলে ঐ সকল অপরাধ একই ব্যক্তির সম্বন্ধে হওয়া আবশ্যক। মুরারির বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৪র্থ ভলুমের ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ করিয়াছিল। এক বিচারে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হয়। তাহা অনিয়মিত বিচার হয় নাই অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বলিয়া হাইকোর্ট তাহার আপীল অগ্রাহ্য করেন। হনমন্ত দিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১ম ভলুমের ৬১ পৃষ্ঠা। কোন ব্যক্তি চারিটী নির্দ্দিষ্ট এবং পৃথক্ অপরাধে এক বিচারে বিচারিত হইলে তাহা দোষযুক্ত ও অকার্য্যকর। ৫৩৭ ধারামতে ঐ দোষ সংশোধনের উপায় থাকে না। লক্ষ্মী নারায়ণের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ১৪শ ভলুমের ১২৮ পৃষ্ঠা।

এক সময়ে বা এক বৎসর বা তদধিক কালের মধ্যে কোন ব্যক্তি পঞ্চাশটী এক প্রকারের অপরাধ করিলে সে যে একেবারে তিনটী উক্ত অপরাধের অধিক অপরাধের জন্য বিচারিত হইতে পারিবে না, ২৩৪ ধারার সেরূপ মর্ম্ম নহে। (২৩৫ ধারা দেখ)। রামমাণিক্য চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ৫৪০ পৃষ্ঠা।

১।—দুই কি তদধিক অপ-রাধের বিচারের কথা।

২৩৫ ধারা। ১ প্রকরণ।—কয়েক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার (transaction) হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া-ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ

করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভি-যোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

২।—একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আসিলে তাহার কথা।

২ প্রকরণ।—যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থনির্ণয় ও দণ্ড হয়, সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আসিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

৩।—নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ।—অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কয়েক ক্রিয়া স্বতঃই অপ-রাধ হইলে ও সেই ক্রিয়াসমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়াসমষ্টিতে যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কয়েক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয়, সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

১ প্রকরণের।—

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে (lawful custody) ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম, চন্দ্র নামক যে কন্‌ষ্টেবলের হেফাজতে ছিল, তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার-গমন করিবার উদ্দেশ্যে দিনমানে পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহ প্রবিষ্ট হইলে, বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ পরদার-গমন করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম (counterfeit) মোহর (seals) আছে। আনন্দ সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন ভিন্ন জাল কার্য্যের (forgeries) নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক এক

১৮৮২।

১০ আইন।
২৩৫ ধারা।

মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরও, বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথক্রূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক্ পৃথক্ অপরাধের অভিযোগ ও সেই সেই অপরাধ পৃথক্ পৃথক্ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হঙ্গামা করণ (rioting) ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ হঙ্গামা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামতে অপরাধের পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ পৃথক্রূপে নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে, চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির (injury to their persons) ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগের উল্লেখ হইল, তাহার এককালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।—

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত (strikes with a cane) করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কয়েক বস্তা শস্য (sacks of corn) চুরি করিয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়, তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া (grain pit) বস্তা সকল চাউলের মরাইএর নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

১৮৮২। ১০ আইন। ২৩৬ ধারা।

(ট) আনন্দ তাহার সন্তান ফেলিয়া যায় (exposes) ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপে ফেলিয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৭ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হয়, এই নিমিত্ত আনন্দ দুষ্টভাবে (dishonestly) প্রমাণস্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামতে অপরাধের পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের।—

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্যকরণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

টীকা।—ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ একই ব্যাপারের অংশ-স্বরূপ হইলে তৎসম্বন্ধে ২৩৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে; কিন্তু একই প্রকারের কতকগুলি অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা হইলে তৎসম্বন্ধে এই ধারার বিধান প্রয়োগ করা হইবে না।

হাঙ্গামাকরণ অপরাধ করিবার পর তন্মধ্যে কতকগুলি লোক (আসামী) প্রত্যেকে অত্যাচারযুক্ত কার্য্য (acts of violence) করিল। তাহারা উভয় অপরাধেই দোষী সাব্যস্ত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। রামস্বরূপদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭৫৭ পৃষ্ঠা। [চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৪৯৫ পৃষ্ঠা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি হাঙ্গামাকরণ ও তৎকালে পীড়া জন্মাওন অপরাধে অভিযুক্ত হয়। একই বিচারে ঐ দুই অপরাধের বিচার হয় বটে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিচার হইলেও তাহা আইন অসঙ্গত নহে। আমীর উদ্দীনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৪৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৬ ধারা। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ-স্থলের কথা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া-সংযোগের ভাবদৃষ্টে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই সেই অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ২৩৭—২৩৮ধারা

উদাহরণ।

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে, আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনাকরণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩৭ ধারা। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত, সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে, প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয়, তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়; কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার নামে ঐ ঐ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধের মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি, সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয়, তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর (minor) অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল, তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন, যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয়, তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমতে নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার

উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া (carrier) বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারামতে অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন, যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে (on grave and sudden provocation) তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

নজীর।—কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে, তাহাকে সেই অপরাধের সহায়তা করণ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবে না।—চাঁদনুরদিগর, বম্বে, ১১শ ভলুমের ২৪০ পৃষ্ঠা।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা (abetment) কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ (attempt) করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে।

যে যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়, সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে; তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়;

ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

টীকা।—এক বিচারে বা কার্য্যানুষ্ঠানে সাক্ষীস্বরূপে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ বিচার হইবে। দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন অপরাধে একত্রে অভিযুক্ত হইলে যদি তাহাদের কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য না থাকে তাহা হইলেও তিনি তদন্ত করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বা বিচারার্থ সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারেন।—মান্দ্রাজ হাইকোর্টের কার্য্যপ্রণালী (১৮৬৮ সালের ১৮ই মার্চ্চ)।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের কার্য্য চালান, তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন (withdraw), কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই সেই অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে। কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয় (set aside), তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন, সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক কি অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচারকার্য্য চালাইতে পারিবেন।

টীকা।—যে সকল অপরাধে আসামী অভিযুক্ত হইয়াছিল, জুরি সেই সকল অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবার পর সেশন জজ তন্মধ্যে কোন অপরাধের অভিযোগ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারেন না। (বম্বে হাইকোর্ট)।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের সমন-মোকদ্দমার বিচার করিবার বিধি।

সমন-মোকদ্দমায় যে বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা যে সমন মোকদ্দমার বিচার করেন, সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ২৪২—২৪৪ধারা

নজীর।—দুইটী অপরাধের বিচার অর্থাৎ একটী সমন-মোকদ্দমা ও অপরটী ওয়ারন্ট-মোকদ্দমা হইলে গুরুতর অপরাধের বিচারপ্রণালীমতেই উভয় অপরাধের বিচার হইবে। রাজনারায়ণ কুনোয়ার; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৯১ পৃষ্ঠা।

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে; ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে 'তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না।' কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

নজীর।—অপরাধীকে তৎকৃত অপরাধের বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত এবং তজ্জন্য তাহার বিচার হইবে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। আসামীদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অন্য কারণে আনাইয়া সবিশেষ ঘটনা তাহাদিগকে জ্ঞাত করান হয় নাই হাইকোর্ট দোষ সাব্যস্ত করণ অসিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আচার্জিলালদিগর; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ৮৭ পৃষ্ঠা।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি, তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে যতদূর সম্ভব, তাহার ব্যবহৃত শব্দে (in the words used by him) সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট্, বাদী থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে, তাহাও শুনিবেন।

মাজিষ্ট্রেট, বাদীর কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্যপক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে, মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ

১৮৮২।

১০ আইন।
২৪৫ ধারা।

আমানত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—সমন মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে সাক্ষী থাকিলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার দিন আদালতে হাজির করিতে হইবে। কাহারও নামে সমন করিবার প্রয়োজন থাকিলে পূর্ব্বে আবেদন করা উচিত। সাক্ষীর নামে সমন দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।—ছেদী কুঞ্জরা; উইক্‌লি রিপোর্টার; ১৬শ ভলুমের ৭৬ পৃষ্ঠা। [মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রণালীতে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিয়া লইবেন, তাহার বিধান ৩৫৫ ও ৩৬২ ধারায় আছে।]

সাক্ষীর নামে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্ ন্যায্য খরচা ফরিয়াদীকে আদালতে আমানত করিতে বলিলেন; ফরিয়াদী আমানত করিতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে যে সাক্ষী হাজির থাকিবে, তাহাদের সাক্ষ্য লইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। এরূপ স্থলে ২৪৭ ধারামতে তিনি কোন সাক্ষী না লইয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না। কোরাপুলুর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; মান্দ্রাজ; ৫ম ভলুমের ১৬০ পৃষ্ঠা।

২৪৫ ধারা। ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট্ স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান, তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা (order of acquittal) লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা (sentence) করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

টীকা।—কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সিপাহী বা সৈনিকের দুই শত টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উক্ত ২০০৲ টাকার অল্প অর্থদণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে যে কারাদণ্ড হয়, তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার নকল তাহার উচ্চতর কর্ম্মচারীর নিকট পাঠান হইবে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সারকিউলার, ১৮৭১। ৩রা অক্টোবর। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারী সম্বন্ধে, প্রত্যেক স্থলেই দণ্ডাজ্ঞার নকল সেই বিভাগের প্রধান ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে হয়।

এই অধ্যায়ে যেরূপ মোকদ্দমার কথা উল্লিখিত আছে, তাহা প্রায়ই অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা এইরূপ মোকদ্দমার অভিযোগ লিখিত হইলে আট আনা মূল্যের কোর্ট ফি দিতে হয়, মৌখিক হইলেও ফরিয়াদীকে পরীক্ষা করিবার পর তাহার নিকট উক্ত ফি আদায় করা হয়। আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ ঐ খরচা তাহার নিকট হইতে অর্থদণ্ড স্বরূপ আদায় করিবার আদেশ দিবেন।

কেবলমাত্র ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে, এরূপ কোন অপরাধ সম্বন্ধে এই ধারা অনুসারে আসামীকে নির্দ্দোষী বলিলে তাহা কার্য্যকর হয় না। যদু ও অপর এক ব্যক্তিসম্বন্ধে, ১৮৮৬ সালের উইক্‌লি নোটসের ২৬০ পৃষ্ঠা।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট্ ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন; কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে আসামীকে মুক্ত হইবার আদেশ দিবার জন্য মাজি-ষ্ট্রেট্‌কে তাঁহার এজলাস বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। কটিয়ালী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৩৫৬ পৃষ্ঠা।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালীশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

নালীশ উঠাইয়া লইবার কথা।

নজীর।—কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের বা আদালতের অনুমতি লইয়া নালিশ করিলে পুনরায় তাঁহার অনুমতি বিনা ঐ নালিশ উঠাইয়া লওয়া যায় না। মিউস্ আলি আদম্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ২য় ভলুমের ৬৫৩ পৃষ্ঠা।

ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমায় নালিশ উঠাইয়া লওয়া যায় না। ফরিয়াদী নালিশ উঠাইয়া লইলেও মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগে বর্ণিত বৃত্তান্ত অনুসারে তদন্ত বা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। গণেশ নারায়ণ শাঠের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৬০০ পৃষ্ঠা। [কিন্তু ৩৪৫ ধারা অনুসারে যদি ঐ অপরাধ রফা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আসামীকে ছাড়িয়াদিতে হইবে।]

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট্

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৮২।
১০ আইন।
২৫০—২৫৩ধারা

হেতু লিপিবদ্ধ করতঃ স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২৫০ ধারা। [১৮৯১ সালের ৪ আইন ক্রমে রহিত হইয়া এই আইনের ৫৬০ ধারার আকারে পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে।]

একবিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমা বিচার করিবার বিধি।

ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

২৫১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযোগের সাপক্ষে সাক্ষ্যের কথা।

২৫২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, মাজিষ্ট্রেট্ বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সাপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট্ বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৫৩ ধারা। ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক, তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট্ ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

টীকা।—'সমুদয় সাক্ষ্য'—বাদীর পক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত থাকে এবং মাজিষ্ট্রেট্ যে

সকল সাক্ষীকে সমন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহাদের সাক্ষ্য বুঝায়। বাদী যে-সকল প্রমাণ দিতে ও যে সকল সাক্ষী আহ্বান করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা সমুদয় পরীক্ষা না করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ বাদীকে ২১১ ধারামতে মিথ্যা অভিযোগ করণ অপরাধে অভিযুক্ত হইবার আদেশ করিতে পারেন না।—গঙ্গু সিংদিগরের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৩৮৯ পৃষ্ঠা। যে অপরাধ রফা করা যাইতে পারে না, আসামী এরূপ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে যদি ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমায় তাহার বিচার হয় এবং বিচারের দিন বাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে বাদীর অনুপস্থিতি আসামীকে মুক্ত করণের সমুচিত কারণ হইতে পারে না।—গোবিন্দ দাসের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৬১ পৃষ্ঠা।

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৪ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা (সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ) গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট্ ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

টীকা।—অভিযোগে যে অপরাধের নাম উল্লেখ থাকে, প্রমাণাদি গ্রহণ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্ভিন্ন অপরাধ করিয়াছে নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট্ শেষোক্ত অপরাধ সম্বন্ধে তদন্ত ও বিচার করিতে পারেন।

উত্তরের (plea) কথা।

২৫৫ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে (pleads guilty) মাজিষ্ট্রেট্ সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

টীকা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্পষ্টতঃ ও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলে বাদীকে তাহা প্রমাণ করিতেই হইবে। এই ধারামত তাহার উত্তর হইতে কিছু অনুমান করা যায় না। অভিযোগের সমস্ত বর্ণনা স্বীকার না করিলে তাহা অপরাধ স্বীকারের উত্তর বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে যদি সে স্বীকার না করে যে মিথ্যা অভিযোগ করায় তাহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে বাদীর অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ঐ উত্তর অপরাধ স্বীকার বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। গোপাল ধানু

১৮৮২।
১০ আইন।
২৫৬—২৫৭ধারা

কের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৭ম ভলুমের ৯৬ পৃষ্ঠা।

প্রতিবাদের (Defence) কথা।

২৫৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সাপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে (in its precincts) উপস্থিত অভিযোগের সাপক্ষে সাক্ষীদিগকে পুনরায় ডাকিয়া (re-call) কূট পরীক্ষা করিতে (cross-examine) অনুমতি হইবে।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

নজীর।—অভিযোগ নির্ণয় করিয়া অভিযোগপত্রে লেখা হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা গেলেও তৎপরে তাহাকে প্রতিবাদ করিতে দেওয়া আবশ্যক। অভিযোগ নির্ণয় হইবার পর আসামীকে তাহা বুঝাইয়া দিলে ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষীদিগকে যদি সে জেরা করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনরাহ্বান করা হইবে। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই তাহা না করিলে, পরে আর সে সুযোগ প্রাপ্ত হইবে না। ফরিয়াদীর পক্ষে কোন সাক্ষীর এজাহার লইবার পর মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে সে ঐ সাক্ষীকে জেরা করিবে কি না; আসামীর উত্তরমতে ঐ সাক্ষীকে ছাড়িয়া দিবেন বা আদালতে উপস্থিত থাকিবার আদেশ করিবেন। ঐ বিষয়ে ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমায় আসামীর উত্তর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক, যে স্থলে আসামীর কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে সে ফরিয়াদীর সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, সে স্থলে সেইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। খড়কধারী সিংএর বিষয়ে; উইকলি রিপোর্টার; ২২শ ভলুমের ৪৪ পৃষ্ঠ। (ঠাকুর দয়াল সেনের বিষয়ে, উইকলি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠার নজীর দেখ।)

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা-মতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

২৫৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা কূট পরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট্ ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র (application) কষ্ট দিবার (vexation) কি বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল

করিবার নিমিত্ত (for defeating the ends of justice) উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্ আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে, তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

নজীর।—আসামীর পক্ষে কোন সাক্ষীর প্রতি সমন জারী হইবার পর সে না আসিলে, জারীকরণে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া সানি (fresh) সমনের দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট্ নামঞ্জুর করিবেন না। রকমুদ্দীন; এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ৫৩ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর পক্ষে সাক্ষীদিগের প্রতি সমন না দিবার কারণ না দেখাইয়া তাহা অস্বীকার করিলেন ও তাহার দোষ সাব্যস্ত করিলেন; হাইকোর্ট তাহা অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর করিলেন। সত্যনারায়ণ সিংএর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ৩৯২ পৃষ্ঠা। আইন-নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত ঐরূপ দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট্ নামঞ্জুর করিতে পারেন না। দীলা মাটুনের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ৭০ পৃষ্ঠা। সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য সমন দিলে মাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যকমত তাহা প্রবল করিবেন।—ধনঞ্জয় চৌধুরীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৯৩১ পৃষ্ঠা।

২৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের (acquittal) আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্তকরণের কথা।

ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট্ আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের (Conviction) কথা।

নজীর।—রীতিমত অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করিয়া অথচ সম্পূর্ণরূপে বিচার সমাপ্তির পর আসামীকে মাজিষ্ট্রেট্ মুক্ত করিলেন। হাইকোর্ট বলিলেন যে ন্যায় বিচারের অন্যথা না হইলে কেবলমাত্র অভিযোগপত্র প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া উক্ত আদেশ অকার্য্যকর হইতে পারে না। যোজা পাষাণের বিষয়ে, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠা। (৫৩৭ ধারা দেখ)

২৫৯ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলেও আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট্ স্বীয় বিবেচনামতে পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলে ও অভিযোগপত্র প্রস্তুত

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ২৬০ ধারা।

করিবরে পূর্ব্ব কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

টীকা।—২৪৭ ধারা, ও ২৬৩ ধারানিবিষ্ট নজীর দেখ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের (Summary Trials) কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও

(১) জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এবং

(২) এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ এবং

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ,

নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন :—

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয়, সেই অপরাধ ;

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৬৪, ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপণ যন্ত্র-বিষয়ক অপরাধ ;

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন ;

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯, ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য ;

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা ;

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ ;

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ ;

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ ;

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপ-

মান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন;

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা (abetment) করণ;

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ (attempts) অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

টীকা।—এতৎপক্ষে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন অপরাধীকে সরাসরীমতে বিচার করিলে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে।—৫৩০ ধারার (থ) প্রকরণ দেখ। সরাসরী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিন মাসের অতিরিক্ত কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞার বিধান নাই।—২৬২ ধারা। এবং ২৬০ ধারামতে উক্ত দণ্ডাজ্ঞা বা ২০০্ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা অথবা কেবলমাত্র কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা বিধান করা হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না (৪১৪ ধারা)। কিন্তু তন্মধ্যে দুই বা ততোধিক দণ্ড একত্রিত করিয়া দিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে। ২৬১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চ্ সরাসরী বিচার করিয়া যে কোন দণ্ড-বিধান করিলে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে।—৪০৭ ধারা।

সরাসরী বিচারাধিপত্যের সুবিধার জন্য মাজিষ্ট্রেট্ কোন অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করিয়া বিচার করিতে পারেন না। প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া বেআইনমত জনতা করার (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারামত) অভিযোগ হইল ও তদ্বিষয়ে প্রমাণাদিও প্রদত্ত হইল; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ (উক্ত আইনের ১৪৩ ধারামতে) কেবলমাত্র বেআইনমত জনতায় মিলিত হওন অপরাধে সরাসরী বিচার করিলেন; হাইকোর্ট তাহা রদ করিয়া পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিলেন—আবদুল কাদির ও অপরলোকের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ১৮ পৃষ্ঠা। [জগজীবনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১০ম ভলুমের ৫৫ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরেও এইমত অনুসরণ করা হইয়াছে।] কিন্তু, যে স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ধারা উল্লেখ করিয়া অভিযোগ হইল, কিন্তু বর্ণনা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সেই ধারালিখিত অপরাধ হয় নাই বিবেচনা করিলেন, সেস্থলে কেবলমাত্র ধারা উল্লেখ প্রযুক্ত তাঁহার সরাসরী বিচারাধি-পত্য নষ্ট হইবে না।—গোলাপ পাণ্ডের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭১৫ পৃষ্ঠা। বাদী মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের অভিযোগ করিল, শপথপূর্ব্বক বাদীর পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পর সেই অপরাধেরই বিচার করিবেন; কিন্তু বাদীর বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য বিবেচনা করিবার সবিশেষ কারণ দেখিলে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। পরন্তু, নালিশী অপরাধের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া লঘুতর অপরাধে আসা-মীকে সরাসরী বিচার করিতে পারেন না।—চন্দ্রশেখর ঠাকুরের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ২৯ পৃষ্ঠা।

আবকারী বা লবণবিষয়ক আইনানুসারে অনুমতিবিরুদ্ধ দ্রব্য (Contraband articles)

১৮৮২।

১০ আইন।
২৬১ ধারা।

সম্বন্ধীয় অপরাধে বার্জ্জয়াপ্ত দণ্ড হইতে পারিলেও তাহার সরাসরী বিচার সম্ভব। বৈদ্যনাথ দাসের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ৩৬৬ পৃষ্ঠা (ফুল্‌বেঞ্চ্)।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫২, ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধে হয়;

(খ) মিউনিসিপাল আইনের বিপক্ষে ও পুলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটীকরণসূচক ধারার (Conservancy-clauses) বিপক্ষে যে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেই সেই অপরাধ;

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ;

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

টীকা।—দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাযুক্ত বেঞ্চ্ হইলে ৪০৭ ধারা ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাযুক্ত বেঞ্চ্ হইলে ৪১৪ ধারামতে আপীল পরিচালিত হইবে।

২৭৭ ধারা—সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর (Spring) কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ।

২৭৮ ধারা—ইচ্ছাপূর্ব্বক বায়ু সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক করণ।

২৭৯ ধারা—রাজপথে অতিবেগে শকট বা অশ্বচালনা।

২৮৫ ধারা—অগ্নি কি আশু জ্বলনশীল কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানের কর্ম্ম করণ।

২৮৬ ধারা—শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য লইয়া অনবধানের কর্ম্ম করণ।

২৮৯ ধারা—ভয়ঙ্কর জীবজন্তু লইয়া অনবধানতা পূর্ব্বক কার্য্য করণ।

২৯০ ধারা—সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য (public nuisance) করণ।

২৯২ ধারা—শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তক বিক্রয়াদি করণ।

২৯৩ ধারা—শৃঙ্গারসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়ার্থ নিকটে রাখন।

২৯৪ ধারা—অপরকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে কুৎসিত গীতাদি করণ।

৩২৩ ধারা—ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।

৩৩৪ ধারা—যাহাতে রাগ জন্মে এমত কর্ম্ম হওয়াতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।

৩৩৬ ধারা—দুঃসাহসে বা অনবধানে অন্যের প্রাণহানি বা নিরাপদের বিঘ্নজনক ক্রিয়া করণ।

৩৪১ ধারা—অন্যায়মতে অবরোধ করণ।

৩৫২ ধারা—রাগ জন্মাইবার গুরুতর বিষয় না থাকিলে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।

৪২৬ ধারা—অপকার করণ।

৪৪৭ ধারা—অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ।

যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবে তাহার কথা।

২৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যে যে মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল, তদ্ভিন্ন সমন-মোকদ্দমায় সমন-মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট-মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

নজীর।—এই ধারায় কারাদণ্ডের যে মিয়াদ উল্লিখিত হইল, তাহা মূল (Substantive) কারাদণ্ডের আজ্ঞা সম্বন্ধীয়; অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে কারাদণ্ড হয়, তৎসম্বন্ধীয় নহে।—আস্গর আলির বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬১ পৃষ্ঠা। [উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসের আজ্ঞা ও থাকিতে পারে।] সরাসরী বিচারে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসের আদেশও থাকিতে পারে। এম্প্রেস্ বঃ আর্ৎখান্, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের (Record) কথা।

২৬৩ ধারা। যে যে মোকদ্দমায় আপীল নাই, সেই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্রও লিখিবার (frame a formal charge) প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন, সেই পাঠে এই এই কথা লিখিবেন :—

(ক) ক্রমিক (serial) নম্বর;

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায়, সেই তারিখ,

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায়, তাহা;

(ঘ) বাদী থাকিলে, বাদীর নাম;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান;

(চ) যে অপরাধের নালিশ এবং যাহা প্রমাণ হয়, তাহা এবং ২৬০ ধারার (ঘ), (ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে, তাহার মূল্য;

১৮৮২। ১০ আইন। ২৬৪ ধারা।

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর (plea) ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা;

(জ) নিষ্পত্তি (finding) এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা;

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা (sentence) বা অন্য চূড়ান্ত (final) আজ্ঞা; ও

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয়, তাহা।

নজীর।—এই ধারার (জ) প্রকরণমতে রায় লিখিতে অগ্রাহ্যপূর্ব্বক ত্রুটী করিলেও মাজিষ্ট্রেট্ যদি তাঁহার আদেশের কারণ লিখিয়া দেন, তাহা হইলে ঐ ত্রুটী সংশোধন হইয়া যায়। এইরূপ আদেশে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালত-স্বরূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই। দৌলত সিংএর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২৭৩ পৃষ্ঠা।

অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার কারণগুলি এরূপ ভাবে লিখিতে হইবে যে হাইকোর্ট তাহা বজায় রাখিবার সমুচিত কারণ আছে বিবেচনা করেন; নচেৎ দোষ সাব্যস্তকরণ অগ্রাহ্য হইবে।—পঞ্জাবসিংএর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৫৭৯ পৃষ্ঠা। [জহরী সিংএর বিষয়ে, উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ২৮ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে বিচারক জ্যাক্সন্ সাহেবের মত দেখ।]

২৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন, দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

এই ধারার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা আইসে, তাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

নজীর।—সেশন জজ মাজিষ্ট্রেট্-লিখিত সাক্ষীর জবানবন্দির মর্ম্ম হইতে নিজের কোন মত স্থির করিতে না পারিয়া, অথচ সাক্ষীগণ সত্যকথা বলে নাই সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দোষ সাব্যস্তকরণ অন্যায় হইয়াছে এরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়া, আপীল ডিস্মিস্ করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি দৃষ্টেও তিনি (সেশন জজ) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতা বা নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন মত স্থির করিতে না পারিলে তাহাকে মুক্তি দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। সুতরাং দোষ সাব্যস্তকরণ অসিদ্ধ। খেরাজ মোল্লার বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ১৩ পৃষ্ঠা, বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ১১শ ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠা। কিন্তু এইরূপ স্থলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে, সেশন জজ মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার রায়ে সাক্ষ্যের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া এবং তদর্থে সাক্ষীদিগকে পুনঃ পরীক্ষা

করিবার আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহা করিয়া দোষ সংশোধন করিতে বলিবেন অথবা পুনর্ব্বিচার করিবার আদেশ দিবেন। করণ সিংএর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১ম ভলুমের ৬৮০ পৃষ্ঠা। পঞ্জাব চিফ্‌কোর্ট্ শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী।

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৫ ধারা। ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায়, ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায়, ইংরাজী ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায় (language of the Court) অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় (mother-tongue) সেই রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন, তাঁহাদিগকে এতৎপক্ষে নিযুক্ত সেই আদালতের এক জন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান, তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

"হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

২৬৬ ধারা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাইকোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, "২৭৬ ও ৩০৭ ধারা ছাড়া" * এই অধ্যায়ে 'হাইকোর্ট' শব্দে সেই সকল হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ্‌কোর্ট "এবং রাঙ্গুনের রিকার্ডরের আদালত" † এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল

* " " এই চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৮ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট।

† " " এই চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ৯৭ ধারামতে সন্নিবিষ্ট।

আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে (by jury) হইবে; এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পেটেণ্টপত্রমতে, যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাইকোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ঐ হাইকোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

সেশনআদালতে জুরি দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচারের কথা।

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরি দ্বারা বা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় (with the aid of assessors) করা যাইবে।

সেশনআদালতে জুরি দ্বারা বিচার হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬৯ ধারা। কোন জেলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরি দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী নহে, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত এককালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে, "জুরি দ্বারা জুরির বিচার্য্য প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে, এবং জুরির বিচার্য্য নহে, এরূপ অপরাধ সেশন আদালত আসেসরস্বরূপ জুরির সহকারিতায় বিচার করিবেন।"*

টীকা।—জেলা চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, পাটনা ও ঢাকা এই সকল স্থানের সেশন আদালত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৮ম, ১১শ, ১৬শ, ও ১৭শ অধ্যায় লিখিত অপরাধ ও তাহার সহায়তা করণের অপরাধ জুরির সাহায্যে বিচার করিবেন। আসাম প্রদেশে সেশন আদালতে সমস্ত বিচার জুরির সাহায্যে হইবে।

নজীর।—আসামীরা ডাকাইতী ও জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সেশন সোপরদ্দ হইল। জুরি উভয় অপরাধেই আসামীদিগকে দোষী মীমাংসা করিলেন। কিন্তু

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৯ ধারামতে সংযোজিত।

সেশন জজ শেষোক্ত অপরাধে জুরির মীমাংসা আসেসরের মতস্বরূপ গ্রাহ্য করিয়া নিজের মত বজায় রাখিলেন এবং ঐ অপরাধে আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র প্রথমোক্ত অপরাধে তাহাদের দোষ সাব্যস্ত করিলেন। হাইকোর্ট বলিলেন যে সেশন জজের অনিয়মিত কার্য্যপ্রণালীবশতঃ জুরির মীমাংসা আসেসরের মতের ন্যায় অকার্য্যকর হইতে পারে না। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ লক্ষণ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৪২ পৃষ্ঠা। [এই মত এই ধারার শেষ অংশ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।] কোন মোকদ্দমার কিয়দংশ জুরির বিচার্য্য; কিয়দংশ আসেসরের বিচার্য্য, এরূপ স্থলে জুরির মীমাংসা জানাইবার পর সেশন জজ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।—ভূতনাথ দের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ৪০৫ পৃষ্ঠা।

'রাজকীয় অভিযোক্তা' দ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭০। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে 'রাজকীয় অভিযোক্তা' অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভকরণেরকথা।

২৭১ ধারা। আদালত বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে; ও আদালতে অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে 'তুমি এই পত্রলিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।'

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে (pleads guilty) সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

নজীর।—বিশেষ অর্থযুক্ত অপরাধের (যথা, জ্ঞানকৃতবধ ইত্যাদি) অভিযোগ হইলে আসামীকে ঐ অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সে অমুককে হত্যা করিয়াছে, এইমাত্র বলিলে এই ধারামতে দোষ স্বীকার করা হয় না। নিতাই লস্কর বঃ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৪১০ পৃষ্ঠা। অভিযোগ-লিখিত অপরাধ বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া হাইকোর্ট দোষ সাব্যস্তকরণ অসিদ্ধ করিয়া নূতন বিচারের আদেশ করিলেন। আয়াভু বঃ কুইন্ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৬১ পৃষ্ঠা।

অভিযোগে লিখিত সকল দফার দোষ স্বীকার না করিলে তাহা দোষস্বীকার বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। গোপাল ধানুকের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৭ম ভলুমের ৯৬ পৃষ্ঠা। আসামীর নিকট অভিযোগ পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা কার্য্যানুষ্ঠানে লেখা থাকা উচিত; আসামীর দোষ স্বীকারও লিপিবদ্ধ করা হইবে।

আসামীকে স্বয়ং অভিযোগ-লিখিত অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে; উকীলের দ্বারা বলাইলে চলিবে না। রূপা গোয়ালার বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ৪২ পৃষ্ঠা।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

২১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে (claims to be tried), আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন, ক্রমশঃ (successively) তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

টীকা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ-স্বীকার না করিলে তাহার বিচার হইবে; মাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করিলেও একেবারে তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা যাইবে না। বাদীর পক্ষে প্রমাণাদি না থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করিতে বলা হয় এবং সে দোষ-স্বীকার না করিলে জজ, তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মত দিবার জন্য জুরি বা আসেসরদিগকে উপদেশ দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ-স্বীকার না করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেশন জজ পরীক্ষা করিবেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে পারিবে বলিয়া ৩৪২ ধারার বিধানমতে তাহার পরীক্ষা হইবে।

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।

২১৩ ধারা। হাইকোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইন-মত প্রমাণ নাই (clearly unsustainable), অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাইকোর্টের এইরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থলবিশেষে, তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

টীকা।—এই ধারা অনুসারে লিখন সম্বন্ধে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালত স্বরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—৪৩৯ ধারা। কিন্তু ইহা মুক্তকরণ বা ভবিষ্যৎ কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করণ স্বরূপ গণ্য হইবে না। ৪০৩ ধারার ব্যাখ্যা।

১৮৮২। ১০ আইন। ২৭৪—২৭৬ধারা

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

কতজন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

২৭৪ ধারা। হাইকোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে, সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জেলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জেলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষমসংখ্যক (uneven number) ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে (if he so desires) জুরির অধিকাংশই ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে।

গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায়, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে গুলিবাঁট করিয়া (by lot) তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে :—

উপবিধি।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(১) কিন্তু এইক্ষণে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যতদিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় ততদিন সেই রীতি চলিবে;

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই, তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।

(২) জুরিতে যতজন লোকের প্রয়োজন, যাঁহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যতজন না থাকিলে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন, আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে; এবং

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে,

(ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, বা

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের একজন জজ আদেশ করিলে পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ (Special jury list) হইতে জুররদিগকে মনো-

১৮৮২। ১০ আইন। ২৭৭—২৭৮ধারা

নীত করা যাইবে।

২৭৭ ধারা। জুরির এক এক ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে; ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, 'এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।'

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে:

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

কিন্তু হাইকোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায়, তাহা আদালতের হৃদ্বোধজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

আপত্তির কারণের কথা।

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি;

(খ) ব্যক্তিবিশেষের বিষয়ে আপত্তি (some personal ground) যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি;

(গ) তিনি আচারক্রমে (by habit) কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত (religious vows) করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন;

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন;

(ঙ) তিনি পুলীস-সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পুলীস-সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে;

(চ) যে অপরাধহেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে;

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায়, কিম্বা দোভাষী (interpreter) যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না;

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুরেরর কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।

২৭৯ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায়, সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, জুরিকে ডাকিবার সমনমতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন, ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে; ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে; অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

২৮০ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি (Foreman) বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করাইবেন এবং জুরি বা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, সেই সময়মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের একমত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ-বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুরর উপস্থিত থাকিতে

২৮২ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন

১৮৮২। ১০ আইন। ২৮৩—২৮৫ধারা

না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে (from any sufficient cause) ঐ বিচারের তাবৎকাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরির কোন ব্যক্তি, যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষীর দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলেও যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে এবং নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

ঐরূপ প্রত্যেকস্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ (anew) বিচার হইবে।

টীকা।—আদালতের অনুমতি সত্ত্বেও মুলতবী মোকদ্দমা শুনানীর নির্দ্দিষ্ট দিবসে হাজির হইতে ত্রুটী করিলে সেশন জজ সেই জুররের একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিবেন ; অথবা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে দেওয়ানী জেলে পনের দিবস কারাবাসের আদেশ দিবেন।—৩৩২ ধারা দেখ।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। আসামী (পীড়াপ্রযুক্ত) আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

আসেসরগণ যেরূপে মনোনীত হইবে তাহার কথা।

২৮৪ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্মকরণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত হইবে।

টীকা।—আসেসর নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার সেশনজজের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত আপত্তি করা হইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন (৪৫১ ধারা)। আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে নির্ব্বাচিত আসেসরের সাহায্যে অনেকগুলি লোকের বিচার করিতে পারেন (২৭২ ধারা)। [তিনটী বা চারিটী মোকদ্দমার বিচারের পর আসেসরগণ পরিবর্ত্তন করা উচিত—মান্দ্রাজ হাইকোর্টের কার্য্যানুষ্ঠান ; ১৮৬৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি।]

আসেসর উপস্থিত থাকিতে

২৮৫ ধারা। আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে, এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর

না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে অথবা অনুপস্থিত হইলেও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে (to enforce attendance) না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচারকার্য্য চলিবে।

বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

টীকা।—কোন আসেসর সেশন জজের অনুমতি সত্ত্বেও মুলতবী মোকদ্দমার শুনানীর নির্দ্ধারিত দিনে আদালতে হাজির না হইলে তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা উক্ত অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে পনের দিবস কাল দেওয়ানী জেলে কারাবাসের দণ্ড বিধান করা হইবে।—৩৩২ ধারা দেখ।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ-স্বীকার না করিলে পর সেশন জজ দুই জন আসেসর নির্ব্বাচন করিলেন। কিন্তু এক জন পীড়াপ্রযুক্ত অনুপস্থিত হওয়াতে তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক বোধ না করিয়া একজন মাত্র আসেসরের সাহায্যে বিচার করিয়াই সেশন জজ আসামীকে নির্দ্দোষী প্রমাণে অব্যাহতি দিলেন; কিন্তু হাইকোর্ট পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিলেন। এম্প্রেস্ বঃ বাপ্টিনো; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০শ ভলুমের ৫১৪ পৃষ্ঠা। অন্ততঃ একজন আসেসরেরও বিচারকালে আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এরূপ না ঘটিলে পুনর্ব্বিচারের আদেশ হয়। এম্প্রেস বঃ মহম্মদ খাঁ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

৬।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

২৮৬ ধারা। জুরর ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপ-অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা। রাধের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোক্তা (prosecutor) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্যদ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন, সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষার কথা। তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবেন।

নজীর।—সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের (১৮৭২ সালের ১ আইনের) ১৬৬ ধারার বিধানমতে জুরর অথবা আসেসর সেশন জজের অনুমতি অনুসারে কিম্বা তাঁহার দ্বারা আসামীকে প্রশ্ন

১৮৮২। ১০ আইন। ২৮৭—২৮৮ধারা।

করিতে পারেন। ফরিয়াদীর তাহার পক্ষের সমস্ত প্রমাণ হাজির করা আবশ্যক (রাম সাহে লালের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৭০ পৃষ্ঠা)। কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন না থাকিলে তদ্বিষয় সেশনজজকে জানাইয়া তাহাকে জেরা করিবার জন্য অপর পক্ষের নিকট প্রদান করা হইবে। তুল্পীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৯০৪ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট্ সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

নজীর।—সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা সেশন আদালতে বিচারের সময় সাক্ষ্যস্বরূপ প্রদান করা অভিযোক্তার ইচ্ছাধীন নহে; তাহা প্রদান না করিলেও সেশন জজ তাহা তলব করাইয়া উক্তরূপে প্রদান করিতে বলিবেন। সেখ মেহের চাঁদের বিষয়ে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৩শ ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ-স্বীকারের বিষয় সেশন জজ তাহার সম্মুখে পুনরায় পাঠ করিতে অথবা তাহা দোষ-স্বীকার বলিয়া গ্রাহ্য করিবার আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য নহেন। মিশ্র সেখ; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ৯ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার আসামীর স্বেচ্ছানুসারে কৃত ও প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হইলে সেশন আদালত আসামীর অস্বীকার সত্ত্বেও তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে পারেন। [শ্রীমতী মঙ্গলার বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮১ পৃষ্ঠা।] আসামীর অপরাধ স্বীকার অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপোষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। [রণজিৎ সাঁওতালের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৭০ পৃষ্ঠা।] কিন্তু যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীর অপরাধ স্বীকারমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণ নাই এবং তাহাও অবশেষে আসামী অস্বীকার করিয়াছিল; অধিকন্তু অনুসন্ধানকালে পুলীসের অসদ্ব্যবহার প্রমাণীকৃত হইয়াছিল, সেস্থলে অপর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপোষিত না হইলে দোষ সাব্যস্তকরণ যুক্তিসঙ্গত নহে। সফরুদ্দীন্দিগরের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ১৩২ পৃষ্ঠা।

প্রথমস্থলীয় তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা।—যে সাক্ষীকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায়, সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল, তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারী (presiding) জজের বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

টীকা।—'(সেশন আদালতের) আধিপত্যকারী জজের বিবেচনামতে'—মাজিষ্ট্রেটের

সম্মুখে সাক্ষী যে বর্ণনা করিয়াছে, সেশন আদালতে তাহা অস্বীকার করিলে বা তাহার অন্তর বা অনৈক্য কোন বর্ণনা করিলে সেশন জজ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে তাহার কোন্ বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসের যোগ্য। প্রথমোক্ত বর্ণনা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার যথোচিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ যেস্থলে আসামীর পক্ষে কোন প্রতিবাদ হয় না, সেস্থলে বাদীর সাক্ষীকে তাহার দুই জবানবন্দীর অনৈক্যতা দেখাইয়া কৈফিয়ৎ তলব করিবেন। কলিকাতা হাইকোর্ট, [উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৪৯ পৃষ্ঠার নজীরে আমামুল্লার বিষয়ে প্রধানতম বিচারপতি ফিয়ার ও বিচারক মরিস] এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। [বম্বে হাইকোর্টের বিচারক ওয়েষ্ট, বম্বে, ১১শ ভলুমের ২৮১ পৃষ্ঠার নজীরে অর্জ্জুন মেঘার বিষয়ে এবং মান্দ্রাজ হাইকোর্ট ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ১২৩ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে ভার্ম্মাপার বিষয়ে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৮৬২ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে ডান্ সাহের বিষয়ে উক্তমত প্রকাশ করিয়াছেন।]

নজীর।—এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত সাক্ষীর এজাহার প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার জন্য যে সকল বর্ণনা তন্মধ্যে লেখা আবশ্যক, মাজিষ্ট্রেট্ তাহা না লিখিলে, অথবা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা রীতিমত লেখা হইলেও সাক্ষী সেশন আদালতে তাহা অস্বীকার করিলে, অপর মুখ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৮০ ধারামতে তাহা প্রমাণ মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। নস্থরুদ্দীনের বিষয়ে ; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৫ পৃষ্ঠা।

অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৮৯ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা, ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা, সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

সে যদি না বলে, তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় (finding) লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাই-

১৮৮২। ১০ আইন। ২৯০ ধারা।

বার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার-ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

টীকা।—মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বাদীর পক্ষে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, বা যে সকল সাক্ষীকে আহ্বান করা হইয়াছিল কিন্তু আবশ্যক বিবেচনা না করায় যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাদিগকে আসামীর পক্ষ হইতে কূট পরীক্ষার নিমিত্ত সমর্পণ করা হইবে। [গিরীশচন্দ্র তালুকদারের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের ৬১৪ পৃষ্ঠা।] কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ২৪৫ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এম্প্রেস্ বঃ কালীপ্রসন্ন দাসের বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশিত হয় যে বাদী কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে বা কূট পরীক্ষার জন্য সমর্পণ করিতে বাধ্য নহে; কেবলমাত্র সাক্ষীগণকে আদালতে হাজির রাখা হইবে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে জেরা করিতে পারিবে।

বাদীর পক্ষীয় সাক্ষীর কূট পরীক্ষায় যে সকল কথা বলা হয়, তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাপক্ষে বলিয়া বাদী তাহার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম নহে। গিরিশচন্দ্র বানজির বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০২৪ পৃষ্ঠা। [কালীপ্রসন্ন দাসের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ২৪৫ পৃষ্ঠা এবং ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ ভলুমের ৯৩০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এম্প্রেস্ বঃ সলোমনের বিষয়ে এইমত অনুসরণ করা হইয়াছে; কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১১শ ভলুমের ৩৩৯ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এম্প্রেস্ বঃ ভেন্-কাঠাপাটীর বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশিত আছে।]

২৯০ ধারা। প্রতিবাদের কথা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয়, তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা (opens his case) করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা (re-examination) করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা লিখিয়া লওয়া

হইবে। কিরূপ ভাবের প্রতিবাদ করা হইল তাহা লেখা না থাকিলে নথী সম্পূর্ণ হয়ন।। গোপাল হাজমের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ১৬ পৃষ্ঠা।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষীর নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষীদের যে নামনির্ঘণ্ট (list) দেওয়া যায়, সেই নির্ঘণ্টপত্রে যে সাক্ষীদের নাম লেখা থাকে, ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেই সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

নজীর।—আসামীর পক্ষে কোন সাক্ষীকে সমন করিবার পর সে অনুপস্থিত থাকিলে যদি সে আবশ্যকীয় সাক্ষী হয় তাহা হইলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া মোকদ্দমা বিচার করা হইবে না। সেশন জজ বিচার স্থগিত রাখিতে বাধ্য।—ঈশানচন্দ্র দত্তের বিষয়ে; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের পরিশিষ্ট। [রাজনারায়ণ মাইতির বিষয়ে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৮শ ভলুমের ২০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীর দেখ।]

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ, ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

জুরি কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্ট করা বিহিত, আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে; ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাহাদিগকে

১৮৮২। ১০ আইন। ২৯৪—২৯৭ধারা

তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

নজীর।—যে স্থলে বিচার্য্য অপরাধ করা হইয়াছে, সেই স্থান পরিদর্শন করা সেশন জজ আবশ্যকীয় বিবেচনা করিলে তিনি উভয় পক্ষকে নোটীস দিবেন এবং আসেসরগণের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইবেন। আসেসরগণ তাঁহাদের মত প্রকাশ করিলে পর উক্তরূপ কার্য্যকরা সেশন জজের অকর্ত্তব্য। বেহারী নারায়ণ সিংএর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৪৩ পৃষ্ঠা।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচারকার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৮ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই এই :—

১৮৮২। ১০ আইন। ২৯৮ ধারা।

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক (relevent) কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন; ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন; এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনা-মতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন;

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায়, তাহার অর্থ (meaning) ও ভাব (construction) নির্ণয় করিবেন;

(গ) বিষয়-বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্ত-ঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য, তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন, সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই উভয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য (Secondary evidence) দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে কি না, ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

টীকা।—যে সকল বৃত্তান্তের প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে আবশ্যকীয় প্রমাণগুলির মর্ম্ম এবং উভয় পক্ষ যে সকল বিষয় স্বীকার করে তাহা জুরিকে সেশন জজ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবেন। যে অপরাধে আসামী অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। এবং পক্ষপাতশূন্যভাবে ঐ সকল বিষয়ে স্বীয়মত প্রকাশ করিয়া তিনি জুরিকে মত জিজ্ঞাসা

১৮৮২। ১০ আইন। ২৯৯ ধারা।

করিবেন। জুরিকে সেশন জজের স্বীয়মত সমর্থন করাইতে চেষ্টা করা অনুচিত। [বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের পরিশিষ্ট ৩৬ পৃষ্ঠা; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৯শ ভলুমের ৪১ পৃষ্ঠায় রাজকুমার বসুর বিষয়ে বিচারক ফিয়ার সাহেবের মত দেখ।] উইক্‌লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৪১ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে নিমচাঁদ মুখার্জির বিষয়ে বিচারক মার্কবি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নজীর।—অপরাধের সহায়তাকারীর (accomplice) সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে অপর প্রমাণের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; এই বিষয় সেশন জজ জুরিকে বলিয়া দিবেন। [এম্প্রেস্ বঃ ওহারা; ইণ্ডিয়ান্‌ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৬৪২ পৃষ্ঠা।] সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১১৪ ধারার (খ) উদাহরণ দেখ। ইহাতে ক্রটী হইলে তাহা অন্যায্য উপদেশ (misdirection) বলিয়া গণ্য হইবে। আরুমুগার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ১৯৬ পৃষ্ঠা।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ২৯৯ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই এই :—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত, তাহা করিবেন;

(খ) (আইনের কথা ছাড়া) পারিভাষিক কথা (technical terms), ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব (unusual sense) ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা, কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন;

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা (questions of fact) বলিয়া ব্যক্ত হয়, সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন;

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন-অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়; বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ (distinction) থাকে, জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাবদৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিতে হইবে এই সকল কথা জুরিকে জ্ঞাত করা (explain) জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ, ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন, তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না; কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে (with reasonable skill) কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে (with due intelligence) করা গিয়াছে কি না।

এই এই প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরর ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে, কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে (hold any communication with) পারিবে না।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা (verdict) বিবেচনা করিলে পর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির (of a majority) মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০২ ধারা। জুরি ঐক্যবাক্য (unanimous) না হইলে, জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার (retire) আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও, তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

টীকা।—জুরি ঐক্যবাক্য হইলে তাঁহাদের মীমাংসা গ্রাহ্য করিতেই হইবে। ঐক্যবাক্য না হইলেই তাহাদের আরও বিবেচনা করিবার জন্য বিরলে যাইবার আদেশ করা হইবে।

নজীর।—জুরি অভিযোগের প্রথম দফার অপরাধে আসামীকে নির্দ্দোষী ও দ্বিতীয় দফার অপরাধে দোষী বলিয়া মীমাংসা করিলেন। সেশনজজ তাঁহাদের মীমাংসা আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত (for further consideration) আদেশ দিলেন। সেবার জুরি প্রথম দফায়ও অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে জুরি প্রথমে যে মীমাংসা জানাইয়াছিলেন তদনুসারে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়াই সেশনজজের কর্ত্তব্য ছিল। জয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিষয়ে, উইক্লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ২২ পৃষ্ঠা।

জুরি ঐক্যবাক্য না হইলেও সেশনজজ তাহাদের মীমাংসা গ্রাহ্য করিবেন অথবা আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিবেন। হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে;

১৮৮২। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১৪০ পৃষ্ঠা।

১০ আইন।
৩০ ৩০৫ধারা

৩০৩ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে যে অভি-যোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয়, জুরি সেই সেই অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন; ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে যে প্রশ্ন করা আবশ্যক, জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

সেই সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

নজীর।—জুরির মীমাংসার হেতু সম্বন্ধে সেশনজজের কোন প্রশ্ন করা উচিত হয় নাই, হাইকোর্ট এইরূপ মত প্রকাশ করেন। [মিয়াজন সেখের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৫০ পৃষ্ঠা।] কিন্তু উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৭৩ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে উদয় চাণ্ডের বিষয়ে এবং উইক্লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ১ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে ষষ্ঠীরাম মণ্ডলের বিষয়ে হাইকোর্ট এইমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে জুরির মীমাংসা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে প্রশ্নকরা ও কি কারণে তাঁহারা ঐরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া সেশনজজের কর্ত্তব্য। কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ২৭৫ পৃষ্ঠাস্থিত মাখন কুমারের বিষয়ে বিচারপতি মার্কবি প্রথমোক্ত মত ও বিচারপতি প্রিন্সেপ ষষ্ঠীরাম মণ্ডলের নজীরে প্রকাশিত মত অনু-মোদন করিয়াছেন। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৫শ ভলুমের ৪৫২ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ দাদা আনার বিষয়ে বম্বে হাইকোর্টের শেষোক্ত মত প্রকাশিত আছে।]

যে স্থলে জুরি "দোষী নহে (not guilty)" এইরূপ মীমাংসা জানান, সেস্থলে সেশনজজ তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। ধনু কাজীর বিষয়ে; ইণ্ডি-য়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৯ম ভলুমের ৫৩ পৃষ্ঠা।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরী ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপ-নাদের মত-সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহা-দের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

১৮৮২।
১০ আইন।
৩০৬—৩০৭ ধারা।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা স্বদ্বোধমতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে, তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় (discharge) করিয়া দিবেন।

অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে, জজ সাহেব যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, ততকাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

৩০৬ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয়, জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করা যায়, তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৭ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয়, যে ন্যায় বিচারের পক্ষে তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপনমতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন, যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয়, তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট, আপীল হইলে, যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে

১৮৮২। ১ আইন। ৩০৭ ধারা।

পারিবেন; কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—জুরি আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মীমাংসা জানাইলে, কেবলমাত্র আইনঘটিত বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঃ পরমেশ্বর মল্লিক; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০২৯ পৃষ্ঠা।

জুরির মীমাংসা প্রমাণ-পরিপোষিত নহে বিবেচনা করিলে সেশন জজ হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিবেন। [গুরুভাড়ুর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ৩৪৩ পৃষ্ঠা।] কিন্তু সেশন জজের মতের সহিত জুরির মীমাংসা সম্পূর্ণ অনৈক্য হওয়া আবশ্যক, কেবলমাত্র সামান্য বিষয়ে অনৈক্যতা প্রকাশ করিয়া মোকদ্দমা হাইকোর্টের নিকট প্রেরণ করা উচিত নহে। [ভবানী বিন্ পাণ্ডুজি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ২য় ভলুমের ৫২৫ পৃষ্ঠা।] জুরি আসামীকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে সেশনজজ যদি তাহাতে অন্যমত হন এবং হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমা প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ মতের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। হরি মজুর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ২য় ভলুমের ৫২৬ পৃষ্ঠার নোটস্।

জুরি একবাক্য হইলে যদি সেশনজজ তাঁহাদের সহিত ভিন্নমত হন, তাহা হইলেও জুরির মীমাংসা অন্যায় ও অসংলগ্ন বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান না হইলে হাইকোর্ট তাহা নামঞ্জুর করিবেন না। [হরু মাঝির বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৪ পৃষ্ঠা।] [রামচরণ ঘোষের বিষয়ে, উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৩৩ পৃষ্ঠার এবং শ্যাম বাগ্দির বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৭৪ পৃষ্ঠার নজীর দেখ।] কিন্তু যে স্থলে জুরির মীমাংসা স্পষ্টতঃ অন্যায় ও যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৫শ ভলুমের ৪৫২ পৃষ্ঠা, দাদা আনার বিষয়ে] অথবা যে স্থলে সেশনজজের জুরির প্রতি উপদেশ রীতিমত হয় নাই সুতরাং জুরির মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, সে স্থলেও [খাণ্ডিরাও বাজিরাওর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১ম ভলুমের ১০ পৃষ্ঠা] হাইকোর্ট জুরির মত নামঞ্জুর করিয়াছেন। প্রমাণ দেখিয়া আবশ্যক বিবেচনা করায় হাইকোর্ট সেশনজজের ও একজন মাত্র জুররের মত গ্রাহ্য করিয়া অধিকাংশের মত অগ্রাহ্য করিলেন। তিলকধারীর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ১ পৃষ্ঠা।

স্পষ্টতঃ ও প্রকাশ্যভাবে অন্যায় না হইলে হাইকোর্ট জুরির মত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবেন না। [উজীর মণ্ডলের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২৬শ ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।] কিন্তু কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ২৭৫ পৃষ্ঠায় মাখম কুমারের বিষয়ে হাইকোর্ট এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে হাইকোর্ট প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ বিবেচনা করি-

বেন সেইরূপ কার্য্য করিবেন; তৎসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হইতে পারে না।] ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ২৬৯ পৃষ্ঠার এম্প্রেস্ বঃ এটোয়ারি সাহুর বিষয়ে ও এইমত প্রকাশিত হইয়াছে।]

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষ হাজির-জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

আসেসরদের মত দিবার কথা।

৩০৯ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পরও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া (Sum up the evidence) প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে (orally) আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

নিষ্পত্তির কথা।

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন। কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

টীকা।—সেশন জজ তাঁহার রায়ের প্রথমাংশে প্রত্যেক আসেসরের মত লিখিবেন। হাইকোর্টের মত এই যে এরূপ স্থলে কেবলমাত্র মত লিখিলেই চলিবে না; সংক্ষিপ্ত ভাবে আসেসরের মতের হেতুগুলিও লিখিতে হইবে। কলিকাতা হাইকোর্ট সারকিউলার ১৮৬৫ সালের ২৩শে জুন। বিশেষতঃ যখন আসেসরদের মতের সহিত সেশনজজের মতের অনৈক্য হইবে তখন হেতুগুলি লেখা আবশ্যক। মসম্মৎ মিনা নগরভাটীন্; উইক্লি রিপোর্টার, ৩য় ভলুমের ৬ পৃষ্ঠা এবং বক্স আড়তের বিষয়ে উক্ত ভলুমের ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

দোষ সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে সেশনজজ আসেসরের মত গ্রহণ করিয়া লিখিয়া রাখিবেন। এ বিষয়ে ক্রটী হইলে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান বাতিল ও নামঞ্জুর হইতে পারে। ভগবান্ জালেন

১৮৮২।
১০ আইন।
৩১০ ধারা।

বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার; ১৫শ ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৫ম ভলুমের ৪১৪ পৃষ্ঠাস্থিত মুন্না লালের বিষয়ে নজীর দেখ।]

ঋ।—পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক বিধি।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩১০ ধারা। জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে, যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে :—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয়, ততদিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না :

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না, ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা স্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত ও আসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন; এবং এরূপ স্থলে (জুরিদ্বারা বিচার হইলে) জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

"(ঘ) যদি পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের কথা সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইনানুসারে প্রাসঙ্গিক কথা হয় তাহা হইলে এই ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী অপরাধের বিচারে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।" *

* " " এই চিহ্নিত অংশটী ১৮৯১ সালের ৩ আইনের ৯ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট।

১৮৮২।
১০ আইন।
৩১১—৩১৩ধারা

'র।—সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎকৃত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের প্রমাণ সর্ব্বত্র দেওয়া যাইতে পারিবে। কুইন্‌-এম্প্রেস্‌ বঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস; ইণ্ডিয়ান্‌ ল রিপোর্টস্‌, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৭২১ পৃষ্ঠা। [কিন্তু উক্ত ৫৪ ধারা সংশোধিত হইয়া এক্ষণে এরূপ বিধান করা হইয়াছে যে উক্ত প্রমাণ কেবলমাত্র দণ্ডবিধি আইনের ১২ ও ১৭ অধ্যায়ের অপরাধ পক্ষে গ্রাহ্য হইতে পারে।]

জুরি বা আসেসরগণের সহকারিতায় বিচার হইলে নথীতে প্রকাশ থাকা উচিত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকৃত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। কৃষ্ণবেহারী দাস বঃ কুইন্‌ এম্প্রেস্‌; কলিকাতা ল রিপোর্টস্‌, ১২শ ভলুমের ৫৫৫ পৃষ্ঠা।

ঞ।—হাইকোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

জুরির বহীর কথা।

৩১১ ধারা। প্রত্যেক রাজধানী নগরে এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরির বহীতে নানা ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ্দ থাকে, তাহা এই অধ্যায়মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির মুক্ত থাকার কথা।

সেই বহীতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত (privileged) বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, সেই বৎসরে তাঁহাদিগকে এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে "চারি শতের" * অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

৩১৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ্‌ দি ক্রৌন্‌ প্রতিবৎসর এপ্রেল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ, ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

---

* " " এই চিহ্নিত অংশটী ১৮৭৭ সালের ৫ আইনের দ্বারা সংশোধিত।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩১৪—৩১৫ধারা।

* শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার (character) ও বিদ্যাবত্তা (education) লক্ষ্য করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্ব্ব কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাইকোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগী কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ক্লার্ক্ অফ দি ক্রৌন্ পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন, তদ্রূপে ঐ ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও (Review) নাই।

যে কর্ম্মকারক, ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে (preliminary lists) স্বাক্ষর করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিবার পর এপ্রেল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ (revised list) পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, মে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ্য স্থানে (Conspicuous place) লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌয়ান্ন জনকে সমন করা যাইবে।

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া

জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

যে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল, সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন, তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে, তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার (Criminal original jurisdiction) করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া, সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ্দ হইতে যত জন জুররের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

সৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্য ঐ ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন, তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দ-প্রাপ্ত ও সনন্দ-অপ্রাপ্ত কয়েক জন কর্ম্মচারীকে সমন করাইবেন।

যত জন কর্ম্মচারীকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীর সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকিলে, কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

জুরির কোন ব্যক্তি উপ-

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫, ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সম-

স্থিত না হইলে তাহার কথা। নের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করা হইবে, ও জজ সাহেব যতটাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন, তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির ততটাকা দণ্ড হইতে পারিবে; ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন ততদিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

ট।—সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩১৯ ধারা। কোন জেলায় পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জেলায় যে কোন বিচার হয়, তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

(ক) জেলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিভিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা;

(খ) জজেরা;

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশনর ও কালেক্টর সাহেবেরা;

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা;

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্মপ্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তাঁহারা;

(চ) যাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরোহিত্য কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা;

(ছ) সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি; কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন;

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন, তাঁহারা;

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা;

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের (Code of Civil Procedure) ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাঁহারা;

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরর বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন, তাঁহারা।

জুরির ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২১ ধারা। জুরর বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জেলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সফলরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণাবলীক্রমে (in alphabetical order) তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম, বাসস্থান, ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন, তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি (copies) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে ও জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ও ডিষ্ট্রীক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যে যে নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন, তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন, ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন, ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি

আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন; ও কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিতপত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বৎসর বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

৩২৫ ধারা। তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

জুরর ও আসেসরদিগকে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা।

৩২৬ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশন কালে জুরির দ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে, সেই বিচারকালে সেশন জজ সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন, অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন; ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রযোজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র-লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্ব ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে, ইহা মুক্তদ্বার আদালতে (open court) গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

অন্য জুরর কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা, অথবা অন্য কোন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায়, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারক হন, সেই ব্যক্তির জুরর কি স্থলবিশেষে, আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত (inconvenience to the public) হইতে পারে, যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে ইহা হইলে যে আদালতে কর্ম্ম করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি

৩৩১ ধারা। সেশন আদালতের যে অধি-

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৩২—৩৩৩ধারা

যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

বেশনকালে যাঁহারা জুরর কি আসেসরের কর্ম্ম করেন, আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

৩২৪ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায়, উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে (in the margin) তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে, ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে।

নজীর।—মোকদ্দমা মুলতবী হইয়া দিনান্তর নিরূপণ করা হইলে সেই দিন জুরর বা আসেসরদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যতদিন সেই মোকদ্দমার বিচার চলিবে ততদিন উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহার ত্রুটী হইলে অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। আসেসরের প্রতি অর্থদণ্ডের আদেশ হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। গৌর শর্ম্মাদাসের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা।

ঠ।—হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

আডভোকেট জেনরলের

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে আডভোকেট জেনরল সাহেব মীমাংসা

অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।

জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে, শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে, তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না; তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্তকরণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস সাহেব সময়ে সময়ে যে দিন, ও সুবিধামতে যতকাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেই সেই দিনেও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার জন্য কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

৩৩৫ ধারা। হাইকোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ফোর্ট্ উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য অন্য হাইকোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

কিন্তু সময়ে সময়ে ফোর্ট্ উইলিয়মের হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্য অন্য স্থানের হাইকোর্ট তত্তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আপীল মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই সেই স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্য অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফ্ জষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকে ও ২১৪ ধারামতে হাইকোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোন কোন জেলায় কিম্বা বৎস-

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৩৭ ধারা।

রের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন সময়ে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত (Inquiry) ও বিচার (Trial) সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারা। কেবল সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্ট-রূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে, সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধকরণ কার্য্যে অন্য যতজন মুখ্যভাবে বা সহায়-স্বরূপ লিপ্ত থাকে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে, তবে সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া, যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায়, তাহার পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৩৮ ধারা।

টীকা।—কেবলমাত্র সেশন আদালতে বিচার্য্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে ক্ষমার প্রস্তাব হইতে পারে। সুতরাং যে সকল শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁহারাই ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারেন, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট, মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অপর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। শেষোক্ত স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি নথীর সহিত রাখা আবশ্যক।

এই ধারা অনুসারে আইনমতে ক্ষমার প্রস্তাব করিলে যদি আসামী তাহা গ্রহণ করে, তাহা হইলেই তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য, নচেৎ মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। হনুমন্তের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে ১ম ভলুমের ৬১০ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, এলাহাবাদ, ২য় ভলুমের ২৬০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে আসগর আলির বিষয়ে দেখ।] কিন্তু ৩৩৭ ধারার শেষ প্রকরণ দ্বারা উক্ত রীতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে।

অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হইলে মাজিষ্ট্রেট যদি প্রমাণাভাবে তাহাকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে সে অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষী হইতে পারে। [বেহারীলাল বসুর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৭ম ভলুমের ৪৪ পৃষ্ঠা।] আসামীর বিরুদ্ধে তাহার সহায়তাকারীর সাক্ষ্যও প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং উক্ত সাক্ষ্য অপর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপোষিত হয় নাই, কেবলমাত্র এই কারণে দোষ সাব্যস্তকরণ আইন-অসঙ্গত নহে। (সাক্ষ্য-বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩০ ধারা দেখ।) কিন্তু আদালত এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে প্রধান বিষয়ে (material point) প্রতিপোষিত না হইলে সহায়তাকারীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। (উক্ত আইনের ১১৪ ধারার (খ) উদাহরণ।) যে স্থলে এরূপ প্রমাণ থাকে, সে স্থলে সেশন জজ জুরিকে এইরূপ ভাবে উপদেশ দিবেন যে প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রতিপোষিত না হওয়ায় সহায়তাকারীর সাক্ষ্য আসামীর বিরুদ্ধে গ্রাহ্য হইবে না। এম্প্রেস্ বঃ ওহারার বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ ভলুমের ৬৪২ পৃষ্ঠা। [পেষ্টন্‌জি ডিনশা; বম্বে, ১০ম ভলুমের ৭৫ পৃষ্ঠা।]

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপে কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক (directly or indirectly concerned in) কি সমজ্ঞান থাকা (privy to) অনুমান হয়, যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার-কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর, কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে, ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদান করিলে যে সময় পর্য্যন্ত মূল

অপরাধের বিচার শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্ষমার নিয়মভঙ্গ অপরাধে বা মূল অপরাধের সম্পর্কীয় কোন অপরাধ হেতু তাহার বিচার হইতে পারিবে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বং শূদ্র; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৩৩৯ ধারা। ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যকীয় কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম-অনুযায়ী কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল, তাহা তাহার বিপক্ষে প্রমাণমধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করা হইলে তাহার সহিত অপর অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিবার পর যদি সেই ক্ষমাপ্রস্তাব রহিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার বিচার স্বতন্ত্র ও পরে হইবে। কুইন্-এম্প্রেস্ বং মুলুয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ৫০২ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা (insane) না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান যাইবে। হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি মূক (dumb) ও বধির (deaf) বলিয়া হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে বস্তুতঃ তাহার প্রতি সংশোধনার্থ দণ্ডবিধান হইতে পারে না। নফরচাঁদ কাস্তির বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৩৫ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪২ ধারা।

আসামীদিগের মধ্যে একজন মূক ও বধির ছিল বলিয়া হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন, যে প্রমাণের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের উপর এরূপ আদেশ হয় যে তিনি পুনর্ব্বার ঐ ব্যক্তিকে তাহার অপরাধ নির্ণয় কোন উপায়ে বুঝাইয়া দেওয়াইবেন। বোকা হাড়ির বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৭২ পৃষ্ঠা।

৩৪২ ধারা। সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায়, সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লওনের কার্য্য চলনের কোন সময়ে আদালত সময়ে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন, করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ (generally) জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ হইবে না; কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত, ও জুরি থাকিলে জুরি, তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে, তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্য্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে।

নজীর।—আপীলাণ্টকে কোন দরখাস্তে শপথপূর্ব্বক সত্যপাঠ লিখিবার (to verify a petition on oath) আবশ্যক নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তির এতৎসম্বন্ধে যে সকল ক্ষমতা আছে, আপীলাণ্টও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং আপীলের দরখাস্তে মিথ্যা বর্ণনা থাকিলেও তাহাকে দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে না। সুবায়া বঃ কুইন্-এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৪৫১ পৃষ্ঠা।

আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কিন্তু ফরিয়াদী পাবে না। কমণ্ডুর বিষয়ে;

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪৩ ধারা।

ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৪৫১ পৃষ্ঠা। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর ৩৬৪ ধারামতে লিখিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু হাইকোর্ট বা পঞ্জাব চীফ্‌কোর্ট তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র নিয়মানুসারে কার্য্য করেন। সরাসরী বিচারেও বিভিন্ন বিধান আছে। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯৬ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে হোসেন বক্সের বিষয় দেখ।]

পুলীস-তদন্তের সময় অথবা মোকদ্দমা বিচারের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে কোন বর্ণনা বা দোষ-স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা ১৬৪ ধারামতে লিখিয়া লইতে পারেন। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে এবং প্রমাণাদি গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মাজিষ্ট্রেটের অধিকার বহির্ভূত। হথর্ণের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮৬৪ সালের (১৩ নং) হাইকোর্টের সারকিউলারে এইরূপ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ দেখিবেন যে আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহভাবে তাহার দোষ সাব্যস্ত করিবার যোগ্য, সেই স্থলেই তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিলে আসামীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সেশন সোপরদ্দ করিবার পূর্ব্বে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার প্রমাণাভাবেও যে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট্ প্রশ্ন করিতে বাধ্য এরূপ নহে। [কৃষ্ণ ধোবার বিষয়ে উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ১৬ পৃষ্ঠায় হাইকোর্ট এই সারকিউলার অনুমোদন করিয়াছেন।] আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি গ্রহণ করিবার পর মাজিষ্ট্রেট্ বিবেচনা করিলেই আসামীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন; যে স্থলে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস হইবে যে গৃহীত প্রমাণে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত হয় না, সে স্থলে তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনভিপ্রেত। [শ্যামাশঙ্কর বিশ্বাসের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার ১০ম ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।] ফরিয়াদীর পক্ষের প্রমাণ দোষাবহ বা অসম্পূর্ণ থাকিলে তাহা সংশোধন বা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিচারের সময় আসামীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে না। [বীরভদ্র গড়ের বিষয়ে; মান্দ্রাজ, ১ম ভলুমের ১৯৯ পৃষ্ঠা।] [ডায়েজের বিষয়ে; বম্বে, ৩য় ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠা; ক্রাউন্ কেসেস্। এবং কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় চিনীবাস ঘোষের বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।] কারণ, আইনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার প্রমুখাৎ দোষ স্বীকার করাইয়া লওয়া হয়। হোসেন বক্সের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৯৬ পৃষ্ঠা; উক্ত রিপোর্টস্ এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ২৫৩ পৃষ্ঠায় ইয়াকুব খানের বিষয়ক নজীরও দেখ।

'অভিযুক্ত ব্যক্তি'—যে ব্যক্তির প্রতি মাজিষ্ট্রেট্ বা অপর আদালত বিচারাধিপত্য করেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ মোনাপুনার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; বম্বে, ১৬শ ভলুমের ৬৬১ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিবার ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা উচিত। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ হরগোবিন্দ সিং, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ২৪২ পৃষ্ঠা।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪৪ ধারা।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা। স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থান (absence) প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা। হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

অন্য কারণে কোন তদন্তে কি বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়ে সময়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মে যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকালের নিমিত্ত সেই সেই কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ওয়ারণ্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে (in custody) থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে (remand) পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে. ও আধিপত্যকারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করি-

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

বার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরও প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তি সঙ্গত কারণ হয়।

নজীর।—আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি লেখা না হইলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না। জহরুদ্দীন হোসেনের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের, ৮ পৃষ্ঠা। দীর্ঘকাল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেলে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটকে দেখিতে হইবে যে ফরিয়াদীর পক্ষে প্রদত্ত প্রমাণের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের অপরাধ প্রমাণীকৃত হইয়াছে কি না, কিম্বা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার বিশেষ হেতু আছে কি না। মহেশচন্দ্র বানর্জির বিষয়ে, বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের প্রথম পরিশিষ্ট। [আবদুল কাদিরের বিষয়ে, বেঙ্গল ল রিপোর্টস্ ১১শ ভলুমের ৭ম পরিশিষ্ট দেখ।]

১৮৮২।

১০ আইন। ৩৪৫ ধারা।

*অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে অভিযোগ সম্বন্ধে রীতিমত তদন্তের আবশ্যক নাই। পুলীসের একজন কার্য্যকারক অপরাধকরণ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রাপ্তির বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু ফিরাইয়া দিবার পর উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। পন্নুসামী চেটীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠা।

উইক্লি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ৫৫ পৃষ্ঠায় মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে হাইকোর্ট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে এই ধারায় উল্লিখিত মোকদ্দমার বিচার (যথেষ্ট কারণ থাকুক বা না থাকুক,) মাজিষ্ট্রেট্ স্থগিত করিতে পারেন না।

অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কএক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবে।
ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্য কোন কথা প্রকাশ করা	২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্তবল প্রকাশ করণ	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায়, সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান করিয়া অপকার করণ ...	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে, সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ ...	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গ করণ	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া বা হরণ করা বা আটক করিয়া রাখা	৪৯৮	

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪৫ ধারা।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবে।
অপবাদ করণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান পূর্ব্বক অপমান করণ...	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান, কিম্বা যাহাতে প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপে রফাযোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালক (minor) বা জড় ((idiot) বা উন্মাদগ্রস্ত (lunatic) হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন, তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই, তাহার রফা হইতে পারিবে না।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪৬—৩৪৭ধারা

নজীর।—অপরাধ রফা করা যাইতে পারিলে (compoundable) মাজিষ্ট্রেট্ তৎ সম্পর্কীয় মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। [রাম-গোপালের বিষয়ে; ১৮৮৬ সালের উইক্‌লি নোট্‌স্; ১৬৭ পৃষ্ঠা।] উক্ত স্থলে যদি তিনি মোকদ্দমা বিচার করিতে থাকেন তাহা হইলে তাহা আইনসঙ্গত হইবে না। করিম বিষয়ে; ১৮৮৪ সালের উইক্‌লি নোট্‌স্, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে অপরাধ করিলে তাহা রফা করা যাইতে পারে না। এবং মূল অপরাধের রফা হইয়াছে বলিয়া তাহা উক্ত অভিযোগের প্রত্যুত্তর স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এম্প্রেস্ বঃ আতর আলী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৭৯ পৃষ্ঠা।

মোকদ্দমা মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৪৬ ধারা। রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধ হয় যে উক্ত জেলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন, তাঁহার নিকটে কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায়, তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট্ এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৩৪৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমন জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

টীকা।—দণ্ডের আদেশ স্বাক্ষর করিবার পর হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালত তাহা পরিবর্ত্তন বা পুনর্ব্বিবেচনা (review) করিতে পারিবেন না।—(৩৬৯ ধারা) কিন্তু ৩৯৫ ধারার বিধানমতে আদেশ লিখিতে কোন লিখনের ভুল (clerical error) থাকিলে অথবা কশাঘাতদণ্ডবিধানে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে তাহা সংশোধন করিতে পারেন।

নজীর।—যে স্থলে আসামী পীড়া জন্মাইয়া কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিয়াছে, সেস্থলে মাজিষ্ট্রেট্ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে তাহাকে গুরুতর পীড়া দেওন অপরাধে তিনি স্বয়ং দণ্ডবিধান করিবেন অথবা তদপেক্ষা গুরুতর (জ্ঞানকৃত বধ বা অপরাধযুক্ত নরহত্যা) অপরাধে সেশন সোপরদ্দ করিবেন। গোপীনাথ সাহার বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ১৪১ পৃষ্ঠা। [পরমানন্দের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে নিয়ত (habitual) অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে, হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে; কিম্বা কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বে মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

নজীর।—এই আইনের ২২১ ধারামতে আসামীর পূর্ব্বকৃত অপরাধ নির্ণয় অভিযোগ পত্রে লেখা না হইলে দণ্ডবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। রাজকুমার বসুর বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৯শ ভলুমের ৪১ পৃষ্ঠা। [উইক্লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ৪০ পৃষ্ঠায় ঈশানচন্দ্র দের বিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ সেশন জজের উপর পুনর্ব্বিচারের এবং তৎসম্বন্ধে জুরির মত লিখনের আদেশ হয়।]

৩৪৯ ধারা। বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের

মাজিষ্ট্রেট্ উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৪৯ ধারা।

আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জেলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায়, তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আর আর সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ী যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

টীকা।—এই ধারার বিধানমতে কোন মোকদ্দমা এক মাজিষ্ট্রেট্ অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিলে শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট্ তাহা স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৪র্থ ভলুমের ২৩৩ পৃষ্ঠায় বিলায়েদমের বিষয় দেখ।] এমন কি,প্রথমোক্ত মাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে তিনি এইরূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহারই নিকট প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন না। দুলা ফকিরের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২৭৬ পৃষ্ঠা।

'নিষ্পত্তি, দণ্ডাজ্ঞা ও অপর আদেশ'—অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইলে বা তাহাকে নিরপরাধী নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তদনুরূপ আদেশ করিবেন। কিন্তু যে স্থলে ঐ উভয়ের একটী ও ঘটে না, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট অপর আদেশ করিতে পারিবেন; অর্থাৎ যে স্থলে তিনি বিবেচনা করিবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন গুরুতর অপরাধ প্রযুক্ত অথবা অপর কোন বিশেষ কারণবশতঃ তাহার সেশন আদালতে বিচার হওয়া উচিত, সে স্থলে তিনি সেশন-সোপরদ্দ হইবার আদেশ দিবেন। চিন্নীমরীগড়ার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১ম ভলুমের ২৮৯ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৪র্থ ভলুমের ২৪০ পৃষ্ঠায় আবদুল্লার বিষয়ে এবং ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ৩০৫ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে আবদুল ওয়াহেব বঃ চণ্ডীয়ার বিষয়ে এইমত অনুমোদিত ও অনুসৃত হইয়াছে।]

নজীর।—উচ্চতর শ্রেণীস্থ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা এই ধারামতে প্রেরিত হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে বলিয়া

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৫০ ধারা।

নিম্নতর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত আদেশের জন্য প্রত্যর্পণ করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন, এরূপস্থলে উচ্চতর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং সেশন আদালতে সমর্পণের আদেশ করাই উচিত; এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আদেশ রহিত করা হইল।—হাবিয়া তেলাঙ্গার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৯৬ পৃষ্ঠা। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৩৭৭ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে বিরন্নার বিষয়ে] এবং কলিকাতা হাইকোর্ট্ [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৩৫৫ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে চণ্ড গোয়ালার বিষয়ে] বম্বে হাইকোর্টের মত অনুসরণ করেন নাই বটে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের উক্তরূপ কার্য্য দোষাবহ হইয়াছে বলিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

৩৫০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট্ সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট্ আপন পূর্ব্বপদধারীর কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারীর ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; অথবা সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষীদিগকে বা কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে (in any trial) ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল, তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে (materially prejudiced), হাইকোর্টের কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধনির্ণয়করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে যে স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে, সেই সেই স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

নজীর।—প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আপীল সেশন আদালতে বিচার্য্য হইলেও ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারা অনুসারে তাহা রহিত করিয়া দিতে পারেন। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ বম্বে, ৯ম ভলুমের ১০০ পৃষ্ঠায় পীরিয়া গোপালের বিষয়ে মন্তব্য দেখ। [উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঃ দক্ষিণা বেওয়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় (ফুল্‌বেঞ্চ্); পদ্মনাভের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ২য় ভলুমের ১১৯ পৃষ্ঠায় (ফুল্‌বেঞ্চ্); এবং লস্করীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৮৫৩ পৃষ্ঠায় ঐরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে।]

মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পূর্ব্বপদধারীর সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্য করিয়া পুলীসের নিকট পুনরায় তদন্ত করিবার জন্য সেই বিষয় প্রেরণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, ফরিয়াদীর পক্ষে প্রমাণাদি গ্রহণ করিবার পর ও পরওয়ানা দিবার পর মাজিষ্ট্রেট্ তদন্তের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন না। [সদাগোপালচারিয়ারের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ২৮২ পৃষ্ঠা।] একজন মাজিষ্ট্রেট্ প্রমাণাদি গ্রহণ করিবার পর অপর একজন মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া দোষ নির্ণয় করিলেন। হাইকোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। [বাঁশী সিংএর বিষয়ে; ১৮৮৯ সালের উইক্‌লি নোট্‌স্ ১৬১ পৃষ্ঠা।] কিন্তু বিচার কালীন কোন মোকদ্দমা এক জনের নিকট হইতে ৫২৮ ধারামতে অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলে প্রথমাবধি নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হইবে।

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন, প্রমাণক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

অপরাধীরা আদালতে আসিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তিসম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষীদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্ত কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় (open court) জ্ঞান হইবে; তথায় সর্ব্বসাধারণ যতলোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৫৩—৩৫৫ধারা

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোক-দ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮, ২০, ২১, ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে, সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে সমস্ত প্রমাণ গ্রহণ করা হইবে। এই নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করিলে যে দোষ হয়, কূট পরীক্ষার্থ সাক্ষীদিগকে হাজির করিলেও তাহা সংশোধন হয় না। [উইক্লি রিপোর্টার, ১২শ ভলুমের ৩ পৃষ্ঠায় বিশ্বনাথ পালের বিষয়ে, ২২শ ভলুমের ৩৮ পৃষ্ঠায় মোহন বকুরের বিষয়ে, এবং ২৫শ ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠায় আলীমিয়ার বিষয়ে নজীর দেখ।] ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৬০৯ পৃষ্ঠায় এম্প্রেস্ বঃ নন্দরামের বিষয়ে বিচারপতি মামুদ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ৩৫৩ ধারার বিধানানুসারে প্রমাণ গৃহীত না হইলেও যেস্থলে কূট পরীক্ষায় এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে তাহাতে অপরাধ নির্ণয় করা উচিত, সেস্থলে ৫৩৭ ধারামতে ও সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ১৬৭ ধারামতে উক্ত দোষ সংশোধন হইয়া যায়; সুতরাং অপরাধ নির্ণয় রহিত করা আবশ্যক নহে।

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচারকার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

সমনের মোকদ্দমায় এবং

৩৫৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সমন বাহির

১৮৮২। ৫ আইন। ৩৫৬ ধারা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন কোন অপরাধের বিচারকালে নথীর কথা।

হইয়া থাকে (সমনের মোকদ্দমায়) এবং ২৬০ ধারার (থ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় এক এক জন সাক্ষীর পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট্ তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ আপন হাতে (with his own hand) ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি (memorandum) লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং তাহা মোকদ্দমার একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ; ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে (superintendence) লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট্ কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় নথীর কথা।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট্ কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন, সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে, সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা পারিলেন না, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

টীকা।—'সাক্ষী' শব্দে 'ফরিয়াদী'কেও বুঝায়।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন জেলায় কি জেলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারায় উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারকতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে (from his dictation) ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায়, সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারায় উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারায় উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন; কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারায় উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তরভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে (in the form of a narrative) লেখা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন

১৮৮২।

১০ আইন।

৩৬০—৩৬১ধারা

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ বা ৩৬৭ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে, কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে, ঐ সাক্ষ্য সাক্ষীর নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষীর নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে, তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন, লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে, ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে; যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকট ব্যক্ত হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণ (formal proof) স্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

নজীর।—সাক্ষীর জবানবন্দী যেরূপে লিখিত হয়, তাহা দোভাষীর দ্বারা বুঝাইয়া দিতে ক্রটী হইলে তজ্জন্য দোষ সাব্যস্ত করণ রহিত হইতে পারে না।—অক্ষয়কুমারের বিষয়ে, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৭ম ভলুমের ৩৯৩ পৃষ্ঠা। কিন্তু উইক্‌লি রিপোর্টার, ৮ম ভলুমের ৬৩ পৃষ্ঠায় ঈশ্বর রায়তের বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশিত হইয়াছে।

সিভিল সার্জনের সাক্ষ্য ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোভাষীর দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া দোষনির্ণয় অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর

হইতে পারে না। ভুবনমোহন দের বিষয়ে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৫০ পৃষ্ঠা।০

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৬২—৩৬৪ধারা।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপন কথনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ (part of the record) হইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায়, তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

৩৫ ধারামতে একই কালে (on the same occasion) যে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন, সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ (demeanour) করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট্‌ লিখিলেন—সাক্ষীর শারীরিক অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। সেশন জজ সেই বিষয় জুরিকে জ্ঞাত করিতে পারিবেন, কিন্তু স্বয়ং তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। রস্থক উল্লার বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১২শ ভলুমের ৫১ পৃষ্ঠা।

৩৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয়, তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে (in full) লিখিয়া লইতে হইবে, ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, ও সে আপনার কোন

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৬৪ ধারা।

উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সমুদয় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি, ও মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ (full) ও শুদ্ধ (true) বর্ণনা আছে, স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা, তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ না হইলে, তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট্ কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা (annexed to the record) যাইবে। মাজিষ্ট্রেট্ কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায়, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

টীকা।—৩৪২ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে পুলীস কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আনীত হয়, মাজিষ্ট্রেট্ দোষ-স্বীকারের সময় তাহাকে উপস্থিত থাকিতে দিবেন না অথবা কোন প্রশ্নের উল্লেখ করিতে দিবেন না। এরূপ অবস্থায় গৃহীত দোষস্বীকার সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও আদালত তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক বিবেচনা করিবেন না; কারণ মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং উক্ত তদন্তকার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই।— ৮৭৩ সালের ৭ই জুলাই তারিখের হাইকোর্ট সারকিউলার।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে ভাষায় উত্তর দিল, সেই ভাষায় ঐ সকল উত্তর লিখিয়া লওয়া অসুবিধাজনক হওয়ায় তাহা ভাষান্তরে লিখিত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ করিতে না পারিলে ৩৬৪ ধারার বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। ৫৩৩ ধারামতে এই দোষ সংশোধন হইতে পারে কি না, হাইকোর্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থলে দোভাষী নিযুক্ত করা হয়, সেস্থলে দোভাষী যে ভাষায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর আদালতে ব্যক্ত করিবে, সেই ভাষায় উত্তর লেখা হইবে। [তৈম্বিলীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৫ম ভলুমের ৮২৬ পৃষ্ঠা।] নীলমাধব মিত্র বঃ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৫৯৫ পৃষ্ঠা দেখ। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ

ভলুমের ৮৬২ পৃষ্ঠায় জয়নারায়ণ রায় বঃ কুইন্ এম্প্রেস্ বিষয়ে, হাইকোর্ট এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে স্থলে ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে দোষ-স্বীকার লিখিয়া লওয়া হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলেই ৫৩৩ ধারা প্রযোজ্য কিন্তু উক্ত দুই ধারার বিধান লঙ্ঘন হেতু যে দোষ হয়, তাহা ৫৩৩ ধারামতে সংশোধিত হইতে পারে না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৮শ ভলুমের ৫৪৯ পৃষ্ঠায় লালচাঁদ বঃ কুইন্ এম্প্রেস্ বিষয়ে ও ৮ম ভলুমের ৬১৮ পৃষ্ঠায় তিতুমিয়া বঃ কুইনের বিষয়ে হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাহা লিখিত না হইলেও তাহার দোষ স্বীকার (confession) গ্রাহ্য।

প্রশ্নোত্তর লিখিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই অতএব ৫৩৩ ধারামতে প্রমাণাদি গ্রহণ অনাবশ্যক। ফিফু মাতুর বিষয়ে ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৫৩৯ পৃষ্ঠা।

হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ্‌কোর্ট সময়ে সময়ে ইহার সাধারণ বিধি করিতে প্যারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্য-বিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অগৌণে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীল-দিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে কিন্তু বিচার কালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

৩৬৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদা-

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৬৭ ধারা।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

লতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন; ও যে বিষয় কি যে যে বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণ-

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

য়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্গত, কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত, এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে (in the alternative) নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয়. তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দ্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলে ও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবে-চনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই, তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্য-কতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা (heads of the charge) লিখিবেন।

নজীর। এই ধারা অনুসারে দণ্ডাজ্ঞা লিখিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিবার আদেশ করা বা তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া আইনসঙ্গত নহে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ হরগোবিন্দ সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৪শ ভলুমের ২৪২ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে যদি তন্নিমিত্ত অতিরিক্ত দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার তারিখ (একাধিক হইলে প্রত্যেকটীর তারিখ) ও অপরাধ এবং দণ্ডাজ্ঞা লিখিয়া দিতে হইবে।—১৮৯১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের কলিকাতা হাইকোর্ট সারকিউলার।

সেশন জজ আপীল শুনিয়া এই রায় দিলেন যে 'আপীলাণ্ট বলিল, প্রমাণাদি বিশ্বাসমূলক নহে, অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বিপরীত হওয়া উচিত। প্রমাণাদি পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে আপীলাণ্টের মন্তব্য সবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি (সেশন জজ) উক্ত নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ না পাওয়ায় আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন।' হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন যে সেশন জজ ৩৬৭ ও ৪২৪ ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য করেন নাই; অতএব পুনর্ব্বিচার করিতে হইবে। কামরুদ্দীন দাই বঃ সনাতন মণ্ডল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৪৪৯ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০শ ভলুমের ১১০ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে রামদাস মাঝির আবেদন বিষয়ে এই মত অনুসৃত হইল। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৫শ ভলুমের ১১ পৃষ্ঠায় শিভাপ্পা বিন শিড্‌লিঙ্গাপ্পার বিষয়েও এই মত প্রকাশিত আছে।]

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে (hanged by the neck till he is dead) দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।

যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই ব্যক্তিকে কোন্ স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহার নির্দ্দেশ থাকিবে না।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধানমতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন, সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা (review) হইতে পারিবে না।

নজীর।—ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৪২ পৃষ্ঠাস্থিত এফ্, ডব্লিউ গিবন্সের আবেদন সম্বন্ধে ও বম্বে ১০ম ভলুমের ১৭৬ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ সি, পি, ফক্সের বিষয়ে হাইকোর্ট এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ৩৬৯ ধারায় হাইকোর্টের হস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমার রায় পরিবর্ত্তনের বা সংশোধনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৬৭২ পৃষ্ঠায় এম্প্রেস্ বঃ দুর্গাচরণের বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবলমাত্র হাইকোর্টের আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যে কোন আইনবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে ৪০৪ ধারার বিধান প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা এই ধারা অনুসারে হাইকোর্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন :—

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৭১ ধারা।

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর;

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায়, সেই তারিখ;

(গ) বাদী (complainant) থাকিলে তাহার নাম;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান;

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় (proved) তাহা;

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা;

(ছ) শেষ আজ্ঞা (final order);

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ; ও

(ঝ) মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা (brief statement)।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট্ সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যের যে মর্ম্ম লিখিয়াছিলেন তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধান করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং মাজিষ্ট্রেট্ ৩৭০ ধারার (ঝ) প্রকরণমতে অপরাধ নির্ণয়ের কারণ লিখিতে ক্রটী করায় হাইকোর্ট দণ্ডাজ্ঞা ও অপরাধ-নির্ণয় রহিত করিয়া দিলেন। [ইয়াকুব বঃ এডাম্‌সন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ২৭২ পৃষ্ঠা।] উক্ত প্রকরণের অর্থ এই যে, যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ ২০০৲টাকা অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড বিধানের উপযুক্ত গুরুতর অপরাধ করা হইয়াছে বিবেচনা করিবেন সেই স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ অপরাধ নির্ণয়ের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন কারণ আসামী উক্ত বিষয় হাইকোর্টের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে। দশ টাকা মাত্র অর্থদণ্ড অথবা তাহা দিতে ক্রটীর জন্য কারাদণ্ডের বিধান করিলে সেই আজ্ঞা এই ধারাভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মতিরাম বঃ বিলাসীরাম; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ১৭৪ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

৩৭১ ধারা। সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা, সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে (if practicable) তাহার নিজ ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

সেশন আদালতে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে

তাঁহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

টীকা।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে দণ্ডাজ্ঞার দিবসাবধি সাতদিনের মধ্যে করিতে হয়।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

সেশন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে, উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি (original judgment) মোকদ্দমা-ঘটিত কাগজপত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে, ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তি-পত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জেলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয়, ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পাঠাইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

সেশন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই-কোর্টের দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

আরও তদন্ত বা অতি-রিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৫ ধারা। মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতি-পোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন, কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জুরির কি আসেসবদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না,

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৭৬—৩৭৮ধারা

ও হাইকোর্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল, প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, হাইকোর্ট না লইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাইকোর্টে সার্টিফিকেট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক, হাইকোর্ট—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন-অনুযায়ী অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(খ) অপরাধ-নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন, সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন;

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা (order of confirmation) করা যাইবে না।

নজীর।—জুরির মীমাংসা অনুসারে অপরাধ নির্ণয় হইলেও হাইকোর্ট সমস্ত বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন। জাফর আলির বিষয়ে ; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৯শ ভলূমের ৫৭ পৃষ্ঠা।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাইকোর্ট হয়, তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে, এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে (equally divided in opinion) উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে; এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন, তাহা করিয়া আপন মত দিবেন, এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৭৯ ধারা।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে, হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাইকোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় (official) স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জেলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন, কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন, সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) ঐ অপরাধনির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; কিম্বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন; অথবা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরও প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই; এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না হইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সার্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৮১—৩৮৬ধারা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞাসাধন (Execution) বিষয়ক বিধি।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাইকোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তরপত্যা (pregnant) বলিয়া জানা যায়, তবে হাইকোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন (commute) করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্তরপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে, ওয়ারণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

সাধনার্থ ওয়ারণ্টের শিরোনামের কথা।

ওয়ারণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয়, কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

৩৮৬ ধারা। অপরাধীর প্রতি অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে, অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে (in default of payment of fine) অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও,

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের কথা।

যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন, সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৮৭ ধারা।

টীকা।—'অস্থাবর কোন সম্পত্তি'—কলিকাতা হাইকোর্টের মত এই যে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনমতে অপরাধী অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে কেবলমাত্র তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের বিধান আছে বটে, কিন্তু অপরাধীর মৃত্যুকালে অর্থদণ্ড আদায় না হইয়া থাকিলে তাহার দেনার জন্য (স্থাবর বা অস্থাবর) যে সম্পত্তি দায়ী, সেই সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়াদির দ্বারা উক্ত অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারে। অপরাধী যতকাল জীবিত থাকিবে, তন্মধ্যে অর্থদণ্ড আদায় করিতে হইলে কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট (লালু কারওয়ারের বিষয়ে বম্বে ৫ম ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা; ক্রাউন্ কেসেস্) এইমত অনুমোদন করেন নাই। বম্বে হাইকোর্টের মতে কোন অবস্থাতেই অপরাধীর স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করা যায় না।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য আপীলের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। আপীল আদালত নিম্ন আদালতকে অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য ওয়ারণ্ট প্রচার করিবার আজ্ঞা স্থগিত রাখিতে আদেশ দিতে পারেন না। পুলীস কার্য্যকারককে উক্ত ওয়ারণ্ট দিয়া সম্পত্তি বিক্রয়ের ও তাহা সাধন করিয়া প্রত্যর্পণের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। ক্রোকী সম্পত্তিতে অপর কোন ব্যক্তি দাবী না করিলে মাজিষ্ট্রেটকে না জানাইয়া পুলীস তাহা বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তি দাওয়া করিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহার স্বত্ব সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন। ওয়ারণ্ট প্রত্যর্পণ করিবার পর দণ্ডাজ্ঞার তারিখ হইতে ছয় বৎসরকাল অতীত হইয়া না গেলে এবং অর্থদণ্ডের সমুদয় বা কিয়দংশ আদায় না হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট্ কোনরূপে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করেন যে তাঁহার এলাকাধীন স্থানে অপরাধীর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা হইলে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের আদেশ করিয়া ওয়ারণ্ট দিবেন।—১৮৬৪ সালের ২২শে জুন তারিখের কলিকাতা হাইকোর্টের সারকিউলার।

বাঙ্গালা প্রদেশে, অধর্ত্তব্য অপরাধহেতু অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের উপর এক টাকা ফি লওয়া হইবে। এবং একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের উপর শতকরা দুই টাকা ও তদূর্দ্ধ পরিমাণ টাকা হইলে, শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডের সহিত আদায় করিয়া লওয়া হইবে। ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অপর খরচও তৎসঙ্গে আদায় করিয়া লওয়া হইবে। ১৮৭৪ সালের কলিকাতা গেজেটের ৪৭৮ পৃষ্ঠা।

৩৮৭ ধারা। ঐ ওয়ারণ্টের ফলের কথা। যে আদালত ঐ ওয়ারণ্ট প্রচার করেন, তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বা প্রধান

১৮৮২।
১০ আইন।
৩৮৮—৩৯১ ধারা

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন, তিনি ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে (endorsed) তাহার সেই সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হয়, ঐ ওয়ারণ্টে এই অনুমতি থাকিবে।

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা।

৩৮৮ ধারা। অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থ-দণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে—আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া (suspend the execution) অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

টীকা।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৯ ধারা দেখ।

কে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন তাহার কথা।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ দণ্ডাজ্ঞা করেন, তিনি অথবা তাঁহার উত্তরপদধারী (successor in office) দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত দণ্ড সাধন করিবার কথা।

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে, এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে, তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশা-ঘাত করিতে হইবে না; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে, তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ়করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে, দণ্ড হইবে।

জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে,

জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে। ১৮৮২। ১০ আইন। ৩৯২—৩৯৪ ধারা

টীকা।—প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কেবলমাত্র কশাঘাত দণ্ডের বিধান করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কর্তৃক বিহিত হইলে আপীল চলে। অন্য কোন দণ্ডের পরিবর্তে কশাঘাত দণ্ড বিহিত হইলে তাহা অবিলম্বে সাধন করা হইবে।—১৮৬৪ সালের কলিকাতা হাইকোর্ট সারকিউলার।

ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাহার কথা।

৩৯২ ধারা। ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে অন্যূন আধ ইঞ্চি মোটা পাতলা বেত (light ratan) দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন, তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় (in the way of school-discipline) লঘুবেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের ঊর্দ্ধ সংখ্যার কথা।

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার (stripes) অধিক হইবে না।

ভাগ ভাগ করিয়া না মারিবার কথা।

৩৯৩ ধারা। কশাঘাত দণ্ড ভাগ ভাগ করিয়া (by instalments) সাধন করিতে হইবে না; এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না, যথা—

মুক্ত থাকার কথা।

(ক) স্ত্রীলোকদের;

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড, বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিককালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের;

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বিবেচনা করেন, সেই পুরুষদের।

অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

৩৯৪ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট্ কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে, নতুবা নয়।

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধীর শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না, চিকিৎসক ইহা শংসিতরূপে কহিলে (certifies) কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৯৫—৩৯৬ধারা

স্থগিত করা যাইবে।

৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৫ ধারা। ৩৯৫ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যত কাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে; ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্ত কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যতকালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

নজীর।—অপরাধী কশাঘাতের দণ্ড সহ্য করিতে না পারিলে আদালত তৎপরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড বিধান করিতে পারেন না। এই ধারায় যে কারাদণ্ডের কথা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ—মূল কারাদণ্ড, অর্থদণ্ডের আদায় না হওয়া প্রযুক্ত বিহিত কারাদণ্ড নহে।—কুইন্‌-এম্প্রেস্ বঃ সিওদীন, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১১শ ভলুমের ৩০৮ পৃষ্ঠা।

মান্দ্রাজ হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেন যে কারাদণ্ডের সঙ্গে কশাঘাত দণ্ড হইলে যদি অপরাধী কশাঘাতদণ্ড সহ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তাহার অর্থদণ্ড বিধান হইতে পারে না, কিন্তু কারাদণ্ডের বৃদ্ধি হইতে পারে।

পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দীর প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে, এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে।

পলাতক বন্দী (escaped convict) যে দণ্ডভোগ হইতে পলায়ন করে, তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৩৯৬—৩৯৮ ধারা

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্ব কারাদণ্ড, কিম্বা স্থলবিশেষে, দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড (penal servitude) কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যতকাল বাকি ছিল, আর ততকাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্য্যপক্ষে—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে;

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে; ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে, এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই দণ্ডভোগ অগৌণেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিধির কথা।

৩৯৮ ধারা*। (১) পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয়ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১০ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে

জ্ঞান করিতে হইবে না।

(২) কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধহেতু যে মূল কারাদণ্ডের, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের বা দণ্ডরূপ পরিশ্রমদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহার সঙ্গে অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে কারাদণ্ডের বিধান করা যায়, তাহার সংযোগ হইলে (is annexed to) এবং দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবার পর সেই ব্যক্তির প্রতি আরও কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রমদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে পর্য্যন্ত শেষোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন না হয়, সে পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড না দিলে যে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহা সাধন করা হইবে না।

অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্ত ফৌজদারী আদালত কর্তৃক ষোলবৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে (reformatory) উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিল্পবিদ্যা (branch of useful industry) শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন (discipline) ও পালনাদি (training) বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন করা হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিলেন তিনি, তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে, ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৮২।

১০ আইন।
৪০১ ধারা।

দণ্ড স্থগিত (suspension) রাখিবার ও ক্ষমা (remission) করিবার ও পরিবর্ত্তন (commutation) করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে (without conditions) কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে, কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা (confirmed) যায়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি স্থলবিশেষে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ও ঐ মতের যে যে হেতু থাকে, তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে (কোন ব্যক্তির অনুকূলে) দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা গেলে, সে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করে, তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব, কিম্বা স্থলবিশেষে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন; তাহা হইলে যদি সে মুক্ত (at large) থাকে, কোন পুলীস কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবিশিষ্ট অংশ (unexpired portion) ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে (remanded) পারিবে।*

যে নিয়মে এই ধারানুসারে (কোন ব্যক্তির অনুকূলে) কোন দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা যায়, তাহা সেই ব্যক্তির পালনীয় হইতে পারে অথবা তাহার ইচ্ছানুরূপ না হইতেও পারে।*

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ (reprieves) কি স্থগিত

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১১ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪০১—৪০৩ধারা

করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে পশ্চাদুল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন :—

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব-অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, যতকাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা (acquittal) প্রবল থাকে, ততকাল সেই অপরাধহেতু, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্ত-মূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতু তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর, যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার (১) প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতু স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয়, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই

ফলটী ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল, সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতু সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি ঐ ব্যক্তি সেই ক্রিয়ামূলক অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন, তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতু পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্দ্দোষ-করণ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধ করণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই; কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল, বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায়, পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল অপরাধঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৮৮২।
১০ আইন।
৪০৩ ধারা।

তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ী মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্ত আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন, সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র দিননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

নজীর।—বম্বে আবকারী আইনের (Act V. of 1878) বিরুদ্ধে অপরাধ করণহেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ (উক্ত আইনের বিরুদ্ধে সকল অপরাধ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বিচার করিতে পারেন) অপরাধীকে নির্দ্দোষী নিরূপণ করিলেন। হাইকোর্ট আপীলে সেই নিষ্পত্তি বাতিল ও নামঞ্জুর না করিলে ঐ অপরাধহেতু তাহার পুনরায় বিচার হইতে পারে না।—কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ গন্তাদজি বার্জোর্জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৮১ পৃষ্ঠা।—[কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ৩০৭ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ হোসেন গায়বুর বিষয়ে এইমত প্রকাশিত হইয়াছিল যে নিম্ন আদালতের বিচারাধিপত্য অভাবে যে স্থলে এই আইনের ৫৩০ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান অকার্য্যকর হয়, সে স্থলে অপরাধী নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেও ৪০৩ ধারামতে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। পুনর্ব্বিচারের পূর্ব্বে যে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ করণ রহিত হওয়া আবশ্যক, এরূপ নহে।]

কোন ব্যক্তি ডাকাইতী অপরাধে অভিযুক্ত হইল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ তাহা অপরাধভাবে বল প্রকাশ করণ, হাঙ্গামা করণ প্রভৃতি কয়েকটী অপরাধে বিভক্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। আপীলে সেশনজজ উক্ত নিষ্পত্তি রহিত করিয়া দিলেন এবং মীমাংসা করিলেন যে আসামী যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে তাহা ডাকাইতী। বাদী পুনরায় অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট ডাকাইতী অপরাধের অভিযোগ করিল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে সেশন আদালতের নিষ্পত্তিহেতু পুনরায় কার্য্যানুষ্ঠানের কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। ভিরান্-কটী বঃ চিযাম্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৫৫৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল, অর্পণ (Reference) ও সংশোধন করণের (Revision) বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে, কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে চলিত থাকে সেই আইনমতে, আপীল করিবার বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির (judgment) কি আজ্ঞার (order) উপর আপীল হইবে না।

নজীর। অন্যায়রূপে গোমেষাদি ধরিয়া রাখিলে গোমেষাদির অনধিকার প্রবেশ-বিষয়ক ১৮৭১ সালের ১ আইনের ২২ ধারা অনুসারে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হয়, তাহার উপর আপীল চলে না।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ বার লঙ্গম, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ২৩০ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৭১২ পৃষ্ঠায় বীথু বঃ দীননাথ দেব ওরফে দিনু সম্বন্ধীয় নজীর দেখ।]

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ (ordinarily) যে আদালতে আপীল হয়, ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৬ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট্ কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই

ব্যক্তি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট্ শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐরূপে যে কোন, আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

নজীর।—দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চ অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারামতে আপীল চলে। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ নারায়ণ সামী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৩৬ পৃষ্ঠা।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তাহা সেশন আদালতের দৃঢ়করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে হইবে; কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।

যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশনাল কি জয়েণ্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশনাল কি জয়েণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলেও কোন কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ (extent) কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না, এই এই বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (petty) মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট্ যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট্ অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট্ ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪১৫—৪১৮ ধারা

*৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারায় উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ঐ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম (original) কি আপীলী (appellate) আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

নজীর।—জুরি দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে তাহার উপর আপীল করিবার আদেশ দিতে পারেন না। কেবলমাত্র আইন-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে ৪১৮ ধারামতে জুরির বিচারের উপর আপীল চলে।—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঃ পরমেশ্বর মল্লিক, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০২৯ পৃষ্ঠা।

অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অধিকার আছে, এই আইন অনুসারে কোন অপরাধীর নির্দ্দোষ নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকারও সেইরূপ। উভয় স্থলেই কার্য্যপ্রণালী বা নিয়মাবলী সম্বন্ধে ইতরবিশেষ নাই। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ বিভূতিভূষণ বিটের বিষয়ে ডেপুটী লিগাল রিমেম্ব্রান্সারের আবেদন সম্বন্ধে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ ভলুমের ৪৮৫ পৃষ্ঠা।

কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় (matter of law) ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, বৃত্তান্তঘটিত বিষয় (matter of fact) ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইন-ঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল, ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে, ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা (heads of the charge) লেখা যায়, তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

নজীর।—আপীলের লিখিত-দরখাস্ত ডাকযোগে পাঠাইলে তাহা এই ধারামতে আদালতে উপস্থিত করা হয় না।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ আর্লাপ্পা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, মান্দ্রাজ, ১৫শ ভলুমের ১৩৭ পৃষ্ঠা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে, সে আপীলের দরখাস্ত, ও তাহার সহিত যে যে নকল দিতে হয় সেই সেই নকল, জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে; তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

নজীর।—আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিয়া নিষ্পত্তির নকলের জন্য আবেদন করিলে যে পর্য্যন্ত আদালত হইতে জেলে ঐ নকল পাঠান না হয়, সেই কয় দিবস তমাদী বিষয়ক আইনের দ্বিতীয় তফ্সীলের ১৫৪ প্রকরণমতে (under Art. 154. Sch. II. of the Indian Limitation Act) আপীল রুজু করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে গণ্য হইবে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ লিঙ্গায়া, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ২৫৮ পৃষ্ঠা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিস্‌মিস্ করা যাইবে না।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন, কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

নজীর।—এই ধারা অনুসারে আপীল আদালতের হস্তে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সবিশেষ বিবেচনা ও সতর্কভাব সহিত পরিচালনা করা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক স্থলে আপীল

১৮৮২। ১০ আইন। ৪২২—৪২৩ধারা

সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার কারণ (সংক্ষেপ হইলেও) আদেশের মধ্যে লেখা আবশ্যক। সেশন জজ ৪২১ ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিয়া আদেশে কেবলমাত্র 'আপীল অগ্রাহ্য করা হইল' এই কথা লিখিলেন। উক্ত আদেশ সংশোধনের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে আবেদন হইলে হাইকোর্ট সেশন জজের ভ্রম বিবেচনা করিতে পারিতেন কিন্তু আদেশের পর নয় মাস গত হইয়া গিয়াছে এক্ষণে উক্ত আবেদন সম্বন্ধে হাইকোর্ট হস্তার্পণ করিবেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ রাম নারায়ণ, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৮ম ভলুমের ৫১৪ পৃষ্ঠা।

নিম্ন আদালতের অপরাধ নির্ণয় ও নিষ্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিবার সবিশেষ কারণ দেখাইতে না পারিলে আপীল আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। এম্প্রেস্ বঃ সাজিওয়ান লাল, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে, আপেলাণ্টকে, বা তাঁহার উকীলকে, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে, সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন, ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলের হেতুবাদের (grounds of appeal) এক কেতা নকল দিবেন;

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪১৭ ধারামত আপীল হইলে, আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন:

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমা-ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, ও আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, এবং ৪১৭ ধারা-মতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর, হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে, আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; কিম্বা—

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরও তদন্তের, কিম্বা স্থলবিশেষে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থ সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও

দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার বা বিচারার্থ সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় (finding) পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব (nature) পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু এরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয় ;

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন ;

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে (misdirection) কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা (law) নির্দ্দেশ করেন, জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

টীকা।—'আপীলাণ্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে'—উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহার বক্তব্য শুনিয়া আপীল নিষ্পত্তি হইবে। কেহ উপস্থিত না হইলে আপীল আদালত কাগজপত্র দেখিয়া শুনিয়া ও ৪২২ ধারা মতে নোটিস দেওয়া হইয়া থাকিলে আপীলাণ্ট অথবা তাহার উকীলের অনুপস্থিতিতেই নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল্‌বেঞ্চের এইরূপ মত [কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ পপি ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ১৭১ পৃষ্ঠায়] প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু বিচারপতি মামুদ ঐ স্থলে উক্ত মতের অনুমোদন ও পোষকতা করেন নাই। তাঁহার মতে আপীলাণ্ট আপীল আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে আপীলের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। এবং কোন সন্দেহ বুঝাইয়া দিবার জন্য আপীলাণ্টকে সম্মুখে হাজির করাইবার ক্ষমতা হাইকোর্টের হস্তে আছে।

(খ) প্রকরণ দেখ—"অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন····· আদেশ দিতে পারিবেন," অর্থাৎ যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সেশন আদালত বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক বিচার হওয়া উচিত কিন্তু ভ্রমবশতঃ তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ তাহার বিচার করিয়া অপরাধ নির্ণয় করিয়াছেন অথবা যে স্থলে কেবলমাত্র সেশন আদালতে অপরাধীর বিচার হইতে পারে সে স্থলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ তাহার বিচার করিয়া দোষ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলে আপীল আদালত দোষ নির্ণয় রহিত করিয়া দিয়া অপরাধীকে বিচারার্থ প্রথমোক্ত স্থলে প্রথম

শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বা সেশন আদালতের নিকট এবং শেষোক্ত স্থলে কেবলমাত্র সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ সখা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৮ম ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা; কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৬শ ভলুমের ৫৮০ পৃষ্ঠায় কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ আবদুল রহিমনের বিষয়ে এইমত অনুমোদিত হয় নাই। বম্বে হাইকোর্ট বলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার যে ক্ষমতা ৪২৩ ধারার (খ) প্রকরণমতে আপীল আদালতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের সেই বিচার সম্বন্ধে উক্ত কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করা উচিত ছিল বিবেচনা করিবেন, সেই স্থলেই প্রযোজ্য।

নজীর।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারামতে (অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ নির্ণয় করিয়া সেশন আদালত দণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলেন। আপীলে হাইকোর্ট অপরাধ নির্ণয় বজায় রাখিবার কারণ নাই দেখিয়াও এই ধারামতে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া অনভিযুক্ত অপর কোন অপরাধে তাহার দোষ সাব্যস্ত করিলেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ ইম্‌দাদ খাঁ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৮ম ভলুমের ১২০ পৃষ্ঠা।

৪২৩ ধারার (ক) প্রকরণ কেবলমাত্র হাইকোর্টে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ ২৪৭ ধারামতে বাদীর অনুপস্থিতি প্রযুক্ত অপরাধীকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিয়া মুক্ত করিলেন; ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ৪২৩ ধারার (ক) প্রকরণ অনুসারে উক্ত নির্ণয় রহিত করিয়া পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিলেন। হাইকোর্ট মীমাংসা করিলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের উক্ত আদেশ আইন সঙ্গত নহে। রঙ্গস্বামী আয়ঙ্গর বঃ নরসিংহলু নায়ক; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ২১৩ পৃষ্ঠা।

নিম্ন আপীল আদালতে নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যে যে বিধি আছে তাহা যতদূর হইতে পারে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে;

কিন্তু, আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না।

হাইকোর্টে আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা।

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাইকোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাইকোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা

যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন, সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন; আবশ্যক হইলে, কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা (amended) যাইবে।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা। হাজিরজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। যাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে, আপীল আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ততদিন সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন, বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র (on his own bond) লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, অপরাধের নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে, হাইকোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডরূপ পরিশ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যতদিন মুক্ত ছিল, দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

নির্দ্দোষ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন, ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায়, সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে (commit) পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজির-জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নজীর।—নির্দ্দোষ-নির্ণয়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের ৪১৭ ধারামতে আপীল করিলে যদি অপরাধী ধৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ধারামতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রথমে আবেদন করা উচিত। কারণ, সাধারণতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির অসমক্ষে তৎকৃত অপরাধের বিচার হওয়া অনভিপ্রেত। কুইন্-এ.ম্প্রেস্ ব: গোবৰ্দ্ধন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্; এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২৮ পৃষ্ঠা।

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীলসংক্রান্ত কার্য্য করণসময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ (additional evidence) লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা, অথবা আপীল আদালত হাইকোর্ট হইলে, কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট্ সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন, ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন; কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে 'তদন্ত' বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীল আদালতের জজদের যত জনের এক মত হয়, তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালতস্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যত জনের একমত হয়, তত জনের ভিন্ন মত হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া (examination) ও শুনা (hearing) উচিত বোধ করেন, তদ্রূপে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে আপীল একেবারে উঠিয়া (finally abate) যাইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৩২—৪৩৪ধারা

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ উচিত বোধ করিলে হাই-কোর্টের মত জানিবার জন্য ঐ প্রশ্ন হাইকোর্ট প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি হয়, তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন, ও হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্য উপস্থিত হইবে, এই নিয়মে হাজির-জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

নজীর।—অভিযোগকারীর বর্ণিত বৃত্তান্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে কি না, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ হাইকোর্টে এই ধারামতে এইরূপ প্রশ্ন অর্পণ করিলে অপরাধ যে করা হইয়াছে এরূপ প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর উপরই ন্যস্ত থাকিবে, সুতরাং তাহাকেই প্রথমে প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিতে হইবে (begin)। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ হারাধন, ওরফে রাখালদাস ঘোষ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৯শ ভলুমের ৩৮০ পৃষ্ঠা।

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিবেন, ও যে মাজিষ্ট্রেট্ ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে, হাইকোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ-বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকরণকালে, যে হাইকোর্টে একাধিক জজ আছেন, সেই হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয়, তদনুসারে

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৩৫ ধারা।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয় (which would affect the event of the trial), তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই-কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ-বিবেচনার নিমিত্ত রাখিলে (reserves), যে ব্যক্তির অপরাধে প্রমাণ হইল, ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় (pending the decision) তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারিবে;

এবং হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক, তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে (review) ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে, সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজ-পত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন, তাহা যথার্থ, আইন-অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাইকোর্টে কি কোন সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ (illegal) বা অনুচিত (improper) হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন, তৎসহিত নথী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা এবং ১৭৬ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য, এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৩৬ ধারা।

নজীর।—অধস্তন আদালতের বৃত্তান্তঘটিত নির্ণয়ের (findings of fact) উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা এই ধারা ও ৪৩৯ ধারামতে সংশোধনকারী আদালতের বিচারাধিপত্যে হাইকোর্টের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও ন্যায়োচিত বিচারের অনুরোধে আবশ্যক বিবেচনা করিলে এবং সবিশেষ কারণ থাকিলে হাইকোর্ট উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ চগান দয়ারাম; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৪শ ভলুমের ৩৩১ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৪৭ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে নবীনকৃষ্ণ মুখার্জি বঃ রসিকলাল লাহার বিষয়েও এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।] সংশোধনের ছলে অপরাধীর নির্দ্দোষ-নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে না।—খানদেবন্ বঃ পিরিয়ান্না; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৪শ ভলুমের ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

'অধস্তন ফৌজদারী আদালত'—যে বিষয় সম্বন্ধে উচ্চতর আদালত সংশোধনকারী আদালতের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, সেই বিষয় সম্বন্ধেই নিম্নতর আদালতকে বুঝাইবে।—নবীনকৃষ্ণ মুখার্জি বঃ রসিকলাল লাহা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ২৬৮ পৃষ্ঠা। কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৮ম ভলুমের ১৮ পৃষ্ঠায় পদ্মনাভের আবেদন সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে যে প্রথম শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তে আছে। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ৮৩৩ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে এম্প্রেস্ বঃ লস্করীর বিষয় দেখ।]

সূক্ষ্মবিচারানুরোধে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের তদন্ত দোষাবহ বিবেচনা করিলে ৪৩৫ ও ৪৩৯ ধারামতে সংশোধন করিতে পারিবেন। ভাও জীবজী বঃ মূলজী দয়াল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ৩৭৭ পৃষ্ঠা।—এই ধারা অনুসারে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার জেলার যে কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারেন। [উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঃ দক্ষিণা বেওয়া, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৪৭৩ পৃষ্ঠা।] যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, সে স্থলে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন। [কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ মানাজি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৪শ ভলুমের ৩৮১ পৃষ্ঠা।] যে সকল স্থলে হাইকোর্টের ন্যায় নিম্ন (অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের) আদালতের ও সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে, সেস্থলে প্রথমে উক্ত নিম্ন আদালতে আবেদন না করিলে হাইকোর্ট, সবিশেষ কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে, সংশোধনের আবেদন গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু যে স্থলে নিম্ন আদালতের অনুরূপ (concurrent) বিচারাধিপত্যের অভাব, সেস্থলে কেবল হাইকোর্টেই উক্তরূপ আবেদন করিতে হইবে।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ রিওলা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৮৮৭ পৃষ্ঠা।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজসমর্পণ করিবার আজ্ঞা পত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জেলার

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৩৬ ধারা।

দিতে পারিবার কথা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয়, যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য, ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত (fresh inquiry) লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে,সেই বিষয় ধরিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না, উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে, ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট্ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পিত না হইবার কারণ দর্শাইবার আদেশ না করিয়া একেবারে সেশনে সমর্পণের আদেশ করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য হাইকোর্ট উক্ত আদেশ ও সমর্পণ আইনসঙ্গত নহে বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। কুইন্ বঃ কণ্ণমলাই পড়ায়চি ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৭২ পৃষ্ঠা।

কেবলমাত্র সেশন আদালতে বিচার্য্য মোকদ্দমা সম্বন্ধেও ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ অথবা সেশন আদালত (যিনি যখন যে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে এই ধারামত কাগজপত্র দেখিবেন) মুক্তব্যক্তিকে বিচারার্থ সেশনে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা এই ধারা অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকেই যে সেশন আদালতে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে হইবে এরূপ কোন বিধান এই ধারায় নাই। কুইন-এম্প্রেস্ বঃ কৃষ্ণভাট ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ৩১৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ এই আইনের ৪০৯ ধারামতে (কেবলমাত্র সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধের) আসামীকে মুক্ত করিয়া দিলেন ; ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ৪৩৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার আদেশ দিলেন ; সেশন জজ (২১৫ ধারা অনুসারে) তদ্বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশের জন্য প্রেরণ করিলে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ৪৩৬ ধারামতে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আইনানুসারে তাঁহার ক্ষমতা-বহির্ভূত (*ultra vires*) নহে ; সুতরাং উক্ত সমর্পণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ পাঁবিয়া গোপাল ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ১০০ পৃষ্ঠা।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিস্‌মিস্ করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত (further inquiry) লইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৩৭ ধারা।

নজীর।—৪৩৬ ধারামতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ অধস্তন আদালত কর্ত্তৃক অনুচিতমতে মুক্ত অপরাধীর প্রতি সেশন সোপরদ্দ না হইবার কারণ দর্শাইবার আদেশ করিলে ও সে কারণ দর্শাইলে নিম্ন আদালতকেও এই ধারার বিধান মতে 'অধিক তদন্ত' লইবার আদেশ করিতে পারেন।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ মণীরুদ্দীন মণ্ডল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৮শ ভলুমের ৭৫ পৃষ্ঠা। কিন্তু তিনি কোন আদেশদ্বারা নিম্ন আদালতের স্বাধীন বিবেচনা পরিচালিত করিতে পারেন না।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ মুনিসামী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৫শ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা। মাজিষ্ট্রেট্ রীতিমত ও সম্পূর্ণভাবে তদন্ত করিয়া এই আইনের ২৫৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিলেন; ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্, নূতন প্রমাণ উপস্থিত নাই ও যতদূর প্রমাণ লেখা হইয়াছে, তাঁহার মতে তাহাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, কেবলমাত্র এই কারণে ৪৩৭ ধারার বিধানমতে 'অধিক তদন্ত' করিবার আদেশ দিতে পারেন না।—জীবনকৃষ্ণ রায় বঃ শিবচন্দ্র দাস; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০২৭ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫২২ পৃষ্ঠায় দর্শন লাল বঃ জুমুক লালের বিষয়ে এই মত অনুসৃত হইয়াছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ দোরাব্‌জী হরমস্‌জীর বিষয়ে এইমতে সন্দেহ প্রকাশিত ও ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ চটুর বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশিত হইয়াছে।]

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ যথেষ্ট প্রমাণাভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের মতে তাহা অনুচিত বোধ হওয়ায় তিনি ৪৩৭ ধারামতে 'অধিক তদন্ত' করিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ করিতে আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ৪৩৭ ধারামতে 'অধিক তদন্ত' না হইবার কারণ দর্শাইবার জন্য তাহার প্রতি কোন নোটীস জারী করা হইল না, কেবলমাত্র এই আইনের ৬৮ ধারামতে সমন দেওয়া হইল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, উক্ত নোটীস জারী না হওয়া প্রযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের ৪৩৭ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান অনিয়মিত হইয়াছে। এম্প্রেস্ বঃ হরু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৬৭ পৃষ্ঠা। [কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ দোরাব্‌জী হরমস্‌জীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৩৭ ধারা।

১৩১ পৃষ্ঠায় অন্যতর মত প্রকাশিত ও ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ চটুর বিষয়ে এইমতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।]*

এই ধারায় যে 'অধিক তদন্তের' বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অতিরিক্ত নূতন প্রমাণের উপর তদন্ত বুঝিতে হইবে; প্রথম তদন্তকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উক্ত বিষয়ে যে সকল প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইয়াছিল, সেই সকল প্রমাণের উপরই আসামীর মন্তব্য পুনরায় শ্রবণ করা বুঝাইবে না। সেশন জজ ৪৩৭ ধারামতে কোন নির্দ্দিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নাম ধরিয়া 'অধিক তদন্তের' আদেশ করিতে সক্ষম নহেন; [চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য বঃ হেমচন্দ্র বানর্জ্জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ২০৭ পৃষ্ঠা।] অথবা সাক্ষীদের যতদূর বিশ্বাস করা উচিত ছিল, মাজিষ্ট্রেট্ ততদূর বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া পুনরায় উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার আদেশ দিতে পারেন না। [দর্শন লাল বঃ জুমুক লাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫২২ পৃষ্ঠা।]

কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল্‌বেঞ্চ মীমাংসা করিয়াছেন যে—৪৩৭ ধারামতে 'অধিক তদন্ত' করিবার আদেশের পূর্ব্বে যে নোটীস আইনমত আবশ্যকীয় এরূপ নহে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা উচিত ও যুক্তিযুক্ত। অধস্তন আদালতের মাজিষ্ট্রেট্ তদন্ত করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিলে, সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ ৪৩৭ ধারার বিধান অনুসারে অধিক তদন্তের আদেশ করিতে পারেন অথবা নূতন প্রমাণ না থাকিলেও অধস্তন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত প্রমাণাদির উপর মন্তব্য পুনরায় শ্রবণ করিবার আদেশ দিতে পারেন। এই ধারায় 'অধিক তদন্ত' শব্দে বিচারের পূর্ব্বে যে তদন্ত—যাহা নিয়মানুসারে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণে অথবা মুক্তি করণে পরিণত হয়—তাহাকেই বুঝাইবে; বিচার বুঝাইবে না। কিন্তু বিচারক প্রিন্সেপ্ বলেন যে 'তদন্ত' শব্দে বিচারও বুঝায়, এবং 'অধিক তদন্ত' শব্দে বাদীর পক্ষে সাক্ষীদিগের কূট পরীক্ষা ও অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণ পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারে। প্রধানতম বিচারপতি পেথেরাম এবং বিচারপতি ঘোষ বলেন যে, যে সকল স্থলে কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র দৃষ্টিকারক আদালত ৪৩৫ ধারায় উল্লিখিত কোন একটী কারণপ্রযুক্ত বিবেচনা করিবেন যে নিম্ন আদালত অপ্রচুর প্রমাণের উপর বিচার করিয়াছেন এবং সবিশেষ তদন্ত করা গেলে আরও প্রমাণ উপস্থিত হইতে পারে, সেই সকল স্থলে ৪৩৭ ধারামতে 'অধিক তদন্ত' করিবার আদেশ বিধান করিতে সক্ষম; কেবলমাত্র পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রমাণ পুনর্ব্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত 'অধিক তদন্ত' গ্রাহ্য করা আইনের অভিপ্রেত নহে।—হরিদাস সান্ন্যাল বঃ সরিতুল্লার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৬০৮ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেট্ সাক্ষীদিগের এজাহার যথোচিত বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া এই ধারা অনুসারে 'অধিক তদন্তের' আদেশ হইতে পারে না। যে স্থলে সাক্ষীদিগের রীতিমত এজাহার হয় নাই, অথবা অপর সাক্ষীর এজাহার হইতে পারে, সেই স্থলেই 'অধিক তদন্তের' আদেশ হইতে পারে; পূর্ব্বগৃহীত সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণের জন্য হইতে পারে না। অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট্ অযথা সাক্ষীদিগকে অবিশ্বাস করিয়া অনুচিতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ এইরূপ বিবেচনা করিয়া অপর মাজিষ্ট্রেটকে 'অধিক তদন্ত' করিবার আদেশ করিলেন কিন্তু

পূর্ব্ব প্রমাণেই অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচার হইয়া অপরাধ নির্ণয় করা হইল। হাইকোর্ট দোষ-নির্ণয় রহিত করিয়া দিলেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ আমীর খাঁ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৮ম ভলুমের ৩৩৬ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫২২ পৃষ্ঠায় চন্দ্রকুমার পোদ্দার বঃ চন্দ্রকান্ত ঘোষের বিষয়ে এই মত অনুসৃত হইয়াছে।] কিন্তু অতিরিক্ত প্রমাণ অবর্ত্তমানেও সেশন জজ ৪৩৭ ধারামতে অধিক তদন্তের আদেশ করিয়াছেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ বালাসিন্নাটাম্বী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৪শ ভলুমের ৩৩৪ পৃষ্ঠা। [এম্প্রেস্ বঃ পপাড়ু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৪৫৪ পৃষ্ঠাস্থিত নজীর দেখ।]

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৩৭ ধারা।

এই আইনের ২০৩ ধারামতে অভিযোগ ডিস্মিস্ করা হইলে, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্, অতিরিক্ত প্রমাণ না থাকিলে, বা আছে বলিয়া উল্লেখ না করিলেও এই ধারা অনুসারে তাঁহার অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটকে 'অধিক তদন্তের' আদেশ করিতে পারেন, এবং উক্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটীস দিতেই হইবে এরূপ নহে। উক্ত আদেশ রীতিমত প্রণালীতে রহিত করা না হইলে বা উঠাইয়া না লইলে বলবৎ থাকিবে ও অধস্তন আদালত তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ দোরাবজী হরমসজী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ চটুর বিষয়ে এইমত অনুমোদিত হইয়াছে।]

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বিচার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলেন; ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট সেই মোকদ্দমার নথী তলব করিয়া আনাইয়া প্রথম শ্রেণীর অপর মাজিষ্ট্রেট্‌কে সেই মোকদ্দমায় 'অধিক তদন্ত' করিবার আদেশ করিলেন। হাইকোর্ট মীমাংসা করেন, যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশ ক্ষমতা-বহির্ভূত ও আইন-অসঙ্গত। ঝিঙ্গুরি বঃ বাচু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ এলাহাবাদ, ৭ম ভলুমের ১৩৪ পৃষ্ঠা।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল্‌বেঞ্চ্ বলেন—যে মাজিষ্ট্রেট্ এই আইনের ২৫৩ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে হাইকোর্ট বা সেশন আদালত এই ধারামতে পূর্ব্বগৃহীত প্রমাণের উপরই অধিক তদন্তের আদেশ দিতে পারেন, এবং ঐরূপ স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং বা তাঁহার অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আদেশ করিয়া অধিক তদন্ত করিতে পারেন। কিন্তু সেশন আদালত ও ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ উভয়েই অধিক তদন্ত না হইবার কারণ দর্শাইবার নোটিস না দিয়া তদ্রূপ আদেশ করিবেন না এবং বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা সহকারে বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন। [নির্দ্দোষ নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আপীল সম্বন্ধে কতদূর বিবেচনা ও সতর্কতা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ গয়াদীনের বিষয়ে ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৪র্থ ভলুমের ১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিচারক ষ্ট্রেট্ ও টাইরেল সাহেবের মন্তব্য দেখ।]—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ চটু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠা।

সেশন জজ এই ধারামতে অধিক তদন্তের আদেশ করিতে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু তৎপরে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আদেশ করিলেন। হাইকোর্ট ডিষ্ট্রীক্ট মাজি

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৩৮—৪৩৯ধারা।

ষ্ট্রেটের আদেশ রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি রাজকীয় অভিযোক্তার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারা তদ্বিষয়ে হাইকোর্টের মত পাইতে পারেন এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ পির্থী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১২শ ভলুমের ৪৩৪ পৃষ্ঠা।—ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৩৬২ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ শিয়ার সিংএর বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে।]

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের আজ্ঞার জন্য তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে, ঐ দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির-জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

টীকা।—অপরাধ নির্ণয় করিবার প্রমাণ নাই, ইহা আইন-ঘটিত প্রশ্ন বলিয়া ৪৩৮ ধারামতে হাইকোর্টের মতের জন্য অর্পিত হইতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট কি না ইহা বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্ন—অতএব এই ধারামতে প্রশ্নার্পণ হইতে পারে না।

নজীর।—সেশন জজ আপীলে যে আদেশ বিধান করেন, সবিশেষ কারণ না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ তৎসম্বন্ধে এই ধারামতে হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে পারেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ জোর সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১০ম ভলুমের ১৪৬ পৃষ্ঠা।

সেশন জজ মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল বিচার করিবার পর ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্, মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের তদ্বিষয়ে বিচারাধিপত্য ছিল না বলিয়া হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে পারেন না। লিগাল রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ সিয়ার সিংএর বিষয়ে (ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৩৬২ পৃষ্ঠা) বিচারপতি ষ্ট্রেট্ সাহেবের মত উল্লিখিত ও অনুমোদিত হইল।—হীরামন দে বঃ রামকুমার আয়েন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৮শ ভলুমের ১৮৬ পৃষ্ঠা। সেশন আদালতে কোন মোকদ্দমার অন্যায় বিচার হইয়াছে, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ বিবেচনা করিলেও এই ধারামতে হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে পারেন না, কিন্তু রাজকীয় অভিযোক্তার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সাহায্যে হাইকোর্টে তদ্বিষয় জানাইতে পারেন। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ শিয়ার সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৩৬২ পৃষ্ঠা।—[ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৮৭৫ পৃষ্ঠায় রামলালের বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে।]

৪৩৯ ধারা। হাইকোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৩৯ ধারা।

হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা। কাগজপত্র আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্য তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, হাইকোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত, ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন, তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে, কোন মাজিষ্ট্রেট্ ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধহেতু প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট্ যত দণ্ড করিতে পারিতেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায়, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না, কিম্বা হাইকোর্ট নির্দ্দোষিতা-নির্ণয় বদলাইয়া যে অপরাধ-নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

টীকা।—দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত আছে। —৪২৩ ধারার (খ) প্রকরণ দেখ।

হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতস্বরূপে আপীল আদালতের ন্যায় বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন। কিন্তু এই ধারার শেষ প্রকরণ অনুসারে নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দোষী বলিয়া নির্ণীত কোন ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করিয়া দণ্ডাজ্ঞা বিধানপূর্ব্বক ৪২৩ ধারার (ক) প্রকরণানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন না। এতৎসম্বন্ধে এই ধারার শেষ প্রকরণের বিধান দেখিয়া উপলব্ধি হয় যে, অন্যান্য স্থলেও নির্দ্দোষ নির্ণয়ের সংশোধন বিষয়ে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্য্য সম্বন্ধে বিধান অনুমান করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। [১৮৭২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আপীল ব্যতীত অপর কোন স্থলেই উক্ত বিষয়ে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।]

হাইকোর্টের হস্তে নিম্ন আদালতের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন ও সংশোধন করিবার ক্ষমতা

১৮৮২। | ১০ আইন। ৪৩৯ ধারা।

থাকিলেও বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে নিম্ন আদালতের মীমাংসা পরীক্ষা করিয়া ও প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইলে নিম্ন আদালতের প্রত্যেক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে, কিন্তু আইনের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। যেরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন নাই অথবা অন্যায্য বিবেচনা করিয়াছেন, সেরূপ স্থলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে।—পূর্ণচন্দ্র পালের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৭ম ভলুমের ৪৪৭ পৃষ্ঠা। [জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ২য় ভলুমের ১১০ পৃষ্ঠা দেখ।] অথবা, যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ প্রমাণাদি লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন অপরাধ স্থির করিলেন, কিন্তু হাইকোর্ট বিবেচনা করিলেন যে অপরাধযুক্ত নর-হত্যা নহে এরূপ জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির সেশন আদালতে বিচার হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে দোষ-নির্ণয় রহিত করিয়া সমর্পণের আদেশ করিলেন।—গোপীনাথ সর্দ্দারের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১ম ভলুমের ১৪১ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় খইরুদ্দী মণ্ডলের বিষয়ে ও ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৫০২ পৃষ্ঠায় গওয়ার বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।]

নজীর।—এই ধারামতে হাইকোর্টের হস্তে নির্দ্দোষ-নির্ণয়ের আদেশ সংশোধন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও, সাধারণতঃ, সাধারণ লোকের আবেদনে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতের বিচারাধিপত্যে উক্তরূপ আদেশের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, কারণ ৪১৭ ধারামতে কেবলমাত্র স্থানীয় গবর্ণমেন্টই উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। হীরাবাই বঃ ফ্র্যামজী ভিকাজি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৫শ ভলুমের ৩৪৯ পৃষ্ঠা।—কিন্তু, হাইকোর্ট নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আদেশকে অপরাধ নির্ণয়ের আদেশে পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন করিতে পারেন না। আপীলে সেশন আদালত নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আদেশ করিলে হাইকোর্ট তাহা পুনর্ব্বিচারের জন্য এই ধারামতে আদেশ করিতে পারেন। হাইকোর্ট আইন (High Courts Act) অনুসারে হাইকোর্টের হস্তে সংশোধনকারী আদালত স্বরূপ যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহা এই আইনের ৪৩৯ ধারার বিধানে কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে না। ছকৌড়ীলাল বঃ মতি কুর্ম্মী; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১৫শ ভলুমের ২৭৫ পৃষ্ঠা। [কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ বলবন্ত; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ১৩৪ পৃষ্ঠা।]

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩০ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়া সেশন আদালতে এক হেড্ কন্‌ষ্টেবলের চারিমাস কারাদণ্ড বিধান হইল; হাইকোর্ট আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া সংশোধন-কারী আদালতস্বরূপ আসামীর দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিলেন। মেতর আলী বঃ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৫৩০ পৃষ্ঠা।

৪৩৫ ধারানিবিষ্ট নজীর দেখ।

কোন সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের দাবী থাকিলে তাহাকে উক্ত সম্পত্তির প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায় করিতে নিবারণ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হয়, তাহা এই আইনের ১৪৪ ধারাভুক্ত নহে। সুতরাং হাইকোর্ট ৪৩৯ ধারাবিহিত ক্ষমতা অনুসারে

উক্ত আদেশ রহিত করিতে পারেন। আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বঃ কার ষ্টিফেন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৯শ ভলুমের ১২৭ পৃষ্ঠা।

হাইকোর্টের ডিভিসনাল বেঞ্চ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা সংশোধন করিয়া কোন নিষ্পত্তি করিলে পর এই ধারামতে সেই নিষ্পত্তিতে পুনর্দৃষ্টি (review) করিতে পারেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ সি, পি, ফক্স্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৭৬ পৃষ্ঠা।—৩৬৯ ধারা দেখ।

যে সকল মোকদ্দমার আইনমতে আপীল নাই, সেই সকল স্থলে সবিশেষ কারণ বিদ্যমান না থাকিলে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতস্বরূপে আপীল আদালতের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সবিশেষ কারণ থাকিলে, (অর্থাৎ যে স্থলে প্রমাণাদি দেখিয়া দোষনির্ণয় কোনরূপে বজায় রাখিতে পারা যায় না, সে স্থলে) হাইকোর্ট ৪৩৯ ধারামতে স্বীয় বিবেচনামতে দোষনির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া দিতে পারেন। [এম্প্রেস্ বঃ সেখ সাহেব বদরুদ্দীন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ১৯৭ পৃষ্ঠা।] কিম্বা যে স্থলে তদন্ত দোষযুক্ত হইয়াছে, ন্যায়োচিত বিচারানুরোধে সে স্থলে [নবীনকৃষ্ণ মুখার্জি বঃ রসিকলাল লাহা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ১০ম ভলুমের ১০৪৭ পৃষ্ঠা] কিম্বা, যে স্থলে অপরাধ নির্ণয়ের অধিকাংশ প্রমাণ অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant), সে স্থলে [ভাওজীবজী বঃ মূলজী দয়াল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ৩৭৭ পৃষ্ঠা] হাইকোর্ট গৃহীত প্রমাণের উপর কোন মোকদ্দমা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৩৬১ পৃষ্ঠায় রীড্ বঃ রিচার্ডসন্এর বিষয়ে হাইকোর্ট এই আইনের ১৪৫ ধারার অধীন বিষয়ের সমস্ত প্রমাণ পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া তাহা ১৪৬ ধারামতের আদেশে পরিবর্ত্তিত করিলেন।

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই। কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ (personally) কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন এবং এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪৩৯ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানে কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

টীকা।—সংশোধনকারী আদালত কোন পক্ষ বা কোন পক্ষের উকীলের মন্তব্য শুনিতেও পারেন, না শুনিতেও পারেন; কিন্তু ৪৩৯ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া কোন আদেশ বিধান করিতে গেলে হাইকোর্ট তৎপূর্ব্বে তাহার মন্তব্য শুনিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান, হাইকোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৪১ ধারা। হাইকোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মাজিষ্ট্রেট্ যে যে হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন, ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে

বৃত্তান্ত গুরুতর (material to the issue) বলিয়া জ্ঞান করেন, মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেই সেই হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন ; হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থ (overruling) কি অসিদ্ধ করণের (setting aside) পূর্ব্বে সেই সেই হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায়মতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাইকোর্ট, যে নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয়, তাহা যে আদালত লিখেন বা করেন,সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন; সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয়, সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে, তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি। (Special Proceedings)

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন, তদ্বিষয়ের কথা।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস্ না হইলে, এবং (যদি তিনি "জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা"* প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

* ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৩ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে

৪৪৪ ধারা। আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না; এবং "সেশন জজ ভিন্ন"* বা আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্যূন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইবার কথা।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, "জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা"† প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার উপর, তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন "এবং কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।"†

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৪ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† " " চিহ্নিত অংশ দুইটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৫ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৪৮—৪৪৯ধারা

যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যে অপরাধের নালিশ হয়, সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই, ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে, ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না, সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদীর ও সাক্ষীদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন, তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৫১ ধারা।

৪৫০ ধারা। [১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৬ ধারা অনুসারে রহিত করা গিয়াছে।]

৪৫১ ধারা। *"(১) হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুররের ডাক হইয়া গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে অথবা, স্থলবিশেষে, প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরিদ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, বিচার জুরিদ্বারা হইবে এবং জুরির অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা আসেসরদের কথা।

"(২) সেশন আদালতে সামান্যতঃ আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ বিচার হইলে, অভিযুক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কিম্বা কয়েকজন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে, তাঁহারা সকলে একত্রে (১) প্রকরণ মতে মিশ্র জুরিদ্বারা বিচারের দাওয়া না করিয়া এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

†"৪৫১ ক ধারা। (১) কোন জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হইলে, উক্ত প্রজা, সমনের মোকদ্দমায় ২৪৪ ধারামতে প্রতিবাদের পোষকতায় তাঁহার কথা শুনা যাইবার পূর্ব্বে, অথবা ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় ২৫৬ ধারামতে তাঁহার প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে, ৪৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নিযুক্ত জুরির দ্বারা বিচার হইবে।

জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা।

"(২) সমনের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২৫৬ ধারামতে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দেন, সেই সময়ে (১) প্রকরণমতে দাওয়া করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট্ তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তমতে জুরির দ্বারা বিচার হইবার আবশ্যক আজ্ঞা

---

*" " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৭ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† ৪৫১ক ধারা ও ৪৫১খ ধারা ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৮ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। দিবেন।

"(৩) আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এই অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ দাওয়া করা গেলে, যখন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বোধ হইবে যে মোকদ্দমা জুরির নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত হইবে, তখনই তিনি উক্তরূপ আজ্ঞা দিবেন।

"(৪) ২৪২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, এইরূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে রীতিমত অভিযোগপত্র (formal charge) লিখিবেন।

"(৫) এই ধারামতে যে কোন বিচার হইবে, তাহাতে বাদী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ২১১, ২১৬, ২১৭, ২১৯ ও ২২০ ধারার বিধান খাটিবে।

"(৬) জেলার মাজিষ্ট্রেট সেশনের জজ হইলে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে উক্ত জজ সাহেবের আদালতে সমর্পিত হইলে, সেশন আদালতে জুরির বিচারের কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত এই আইনের বিধানসমূহ যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক বিচারেও, যতদূর সম্ভব, সেইরূপ খাটিবে।

"(৭) (৫) প্রকরণের কিম্বা (৬) প্রকরণের উল্লিখিত বিধান সকল ঐ প্রকরণমতে যতদূর পর্য্যন্ত খাটান যায়, সেই সীমার মধ্যে তাহার কোন বিধানের অর্থ করিবার সময়ে সকল আদালত, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তদুপযোগী করণার্থ ঐ বিধানের যেরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বা উচিত হয়, সারাংশের (substance) ব্যতিক্রম না করিয়া সেইরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন (verbal alterations) করিয়া লইতে পারিবেন।

"(৮) ৩৪৭ কিম্বা ৪৪৭ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

কোন কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

"৪৫১ খ ধারা। (১) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৫১ ধারামতে জুরির দ্বারা বিচারিত হইবার দাওয়া করে, এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ৪৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আপনার সম্মুখে বিচারার্থ জুরি নিযুক্ত হইতে পারে না, অথবা জুরি নিযুক্ত করিতে এত বিলম্ব, অর্থব্যয় বা অসুবিধা হয়, যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবে-

চনায় অযৌক্তিক বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি ৪৫১ ক ধারামতে আপনার সম্মুখে বিচার হইবার আজ্ঞা না করিয়া ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থ অন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ; হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া ও তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনু-মোদন লইয়া, অথবা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজকে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার নিকট ঐরূপ মোকদ্দমা পাঠাইতে হইবে।

"(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন সেশনের জজ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান গেলে, তিনি ৪৫১ ক ধারামতে কার্য্যকারী জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলে, (বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা সমেত) তাঁহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত, ও যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইত, সেই সকল ক্ষমতামতে ও সেই কার্য্য প্রণালী অনুসারে সুবিধামত সত্বরতা সহকারে (with all convenient speed) ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

নজীর।—ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ জুরির সাহায্যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার করিয়া জুরির মতের সহিত অনৈক্য হইলে এবং সুবিচারের অনুরোধে আবশ্যক বিবেচনা করিলে সেশন জজের ন্যায় ৩০৭ ধারামতে হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিতে পারেন।—এম্প্রেস্ বঃ ম্যাকার্থি ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৪২০ পৃষ্ঠা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহা-রই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজারও নামে অভিযোগ হইলে, ও হাইকোর্টের কি সেশন আদা-লতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ ইউ-রোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে, ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে, যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে বিচার চলিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

কিন্তু, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্র জুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

নজীর।—ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে, এরূপ কোন ব্যক্তির কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত একত্রে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইল, কিন্তু ৪৫২ ধারামতে প্রথমোক্ত

ব্যক্তি কেবলমাত্র ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার প্রাপ্তব্য ক্ষমতা অর্থাৎ হাইকোর্টে আপীল করিবার ক্ষমতার দাওয়া করিতে পারে না। জব্ সলোমনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৪শ ভলুমের ১৬০ পৃষ্ঠা।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয়, তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন; তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতানুসন্ধান করিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন, ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায়, ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরও তদন্ত করা উচিত বোধ করেন, তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয়, তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয়, উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

নজীর।—বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিচয় দিবার সাবকাশ দিতে বাধ্য। ক্লার্ক বঃ বীন্; উইক্লি রিপোর্টার, ৫ম ভলুমের ৫৩ পৃষ্ঠা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিচয় দিলে মাজিষ্ট্রেট্ প্রথমে তাহা (আবশ্যকমত প্রমাণাদি গ্রহণের পর) নির্ণয় না করিয়া তাহার বিচার আরম্ভ করিতে পারেন না। এম্প্রেস্ বঃ বেবিল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৪র্থ ভলুমের ১৪: পৃষ্ঠা।

আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির আকৃতি (appearance) দেখিয়া তাহার ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিচয় বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিলে তাহা গ্রাহ্য করিবেন; নচেৎ তাহা প্রমাণাদিদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।—টমাস্ স্মাশ টর্ণ্‌বুলের বিষয়ে; মান্দ্রাজ ৬ষ্ঠ ভলুমের ৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হয়, কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয়, ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে, কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায়, তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা (right) ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না, তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

টীকা।—এই আইনের ৩৪১ ধারার সহিত এই অধ্যায়ের বিধানের বিশেষ এই যে, যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা নহে, অথচ তাহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, সেই স্থলে ৩৪১ ধারা প্রযোজ্য; কিন্তু, যে স্থলে (১) অভিযুক্তব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদ করিতে অক্ষম; (২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া আরোপিত অপরাধ করিবার সময় সেই কার্য্যের ভাবগতিক বুঝিতে পারে নাই এবং সে যে আইনবিরুদ্ধ বা আইননিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছে তাহা জানিতে পারে নাই, সেই স্থলেই এই অধ্যায়ের বিধান প্রয়োগ করা হইবে।

নজীর।—কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা তদনুরূপ বিচারিত হইবার স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে সে উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা করিবে কি না, স্থির করিতে সক্ষম হয়।—কীরোর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা। নিম্ন আদালতে উক্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে সুতরাং বিশেষ কার্য্যবিধি অনুসারে বিচারিত না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্ব-সাধারণের ন্যায় হাইকোর্টের সংশোধনকারী বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবে। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ জে, গ্রাণ্ট; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১২শ ভলুমের ৫৬১ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৫৫—৪৫৮ধারা

*যে স্থলে ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ প্রযোজ্য, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্, অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রজা কি না জিজ্ঞাসা করিতে ক্রটী করিলে তজ্জন্য তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্য হইবে না।—৫৩৪ ধারা দেখ। কিন্তু, যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ অবগত থাকেন, বা তাঁহার অবগত থাকা উচিত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রজা হইলে তাঁহার বিচারাধিপত্যের তারতম্য ঘটে, সে স্থলে তাহাকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া বিচার করিলে মাজিষ্ট্রেট্ অনধিকার প্রবেশ (trespass) জন্য দায়ী। কলডার বঃ হকেট্; মুর্‌স্ ইণ্ডিয়ান্ এপীলস্, ২য় ভলুমের পরিশিষ্ট, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে, তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত, কি স্থলবিশেষে, সমর্পণ, কি বিচার, কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বেআইনমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাই-কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে (unlawfully detained), ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি, যে স্থানে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত, কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ-নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিতেন, সেই হাইকোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয়, যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্য আমাকে সেই হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে এফিডেভিট্‌ক্রমে কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের জন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিতে পারেন।

৪৫৮ ধারা। যে যে দেশে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার

হাইকোর্ট যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

বিচারাধিপত্য থাকে, সেই সেই দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন, সেই সকল স্থানে হাইকোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি খাটিবে; তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও (expressly referred to) খাটিবে।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের "কিম্বা সেশন আদালতে আধিপত্যকারী কোন জজের" * প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় হন, ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৯ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

† এই স্থানে অবস্থিত নিম্নলিখিত কথাগুলি ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৯ ধারাক্রমে রহিত করা গেল,—কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহেন, রাজধানীর বহিঃস্থ এমত কোন মাজিষ্ট্রেটের বা সেশন জজের প্রতি।

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৬২ ধারা।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

আমেরিকাদেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকাদেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে, এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে "অথবা ৪৫১ ক কিম্বা ৪৫১ খ ধারামতে কার্য্যকারী জেলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের আদালতে বিচার হইলে," * সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয়, উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে (revised list) অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, আদালত সেই সমনে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতে ও তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন, কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে, তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে, ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকাদেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত-সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয়

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১০ ধারাক্রমে সংযোজিত হইয়াছে।

লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনা-মতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে মুক্ত বলিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়, তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের (Lunatics) সম্বন্ধীয় বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম, সেই মাজিষ্ট্রেট্ এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জেলার সিভিল চিকিৎসক সাহেবের (Civil Surgeon) দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষীস্বরূপ ঐ সিভিল চিকিৎ-সক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম (incapable of making his defence) জ্ঞান করিলে, সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

টীকা।—'ক্ষিপ্তমনা' শব্দে প্রত্যেক অসুস্থমনা ব্যক্তি ও জড় ব্যক্তিকে বুঝাইবে।—১৮৫৮ সালের ৩৭ আইনের ১৮ ধারা। কেবলমাত্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট ক্ষিপ্তমনা সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। 'ক্ষিপ্তমনা' ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে রীতিমত পরীক্ষা করা হইবে।—রামরতন দাসের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ৯ম ভলুমের ২১ পৃষ্ঠা।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থ

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৬৫—৪৬৬ধারা

*সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের (unsoundness of mind) ও অক্ষমতার (incapacity) বিচার করিবেন, ও সেই বিষয় স্ববোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায়, তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি সুস্থমনা কি না, এতৎসম্বন্ধে সেশন জজের সন্দেহ প্রকাশ হওয়াতে বম্বে হাইকোর্ট আদেশ করেন যে তৎসম্বন্ধে সিভিলসার্জন বা অপর ডাক্তারের মতামত জিজ্ঞাসা করা ও সে অপরাধ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ক্ষিপ্তমনার ন্যায় কোন চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল কি না, অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।—হীরাপুঞ্জার বিষয়ে; বম্বে, ১ম ভলুমের ৩৩ পৃষ্ঠা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ, মাজিষ্ট্রেট্ এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন; কিন্তু আদেশে লিখিলেন যে অপরাধ করিবার সময় সে যে অপরাধ করিতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না সুতরাং তাহাকে মুক্ত করা গেল; হাইকোর্ট উক্ত বিচার আইন অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া ঐ আদেশ রহিত করিয়া দিলেন।—রমণ অধিকারীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ৩৭ পৃষ্ঠা।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা (of unsound mind) ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয়, যদি সেই অপরাধ হেতু হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে (properly taken care of) ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এই এই নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট্, কিম্বা স্থলবিশেষে, আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে,

তাহার রক্ষণের কথা।

কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজি-ষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়বাটীতে (lunatic asylum) কিম্বা নির্ব্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী (give effect to) করিবেন।

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থল-বিশেষে, আদালত যে কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে (resume) পারিবেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাই-বার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজি-ষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সার্টিফিকেট দেন, যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৬৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের, কি স্থলবিশেষে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপ-স্থিত করা গেলে, সে অভিযোগের প্রতিবাদ করি-বার উপযুক্ত-ভাবাপন্ন হইয়াছে, ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার-কার্য্য চলিবে।

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪, কি স্থলবিশেষে, ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৬৯ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে, প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপ-রাধ হইত, কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল

১৮৮২
১০ আইন।
৪৭০—৪৭২ধারা

সেই সময়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থ সেশন আদালতে, কি স্থলবিশেষে, হাইকোর্টে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ (as constituting the offence) ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না, নির্ণয়পত্রে (finding) এই কথা বিশেষমতে (specifically) লিখিতে হইবে।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তি সেশন আদালতে স্বীকার করিল যে সে তাহার স্ত্রীকে বধ করিয়াছে কিন্তু সে বলিল যে সে সময়ে সে সুস্থমনা ছিল না। সেশন জজ, আসেসর নির্ব্বাচন না করিয়াই স্বয়ং ঐ বিষয়ে প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিলেন। হাইকোর্ট উক্ত অনুষ্ঠান রহিত করিয়া দিয়া আসেসরের সাহায্যে পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিলেন। চৈৎ রামের বিষয়ে; এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ১১০ পৃষ্ঠা।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগগত ক্রিয়া করিয়াছে, নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলেও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট্ বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন, সেই স্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা (safe custody) হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৭৩—৪৭৪ধারা

ক্ষিপ্তব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্টর-জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইন্‌স্পেক্টর-জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়-বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়-বাটীর সন্দর্শকেরা (visitors) কিম্বা তাহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন, ও সেই ইন্‌স্পেক্টর-জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয় ছয় মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট (special report) করিবেন।

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম, রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইন্‌স্পেক্টর-জেনরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সার্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন, সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে; ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর-জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে, আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না, উক্ত জেলের ইন্‌স্পেক্টর-জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার, অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে (judicial officer) ও দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশন (Commission) আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন, তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৭৫—৪৭৬ধারা

দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব (relative) কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে (properly taken care of) ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না, ঐ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রতিভূ দিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়ে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি (inspection) করিতে পাইবেন, এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায়, তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তনসহ (*mutatis mutandis*) ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে; ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার সার্টিফিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৭৬ ধারা। ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত বিচারকার্য্যক্রমে (in the course of a judicial proceeding) তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় (Revenue) আদালত এমত বোধ করিলে, সেই আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্য সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন; উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রহরীর জিম্মায় (in custody) পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজি- ১৮৮২।
ষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন, ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতা-পন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

টীকা।—"তদন্ত বা বিচারের জন্য......প্রেরণ করিবেন"—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মাজি-ষ্ট্রেটের সমক্ষে সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিলে ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের হস্তে বিচারার্থ সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তিনি স্বয়ং তাহাকে সেশনে সমর্পণ করি-বেন না।—৪৮৭ ধারার দ্বিতীয় পদ দেখ।

এই ধারা অনুসারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকারের মোকদ্দমায় কার্য্যানুষ্ঠান হইতে দেখা যায় :—

প্রথমতঃ—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ বাদীর এজাহার লইয়া অভিযোগ অবিশ্বাস করেন ও এই আইনের ২০২ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার পুর্ব্বে অনুসন্ধানের আদেশ দেন এবং অনুসন্ধানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া ২০৩ ধারামতে অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা অভিযোগ করণ অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে অভিযুক্ত হইবার আদেশ দেন।

দ্বিতীয়তঃ—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগের বিষয়ে পুলীস রিপোর্ট তদন্ত করিয়া দেখিলেন যে অভিযোগ মিথ্যা ও অভিযোগকারীকে মিথ্যা সংবাদ দেওন অপরাধে অভিযুক্ত হইবার আদেশ দেন। কিন্তু হাইকোর্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এরূপস্থলে প্রথমস্থলীয় তদন্তে উক্ত অভিযোগকারীকে এরূপ প্রমাণ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত যে সে ৪৭৬ ধারার বিধানের অধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ বা ১৯৩ ধারামত বা অন্য ধারামত কোন অপরাধ করে নাই।

নজীর।—কলিকাতা হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে অভিযোগ রীতিমত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রথমস্থলীয় তদন্ত হওয়া আবশ্যক; উক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা হইলে তাহা রহিত করা হইবে। অধিকন্তু সাক্ষী দেওয়ানী আদালতের সমক্ষে মিথ্যা কথা বলিয়াছে কেবলমাত্র এই কথা প্রকাশ করিলে তাহা যথেষ্ট হয় না, প্রত্যক্ষ ও সারবান্ প্রমাণের দ্বারা সাক্ষীর অমুক বর্ণনা সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা, এইরূপ প্রমাণীকৃত হওয়া আবশ্যক। বায়জু লালের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১ম ভলুমের ৪৫০ পৃষ্ঠা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ হইয়াছে বিশ্বাস করিতে পারেন কি না ইহার তদন্তের

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৭৭ ধারা।

জন্ম কোন জজ, মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারেন না; মাজিষ্ট্রেট্ তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহা বিচারাধিপত্য-বহির্ভূত।—কালীপ্রসন্ন বাগ্চীর বিষয়ে, উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৩শ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা।

মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অভিযোগের জন্ম প্রেরিত কোন মোকদ্দমায় এই ধারানুসারে আদেশ করা হইলে তাহাতে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতস্বরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ও সেই আদেশ আবশ্যক বিবেচনা করিলে রহিত করিতে পারেন।—খেপু সিকদার বঃ গিরীশ-চন্দ্র মুখার্জি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭৩০ পৃষ্ঠা। কিন্তু মান্দ্রাজ হাইকোর্ট, [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ১৪৪ পৃষ্ঠাস্থিত নজীরে কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ নারাকার বিষয়ে] এবং বম্বে হাইকোর্ট [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলু-মের ১০৯ পৃষ্ঠাস্থিত এম্প্রেস্ বঃ রাকাপ্পার বিষয়ে] ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অধস্তন আদালত অভিযোগ করিয়া অপর আদালতে কার্য্যানুষ্ঠানের জন্ম প্রেরণ করিলে তদ্বিষয়ে উচ্চতর আদালতের হস্তার্পণ অনুচিত। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এতৎসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যে স্থলে এরূপ প্রমাণ করা হইবে যে দেওয়ানী আদালত প্রথমস্থলীয় তদন্ত করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সেই মোকদ্দমা সুচারুরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারেন, সে স্থলে হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালতস্বরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। জোয়লা প্রসাদের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ৬২ পৃষ্ঠা।

যে মোকদ্দমা হইতে এই ধারার অধীন অভিযোগের উৎপত্তি, সে মোকদ্দমা অগ্রে নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক।—বিন্নু বারিকের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৬শ ভলুমের ৭৭ পৃষ্ঠা। এমন কি, আপীল হইলেও সেই রায় বজায় থাকিবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিবেচনা করিলে অথবা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্ভব না থাকিলেই, ফৌজদারী কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে, নচেৎ তাহা বিধেয় নহে।—কুইন্ বঃ বায়জুলাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলি-কাতা, ১ম ভলুমের ৪৫০ পৃষ্ঠা। কোন অপরাধ করা হইয়াছে এতৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপ-স্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ ৪৭৬ ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন না।—খেপুনাথ সিকদার বঃ গিরীশচন্দ্র মুখার্জির বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭৩০ পৃষ্ঠা।

এই ধারা মতে যে প্রথমস্থলীয় তদন্ত হয়, তাহা বিচার-সম্বন্ধীয় (judicial) নহে। সাক্ষী-দিগকে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জবানবন্দী দিতে হয় না। মাজিষ্ট্রেট্ পুনর্ব্বার উক্ত সাক্ষী-দিগকে রীতিমত পরীক্ষা করিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে যে তদন্ত করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই; কিন্তু তাহাকে তথায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে। ছোট সাধু পেয়া-দার বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ৯ম ভলুমের ৩ পৃষ্ঠা।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞান গোচরে (under notice) আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মা-

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদা-লতের ক্ষমতার কথা।

ধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির-জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

নজীর।—কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ও তৎপরে সেশন জজের সম্মুখে বিপরীত বর্ণনা করিলেই যে সেশন জজ এই ধারামতে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান অপরাধে অভিযুক্ত করিতে পারেন, এরূপ নহে। বিপরীত বর্ণনা সত্ত্বেও যে স্থলে সেশন জজের সম্মুখে কথিত বর্ণনা মিথ্যা এরূপ প্রমাণ হয়, সেই স্থলেই সেশন জজ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কথিত বর্ণনা মিথ্যা হইলে সেই মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন সেশন জজ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন না। নোমলের বিষয়ে, উইক্লি রিপোর্টার, ১২শ ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠা।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮ ধারা। কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে, কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে হইতে পারে, কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্য মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টে কিম্বা স্থলবিশেষে, সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত হাজির-জামিন লইতে পারিবেন।

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্য দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিককার্য্য যতদূর সম্ভব, ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল, এমত জ্ঞান হইবে।

নজীর।—এই আইনের ১৯৫ ধারার (গ) প্রকরণমতে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে অনু-

মন্তি দেওয়া গেলেও দেওয়ানী আদালত এই ধারা অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাধারণ ব্যক্তির অভিযোগ ডিস্মিস্ করিলে যে পর্য্যন্ত সেই আদেশ রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ শঙ্কর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজ-পত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন; সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৮০ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী কি রাজস্ব-সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হউক বা না হউক, ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া যাইবার পূর্ব্ব কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা (contempt) হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

টীকা।—যে আদালতের সমক্ষে (অবজ্ঞাজনিত) অপরাধ করা হইবে, সেই আদালত উক্ত অপরাধ যথারীতি এই ধারাভুক্ত বিবেচনা করিলে, কালবিলম্ব না করিয়া (অন্ততঃ এজলাস ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে) সেই স্থানেই এই ধারার বিধান অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। উক্তরূপে অপরাধী কোন ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার জন্য সাবকাশ দিলে তাহা অনিয়মিত আদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা আইন অসঙ্গত নহে।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ পেয়ম্বর বক্স, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১১শ ভলুমের ৩৬১ পৃষ্ঠা। এই ধারা অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান বিচারস্বরূপ গণ্য; সুতরাং বিহিত আদেশের উপর আপীল হইতে পারে।

৪৮৬ ধারা দেখ। এই অধ্যায়ের বিধানমতে বিহিত দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে যে কারাদণ্ডের আদেশ থাকে, তাহা দেওয়ানী জেলে কারাবাস দণ্ড।

১৭৫ ধারা—কোন দলিল উপস্থিত করিতে আইনমতে বাধ্য হইয়াও রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিতে ত্রুটী করণ।

১৭৮ ধারা—রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে সত্যবর্ণনা করিবার রীতিমত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অস্বীকার করণ।

১৭৯ ধারা—রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতানুসারে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যবর্ণনা করিতে আইনমতে বাধ্য থাকিলেও উত্তরদানে অস্বীকার করণ।

১৮০ ধারা—রাজকীয় কার্য্যকারক অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্ণনা স্বাক্ষর করিবার আইনমত আদেশ করিলে তাহা পালন করিতে অস্বীকার করণ।

২২৮ ধারা—বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আধিপত্যকারী রাজকীয় কার্য্যকারককে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করণ বা প্রতিবন্ধকতা করণ।

নজীর।—যে আদালতের সমক্ষে অবজ্ঞাজনিত অপরাধ করা হয়, সেই আদালত ৪৮০ বা ৪৮২ ধারামতে স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠাইতে পারেন না।—সারধারী লাল; উইক্লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ১০ পৃষ্ঠা।

এইরূপ মোকদ্দমায় নথীর কথা।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ হয়, ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয়, ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয়, আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচারঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন, সেই কার্য্যের ভাব (nature) ও কার্য্য (stage) কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায়, তাহা ও সেই অপমানের (insult) বা প্রতিবন্ধকতার (interruption) ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

নজীর।—নির্দ্দিষ্ট অপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া না দিয়া ও তাহাকে প্রতিবাদ করিবার সাবকাশ না দিয়া আদালতের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন অপরাধে দণ্ডবিধান করা যায় না। পোলার্ডের বিষয়ে; প্রিভিকাউন্সিল্ ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ১০৬ পৃষ্ঠা।

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারায় উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড

১৮৮২। ১ আইন। ৪৮৩—৪৮৫ধারা

করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয়, আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কার্য্যাদি দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয়, ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায়, ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

টীকা।—ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের বিধানমতে কার্য্যকারী রেজিষ্ট্রার এই ধারার মর্ম্ম অনুসারে 'আদালত' বলিয়া গণ্য; কিন্তু সব্ রেজিষ্ট্রার নহেন। (পরবর্ত্তী ধারার বিধান দেখ।)

রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা।

৪৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারীকরণ-বিষয়ক (Indian Registration Act) ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৯২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা (order) কি আদেশ (requisition) মানিতে স্বীকার করে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে অপরাধ স্বীকার করে, তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

উত্তর দিতে কি দলীল

৪৮৫ ধারা। ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষীকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা

উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

তাহার অধিকারগত (in his possession) কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে অধ্যক্ষতা-ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের বা জজের স্বাক্ষরিত ওয়ারণ্টক্রমে ততকাল আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে, তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে, এবং রাজকীয় সনন্দবলে স্থাপিত আদালত হইলে, তাহাকে অবজ্ঞাকরণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

নজীর।—বাদী এই ধারামতে বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৯ ধারামতে উত্তর প্রদানে অস্বীকার করিলে দণ্ডনীয় অপর সাক্ষীর ন্যায় গণ্য হইবে না। গণেশ নারায়ণ শাঠের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৬০০ পৃষ্ঠা।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে, সে, ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

এই ধারামত আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে; ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয়, আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, ঐ আদালত যে সেশনখণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই সেশন খণ্ডের সেশন আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রারস্বরূপ কোন কার্য্যকারক তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে, উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদা-

১৮৮২। ১০ আইন। ৪৮৭ ধারা।

লতের বিচারপতিও হন, তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতিস্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত, সেই আদালতে আপীল হইবে; ও স্থলান্তরে, জেলার জজ সাহেবের নিকটে, কিম্বা রাজধানী নগরে, হাইকোর্টে আপীল হইবে।

১৯৫ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ কোন কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৪৮৭ ধারা। ৪৭৭, ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাইকোর্টের জজ, ও রেঙ্গুণের রিকার্ডর, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট্, ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে, কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ তাহার জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, ঐ অপরাধহেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিষ্ট্রেট্ সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথার দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

নজীর।—ডিষ্ট্রীক্ট জজ এই আইনের ১৯৫ ধারার বিধান অনুসারে অভিযোগ করিবার অনুমতি দিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সেই মোকদ্দমা বিচার করিলেন। এই ধারা অনুসারে তিনিই সেশন জজ স্বরূপে তদ্বিষয়ের আপীল শুনিতে পারেন।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ শরচ্চন্দ্র রক্ষিত; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭৬৬ পৃষ্ঠা। [মাধবচন্দ্র মজুমদার বঃ নবদ্বীপচন্দ্র পণ্ডিত, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ১২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মত বিপর্য্যস্ত হইল ও ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় এম্প্রেস্ বঃ ডিসিল্ভার বিষয়ে প্রকাশিত মত উল্লিখিত হইল।] অথবা সেশন জজ স্বয়ং ১৯৫ ধারামতে অভিযোগ হইবার অনুমতি দিলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহার অপরাধ নির্ণয় করিবার পরও সেই সেশন জজ তাহার আপীল শ্রবণ করিলে তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে না। কেশভেয়র বিষয়ে; ওয়্যার ১০৮১ পৃষ্ঠা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৮৮ ধারা।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের (maintenance) বিধি।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস (legitimate) কি জারজ (illegitimate) সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে, ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্ত মাসে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; মাজিষ্ট্রেট্ সময়ে সময়ে যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণের আজ্ঞার কথা।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি (from the date of the order) ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে উপেক্ষা করে, তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়, ততবার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা (fines) আদায় করিবার ও ওয়ারণ্ট জারী হইলে ও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত (unpaid) থাকিলে ঐ ব্যক্তির এক মাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে, আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায়, ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন; ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে (is living in adultery) কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করিয়াছে, ইহা যদি হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে ঐ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

১৮৮২।
১০ আইন।
৪৮৮ ধারা।

• স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে (by mutual consent) স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামীর স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি (allowance) পাইবার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে সে উপপতির সঙ্গে বাস করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামীর, বা স্থলবিশেষে, পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা তাহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

নজীর।—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আদেশ বিধান করা হয়, অভিযোগের সময় সে ব্যক্তি যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন এলাকার মধ্যে অবস্থান করে, সেই মাজিষ্ট্রেটই ৪৮৮ ধারা মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।—সেখ ফক্রুদ্দীন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ৪০ পৃষ্ঠা। কিন্তু যে স্থলে কোন স্ত্রীলোক ভরণপোষণ পাইবার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে, সে স্থলে সে যেখানেই থাকুক, ভরণপোষণ পাইতে পারিবে এবং তাহাকে ভরণপোষণ দিতে ক্রটী করিলে যে মাজিষ্ট্রেটের এলাকাধীন স্থানে সে বাস করিবে, সেই মাজিষ্ট্রেট্ তৎসম্বন্ধীয় অপরাধ বিচার করিবেন। ম্যালকম্ ডিক্যাষ্ট্রোর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৩শ ভলুমের ৩৪৮ পৃষ্ঠা। কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বা সন্তানের ভরণপোষণ দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে, এই বিষয়ের আইনসঙ্গত প্রমাণ ব্যতিরেকে মাজিষ্ট্রেট্ ৪৮৮ ধারামতে কোন আদেশ বিধান করিতে পারেন না।—গণ্ডার বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৩শ ভলুমের ১৯ পৃষ্ঠা। সন্তান বধির বা মূক হইলে এবং স্বয়ং ভরণপোষণে অক্ষম থাকিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পিতাকে তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে হইবে।

মুসলমানদিগের আইনমতে সিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মুতা' স্ত্রী অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী বিবাহের স্ত্রী ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী নহে; কিন্তু এই ধারামতে সে ভরণপোষণের দাওয়া করিতে পারে।—লদন সাহিবা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৭৩৬ পৃষ্ঠা। "নিকা" স্ত্রী ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী। মাজিষ্ট্রেট্ কোন মুসলমানকে তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু সে তৎপরে তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহবন্ধন ছেদ (divorce) করে; পূর্ব্ববিহিত আদেশ বলবৎ থাকিবে কি না, হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ হওয়ায় নিষ্পত্তি হইল, যে মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পূর্ব্ববিহিত আদেশ রহিত না করিয়া তাহা বলবৎকরণে আদেশ না দিলেই হইতে পারে।—আবদুর রহমন বঃ সখীনা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম

ভলুমের ৫৫৮ পৃষ্ঠা। [মহম্মদ আবেদ আলীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ২৭৬ পৃষ্ঠা এবং আবদুল আলী ইস্মাইলজীর বিষয়ে ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৭ম ভলুমের ১৮০ পৃষ্ঠা দেখ।] বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে ইদ্দতের মধ্যে মুসলমান স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী, কিন্তু ইদ্দতের পরে ভরণপোষণের আজ্ঞা ফলবতী হইতে পারে না। গোলাম মহাদ্দীন, আবেদনকারী; ওয়্যার ১০৮৮ পৃষ্ঠা।

হিন্দুদিগের আইনমতে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারে (অর্থাৎ পিতা ও পুত্র একত্রে সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ থাকিলে) পুত্রকে তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ সে নিজের ভরণপোষণের ন্যায় স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য অবিভক্ত সম্পত্তিতে দাওয়া করিতে পারে।—রামসামীর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ১৭ পৃষ্ঠা। হিন্দু বালিকা স্ত্রী তাহার পিতার নিকটে থাকিলে, তাহার স্বামীর প্রতি ভরণপোষণের আদেশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ প্রমাণের আবশ্যক যে উক্ত স্ত্রীকে তাহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে তদ্রূপ কার্য্য করে নাই।—মুসামৎ সুম্‌রি; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৩০ পৃষ্ঠা। কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে তাহার ভরণপোষণ ও অবস্থিতি সম্বন্ধে স্বামীর কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া বোধ হয়।—কুলসন্ বিবির বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৪৪ পৃষ্ঠা।

সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২০ ধারার মর্ম্মানুসারে এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান দেওয়ানী কার্য্যানুষ্ঠান (civil proceedings) বলিয়া গণ্য, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং তাহার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারে।—নুরমহম্মদ বঃ বিশমল্লা জান, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৭৮১ পৃষ্ঠা। এই ধারায় যে নির্দ্দয় আচরণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র শারীরিক পীড়া বা অত্যাচারকে বুঝাইবে না।—রুস্তন্ বঃ পিয়ারীলাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১১শ ভলুমের ৪৮০ পৃষ্ঠা।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে এরূপ হারে মাজিষ্ট্রেট্ ভরণপোষণের কোন আদেশ দিতে পারেন না। কিন্তু ৪৮৯ ধারামতে সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।—উপেন্দ্রনাথ ঢাল বঃ সৌদামিনী দাসী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১২শ ভলুমের ৫৩৫ পৃষ্ঠা। [রামাগির বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৪শ ভলুমের ৩৯৮ পৃষ্ঠা।] এই ধারার বিধান অনুসারে যে আদেশ করা হয়, তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না, কিন্তু ৪৩৯ ধারামতে হাইকোর্ট তাহা সংশোধন করিতে পারেন।—থাকুবিন ইরার বিষয়ে, বম্বে, ৫ম ভলুমের ৮১ পৃষ্ঠা (Crown Cases.)। রীতিমত ক্ষমতা-প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে কোন অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করিলে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ তাহা নূতন করিয়া (*de novo*) বিচার করিতে পারেন না। মুসামৎ জামুতির বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১ম ভলুমের ৮৯ পৃষ্ঠা।

ভরণপোষণের প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় সন্তান কাহার নিকট থাকিবে, মাজিষ্ট্রেটের তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। সন্তানের মাতা সন্তানকে পিতার নিকট রাখিতে অস্বীকার করিলে ভরণপোষণের পূর্ব্ববিহিত আদেশ অন্যথা করা হইবে না।—লালদাস বঃ নিকুঞ্জ বৈষ্ণবী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ৩৭৪ পৃষ্ঠা। কিন্তু আবে

দনকারিণী প্রতিবাদীর স্ত্রী কি না, এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হইলে মাজিষ্ট্রেট্ তাহা অগ্রে মীমাংসা করিবেন।—গোলাব দাস ভাইদাসের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৪শ ভলুমের ২৬৯ পৃষ্ঠা।

এই ধারামতে বিহিত ভরণপোষণের টাকা দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিলে যে কারা-দণ্ডের আদেশ হয়, তাহা কোন নিয়মাধীন নহে (absolute) এবং বক্রী টাকা দিলে তাহাকে মুক্ত করা যায় না।—বিয়াকা বঃ ময়দীন কটী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৮ম ভলুমের ৭০ পৃষ্ঠা। প্রতিবাদী ভরণপোষণের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলেও যে মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে বিহিত আদেশ ফলবৎ করিতে বাধ্য, এরূপ নহে।—রঙ্গাম্মা বঃ মহম্মদ আলী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস, মান্দ্রাজ ১০ম ভলুমের ১৩ পৃষ্ঠা।

ভরণপোষণের দাওয়া করিয়া স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিল; প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট্কে প্রমাণাদি লইয়া রিপোর্ট করিবার আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রেরিত রিপোর্ট অনুসারে স্বামীর অসাক্ষাতে তাহার প্রতি ভরণপোষণ করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত আদেশ আইনসঙ্গত নহে। ভেন্কাটা বঃ পরম্মা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১১শ ভলুমের ১৯৯ পৃষ্ঠা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি=যে স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করে, তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি বুঝাইবে।—সেখ ফকরুদ্দীনের বিষয়; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ৪০ পৃষ্ঠা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায়, কি ঐ ধারা-মতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরি-বর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৯০। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায়, তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভি-ভাবককে, কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিকে, বিনা ফীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে; ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট্ উভয় পক্ষের অনন্যতা (identity) ও যে টাকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় সুবোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হেবিয়স্ কর্পস্ (Habeas Corpus) ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

হেবিয়স্ কর্পস্ নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯১ ধারা। ফোর্ট উইলিয়ম্ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন, সেই সময়ে এই এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন :—

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা ;

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনমতে (illegally) কি অনুচিতমতে (improperly) রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা ;

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত (pending) কোন বিষয়ে, কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে, সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্য তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা ;

(ঘ) কোর্ট মার্শ্যলের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন কমিশনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শ্যলের কি কমিশনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য পূর্ব্বোক্তমত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা ;

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্য বদ্ধ থাকিলে তাহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা ;

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া সেরিফ্ সাহেব সীপাই কর্পস্ (*cepi corpus* অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন, তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে, উক্ত প্রত্যেক হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সেই প্রণালী-বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন

১৮৮২
১০ আইন।
৪৯২—৪৯৩ধারা।

কিম্বা বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮৫৮ সালের ৩ আইন মতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান (Supplementary Provisions)।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে (in any local area) সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায়, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পুলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যে যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন, সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উপর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায়, কি বিচার, কি আপীল হয়, তিনি লিখিত অনুমতিপত্র (written authority) বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন; ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি (any pri-

vate person) কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকী-লকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশ-প্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

নজীর।—কোন নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার অভিপ্রায়ে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তিনি ৪৯৪ ধারামতে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারেন না। মাধোর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৮ম ভলুমের ২৯১ পৃষ্ঠা (ফুল্‌বেঞ্চ্)। [রামকৃষ্ণ নন্দনের বিষয়ে ওয়্যার, ১১০৯ পৃষ্ঠা দেখ]

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন; ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া (discharged) যাইবে;

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই সেই স্থলে, ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা (acquitted) যাইবে।

নজীর।—সেশনে সমর্পিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৪৯৪ ধারামতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, তাহাকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিয়া মুক্ত করা যাইতে পারে। যদি সেশনে সমর্পণ আইন অনুসারে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিতে হইবে; কিন্তু অভিযোগ উঠাইয়া লইলেই নির্দ্দোষ নির্ণয় করণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ শিবরাম; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৩৫ পৃষ্ঠা।

৪৯৫ ধারা।* কোন মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রেণীর নিম্নস্থ পুলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারার (১) প্রকরণমতে পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২।

১০ আইন।
৪৯৫ ধারা।

•কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য্য চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

"অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহার তদন্ত সম্বন্ধে যে পুলীস কার্য্যকারক কোন কার্য্য করেন, তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।" *

টীকা।—কতকগুলি নিরূপিত কার্য্যকারক ভিন্ন পুলীসের অপর কার্য্যকারক মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না পাইলে ফৌজদারী আদালতে কোন অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত বা বিচার কার্য্য চালাইতে পারেন না। বাঙ্গালা প্রদেশে পুলীস কার্য্যকারকেরা যে যে নিয়মে উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্য চালাইবেন, তাহার কতকগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) পুলীস মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে মোকদ্দমা প্রেরণ করেন, তাহার শুনানীর সময় মাজিষ্ট্রেট্‌কে সাহায্য করিবার জন্য একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী (responsible officer) উপস্থিত থাকিবেন।

(২) বিশেষ আবশ্যকীয় বা সাধারণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন। সাধারণতঃ, কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর, এবং ক্ষুদ্র ও সামান্য মোকদ্দমা গুলিতে হেড্ কন্‌ষ্টেব্‌ল্ উপস্থিত থাকিলেই চলিতে পারে। সবডিভিজানে কোর্টে নিযুক্ত প্রধান পুলীস কার্য্যকারক উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠিক কার্য্যাদি পরিদর্শন করিবেন।

(৩) যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালাইবেন, তাঁহাকে প্রথমতঃ তৎসংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত ও প্রমাণাদি সুচারুরূপে অবগত হইতে হইবে। গুরুতর অপরাধ-সম্বলিত বা কূট মোকদ্দমায় যে কার্য্যকারক স্থানীয় তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে সাক্ষীস্বরূপ হাজির হইতে হইবে এবং তিনি আদালতে কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টরকে মোকদ্দমার অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(৪) যে সকল মোকদ্দমার সেশন আদালতে বিচার হইবে, তৎসম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট্ বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরকারী উকীলের সাহায্যের জন্য মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া ও আবশ্যকীয় গৃহীত প্রমাণাদির নকল এবং বিশেষ রিপোর্ট বা বিশেষ ডায়েরীসহ প্রেরণ করিবেন। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর বা যে কার্য্যকারক মোকদ্দমার অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি সরকারী উকীলের সাহায্যের জন্য (মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে) বিচারের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবেন।

---

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারার (২) প্রকরণ মতে সংযোজিত হইয়াছে।

(৫) সদর থানায় বা সবডিভিজানে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার চূড়ান্ত আদেশ তদন্তকারী কার্য্যকারককে জানান হইবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির-জামিন (Bail) বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না, এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পুলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে ও সে উক্ত পুলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজির-জামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজির-জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। পরন্তু, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে, তাহার স্থানে হাজির-জামিন না লইয়াও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

টীকা।—কোর্ট ফী সম্বন্ধীয় ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ধারার ১৫প্রকরণমতে ফৌজদারী মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার জন্ম নিবন্ধ পত্রে (bonds) ও জামিনী নিবন্ধপত্রে (bail-bonds) ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

নজীর।—যে মাজিষ্ট্রেট্ জামিন দিবার আদেশ করেন, জামিনের পরিমাণ স্থির করা তাঁহারই কর্ত্তব্য, পুলীসের হস্তে সে ভার প্রদত্ত হইবে না।—গায়ত্রীপ্রসন্ন ঘোষালের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

হাজির-জামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৯৭ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পুলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির-জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল, সে ঐ অপরাধে

অপরাধী, এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরও তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু (reasonable grounds) আছে, অনুসন্ধান, কি তদন্ত, কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজির-জামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার পশ্চাৎ কোন সময়েই (at any subsequent stage) কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাজির-জামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক (excessive) হইবে না; এবং কোন ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পুলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

৪৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে হাজির-জামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পুলীসের কর্ম্মকারক, কি স্থলবিশেষে, আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি, ও তাহাকে হাজির-জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ (sufficient sureties) তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে; নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পুলীসের কর্ম্মকারকের, কি স্থলবিশেষে, আদালতের অন্য আজ্ঞা

না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজির-জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য আহূত হইলে হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

৫০০ ধারা। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে; যদি সে কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজিরজামিন লন, সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন, এবং উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন।

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রথমে যে হাজির জামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকা জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজিরজামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর (insufficient) হইলে, আদালত ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া হাজিরজামিনক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

৫০২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন কোন প্রতিভূ কোন সময়েই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন আপন নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিবেন।

১৮৮২।
১০ আইন।
৫০৩ ধারা।

সেই ব্যক্তি ওয়ারণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে (on voluntary surrender) মাজিষ্ট্রেট্ ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন; এবং তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৫০৩ ধারা। সদ্বিচারার্থে (for the ends of justice) কোন সাক্ষীর পরীক্ষা প্রয়োজনীয়, ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না, তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন

কমিশন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে, তাঁহার নামে কমিশন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশন দেওয়া যায়, তিনি স্বয়ং কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলে, তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন, সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন, এবং এই আইনমতে ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার বিচারকালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও

তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। ১৮৮২। ১০ আইন। ৫০৪ ধারা।

নজীর।—কমিশন গ্রাহ্য করা সম্পূর্ণরূপে আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৮৯৬ পৃষ্ঠায় এম্প্রেস্ বঃ কাউন্সেলের বিষয়ে সিভিল সার্জনের এফিডেভিট্যুক্ত আবেদন সত্ত্বেও বিচারপতি উইল্সন্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় কমিশন দ্বারা জবানবন্দী গ্রহণ অত্যন্ত অসন্তোষকর কার্য্যানুষ্ঠান, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইবার সম্ভাবনা।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। জুরিকে শপথ দিবার পরে এবং বিচার আরম্ভ হইয়া গেলে কমিশনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ এ, এম্, জেকব; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৯শ ভলুমের ১১৩ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা হাইকোর্ট, [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৪র্থ ভলুমের ২০ পৃষ্ঠায় হর সুন্দরী চৌধুরাণীর বিষয়ে] মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আদেশ করিলেন যে, যে সাক্ষীর এজাহারের জন্য কমিশন দিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন, সে অন্তঃপুরবাসিনী (*purdah-nisheen*) এবং মোকদ্দমার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহে, অতএব তাহাকে কমিশন গ্রাহ্য করা যাইবে। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ষ্ট্রেট্ সাহেব [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৫ম ভলুমের ৯২ পৃষ্ঠায় ফরিদউন্নিসার বিষয়ে] সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক মাত্রেরই আদালতে উপস্থিত না হইবার কোন অধিকার নাই এবং তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইলে যে অসুবিধা হয় তাহা এই ধারার মর্ম্মানুসারে অসুবিধা বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না। যাহা হউক, তিনি কমিশনের আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া উক্ত মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট্কে এইরূপ আদেশ করিলেন যে বাদিনীকে পাল্কী করিয়া আনাইয়া আদালতে তাঁহার গৃহে প্রতিবাদীর সম্মুখে পরিচিতা স্ত্রীলোক-সাক্ষী দ্বারা সনাক্ত করাইয়া তাহার এরূপে এজাহার লওয়া হইবে, যেন তাহাতে বাদিনীর কোনরূপ অসুবিধা বা বিরক্তি না জন্মে। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১২শ ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠায় বসন্ত বিবির বিষয়ে এই মত অনুসৃত হইয়াছে।] ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৭৭৫ পৃষ্ঠায় দীনতারিণী দেবীর আবেদন সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট্ কমিশন অগ্রাহ্য করিলেও হাইকোর্ট আদেশ করিলেন যে আবেদনকারিণী কমিশনের ব্যয়ভূষণ দিলে কমিশন গ্রাহ্য হইবে।

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশনের কথা।

৫০৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশন লিখিয়া দেন, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশন দিতে পারিবেন; তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে উপস্থিত

১৮৮২। ১০ আইন। ৫০৪—৫০৭ ধারা

করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৩৯ ও ৪০ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আই-নের ৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে কমিশন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫০৫ ধারা। এই আইনমত যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট্ কি আদালত কমিশনের আদেশ করেন, সেই মাজি-ষ্ট্রেট্ কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন, এমন প্রশ্ন (interrogatories) লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে, কমিশন দেওয়া যায়, তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশন লিখিয়া দেওয়া যায়, উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থল-বিশেষে, কূট পরীক্ষা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৫০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সদ্বি-চারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক, তাহার পরীক্ষা লইবার জন্য কমিশন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশন প্রার্থনা করিবেন; ও সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট্ পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশনমতে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেল, তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমি-শন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; ও সেই কমিশন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে (at all reasonable

কমিশন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

times) পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন (subject to all just exceptions) তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে, যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

তদন্ত কি বিচারকার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি (Special rules of evidence)।

৫০৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিভিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারী (medical) অন্য সাক্ষীর পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচারকার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা।

আদালত উচিত বোধ করিলে, ঐরূপ সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য-সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

চিকিৎসাকর্ম্মকারী সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবার কথা।

নজীর।—সিভিল সার্জনের মত প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে গেলে তাহাকে অপর সাক্ষীর ন্যায় রীতিমত পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষাদি করিতে হইবে। তাঁহার লিখিত পত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ সমীরুদ্দীন; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ১১ পৃষ্ঠা। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট লেখা হয় (*post mortem* report) তাহা কোন বিষয় সেই লেখকের স্মৃতিপথে আনাইবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে; প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় না। তবে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত রিপোর্ট ব্যবহৃত হইবে, তাহাদের সকলের সম্মুখে প্রমাণ লইয়া রিপোর্ট লেখা হইয়া থাকিলে তাহা আইনানুসারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।—বক্স মহাতোনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৭৩৯ পৃষ্ঠা।

১৮৮২।
১০ আইন।
৫১০—৫১১ধারা

•অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে ডাক্তারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত ও তাহাতে দস্তখত হওয়া আবশ্যক এবং সাক্ষীর প্রমাণের উপর প্রকাশ থাকা উচিত যে সাক্ষ্য উক্তরূপে গৃহীত হইয়াছে।—এম্প্রেস্ বঃ পফ্ সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১০ম ভলুমের ১১৮ পৃষ্ঠা। [এম্প্রেস্ বঃ রাইডিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৯ম ভলুমের ৭২০ পৃষ্ঠা দেখ]।

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে "যে কোন"* রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে (Chemical Examiner) কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারী (assistant) পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক (analysis) করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে, তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

রাসায়নিকদ্রব্য-পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

নজীর।—আসল রিপোর্টই প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে; রিপোর্টের নকল অগ্রাহ্য।—বিশ্বম্ভর দাসের বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ৪৯ পৃষ্ঠা।

এডিশনাল রাসায়নিক পরীক্ষকের কোন বিষয়ে রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে না। এম্প্রেস্ বঃ অতুল মুচি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০২৬ পৃষ্ঠা।

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে. কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে;

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায়, সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জেম্মায় কাগজপত্র থাকে, তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা (extract) দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায়, সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারণ্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা;

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দ্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা (identity) বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫১২ ধারা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, সেই অপরাধ হেতু তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থানে (in his absence) অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে, বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা হয়, তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারকালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

নজীর।—ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৩৩ ধারায় এরূপ বিধান আছে যে, যে সকল সাক্ষীর এজাহার হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির তাহাদিগকে কূট পরীক্ষা করিবার অধিকার আছে এবং তৎসম্বন্ধে তাহাকে সাবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, এই ধারার শেষাংশের বিধান উক্ত ৩৩ ধারায় যে সকল স্থলের বিধান নাই, তাহার মধ্যে কতকস্থলে প্রযোজ্য। এতোয়ারীধারীর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২১শ ভলুমের ১২ পৃষ্ঠা।

৫১২ ধারামতে প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে গেলে পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বারা নিরূপণ করিবার পর বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে উক্ত প্রমাণ লিখিয়া লওয়া উচিত।—ঘরবন্ বিন্দের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৯৭ পৃষ্ঠা। কিন্তু আসামীর অসাক্ষাতে গৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এবং আসামীর পলায়ন সম্বন্ধে বা শীঘ্র গ্রেপ্তার হওন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত না থাকায়ও সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারার্থ সমর্পণের আদেশ হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করিলেন না। হাইকোর্ট বলিলেন যে আসামী অভিযোগে উত্তর দিয়াছে সুতরাং সে বিচারিত হইবার অধিকারী; কিন্তু সেশন জজ বিবেচনা করিলে উক্ত গৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া অপর প্রমাণাদি গ্রহণ করিতে পারিতেন।—সাগম্বরের বিষয়ে, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১২শ ভলুমের ১২০ পৃষ্ঠা। [কিন্তু উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৩৩ পৃষ্ঠায় বোকা চৌকীদারের বিষয়ে হাইকোর্ট উক্তরূপ সমর্পণ আইন অসঙ্গত বলিয়া রহিত করিয়া দিয়াছেন।]

১৮৮২ ।
১০ আইন।
৫১৩—৫১৪ ধারা।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র-বিষয়ক বিধি।

মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে জামিন-সহিত কিম্বা জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫১৪ ধারা। এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয়, সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের হৃদ্বোধমতে,

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হৃদ্বোধমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন, তাহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারণ্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জেলার মাজিষ্ট্রেট "কিম্বা চীফ্ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট"* সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্য ও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

---

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ৪ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫১৫—৫১৬ধারা

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে, যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় (civil jail) ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায় করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

নজীর।—নিবদ্ধ ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় কোন পক্ষ নহে, সেই মোকদ্দমায় গৃহীত প্রমাণের উপর মাজিষ্ট্রেট্ তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন না।—মহেশচন্দ্র রায়ের বিষয়ে; কলিকাতা, ল রিপোর্টস্, ১০ম ভলুমের ৫৭১ পৃষ্ঠা।

আইন অনুসারে তদন্ত ও রীতিমত বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বা স্থলবিশেষে তাহার নিযুক্ত ব্যক্তির (agent) উপস্থিতিতে প্রমাণাদি গ্রহণের পর [উইক্লি রিপোর্টার, ১২শ ভলুমের ৫৪ পৃষ্ঠায় কালীকান্ত রায় চৌধুরীর বিষয়ে] এবং যে স্থলে কারণ দর্শাইবার সমন জারী হইবার প্রমাণের পরও প্রতিভূ আদালতে অনুপস্থিত হয় ও কারণ না দর্শায়, তাহা হইলে সমন জারীর প্রমাণ লিখিয়া লইয়া তৎপশ্চাৎ তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য পরওয়ানা দেওয়া হইবে।—দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলুমের ৮২ পৃষ্ঠা। আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিবশতঃ তাহার প্রতিভূ দণ্ড দিবার পরও প্রথমোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইতে পারে।—তাজমুদ্দীন লাহুড়ীর বিষয়ে; উইক্লি রিপোটার, ১০ম ভলুমের ৪ পৃষ্ঠা। কোন ব্যক্তিকে পুলীসের সম্মুখে হাজির করিবার জন্য জামিনপত্র লইবার ক্ষমতা এই আইনের কোন ধারামতে পুলীস কার্য্যকারকের হস্তে থাকিবার কোন বিধান নাই। সুতরাং এরূপ নিবন্ধপত্র স্বভাবতঃই অকার্য্যকর এবং মাজিষ্ট্রেট্ ও তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নুতন নিয়মে বদ্ধ করিতে পারেন না। চন্দ্রশেখর রায়ের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১১শ ভলুমের ৭৭ পৃষ্ঠা।

৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

কোন কোন নিবন্ধপত্রক্রমে অদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৫১৬ ধারা। হাইকোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাইকোর্ট

১৮৮২
১০ আইন।
৫১৭ ধারা।

কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার (disposal of property) বিধি।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে, এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

৫১৭ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায়, কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে, আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

হাইকোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান্, তাহাকে স্বীয় কার্য্যকারক দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জেলার মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয়, সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় "দ্রব্য" যে শব্দ আছে, তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণ দ্বারা অব্যবহিতভাবে (immediately) কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে কোন সম্পত্তি কাহাকেও দেওয়া হইলে উচ্চ-

ত্তর আদালত সেই আদেশ রহিত করিতে পারেন না এবং অপর পক্ষকে সেই সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন না। তিনি ৫২০ ধারামতে উক্ত আদেশ জারীকরণ সেই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হয়। আব্রাহাম্ উমরের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ৫৭৫ পৃষ্ঠা।

বিচার শেষ হইয়া গেলে এই ধারামতে দ্রব্য ফিরাইয়া দিবার আদেশ উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখিবার বিষয়ে চূড়ান্ত। কিন্তু যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ ৫২৩ ধারামতে আদেশ দেন, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত দ্রব্য যাহার প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিবেন; কিন্তু তাহাতে যথার্থ অধিকারী ব্যক্তির ক্ষতিপূরণাদি বাবদ অভিযোগের কোন প্রতিবন্ধকতা হইবে না। সুতরাং ৫২৩ ধারামতে বিহিত আদেশের উপর হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন না। কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ ত্রিভুবন মানিকচাঁদ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠা।

কোন তদন্ত বা বিচারে ফৌজদারী আদালত হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে বা নির্দ্দোষী নির্ণয় করা হইলে, সেই আদালত বিবাদীয় দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারচ্যুত করা হইয়াছিল, তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিবেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে বিবেচনা করিলে যথোচিত আদেশ বিধান করিবেন। জটী রাজনকের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ৩৩৮ পৃষ্ঠা। [অন্নপূর্ণা বাইএর বিষয়ে ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১ম ভলুমের ৬৩০ পৃষ্ঠা দেখ।] অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অপরাধ করে নাই নির্ণয় করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ ৫১৭ ধারামতে তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য সম্বন্ধে কোন আদেশ করিতে পারেন না। কিন্তু কোন আদেশ বিধান করিলে এবং তদনুসারে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট তাহা রহিত করিতে পারেন। বসুদেব শর্ম্মা গোঁসাই বঃ নাজিরুদ্দীন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ৮৩৪ পৃষ্ঠা।

তদন্ত করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্ দ্রব্যসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিলে এবং উক্ত দ্রব্য সম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে কি না এ বিষয়ে কোন মত স্থির করিতে পারিবার পূর্ব্বে আপীল আদালতের কোন বিচারাধিপত্য নাই।—অনন্ত রামচন্দ্র লট্‌লীকর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ১৯৭ পৃষ্ঠা। মূল মোকদ্দমায় আপীল না হইলেও তাহাতে ৫১৭ ধারামতে যে আদেশ করা হয়, তাহা আপীল আদালত সংশোধন করিতে পারেন।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ আমেদ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

এক ব্যক্তি একটী গাভী চুরি করিয়া দেড় বৎসর পরে অপরাধী সাব্যস্ত হইল। চুরির ছয় মাস পরে অপর এক ব্যক্তি অপহৃত না জানিয়া ঐ গাভী ক্রয় করিল এবং তাহার অধিকারকালে ঐ গাভী এক বৎস প্রসব করিল। মাজিষ্ট্রেট্ ৫১৭ ধারামতে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত গাভী ও বৎস, যাহার গাভী চুরি করা হইয়াছিল, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, হাইকোর্ট বৎস প্রত্যর্পণের আদেশ আইন অসঙ্গত বলিয়া মীমাংসা করিলেন, কারণ চুরীর সময় গাভী গর্ভবতী ছিল না।—ভার্ণেডের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১০ম ভলুমের ২৫ পৃষ্ঠা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫১৮—৫২১ধারা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণসূচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫১৮ ধারা। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পুলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে কার্য্য করিতেন, ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫১৯ ধারা। যাহা চৌর্য্য বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয়, বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহাকে ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫২০ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ (confirmation) কি বিবাদার্পণ (reference) কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে, সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

অপবাদ-সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

৫২১ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে, আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য (medical preparation) সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১৮৮২ ৷ ১০ আইন। ৫২২—৫২৩ধারা

৫২২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধযুক্ত বল (criminal force) প্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই বল-প্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে, উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, যদি উচিত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব (right) বা স্বার্থ (interest) আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

টীকা।—আদেশের তারিখ অবধি তিন বৎসরের মধ্যে এই ধারামতে বিহিত আদেশ রহিত করিবার মোকদ্দমা রুজু করিতে হয়।—তমাদীবিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফ্সীলের ৪৭ প্রকরণ।

৫২৩ ধারা। যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয়, কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই দ্রব্য পুলীস কর্ম্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যে রূপে উচিত বোধ করেন, সেইরূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন; কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিবেন।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পুলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যেরূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে যে দ্রব্য আছে, ঘোষণাপত্রে সেই সেই দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে, তাহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮৮২।
১০ আইন।
৫২৪—৫২৫ধারা।

টীকা।—যে দ্রব্য ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়, তৎসম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য নহে; ৫১৭ ধারার বিধান প্রযোজ্য। ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে,৯ম ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠায় ত্রিভুবন মাণিকচাঁদের বিষয়ে, অধিক তদন্ত বা অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ করিবার পর এই ধারামতে বিহিত আদেশ, এবং ৫১৭ ধারামতে বিচার বা তদন্ত শেষ হইবার পর বিহিত আদেশ সম্বন্ধে হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শেষোক্ত আদেশ দখলের অব্যবহিত অধিকার সম্বন্ধে চূড়ান্ত। কিন্তু প্রথমোক্ত আদেশ বিধান করিবার পুর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্ উপস্থিত প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তিকে উক্ত দ্রব্য পাইবার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিবেন; কিন্তু এই আদেশ চূড়ান্ত নহে। যথার্থ স্বত্বাধিকারী ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারে বা তাহাকে ক্ষতিপূরণ বাবত দায়ী করিতে পারে। সুতরাং হাইকোর্ট সংশোধনকারী আদালত স্বরূপ এই ধারাবিহিত আদেশ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

আবেদনকারীর বাটীতে তল্লাশ করিয়া কোন দ্রব্য পাওয়া যায়; কিন্তু সেই দ্রব্য সনাক্ত করিতে না পারায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট্ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলে কোন ব্যক্তি সেই দ্রব্য দাওয়া করিল না। আবেদনকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিল যে উক্তদ্রব্য তাহার এবং সে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছে। মাজিষ্ট্রেট্ পরওয়ানা দিতে অস্বীকার করায় হাইকোর্ট বলিলেন তিনি সমন গ্রাহ্য করিতে বাধ্য। সুখন্ সাহুর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৮শ ভলুমের ৫ পৃষ্ঠা।

৫২৪ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে, ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায়, সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার (claimant) উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে, সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামীর

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

লাভ আছে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয়, তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন (net proceeds) সম্বন্ধে, যতদূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫২৬ ধারা।

টীকা।—কোন মাজিষ্ট্রেট্ রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে এই ধারামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে এতৎপক্ষে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, কেবলমাত্র এই কারণে উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান রহিত করা হয় না।—৫২৯ ধারার (জ) প্রকরণ দেখ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তরকরণ-বিষয়ক বিধি।

৫২৬ ধারা। যখন হাইকোর্টকে দেখান যায় যে

হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত (fair) ও অপক্ষপাত (impartial) তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন (question of law of unusual difficulty) উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায়, সুন্দররূপে (satisfactory) তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষীদের সাধারণতঃ সুবিধা (general convenience) হইবে, "বা

(ঙ) উক্ত আজ্ঞা সুবিচার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়।"*

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন—

(১) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়; কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১১ ধারার (১) প্রকরণমতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫২৬ ধারা।

তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল, স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়;

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়; "কিম্বা

(৪) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার নিকট কিম্বা কোন সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পিত হয়।"*

হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায়, তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত, সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে (by motion) করা যাইবে ও প্রার্থক আড্‌ভোকেট্ জেনরল না হইলে এফিডেভিট্ কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা (by affirmation) তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাইকোর্ট তাহার প্রতি এই নিয়মে জামিন-সহিত বা জামিন-বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে, অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে, রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যে যে হেতুতে প্রার্থনা করা গেল, সেই সেই হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

---

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১১ ধারার (২) প্রকরণমতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫২৬ ধারা।

নজীর।—হাইকোর্ট কোন মোকদ্দমা উচিতমতে এক আদালত হইতে অন্য আদালতে হস্তান্তরিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমোক্ত আদালতের উক্ত মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা ও বিচারাধিপত্য আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। আইনানুসারে সংগঠিত নহে এরূপ সেশন আদালতে কোন মোকদ্দমা সমর্পিত হইলে হাইকোর্ট তাহা অপর সেশন আদালতে হস্তান্তরিত না করিয়া স্বয়ং বিচারার্থ উঠাইয়া আনাইবেন।—মঙ্গল টেক্‌চাঁদের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ২৭৪ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩০ পৃষ্ঠায় প্যারীলাল মজুমদার বঃ কমলকিশোর দাসীয়ার বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।]

অভিযোগ বা অপরাধসূচক বর্ণনার পুলীশ রিপোর্ট না থাকিলেও যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, ১৯৬ ধারামতে তাঁহার নিকট হইতে ঐ ব্যক্তির মোকদ্দমা হস্তান্তরিত করিবার ইচ্ছা করিলে সে তাহা পারে। মাজিষ্ট্রেট্ দোষ নির্ণয় করিলে ও আসামী দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিতে থাকিলে, হাইকোর্ট বিবেচনানুসারে সমুচিত জ্ঞান করিলে, আসামীর আবেদনমতে যথেষ্ট কারণে নোটীস বিনা উক্ত মোকদ্দমা রাজকীয় পক্ষে হস্তান্তরিত করিতে পারেন, কিন্তু চূড়ান্ত আদেশ বিধান করিবার পূর্ব্বে দোষ নির্ণয় বজায় রাখিবার জন্য রাজকীয় পক্ষে নিযুক্ত আইনবিৎ ব্যক্তিগণকে জানাইতে হইবে।—কুইন্ বঃ উপেন্দ্রনাথ দাস ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১ম ভলুমের ৩৫৬ পৃষ্ঠা। যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ দোষ নির্ণয় করেন, বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কষ্ট বা হানিকারক কোন আদেশ করা হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলে হাইকোর্ট হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, নির্দ্দোষ নির্ণয় হইলে এই ক্ষমতা অপ্রযোজ্য।—কলিকাতা করপোরেশন্ বঃ ভিকন্ রাম নাপিত, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ২৯০ পৃষ্ঠা।

যে স্থলে জুরি তাহাদের কার্য্য অপক্ষপাতরূপে করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, সে স্থলে অভিযোগকারী আবেদন করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রমাণীকৃত না হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বে হাইকোর্ট এক জেলা হইতে কোন মোকদ্দমা অপর জেলায় হস্তান্তরিত করিতে পারেন না।—এম্প্রেস্ বঃ নবগোপাল বসু, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৪৯১ পৃষ্ঠা। উইক্‌লি রিপোর্টার, ২য় ভলুমের ৫৮ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্ণনাপত্র সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট্ অত্যন্ত অবিবেচনা ও ক্রোধের সহিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া হাইকোর্ট হস্তান্তরিত করিলেন না। ফলতঃ, মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিতে হইলে বিশেষতঃ যখন বিচারপতির প্রতি কোন দোষারোপ করা হয়, হাইকোর্ট সচরাচর যথেষ্ট ও প্রবল কারণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন।—শঙ্কর আবাজি হোসিং, বম্বে, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬৯ পৃষ্ঠা। (Crown Cases)। [উইক্‌লি নোট্‌স্, ১৮৮৭ সালের ১৩৯ পৃষ্ঠায় গঙ্গাদীনের বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।] যে স্থলে মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যুক্তিমতে অনুমান করা যায়, যে মাজিষ্ট্রেট্ কতক পরিমাণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করিতে পারেন, সে স্থলে হস্তান্তর করা প্রশস্ত ও কর্ত্তব্য।—উইল্‌সনের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৮শ ভলুমের ২৪৭ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩২ পৃষ্ঠার সীতাপাঠী নয়াডুর বিষয়ে মান্দ্রাজ হাইকোর্টেরও এইরূপ মত।] কিন্তু উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৫শ ভলু-

১৮৮২।
১০ আইন।
৫২৬ক-৫২৮ধারা

মের ৬৯ পৃষ্ঠায় [বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৭ম ভলুমের ২৪০ পৃষ্ঠায়] আমীর খাঁর বিষয়ে, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় (ফিয়ার ও ম্যাক্‌ফারসন্) ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৫২৬ ধারামতে আবেদন মুলতবী হইবার কথা।

"৫২৬ ক ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বা আপীলে শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজকীয় অভিযোক্তা, বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি, যে আদালতে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের (pending) থাকে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে ৫২৬ ধারামত প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় জানাইলে আদালত ৩৪৪ ধারামতে প্রদত্ত কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতানুসারে এরূপে কার্য্য করিবেন, যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কিম্বা, আপীল হইলে, আপীলের শুনানী হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার ও তাহার উপর আজ্ঞা পাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় থাকে।"*

নজীর।—এই ধারায় যে মুলতবীর কথা উল্লিখিত হইল, তাহা আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য করা আইন সঙ্গত নহে। গায়ত্রীপ্রসন্ন ঘোষালের বিষয়ে; কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাইকোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টে অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাইকোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট (of superior jurisdiction) অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষীদের সুবিধা জন্মে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর (transfer) হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায়, সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন, তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

---

* ৫২৬ ক ধারা ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫২৮ ধারা।

৫২৮ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া (withdraw) অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া (recall) আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন, তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা (particular classes of cases) উঠাইয়া লন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

"কোন মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে তাঁহার ঐ আজ্ঞা করিবার যে কারণ থাকে, তাহা লিখিয়া রাখিবেন।"*

টীকা।—বাঙ্গালা প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ৫২৮ ধারার দ্বিতীয় পদানুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাবান্।—[১৮৭৩ সালের কলিকাতা গেজেট্ ৬৭ পৃষ্ঠা]। ১৯২ ধারামতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট্ যে তদন্ত বা বিচার গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তাহা অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট হস্তান্তর করিতে পারেন। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ বা তদন্ত করিবার জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা হস্তান্তরিত হইলে প্রমাণাদি পুনরায় প্রথমাবধি গ্রহণ করিতে হইবে। [কোন মাজিষ্ট্রেট্ বিচার বা তদন্ত আরম্ভ করিবার পর তাঁহার বিচারাধিপত্য স্থগিত হইলে বা তাঁহার স্থানে অপর মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইলে যে বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে হয়, ৩৫০ ধারায় তাহাই আছে।] খাঁ মহম্মদের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ৫৩ পৃষ্ঠা।

এক মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা হস্তান্তরিত করিতে গেলেই যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এরূপ কোন বিধান নাই। কিন্তু তিনি সমুচিত বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন নাই এইরূপ প্রতীয়মান হইলে হাইকোর্ট তাঁহার আদেশ রহিত করিয়া দিতে পারেন। নবকুমার বানর্জির বিষয়ে;

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারামতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২
১০ আইন।
৫২৯ ধারা।

উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৪শ ভলুমের ১২ পৃষ্ঠা [বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের পরিশিষ্ট ৪৫ পৃষ্ঠা]। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ৩য় ভলুমের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় ওমরাও সিংএর বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এইমত প্রকাশ করিয়াছেন।]

অধীনস্থ কোন মাজিষ্ট্রেট্ এক মোকদ্দমার কয়েকটী সাক্ষী পরীক্ষা করিবার পর মাজিষ্ট্রেট্ স্বইচ্ছায় ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিলেন। আসামীদিগকে তদ্বিষয়ের কোন নোটিস দেওয়া হয় নাই এবং তাহাদের মন্তব্য শ্রবণ না করিয়াই আদেশ হইয়াছিল বলিয়া হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য আইনসঙ্গত হয় নাই।—টিকোটা সিকদারের বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক (Of Irregular Proceedings) বিধি।

অনিয়মিত ক্রিয়াহেতু আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ

(ক) ৯৮ ধারামতে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পুলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারার (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার,

(ঝ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার,

ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে (erroneously) সরল মনে (in good faith) ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক

কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৩০ ধারা।

অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই সেই কার্য্য করেন অর্থাৎ

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িত বার্ত্তার তল্লাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার্থ জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা (bond) রহিত করেন,

(ছ) স্থানবিশেষের অনিষ্টকার্য্য (local nuisance) সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য (public nuisance) না চলনার্থ বা পুনশ্চ না হওনার্থ যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত রুবকারি অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান;

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধীর বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

নজীর —যে অপরাধ সরাসরীমতে বিচার করিবার যোগ্য নহে, মাজিষ্ট্রেট্ সরাসরী

বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেও যে স্থলে সেই অপরাধ তদ্রূপে বিচার করেন, সেই স্থলে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য।—ক্ষেত্রমোহন চৌরঙ্গী; উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৪৩ পৃষ্ঠা।

বিচারাধিপত্য না থাকাপ্রযুক্ত যে আদেশ অকার্য্যকর, তাহা রহিত করিবার জন্য হাই-কোর্টের আদেশ আবশ্যক করে না। উক্ত বিচার সম্বন্ধে ৪০৩ ধারার বিধান প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।—হোসেন গায়বুর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ৩০৭ পৃষ্ঠা। [কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১১শ ভলুমের ৪৪ পৃষ্ঠায় আলিম মণ্ডলের বিষয়ে হাইকোর্ট বলিয়াছেন, যে বিচারার্থ সমর্পণ অসিদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধে অতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠান আইনসঙ্গত করিবার জন্য হাইকোর্টের আদেশ আবশ্যক নহে।]

বিচারাধিপত্য না থাকিলেও অপরাধ করিবার প্রমাণ থাকায় মাজিষ্ট্রেট্ দোষ সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলেন; হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষপ করিলেন না।—এম্প্রেস্ বঃ গণ্ডায়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৩শ ভলুমের ৫০২ পৃষ্ঠা।

৫৩১ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত (wrong) সেশন খণ্ডে কি জেলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া, কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; কিন্তু সেই ভ্রমহেতু সদ্বিচারের ব্যাঘাত (failure of justice) হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কাৰ্য্য হইবার কথা।

নজীর।—বিচারাধীন এলাকা অনুসারে যে সেশন আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থ সমর্পণ হওয়া উচিত, সে সেশন আদালতে সমর্পণ না হইয়া অপর সেশন আদালতে সমর্পণ হইলেও যদি তাহাতে অযথা বিচার হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ রহিত করা হইবে না।—কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ থাকু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৮ম ভলুমের ৩১২ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১৬শ ভলুমের ২০০ পৃষ্ঠায় কুইন্-এম্প্রেস্ বঃ জেম্‌স্ ইঙ্গ্‌লের বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।] "স্থানীয় চক্র"—এই আইনের ১৮২ ধারায় যে স্থানীয় চক্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে স্থলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত, সেই স্থলকেই বুঝাইবে। ৫৩১ ধারায় যে সেশনখণ্ড, জেলা, সবডিভিজান বা স্থানীয় চক্রের উল্লেখ আছে, তাহাও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।—বিচিত্রানন্দ দাস বঃ ভগবৎ পীরই; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৬৬৭ পৃষ্ঠা।

৫৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি অন্য কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায়, সেই আদালত

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৩৩ ধারা।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের কি অন্য কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণকার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে, উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয়, কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—স্বয়ং বিচার করিতে সক্ষম হইয়াও কোন মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে বিচারার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন; হাইকোর্ট তাঁহাকেই বিচার করিবার আদেশ দিলেন।—অনন্ত কৈবর্ত্তের বিষয়ে; উইক্লি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা। এই আইনের ১৯৭ ধারামতে অনুমতি বিনা, সুতরাং বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত, কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থ সমর্পণ করা গেল। কিন্তু তৎপরে উক্ত অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনরূপ হানি হয় নাই সুতরাং বিচার চলিতে পারে।—এম্প্রেস্ বঃ মর্টন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ২৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৩৩ ধারা। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার-বাক্য (confession) বা অন্য উক্তি (other statement) যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত (tendered in evidence) করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল, ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি সেই ভ্রমদ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে, তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে।

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

নজীর।—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষস্বীকারবাক্যে ও সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেন নাই, সে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছিল বলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া দোষ সংশোধন করাই এই ধারার অভিপ্রায়। কিন্তু এই আইনের ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান স্পষ্টতঃ লঙ্ঘন করিয়া যে দোষস্বীকারবাক্য লিখিয়া লওয়া হয়, তাহা কোন রূপে সুসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান হয় নাই। কারণ, আইনের বিধান সম্পূর্ণরূপে

মানিয়া কার্য্য না করা এবং আইনের বিধান স্পষ্টতঃ লঙ্ঘন করা স্বতন্ত্র কথা।—জয়নারায়ণ রায় বঃ এম্প্রেস্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৭শ ভলুমের ৮৬২ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৮শ ভলুমের ৫৪৯ পৃষ্ঠায় লালচাঁদের বিষয়ে এবং ১৫শ ভলুমের ৫৯৫ পৃষ্ঠায় এম্প্রেস্ বঃ নীলমাধব মিত্রের বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।]—১৬৪ ধারানিবিষ্ট নজীর গুলিও দেখ।

দোষস্বীকারবাক্য লিখিতে কোন ত্রুটী বা অনিয়মবশতঃ দোষ সংশোধন করিতে গেলে প্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে তাহা রীতিমত লেখা হইয়াছিল। সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৩৩ ধারামতে অথবা অন্য কোন প্রচলিত আইনের বিধানানুসারে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না হইলে আদালতে তদ্বিষয়ের প্রমাণ গ্রহণ করা হইবে। নশো মিস্ত্রী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ৯৫৮ পৃষ্ঠা।

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্ত্তে, সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে—তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটী হইলে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা (validity) সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

৪৫৪ ধারার ২য় প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটী হইবার কথা।

৫৩৫ ধারা। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায়বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনর্দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনর্দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচারকালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল, তদবধি বিচারকার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫৩৬ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয়, জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে (invalid) হইবে না।

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমার জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা

যায়, তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়াপ্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

৫৩৭ ধারা। পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধানস্থল ভিন্ন—

অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদ-প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা।

নালিশে, কি সমনে, কি ওয়ারণ্টে, কি অভিযোগপত্রে, কি নিষ্পত্তিপত্রে, কিম্বা বিচার করণ সময়ের বা তৎপূর্ব্বে অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, কিম্বা এই আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, কোন ভ্রম (error), কি ত্রুটী (omission), কি অনিয়ম (irregularity) হইলে,

কিম্বা ১৯৫ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে,

কিম্বা ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের কোন ফর্দ্দ সংশোধন করিতে ত্রুটী হইলে,

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা (misdirection) থাকিলে, যদি সেই ভ্রম, ত্রুটী, অনিয়ম, অভাব, কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায় বিচারের ত্রুটী না হইয়া থাকে, তবে ৩৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে, কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে, কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে, ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতু উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

নজীর।—এই আইনের ২৩৩ ধারার বিধান না মানিয়া এক প্রকারের চারিটী অপরাধের বিচার একত্রে হইলে সেই বিচারে যে দোষ জন্মে, তাহা ৫৩৭ ধারামতে সংশোধন করা যাইতে পারে না; সমস্ত বিচার ঐ অনিয়মবশতঃ অসিদ্ধ হইবে।—লক্ষ্মী নারায়ণের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৪শ ভলুমের ১২৮ পৃষ্ঠা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষনির্ণয়ের কারণ লেখেন নাই এবং দোষনির্ণয়ের উপযোগী কোন আইনমত প্রমাণও লিখিত হয় নাই। উক্তরূপ অনিয়ম ও ত্রুটী বশতঃ অবিচার হইয়াছে বলিয়া হাইকোর্ট দোষনির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া দিলেন। ইয়াকুব বঃ এডাম্‌সন্; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ২৭২ পৃষ্ঠা।

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপ-

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকা, ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

রাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় (writ of distress) কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব (defect or want of form) প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান

হইবে না, ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে, তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি (Miscellaneous)।

যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে এফিডেভিট্ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

৫৩৯ ধারা। কোন হাইকোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে এভিডেভিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের (affirmations) ব্যবহার করিতে হইবে, সেই এফিডেভিট্ ও প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ্ দি ক্রৌনের, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে নিযুক্ত কোন কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে (Court of Record) এফিডেভিট্ গ্রহণের কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি আয়র্লণ্ডের চান্‌সরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে, কিম্বা স্কট্‌লণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট্ এফিডেভিট্ কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে।

টীকা।—পরওয়ানা জারী করণের এফিডেভিট্ সম্বন্ধে কোন ফী আদায় করা হয় না। অন্যান্য এফিডেভিট্ করিতে গেলে এক টাকা মুল্যের কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

গুরুতর সাক্ষীকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিককার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ সমন করিতে পারিবেন, ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষীস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন; এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক (essential) বোধ হইলে, ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন, কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃ পরীক্ষা লইবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৪১-৫৪১কধারা

টীকা।—আসামীর পক্ষের উকীল কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা জেরা করিতে না চাহিলেও আদালত স্বয়ং তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে আদালতের অনুমতি বিনা আসামীর পক্ষ হইতে তাহাকে জেরা করিতে পারা যায় না। আদালতের হস্তে সাক্ষী থাকিলে তাহাকে আদালত প্রাসঙ্গিক হউক বা না হউক, যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কিন্তু তৎপরে তাহাকে জেরা বা পুনঃপরীক্ষা করা আদালতের অনুমতি বিনা ঘটিতে পারে না; কোন পক্ষের তদ্রূপ অধিকার নাই।

নজীর।—কোন সাক্ষীর কূট-পরীক্ষা হইবার পুর্ব্বে আদালত (সেশন জজ) স্বয়ং, যে সকল বিষয়ে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন না; কারণ তাহাতে কূট-পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সাধারণতঃ, উভয়পক্ষের উকীল যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ক্রটী করিয়াছে, সেই প্রশ্ন বিচারের জন্য আবশ্যকীয় হইলে, সেশন জজ বা অপর আদালত স্বয়ং তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।—নূরবক্স কাজির বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৬ষ্ঠ ভলুমের ২৭৯ পৃষ্ঠা।

নিম্ন আদালতে বাদীর পক্ষে যে সাক্ষীর পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাকে সেশন আদালতে আহ্বান না করিলেও, আদালত আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আসামীর পক্ষে তাহাকে জেরা করিতে পারিবার সাবকাশ দিবেন।—গিরীশচন্দ্র তালুকদারের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৫ম ভলুমের ৬১৪ পৃষ্ঠা।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১ ধারা। প্রচলিত কোন আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেল হইতে ফৌজদারী জেলে এবং তৎপরে পুনরায় দেওয়ানী জেলে লইয়া যাইতে পারিবার কথা।

৫৪১ ক ধারা।* (১) এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, সে ব্যক্তি দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ থাকিলে, যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত কারাদণ্ড বা সমর্পণের আদেশ করেন, তিনি ফৌজদারী জেলে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তিকে (১) অন্তর্ধারাক্রমে ফৌজদারী জেলে লইয়া গেলে, তথা হইতে মুক্ত হইবার পর, পুনরায় দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হইবে; কিন্তু (ক) ফৌজদারী জেলে লইয়া যাইবার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গেলে তাহাকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারামতে দেওয়ানী জেল

* ৫৪১ ক ধারা ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারামতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৮২। ১ আইন। ৫৪২—৫৪৪ধারা

হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে জ্ঞান হইবে; কিম্বা

(খ) যে আদালত দেওয়ানী জেলে কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন, যদি সেই আদালত ফৌজদারী জেলের অধ্যক্ষ-কার্য্যকারকের নিকট, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪১ ধারামতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না দেন।

৫৪২ ধারা। বন্দীদের সাক্ষ্য-গ্রহণ-বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরীর জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে, ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্য দোভাষীর প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী (interpreter) সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

দোভাষীর যথার্থ অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৪ ধারা। যে বাদীরা কি সাক্ষীরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্ত উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ (reasonable expenses) দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন, সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

বাদীদের ও সাক্ষীদের খরচের কথা।

টীকা।—অভিযোগকারী বা সাক্ষীগণের ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইবার ব্যয়সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত নিয়ম করিয়াছেন:—

১। যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের, বা কোন জজ, মাজিষ্ট্রেট্ বা অপর রাজকীয় কার্য্যকারকের

অনুমতি লইয়া বা তাঁহার আদেশক্রমে অথবা সাধারণের উপকারার্থ আবশ্যকীয় কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোন আদালতের আধিপত্যকারী বিচারকের দ্বারা অভিযোগ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে বাদী বা সাক্ষীগণের—

২। এই আইনের ২য় তপ্সীলের পঞ্চম স্তম্ভে যে সকল অপরাধের অভিযোগে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, সেই স্থলে বাদী বা সাক্ষীগণের—ও

৩। এই আইনের ৫৪০ ধারার বিধানমতে যে সকল সাক্ষীকে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইতে বাধ্য করেন, তাহাদিগের খরচা দিতে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা আছে।

এই আইনের ২৪৪ ধারামতে বাদীর প্রার্থনানুসারে সাক্ষীদিগকে সমন করিতে গেলে তাহার ব্যয়ভূষণ বাদীকেই দিতে হয়; তবে যে স্থলে বাদীর অভিযোগ সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য সুবিচারানুরোধে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, সে স্থলে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যয় দিবেন; স্থলবিশেষে, মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে বাদীর নিকট হইতে খরচা লওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়।

যে হারে খরচা দিতে হয়, তাহার কথা—

(ক) সাধারণ দেশীয় মজুরদিগের (labouring class) পক্ষে নিম্নতম শ্রেণীর রেলওয়ে ভাড়া এবং দুই আনা রোজ হিসাবে খোরাকী।

(খ) উন্নত-অবস্থাপন্ন দেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে ভাড়া ও চারি আনা রোজ হিসাবে খোরাকী।

(গ) উচ্চতর অবস্থাপন্ন দেশীয় ব্যক্তি এবং ইউরোপীয় ব্যক্তিদের পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে ভাড়া এবং অবস্থাভেদে প্রত্যহ তিন টাকার অনধিক হিসাবে খোরাকী।

(ঘ) কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি (যথা চিকিৎসক, উকীল) সাক্ষী হইলে তাঁহার পক্ষে অবস্থাভেদে বিশেষ ফী দিতে হইবে।

(ঙ) গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন, এরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে যাতায়াতের প্রকৃত খরচ।

(চ) যে সকল জেলায় রেলওয়ে নাই, এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার যে স্থানে কেবল জলপথে যাতায়াতের উপায় আছে, সেই সেই স্থলে সাক্ষীর বয়ঃক্রম, অবস্থা ও জীবনের অভ্যাস বিবেচনা করিয়া, (প্রত্যহ দুই টাকার অনধিক) যাতায়াতের যথার্থ খরচ এবং যে স্থলে লোকে গাড়ীর ডাক বসাইয়া যাতায়াত করে, সে স্থলে প্রতি মাইল চারি আনার হিসাবে অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশ অনুসারে উক্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে আদালতের বিবেচনামতে কার্য্য হইবে।

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৫৪৫ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধনকরণক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয়, সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৪৬—৫৪৮ধারা

অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ—

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয়, তাহার পরিশোধ;

(খ) যে অপরাধ হয়, তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে, আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে, সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

নজীর।—অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আদেশ আইনসঙ্গত নহে। মাজিষ্ট্রেট্ অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়া তাহা আদায় হইলে তাঁহার বিবেচনামত কিয়দংশ বাদীকে দিবার আদেশ করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাধারণতঃ অভিযোগের খরচা বাবত টাকা দিবার আদেশ করিতে পারেন না।—মহেশ মণ্ডলের বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের ৪০৪ পৃষ্ঠা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ক ধারামতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে হানিপূরণস্বরূপ টাকা দিবার আদেশ হইতে পারে না।— লচম্কার বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৩৫২ পৃষ্ঠা। [কিন্তু কোন ব্যক্তির স্ত্রীকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত ব্যক্তির মানহানি-পূরণস্বরূপ টাকা দিবার আদেশ হইতে পারে।]

চুরী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ নির্ণয় হইলে যে অর্থদণ্ডের আদেশ হয়, সেই অর্থদণ্ডের কিয়দংশ, উক্ত চোরাদ্রব্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দোষভাবে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া, হানিপূরণ স্বরূপ তাহাকে দেওয়া হইবে না।

পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৬ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে, ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। (অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন) অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় (payable) হইলে, অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত, সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

৫৪৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে

নথীর নকল দিবার কথা।

যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে, সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে; কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে, তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

কোর্ট মার্শ্যল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

৫৪৯ ধারা। যে যে স্থলে সৈনিক আইনের (military law) অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্ত্তে, সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট-মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের ও সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের (Army Act, 1881) কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট-মার্শ্যল দ্বারা বিচার হইতে পারে, সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে, সে যে পল্টনের (regiment) কি সৈন্যদলের (corps) কি সেনাভাগের (detachment) লোক, সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট-মার্শ্যল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্যপক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে, প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট্, যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে, তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পুলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৫০ ধারা। পুলীস-থানার অধ্যক্ষেরা আপন আপন থানার সীমার মধ্যে যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, পুলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পুলীস-থানার অধ্যক্ষের উচ্চপদস্থ হন, তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে

সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অপহৃত স্ত্রীলোককে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুস্‌লাইয়া হরণ (abduction) করা কি বেআইনমতে আটক (unlawful detention) করিয়া রাখা গিয়াছে, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথপূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামীর, কি পিতার, কি মাতার, কি অভিভাবকের (guardian), কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যক হয়, সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

নজীর।—কোন বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকাকে তাহার অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রলোভন দেখাইবার উদ্দেশ্যে) আটক করিয়া রাখিলে মাজিষ্ট্রেটের ৫৫১ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার যথেষ্ট কারণ হয় না। আব্রাহাম্ বঃ মাতাবু; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরীর জেম্মায় দেওয়া যায়, তাহার হানিপূরণের কথা।

৫৫২ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পুলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন, তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যায়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্য হানিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন, যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায়, তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে* মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক এক জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন, ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে; ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে

* এই স্থানে সন্নিবিষ্ট নিম্নলিখিত কথাগুলি ১৮৯১ সালের ৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে রহিত হইয়াছে :—"কি তাহাদের নামে নালিশ করা গেলে"।

না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয়, তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে; কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। কলিকাতার হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাইকোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন (inspection) করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাইকোর্ট সময়ে সময়ে (ক) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে যে বহী রাখিতে হইবে, ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে, ও সেই সেই আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন;

(গ) স্বীয় রীতির (practice) ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয়, তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৫৪ ধারা। ৫৫৩ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারা-

১৮৮২।
১০ আইন।
৫৫৫ ধারা।

মতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থাভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

যে স্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা।

৫৫৫ ধারা। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে, তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহা বিচারার্থ সমর্পণ করিবেন না, এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা।—কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ মিউনিসিপাল কমিশনর আছেন বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কোন মোকদ্দমায় এক পক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

নজীর।—মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান্ ৫৫৫ ধারার ব্যাখ্যাভুক্ত নহেন।—এন্‌গাতুর বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৫শ ভলুমের ৮৩ পৃষ্ঠা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে সেশন জজ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিলেও তিনি স্বয়ং জুরির সাহায্যে সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। তাঁহার কোনরূপ স্বার্থ না থাকিলে তিনি বিচার করিবার অনুপযুক্ত হইবেন না।—মুক্তা সিংএর বিষয়ে; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৩শ ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা [বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ১৫ পৃষ্ঠা]।

বিচারের ফলের উপর যে বিচারকের স্বার্থ বিশেষরূপে নির্ভর করে, তাঁহার বিচারের ক্ষমতা নাই।—ভোলানাথ সেনের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২য় ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা। মাজিষ্ট্রেট্ সব্-রেজিষ্ট্রার স্বরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বয়ং উক্ত মোকদ্দমা বিচার করা উচিত নহে, সেশন জজ এইরূপ আদেশ করিলে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করায় ফুলবেঞ্চ নিষ্পত্তি করেন যে আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের উক্ত মোকদ্দমা বিচার সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক হয় না।—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঃ হীরালাল দাস; উইক্‌লি রিপোর্টার, ১৭শ ভলুমের ৩৯ পৃষ্ঠা [বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ৪২২ পৃষ্ঠা।]—উইক্‌লি রিপোর্টার, ২২শ ভলুমের ৭৫ পৃষ্ঠায় হেটুলাল রায়ের বিষয়ে প্রকাশিত মত এই যে, যে স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগসম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণাদি সংগ্রহ ও আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া অপর মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন, তাহার আপীল তাঁহার নিকট না হইয়া সেশন জজের নিকট হওয়া উচিত।

কালেক্টর সাহেব ষ্টাম্প আইন অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যকরণকালে স্বয়ং অপরাধ নির্ণয় করিলেন। হাইকোর্ট বলিলেন, অভিযোগকারী এবং বিচার-

পতি একই ব্যক্তি হইতে পারেন না; কিন্তু দোষনির্ণয় অন্যকারণে রহিত হইয়াছিল।—নদীচাঁদ পোদ্দার; উইকলি রিপোর্টার, ২৪শ ভলুমের ১ পৃষ্ঠা। [ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৩য় ভলুমের ৬২২ পৃষ্ঠায়, এম্প্রেস্ বঃ গঙ্গাধর ভঞ্জের বিষয়ে প্রকাশিত মত দেখ।]

যে আদেশ অবমাননাহেতু অভিযোগ উপস্থিত করা গেল, তাহা বিধান করিবার সময় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানস্বরূপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকট উক্ত অভিযোগের বিচার হইয়াছিল বলিয়া দোষনির্ণয় রহিত হইয়া যায়।—খড়কচন্দ্র পালের বিষয়ে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১০ম ভলুমের ১০৩০ পৃষ্ঠা। [নবীনকৃষ্ণ মুখার্জির বিষয়ে উক্ত ভলুমের ১৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন্ ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা।

৫৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

৫৫৮ ধারা। [১৮৯১ সালের ১২ আইনমতে রহিত করা হইয়াছে।]

বিক্রয়-সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

৫৫৯ ধারা*। এই আইনমতে কোন সম্পত্তির বিক্রয় সম্বন্ধে যে রাজকীয় কার্য্যকারককে কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তিনি স্বয়ং ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে বা নীলামে ডাকিতে (bid for) পারিবেন না।

অকিঞ্চিৎকর বা বিরক্তিজনক অভিযোগের কথা।

৫৬০ ধারা†। (১)এই আইনে নালিশের যে লক্ষণ দেওয়া গিয়াছে, তদনুসারে, বা পুলীসকার্য্যকারক বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত সংবাদক্রমে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য কোন অপরাধে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত হয়, এবং যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হয়, তিনি যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেন বা নির্দ্দোষী নির্ণয় করেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি

* ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৬ ধারাক্রমে এই ধারা সংযোজিত হইয়াছে।

† এই ধারাটী ১৮৯১ সালের ৪ আইন অনুসারে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৬০ ধারা।

অকিঞ্চিৎকর (frivolous) বা বিরক্তিজনক (vexatious) বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিবেচনামতে ছাড়িয়া দিবার বা নির্দ্দোষ-নির্ণয়ের আদেশ দ্বারাই যে ব্যক্তির নালিশ বা সংবাদক্রমে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, কিম্বা একের অধিক হইলে, প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বিবেচনা করেন, হানিপূরণস্বরূপ তত টাকা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্তরূপ আদেশ করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্—

(ক) উক্ত অভিযোগকারী বা সংবাদদাতার তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিয়া লইয়া বিবেচনা করিবেন, এবং

(খ) হানিপূরণ বাবত টাকা দিবার যে আদেশ করেন, তাহার হেতু ছাড়িয়া দিবার বা নির্দ্দোষ-নির্ণয়ের আদেশে লিখিয়া দিবেন।

(২) উক্ত (১) অন্তর্ধারাক্রমে হানিপূরণের টাকা দিবার যে আদেশ করা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করিতে হইবে।

কিন্তু তাহা আদায় না হইতে পারিলে যে কারাদণ্ডের আদেশ হইবে, তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে, এবং তাহা ত্রিশ দিনের অনধিক যত কালের জন্য মাজিষ্ট্রেট্ আদেশ করিবেন তত দিনের জন্য হইবে।

(৩) দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত (১) অন্তর্ধারাক্রমে কোন অভিযোগকারী বা সংবাদদাতার প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিবার আদেশ করিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ বিচার করিয়া ঐ অভিযোগকারী বা সংবাদদাতার অপরাধ নির্ণয় করিলে যেরূপে আপীল হইতে পারিত সে তদ্বিরুদ্ধে হানিপূরণ দিবার সম্বন্ধে ঐ আদেশের যতদূর সম্পর্ক থাকে, সেইরূপে আপীল করিতে পারিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিবার যে আদেশ করা হয়, যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধে (৩) অন্তর্ধারাক্রমে আপীল হইতে পারে, আপীল উপস্থিত করিবার সময় অতীত হইয়া না গেলে, অথবা আপীল হইয়া থাকিলেও, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইলে উক্ত হানিপূরণের টাকা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে না।

(৫) এই ধারামতে হানিপূরণের কোন টাকা দেওয়া হইলে বা আদায় করা গেলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় হানিপূরণ দিবার সময় আদালত তাহা গণ্য করিবেন।

১৮৮২। ১০ আইন। ৫৬১ ধারা।

স্বামীর দ্বারা বলাৎকারকরণ অপরাধের বিশেষ বিধি।

৫৬১ ধারা*। (১) এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, চীফ্ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট—

(ক) যে স্থলে কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া বলাৎকার করণ অপরাধ করিয়াছে, সে স্থলে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না;

(খ) ঐ ব্যক্তিকে ঐ অপরাধের জন্য বিচারার্থ সমর্পণ করিতে পারিবেন না।

(২) এবং, এই আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, চীফ্ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে বিবেচনা করিবেন যে (১) অন্তর্ধারায় লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে কোন পুলীস কার্য্যকারকের দ্বারা তদন্ত হওয়া আবশ্যক, সে স্থলে পুলীস ইন্‌স্পেক্টরের অপেক্ষা অধঃশ্রেণীস্থ কোন পুলীস কার্য্যকারককে উক্ত তদন্ত কার্য্য করিতে বা তদ্বিষয়ে কোন অংশ গ্রহণ করিতে নিয়োগ করিবেন না।

* এই ধারা ১৮৯১ সালের ১০ আইনের ২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম তফসীল।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা

(ক) রাজ ব্যবস্থা (Statutes)।

বৎসর, রাজত্ব ও অধ্যায়।	নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জের ১৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন।	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোন কোন নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন।	৩৮ ধারা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন (Acts)।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৪০ সালের ২৩ আইন	পরওয়ানা জারীকরণ-বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬০ সালের ৪৫ আইন	দণ্ডবিধি-বিষয়ক ...	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি।
১৮৬১ সালের ৫ আইন	পুলীস বিষয়ক ...	৬ ধারা ও ২৪ ধারার শেষ চৌদ্দটি শব্দ। ৩৫ ধারা, প্রথমাবধি "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮৬২ সালের ১৮ আইন	সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৪ সালের ৬ আইন	কশাঘাত-বিষয়ক ...	৭ ধারা।
১৮৬৯ সালের ২ আইন	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের-বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭০ সালের ২২ আইন	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তাওন বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণে রহিত হইল।
১৮৭২ সালের ৪ আইন	পঞ্জাবের ব্যবস্থা-বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭২ সালের ১০ আইন	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭৪ সালের ১১ আইন	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন সংশোধন-বিষয়ক	সমুদয়।
১৮৭৪ সালের ১৫ আইন	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি-বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সালের ১০ আইন	হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্ধান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সালের ২০ আইন	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা-বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৬ সালের ১৮ আইন	অযোধ্যার ব্যবস্থা-বিষয়ক	ঐ।
১৮৭৭ সালের ৪ আইন	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট-বিষয়ক	৫৭ ধারা ছাড়া সমুদয়।
১৮৭৯ সালের ২১ আইন	অপরাধীদিগকে স্বদেশে প্রেরণ-বিষয়ক	তৃতীয় অধ্যায়।
১৮৮১ সালের ১০ আইন	করোনার-বিষয়ক ...	৮ ও ৯ ধারা।

(গ) ব্যবস্থা (Regulations)।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইন	কোর্ট মার্শ্যালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৭২ সালের ৩ আইন	সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্ত-বিষয়ক	১৮৭২ সালের ১০ আইনের সহিত যত-দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৪ সালের ৯ আইন	আরাকাণের পার্ব্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা-বিষয়ক	১৮৬৯ সালের ২ আইনের ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৭ সালের ৩ আইন	আজমীরের ব্যবস্থা-বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৭ সালের ৮ আইন	পুলীস-বিষয়ক ...	৯ ধারা।

দ্বিতীয় তফ্‌সীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফ্‌সীলের ২ ও ৭ ঘরের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ ঐ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল, সেই ধারার লিপিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

এই তফ্‌সীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলীসের প্রতি বর্ত্তে।

পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার (Abetment) কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ-হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ-হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্য হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড, সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভি-	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	প্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।						
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	ঐ
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	ঐ সহায়তা প্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা ; ঐ সহায়তা প্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যাধিক যতকাল যে প্রকারের কারা-দণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যাধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
						প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির-জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবেনা।	ঐ	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ
	অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

ষষ্ঠ অধ্যায়।—রাজবিদ্রোহ অপরাধের (Offences against the State) বিধি।

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগকরণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২১ক	রাজদ্রোহসূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তার প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	ত
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৪	আইন মত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধি-বদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কেন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ

১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ বা শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, ও কোন প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্যাকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৩০	তদ্রূপ বন্দীর পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষাকরণ কি আশ্রয়দেওন কিম্বা পুনরায় ধৃত করণের বাধা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের (Offences relating to the Army and Navy) বিধি।

১৩১	সেনাপতি কি হুদ্দাদার (officer) কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতা হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত, দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা ..	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্য-জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	৫০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্য ভাবের	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয়

	কোন ক্রিয়ায় সহায়তা ও তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে··· ···	পাবে।				কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান বা কোন চিহ্ন ধারণ করণ ··· ··· ···	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০, টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনাপরাধের (Offences against the Public Tranquility) বিধি।						
১৪৩	বেআইনমত-জনতাতে মিলিত হওন ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইন-মত জনতার সহিত মিলিত হওন ··	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৫	বেআইনমত-জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন বা তন্মধ্যে থাকন ·· ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭	হাঙ্গামা করণ ··· ··· ··	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করণ ··	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৪৯	বেআইনমত-জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়··· ··· ···	ঐ অপরাধের নিমিত্ত ওয়ারণ্টক্রমে কিম্বা ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে	ঐ অপরাধের নিমিত্ত ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট কি সমন, ইহার মধ্যে	ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড সেই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
		পারিলে তদনুসারে।	যাহা হইতে পারে তাহা।	তদনুসারে।			
১৫০	বেআইনমত জনতায় মিলিত হইবার জন্ত কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন (hiring) বা তাহাদের সঙ্গে করার করণ বা তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঠিকা রাখা বা করার করা বা নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্ত সমন বা ওয়ারণ্ট যাহা হইতে পারে।	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য, ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১৫১	পাঁচ বা তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক্ হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন বা থাকন... ...	ঐ	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ-করণ বা তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৫৩	হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, (হাঙ্গামা হইলে) ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	(হাঙ্গামা না হইলে)	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক	ঐ

					প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	
১৫৪ হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর বা দখলীকারের না দেওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৫৫ যাহার উপকারার্থে কি সাপক্ষে হাঙ্গামা হয়, তাহার ঐ হাঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড।	ঐ
১৫৬ যে স্বামীর বা দখলীকালের উপকারার্থে হাঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭ বেআইনমত-জনতার নিমিত্ত যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৫৮ বেআইনমত-জনতাতে বা হাঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্য ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ ...	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬০ দাঙ্গা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।

নবম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা বা তৎসম্পর্কীয় অপরাধের (Offences by or relating to Public Servants বিধি।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া বা হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয়পদ-সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকরণার্থ আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফাকরা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৬২	দূষণীয় বা বেআইনমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন বা যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনমতে বাণিজ্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ বা নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড; এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন ..	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক বা চিহ্ন পরিধান বা ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড বা ২০০্ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

দশম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার (Contempts of Lawful Authority)বিধি।

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্য পলায়ন করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা ৫০০্ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	সমনে বা নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা ১০০০্ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭৩	কোন সমন বা নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ-করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতি আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৪	স্থান বিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা হয়, এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা (অপরাধ আদালতে না হইলে) প্রেসি

							ডেপ্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত বা অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড কি ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট নোটিস বা সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	সেই নোটিস বা সংবাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা পয্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সংবাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	প্রয়োজনীয় সংবাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ... ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে অপরাধ করা হয়, ৩৫ অধ্যায়ের বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সেই আদালত; অথবা (আদালতে অপরাধ না হইলে) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহা স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতা-ক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন বা তাঁহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাহাকে মিথ্যা সংবাদ দেওন ...	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকা-রের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষম-তাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাহার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্য প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকা-রের কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকা-	ঐ

হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মুল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন ...					রের কারাদণ্ড কি ২০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
১৮৬ রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৭ রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
পরওয়ানামতে কার্য্য করণার্থে বা অপরাধ প্রভৃতির নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮ রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ, সেই অমাননে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা বা ক্লেশ বা হানি হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	ঐ
সেই অমাননে মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৯ রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে, তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফাকরা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের (False Evidence) ও সাধারণের যথার্থবিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ … ..	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন বা প্রস্তুত করণ … … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।*	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ … …	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	সেশন আদালত।
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।*	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের বা ৭ বৎ-সর বা তাহার অধিককাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন বা প্রস্তুত করণ…	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই দণ্ড।*	ঐ

১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা বা কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার ...	ঐ	ঐ	ঐপ্রমাণ দেওনাপরাধের জন্য হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	ঐ
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশবাক্য (Declaration) আইনমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশবাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধীকে রক্ষা করণার্থ অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন,—প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্

* দ্বিতীয়বার অপরাধী সাব্যস্ত হইলে কশাঘাত দণ্ড হইবে (১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ।); কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত হইলে, এবং আসামী স্ত্রীলোক অথবা ৪৫ বর্ষ অপেক্ষা অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাত হইবে না। ৩৯৩ ধারা; ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
						দণ্ড।	কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	অপরাধের জন্য অত্যধিক যত-কাল যে প্রকারের কারা-দণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারা-দণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা অপ-রাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদা-লত।
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সংবাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সংবাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকা-রের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সংবাদ দেওন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনু-ষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজির-জামিন বা প্রতিভূ হইবার জন্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

	আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় (False personation) দেওন ...						
২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্ত তাহা প্রতারণা ভাবে স্থানান্তর বা গোপন করণ প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্ত স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ববিষয়ে প্রতারণা কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্ত প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পরও তাহা জারী হইতে দেওন ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২০৯	আদালতে মিথ্যাদাওয়া (False claim) করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২১১	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্ত প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওয়া কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	উক্ত অভিযোগের জন্য ৭ বৎসর কারাদণ্ড	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	সেশন আদালত, প্রেসি-

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	হইতে পারিলে*					প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ †	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধীকে আশ্রয় দেওন,—প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপ-রাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারা-দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারা-দণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারা-দণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

* চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারা অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† দ্বিতীয়বার অপরাধী সাব্যস্ত হইলে যদি মিথ্যা-অভিযোগের অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধ (Unnatural Offence) না হয়, তাহা হইলে কশাঘাত দণ্ডও হইবে। (১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ); কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত হইলে, কিম্বা আসামী ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক হইলে কশাঘাত দণ্ড হইবে না। ৩৯৩ ধারা; ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন।

ধারা	অপরাধ					দণ্ড	বিচারক আদালত
২১৩	অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ,—প্রাণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য, সেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয়, এই জন্য সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার (restoration) বা দান করিবার প্রস্তাব করণ,—প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের বা ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারেরকারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য, সেই আদালত।
২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থা-	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	বর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে, অপ-রাধীকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থ দান গ্রহণ করণ					প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে বা তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন,—প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত বা তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারা-দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারা-দণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ বা অপ-রাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদা-লত।
২১৭	ব্যক্তির দণ্ড বা সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্ত রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড বা সম্পত্তি-দণ্ড না হইবার নিমিত্ত রাজকীয় কার্য্যকারকের	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-	সেশন আদালত।

	অশুদ্ধ রিকার্ড বা লিপি করণ ...					দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কোন আজ্ঞা বা রিপোর্ট বা ফয়সলা (verdict) বা নিষ্পত্তি (decision) আইনবিরুদ্ধ জানিয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের তাহা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইনবিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্যকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২১	অপরাধীকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটী করণ,—প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত বা তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্‌ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্‌।
	১০ বৎসরের ন্যূনকাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্‌ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্‌।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটীকরণ,—ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে...	ঐ	ঐ	ছাড়ির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম (penal servitude)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	বা ১০ বৎসর বা তদধিককাল কারাদণ্ডের বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে					প্রকারের কারাদণ্ড।	
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আসেধে (custody) রাখা গেলে ..	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পলাইতে দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্য কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ বা বাধা দেওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্য বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ (resistance) বা বাধা দেওন (obstruction) বা তাহাকে আইনমত (lawful) আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে ...	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

অভিযাগ হইলে	ঐ				ব৹সর পর্যান্ত কোন এক প্র ারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর বা তদধিককাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের বা কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে…	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে …. ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
ক ঃ রাজকীয় ক ।কারক রিতে করিলে কি পলাইতে দিলে সকল স্থলে অন্যরূপ বিধান নাই ক) ই চ্ছাপূর্ব্বক বা পলাইতে দিলে ..	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
খ) শৈথিল্যবশতঃ ক্রটী করিলে বা পলাইতেদিলে	ঐ		ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২২৫ খ *আইনমত ধৃত করণে, পলায়নে অথবা উদ্ধারকরণে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতাকরণ বা বাধা দেওন, যে সকল স্থলে অন্যরূপ বিধান নাই … …	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২৬ দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনমতে প্রত্যাগমন … … …	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও ৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর র্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত া দণ্ড।	সেশন আ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ।	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে অপরাধ হয়, এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি আসেসরের স্থায় দেখান (personation) ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ম্প-সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি						
	মুদ্রা nterfei ng) কি কৃত্রিমকরণ য় কোন ার্য্য করণ ...	না বিনা ত করিতে র।		হাজির লওয়া পারে	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	
	মহারাণীর মুদ্রা (Queen's coin) কৃত্রিমকরণ বা কৃত্রিমকরণ-সম্পর্কীয় কার্য্যকরণ ...	ঐ				বর্জ্জীবন দ্বীপান্তর প্রে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	দ্রা কৃত্রিম করি যন্ত্র র্ম্মা কি ক্রয় কি বিক্রয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	শন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ বা ক্রয় বা বিক্রয় করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন,— …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরের পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
মহারাণীর মুদ্রা হইলে … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৬ ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড।	ঐ
৭ মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৮ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৯ মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখন ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
০ মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

	৩	৪	৫	৬		
পর	পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	রতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	আদাল বিচার্য্য
ম্প (m নিকটে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	সর কোন এক কারের কারাদণ্ড ও অর্থ-	
প কৃত্রিম ক যন্ত্র নিম্না ক্রয় বা বিক্রয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ত্রিম গব ক্রয় করণ (sa	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ত্রিম গবণ: ম্প নিকটের (having on of)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		সশন আদালত বি প্রেসিডেন্সী জ ষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
ন্টের ম্প কৃত্রিম অকৃত্রিম ব্যবহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বৎ পর্য্যান্ত কান এক প্রক কার দণ্ড কি অর্থ- দণ্ড কিম্বা ডুই দণ্ড।	ঐ
র্ণমেন্টের ষ্ট্যাম্প যাহাতে থাকে, এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন (effacing) কিম্বা দলিলে যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেল, গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন (removing) ··	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	র প ন্ত কোন এ প্রকারের কা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ ই দণ্ড।	
র্ণমেন্টের ষ্ট্যাম্প র্ব ব্যবহার	ঐ	ঐ			সর স্ত ান এক	প্রেসিডেন্সী মাজি ট্র

ধারা	অপরাধ					দণ্ড	বিচারাধিকার
	হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ					প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৬৩	ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন (erasure)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন (Weights) ও পরিমাণ (Measures) সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

ধারা	অপরাধ					দণ্ড	বিচারাধিকার
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত (false) যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৬৫	অপকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা বা গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্ত অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বা বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের (Health), নিরাপদের (Safety), কি স্বচ্ছন্দতার (Convenience), কি লজ্জার (Decency), কি সুনীতির (Morality) ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

ধারা	অপরাধ					দণ্ড	বিচারাধিকার
২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার (to spread infection) হইতে পারে জানিয়া অনবধানে (negligently) সেই কর্ম্ম করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক (malignantly) সেই কর্ম্মকরণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজিরজামিন লওয়াযাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
২৭১	ক্যারাণ্টাইন-বিধি (Quarantine rule) জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ কল্পনা থাকে, তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক (noxious) করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭৩	আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহারার্থ কি পানার্থ বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ (drug)-কি ঔষ-ধীয় দ্রব্যের (medical preparation) গুণ খর্ব্ব করণার্থ কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থ বা তাহা পীড়াজনক করণার্থ তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হই-য়াছে (adulterated) জানিয়া কোন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	বণিজ দ্রব্য কি ত রা ঔষধ, ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থ দেওন কি বাহির হইতে দেওন						
	কোন বণিজ ঔষধ দ্রব্য ভ নপূর্ব অন্ত বণিজ বা ঔষধীয় দ্রব্য স্বরূপ ঔষধালয় হইতে বিক্রয় বা বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য উনুইর (out spring) বা জলাশয়ের (reservoir) জল ময়লা করণ (defiling) ..	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	০৲ টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কা-জনকরূপে অতিবেগে (rashly) কি অমনোযোগে (negligently) গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন ..	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৮১	মিথ্যা আলো (False light) কি নিশানী (mark) কি বয়া (buoy) দেখান	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও, ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন	ঐ		ঐ	ঐ	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে সঙ্কট কি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ

	২	৩					৮
ধারা	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামি লওয়া যাইচ পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি	ভারত বিধি মত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য।
	বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ …						
	বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ …	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজি লওয় পারে	ন রফা করা যাইতে তে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	অগ্নি কি আশু-জ্বলনীয় (combustible) বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির অ [illegible] জ [illegible] ক কর্ম্ম করণ …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	যাহা শব্দ করি জ্বলিয়া উঠে এমন দ্র (explosive substance) তদ্র কাযা কর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	লে (ma [illegible] দ্রূপ	ওয়ারণ্ট বি ধৃত করিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	কান ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইতে যাহার অধিকার থাকে, তাহার ঐ পতনে মনু প্রাণের সম্ভাবিত শঙ্কা নিবার ক,র্য না কর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	জন্তুর দ্বারা মনু্যের প্রা র ঙ্কা কি গুরুতর পীড়া rievous t) নিবারণার্থ ঐ ক উপ ক্রমতে ন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট্।

২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম (public nuisance) করণ … …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২০০) টাকা অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্মের নিষেধ আজ্ঞা (Injunction) হইলেও নিবৃত্ত না হওন … … …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৯২	শৃঙ্গাররস-ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ … …	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গাররস-ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় বা প্রদর্শনার্থে নিকট রাখন …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গাররস-ঘটিত কুৎসিত গীত গান (obscene songs) করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় (Lottery-office) রাখন … …	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	শর্ত্তিখেলাসম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ (publishing proposals) …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০) টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ

পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় (relating to Religion) অপরাধের বিধি।

২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ…	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন … … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	জন্ত ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে (Sepulchre) অনধিকারপ্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন …						
২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্ত তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখন …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩০২	জ্ঞানকৃত বধ (Murder) … …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত বধ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড।	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয়, এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা,—যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩১১	ঠগ হওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

খ। গর্ভপাত করণ (Causing of miscarriage) ও অজাত (unborn) অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ (Exposure of infants) ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১২	গর্ভপাত করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	গর্ভে জীব সঞ্চার (quick with child) হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি (consent) বিনা গর্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায়, তদ্দারা মৃত্যু হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ

৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্য কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩১৭	পিতামাতার কি রক্ষকের ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে ফেলিয়া যাওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃতদেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

গ। পীড়ার (Hurt) কথা।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৩২৪	সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া (grievous hurt) জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	নক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন ..	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র ble securit) হরণ করণার্থ কি বেআইনমত কার্য্য, কি যে কায দ্বারা অ করা সুগম হয় তাহা করণার্থ ৩ছ পূর্ব্বক পীড়া দেওন ..	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্ত অচেতন-কারক বণিজ দ্রব্য (St ing drug) সেবন করান		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ক মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ কর র্থ কিম্বা বেআইনমত কার্য্য বি কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম য়, তাহা করণার্থ পূর্ব্বক গুরু-তর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দে	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
	দোষ স্বীক করাইবার কি সন্ধান	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	ঐ

পাইবার কি সম্পা বলপূর্ব্বক ন্ধার প্রভৃতি করি ার নিমিত্ত চ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন ..			লওয়া যাইতে পারে না।		প্রক দণ্ড	
াজকীয় কার্য্যে কর্ত্তব্যাকর্ম্ম নবারণের জন্য পূর্ব্বক পীড়া ন্মাওন	ঐ	ঐ	র-জামিন া যাইতে র।	ঐ	বৎ র্য্যন্ত কোন এক প্রকারের দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
কা কর্ত্তব্য ার্থে গুরুতর পীড়া জন্মাও	ঐ	ঐ	র জামিন য়া যাইবে	ঐ	বৎসর ন্ত কোন এক প্রকারের ারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	আদালত।
রুতর াগজনক কার্য্য হঠাৎ ই য়াতে ক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার প্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মা	ওয়ারণ্ট ত করি	সমন	জামিন ল যাইতে প ।	রফা যাইতে পা	মাস পর্য্যন্ত ন এক প্রকারের ব ণ্ড ০০) টাকা অর্থ কি দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
গুরুতর রাগজনক কার্য্য হ যে ব্যক্তি রা র অন্য ব্যক্তি ক পীড় দিবার অভি- প্রায়ে ই পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	বৎসর প স্ত ক এক প্রকারের কারাদণ্ড কি , টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অ নিরা দের (personal saf ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য কর	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ২৫০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
					আদালতের অনুমতি হইলে, রফা করা যাইতে পারে।		
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

ঘ। অন্যায়মতে অবরোধের (Wrongful restraint) ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের (Wrongful confinement) কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	সেশন আদালত কিম্বা

						প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	ঐ
	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কোন দ্রব্য হরণ করিবার (extorting) কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্য অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ		ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্য কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্য অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	গুরুতর রাগ (grave provocation) জন্মাইবার বিষয় হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ		রের কারাদণ্ড কি ৫০০; টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।
	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিবারণার্থ আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার (modesty) প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।*	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রোগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত (worn) কি বাহিত (carried) দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

* এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাবাস্ত হইলে কশাঘাত দণ্ডও হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ; কিন্তু আসামী ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক হইলে কশাঘাত দণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

ছ। মনুষ্য চুরী (Kidnapping), ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের (Abduction), ও দাসত্বের (Slavery), ও বলপূর্ব্বক শ্রম (Forced labour) করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৬৪	বধ করণার্থ মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার জন্য তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবৈধমতে সংসর্গ করান (to cause her defilement) প্রভৃতির জন্য তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্য তাহাকে চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড।	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থ তাহাকে চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি	ওয়ারণ্ট বিনা	ঐ	হাজির-জামিন	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	হস্তান্তর করণ	ধৃত করিবে না।		লওয়া যাইতে পারে।			
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ (habitual dealing)	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৭২	ব্যভিচারাদিকার্য্যের জন্য বালিকাকে (minor) বিক্রয়করণ কি ভাড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্ত বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।

জ। বলাৎকারের (Rape) কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭৬	বলাৎকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	সেশন আদালত।

ঝ। অস্বাভাবিক অভিগমনের (Unnatural offence) কথা।

ধারা	অপরাধ						
৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।*	সেশন আদালত।

সপ্তদশ অধ্যায়।—সম্পত্তির উপর অপরাধের (Offences against Property) বিধি।

ক। চৌর্য্যের (Theft) কথা।

ধারা	অপরাধ						
৩৭৯	চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।†	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার (master) কি প্রভুর (employer) অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ†	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৮২	চুরী করণার্থ কিম্বা চুরী করিবার পরে পলায়নার্থ কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	সেশন আদালত।

* এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাত দণ্ডও হইবে;—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ। কিন্তু, পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাস দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও আসামী ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

† কিম্বা কশাঘাতদণ্ড।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ধারা দেখ। দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাত ও কারাদণ্ড উভয়ই হইবে।—(৩ ধারা)। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইলে বা আসামী স্ত্রীলোক কিম্বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের, পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য						
	থ। অপহরণের (Extortion) কথা।						
৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ... ...	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থ কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-	ঐ

	যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ ...					দণ্ড।*	
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।*	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।	ঐ

গ। দস্যুতা (Robbery) ও ডাকাইতীর (Dacoity) কথা।

৩৯২	দস্যুতা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি সূর্য্যোদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	ঐ

* কিম্বা কশাঘাতদণ্ড, এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে উভয়বিধদণ্ড হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাসের আজ্ঞা হইলেও আসামী স্ত্রীলোক বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

† এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাতদণ্ডও হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাস দণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আসামী স্ত্রীলোক অথবা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন (Jointly concerned)···	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৩৯৫	ডাকাইতী ··· ··· ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ†	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অন্যূন ৭ বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	ঐ
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র (deadly weapon) সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ ··· ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ ···	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতীকরণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তি-	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি	ঐ

† এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাতদণ্ডও হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাস দণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আসামী স্ত্রীলোক অথবা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

দের দলভুক্ত হওন					১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	
৪০১ নিয়ত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের (Wandering gang) দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
*৪০২ ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ঘ। অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার (Criminal misappropriation) করণের কথা।

৪০৩ অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৪০৪ কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে, তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া, সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকর দ্বারা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ

ঙ। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার (Criminal Breach of Trust) কথা।

৪০৬ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪০৭	বাহক (Carrier) কি ঘাটরক্ষক (Wharfinger) প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক (Banker) কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী (merchant) কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

চ। চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার (Receiving stolen property) কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।*	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

* কিম্বা কশাঘাতদণ্ড, এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে উভয়বিধদণ্ড হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাসের আজ্ঞা হইলে বা আসামী স্ত্রীলোক বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।*	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।†	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন (concealment) কি হস্তান্তর (disposal) করণের সাহায্য করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

ছ। বঞ্চনা করণের (Cheating) কথা।

৪১৭	বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ-চুক্তি (legal contract) ক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ, তাহাকে বঞ্চনা করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ (cheating by personation)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

† এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাতদণ্ডও হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য কারাবাস দণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আসামী স্ত্রীলোক অথবা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার (delivery) বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন (making) কি পরিবর্ত্তন (alteration) কি নষ্ট করণের (destruction) প্রবৃত্তি দেওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

জ। প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪২১	উত্তমর্ণদের (Creditors) মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্ত প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণেরা না পায়, প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৩	মূল্যের টাকা (Consideration) যাহাতে অযথারূপে লেখা থাকে, এমত কোন হস্তান্তরকরণপত্র (Deed of transfer) প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন (execution) করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	হস্তান্তর কি গোপন করণ, কি তাহা করিতে সাহায্য করণ, কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে, তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ…						

ঝ। অপকারের (Mischief) কথা।

৪২৬	অপকার করণ… … …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	কেবলমাত্র কোন সামান্য ব্যক্তির (private person) ক্ষতি কি হানি করা গেলে, রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০৲ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ … …	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪২৮	১০৲ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন (maiming) কি অকর্ম্মণ্য করিয়া (rendering useless) অপকার করণ …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	ঐ
৪২৯	হস্তীর কি উষ্ট্রের কি ঘোটক প্রভৃতির যে মূল্য হউক, তাহাকে কি ৫০৲ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া, কি অঙ্গহীন, কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ … …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জলহ্রাস করণদ্বারা অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ কিম্ব. প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
৪৩১	রাজপথ,কি সেতু (bridge), কি নৌকা-দির গমনোপযুক্ত নদী (navigable river) কি জলপথের (navigable channel) হানি করিয়া তাহাতে নিরাপদে যাওয়া কি দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া অসাধ্য কি ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩২	অপচয় সহিত বন্যা (inundation) কি রাজকীয় নর্দ্দমা (public drain age) অবরোধ করাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ (light-house) কি সমুদ্রে জলের নিশানী (Sea-mark) নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অক র্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার	ওয়ারণ্ট বিনা	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্

	চিহ্ন (land-mark) দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ	ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের (Explosive substance) দ্বারা ১০০৲ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০৲ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৪৩৭	তুতকযুক্ত (decked) কি ২০ টন বোঝাইধারী নৌকাদি নষ্ট বা বিঘ্ন-জনক (unsafe) করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন (running ashore)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	ঐ

ট। অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের (Criminal Trespass) কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারন্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ (house-trespass)	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
	চুরী করণার্থ হইলে	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-

				না।		দণ্ড।	ষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ (Lurking house-trespass) কিম্বা গৃহভেদ করণ (house-breaking)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
	চুরী করণার্থ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	ঐ
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িত-রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ*	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি

* অভিপ্রেত অপরাধের জন্য কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিলে যদি দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তবে অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কশাঘাতদণ্ড অথবা ঐ উভয়বিধ দণ্ডই বিধান হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা দেখ। কিন্তু পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত কারাদণ্ড হইলে ও আসামী স্ত্রীলোক বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড। *	দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্। ঐ
	চুরী করণার্থ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড। *	ঐ
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহভেদ করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ কালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদকরণ প্রভৃতি দোষে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

* অভিপ্রেত অপরাধের জন্য কশাঘাতদণ্ড হইতে পারিলে যদি দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তবে অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কশাঘাতদণ্ড অথবা ঐ উভয়বিধ দণ্ডই বিধান হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা দেখ। কিন্তু ৫ বৎসরের অতিরিক্ত কারাদণ্ড হইলে ও আসামী স্ত্রীলোক বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে কশাঘাতদণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ বা গুরুতর পীড়া জন্মাওন						
৪৬১ বন্ধ বাক্স (closed receptacle) প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে বা থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গা (breaking open) বা খোলা (unfastening)	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৬২ বন্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে বা থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খোলা ...	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ীর কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন (Trade or Property Marks) বিষয়ক অপরাধের বিধি।

৪৬৫ কৃত্রিম করণ (Forgery)	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।*	সেশন আদালত।
৪৬৬ রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিষ্টার (Register of Births &c.) কৃত্রিম করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।*	ঐ
৪৬৭ কোন মূল্যবান্ নিদর্শনপত্র কি উইল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি	ঐ

* দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাত দণ্ডও হইবে। দালের ৬ আ দেখ; অধিকব

পুরুষ হইলে অথবা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ হইলে ঘাত দণ্ড হই জদারী কা দেখ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ ...					১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট (Promissory note) হইলে... ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ*	সেশন আদালত।
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থ কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানিকরণার্থ কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।*	ঐ
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	ঐ
	ঐ কৃত্রিম দলীল ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারা-মতে দণ্ডনীয় জালকরণ অপরাধ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক	ঐ

* দ্বিতীয়বার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কশাঘাত দণ্ডও হইবে।—১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা দেখ। কিন্তু আসামী স্ত্রীলোক বা ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষ হইলে অথবা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ হইলে কশাঘাত দণ্ড হইবে না।—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৩ ধারা দেখ।

	করিবার মানসে মোহর (Seal) কি পট্ট (plate) প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জ্ঞানে সেই মানসে নিকটে রাখন	না।				প্রকারের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কি সেই মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থ নিকটে রাখন; ঐ পত্র ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ দলীল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে (authenticating) যে অঙ্কের (device) কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্য যে অঙ্কের	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ, কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন						
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ (defacing), কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত।

ব্যবসায়ীর ও স্বামিত্বের চিহ্ন (of Trade and Property marks) ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি-করণার্থ ব্যবসায়ীর কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৮৩	অপচয় (damage) কি হানি (injury) করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান, গুণাদি জানাইবার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ...	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থ কোন ছেনি (die) কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৮৭	যে বস্তাতে (package) কি আধারে (receptacle) যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেট্।
৪৮৮	ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামি-ত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের (Criminal Breach of Contracts of Service) কথা।

৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে, কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে, কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০্ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগ-প্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে (attend on) বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ২০০্ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	দিতে (supply the wants) বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটী করণ					দুই দণ্ড।	
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের (certain period) নিমিত্ত চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের (Offences relating to Marriage) বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন বৈধ বিবাহ হইয়াছে, পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন	ঐ		হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	স্বামীর কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহার নিকটে পূর্ব্ববিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ	ঐ		হাজির জামিন লওয়া যা	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-	ঐ

	না করিয়া ঐ অপরাধ করণ ...			না।		দণ্ড।	
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ (go through the ceremony)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন (Adultery)	ঐ	ঐ	হাজির জামিন রফা করা যাইতে লওয়া যাইতে পারে। পারে।		৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া লওন (enticing) কি হরণ (taking away) কি অপরাধভাবে আটক করিয়া রাখন (detaining) ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।

একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের (Defamation) কথা।

৫০০	অপবাদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ (engraving)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার (Criminal intimidation) ও অপমান (insult) করিবার ও ক্লেশ (annoyance) দিবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাইবার অভিপ্রায়ে অপমান করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা (mutiny) কি সাধারণের শান্তিভঞ্জন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত (false statement) কি জনরব (rumour) রাষ্ট্র করণ	ঐ	ঐ	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ
	যদি মৃত্যু বা গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৫০৭	অনামক পত্রাদি (anonymous communication) দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতা-পূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধ-	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্বধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ

ভাবে ভয় দর্শাওন						
৫০৮ ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র (object of Divine displeasure) হইবে, কোন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৫০৯ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার (modesty) ক্ষোভ (insult) জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী (gesture) করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
৫১০ মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে (public place &c.,) গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০৲টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট্।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১ দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্য কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের জন্য সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারণ্ট যাহা বাহির হইতে পারে তাহা।	অপরাধীর কল্পিত অপরাধের জন্য হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার রফা করা যাইতে পারিলে, রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ অপরাধ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
	প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির-জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে।
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে…	ঐ	ঐ	কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামতে মোকদ্দমায় হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ		
	তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে … …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফ্‌সীল।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত (Ordinary) ক্ষমতা।

১। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)।

২। ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩, ৮৪ ও ৮৬ ধারা)।

৩। বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)।

৪। বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)।

৫। ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)।

৬। তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

৭। তল্লাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)।

৮। পুলীসের অনুসন্ধান-কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)।

৯। পুলীসের অনুসন্ধান-কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)।

১০। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)।

১১। সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পুলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)।

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। তদন্ত লওনের কার্যক্রমে না লইয়া স্থলান্তরে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)।

৩। অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থ তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)।

৪। শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)।

৫। সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)।

৬। দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫, ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)।

৭। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।

৮। বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)।

৯। ভরণপোষণের (maintenance) আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)।

(৪) মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। ভূম্যধিকারীর নামে ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)।

"২ক। সদাচরণের জন্য জামিন লইবার ক্ষমতা।"*

৩। স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)।

৪। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থ তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।

৫। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৬। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)।

৭। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)।

৮। নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

৯। পুলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

১০। নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

১১। অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।

১২। অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)।

১৩। চোরা প্রভৃতি বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)।

১৪। আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)।

(৫) জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

১। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২। ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

৩। যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবন্ধপত্র দিয়াছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)।

৪। শান্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)।

৫। সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)।

৬। কোন কোন স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)।

৭। সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)।

৮। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)।

৯। কাগজপত্র আনাইবার (to call for records) ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)।

১০। ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার (to revise orders) ক্ষমতা (৫১৫ ধারা)।

---

* " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ১৯ ধারাক্রমে সংযোজিত।

চতুর্থ তফ্‌সীল।

মফঃসলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা (additional powers) দেওয়া যাইতে পারে।

স্থানীয়গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা);

২। স্থানবিশেষে অনিষ্টজনক কার্য্য হইলে আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা);

৩। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);

৪। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা;

৫। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);

৬। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৮৬ ধারা);

৭। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

৮। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

৯। সন্ধানক্রমে (upon information) অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।

১০। সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা);

১১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা);

১২। চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);

২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা;

৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);

৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

৫। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

৬। মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩২ ধারা);
২। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওয়ানার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);
৩। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা;
৪। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);
৫। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৬। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৭। সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৮। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);
২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা;
৩। মৃত্যুর করণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);
৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৫। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);
২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা;
৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);
৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৫। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৬। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা);
২। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা;
৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা);
৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);
৫। পুলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা);

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

নথী আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)।

পঞ্চম তফসীল।

পাঠ (Forms) বিষয়ক।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ। (৬৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান নিবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক অমুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্য তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা স্থল বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ক্রটী না হয়।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠ। (৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থান নিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ক্রটী না হয়।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে। (৭৬ ধারা দেখ।)

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

[মোহর]

৩। ওয়ারণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ। (৮৬ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্টক্রমে অমুক জেলার (কিম্বা স্থল বিশেষে, অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এতদ্দারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব; এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত

উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ক্রটী হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে ধৃত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ক্রটী হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ। (৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এ নিমিত্ত আমি এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এত দিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫। সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ। (৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষীর নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এ নিমিত্ত এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৬। সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ। (৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পুলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় এবং সেই ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জেলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ। (৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়,) এবং তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে); ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এতদিন মধ্যে উপস্থিত হয়; এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্ট রাজস্বপ্রদায়ী ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে; ও যে প্রকারে এই ওয়ারণ্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল, তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিসনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতিসূচক আজ্ঞার পাঠ।
(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক জেলার ডেপুটী কমিসনার সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে

ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে; ও আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব-প্রদায়ী কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে;

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে, ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর, অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৭। ওয়ারণ্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষীকে আনিতে হইলে, ঐ ওয়ারণ্টের পাঠ। (৯০ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পুলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়); ও অমুক (সাক্ষীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবে না;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ধৃত করিবে এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর তল্লাশী পরওয়ানার পাঠ। (৯৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পুলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি (designation) লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তল্লাশ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনা করিবে।) অন্বেষণ করিবে, ও

পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তল্লাশী পরওয়ানার পাঠ। (৯৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টেব্‌লের উচ্চপদস্থ পুলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারানির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বলপ্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্যস্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশ খানা-তল্লাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল, কি স্থলবিশেষে, ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যক হইলে এই এই কথাও যোগ করিবে, ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।—এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ। (১০৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে; এই হেতু আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম; ইহাতে আমার ক্রটী হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

১১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ। (১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে; অতএব

আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম; ইহাতে আমার ক্রটী হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

(নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরি-লিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি, যে তিনি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন; এবং তাহাতে তাঁহার ক্রটী হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

১২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ। (১১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা, এজন্য তোমাকে এতদ্দারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের) এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারণ্টের পাঠ।
(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক এত মাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায়, সমন-লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক)

এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কালমধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৪। সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জেলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে, ও তাহার জীবন ধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না);

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহভেদকারী, ইত্যাদি) ;

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিক জন) প্রতিভূসহ স্বয়ং এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৫। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের

ওয়ারণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী কার্য্যবিধি বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জনসমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৬। অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ। (১৩৩ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান)-ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেন এবং এই কারণে (যেরূপে তদ্দারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের (কি স্বাচ্ছন্দ্যের) হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তী অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তে) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কার্য্য করিবে কিম্বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে, ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৭। পঞ্চায়ৎ নিয়োগ-বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ। (১৩৮ ধারা দেখ)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে, এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে (পঞ্চায়তে পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি, ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ। (১৪০ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্দারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এ জন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

১৯। পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্তকার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৩২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথা গুলি লিখিবে)

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষ) রাখিতে দিয়া ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতে মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২১। বাধা জন্মাওন, হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যটীর বর্ণনা করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে নর্দ্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথে (কি স্থল বিশেষে, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত লোক যাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছে ও উক্ত লোক যাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা,

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি ;

এজন্ত তোমার প্রতি এতদ্দারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না; কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোকজনের গমন এতদ্দারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় (procession) মিশিবে না (অথবা অন্ত যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২২। বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববান্ পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ। (১৪৫ ধারা দেখ)।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ; যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃতপক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ ;

এজন্ত আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান্, এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (১৪৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পুলীসথানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান, কিম্বা গ্রাম্যদলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ও প্রকৃতপক্ষে

উক্ত (বিবাদীয়) বিষয়ের দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয়) বিষয় নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলিকার ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয়) বিষয় লইয়া ও দখলে রাখিয়া ক্রোক করিবে, ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া-নির্ণয়সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয়, উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২৪। স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ। (১৪৭ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব-সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে [illegible] ভূমি (কি জল) সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহারযোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষশ্রেণীর ব্যক্তির হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে), ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে (কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে "বৎসরের যে কাল-বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেইকালে") উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে;

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান, যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ-বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

২৫। পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ। (১৬৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত

অভিযোগের আরও প্রতিবাদ করিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইব। ইহাতে আমার ত্রুটী হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরও প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি; ও তাহাতে তাহার ত্রুটী হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ। (১৭০ ধারা দেখ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামী অমুক মাসে অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থলবিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব, অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি; ইহাতে আমার ত্রুটী হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

২৭। গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ। (২১৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামী সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন; ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে।)

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

২৮। অভিযোগের পাঠ। (২২১, ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।)

(১) অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।—

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি, শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম :—

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা।

ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাইকোর্ট লিখিতে হইবে।)

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় ; এই আদেশ করিলাম।

[মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর]

[(খ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে :—]

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্যস্বরূপে বৈধ

১২৩ ধারা।

ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন, এই নিমিত্ত তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার

১৬১ ধারা।

প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতনভিন্ন অমুক (নামক) ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

১৬৬ ধারা।

অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে; ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

১৯৩ ধারা।

শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিল যে "   " আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

৩০৪ ধারা।

জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে 'আনন্দ'

৩০৬ ধারা।

মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

৩২৫ ধারা। ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

৩৯২ ধারা। অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতে (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে

৩৯৫ ধারা। ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।]

(২) অভিযোগে দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।—

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি, শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারা। কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়, আমার এই আদেশ।

(মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর)।

[(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে :—]

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি

৩০২ ও ৩০৪ ধারা। পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা। পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে; ইহাতে

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার, এই নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছ চুরি করিয়াছ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৪) ১৯৩ ধারামতে অনুকল্পে (alternative) অভিযোগ। অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন-কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে " ", এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে " " ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না; ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।]

(৩) পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে;

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি, শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম :—

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারা-দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, সেই ধারায় যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে এবং তুমি তজ্জন্য ভারত-বর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়।

২৯। কোন মাজিষ্ট্রেট্ কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক (official) খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের ক্যালেণ্ডারের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয়ইত্যাদি, যে হউক) আসামী অমুক (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের (কি অমুক আইনের) এই (কি এই এই ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে)।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে, যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি (রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারণ্টের পাঠ। (২৫০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিস্‌মিস্ করা গিয়াছে, ও ডিস্‌মিস্ করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে; ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে, যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এতকাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে; কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩১। সাক্ষীর নামে সমনের পাঠ। (৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক, অমুক অপরাধ (সময় ও স্থানসহ সংক্ষেপে

অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে ;

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান, তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩২। জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ। (৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সমীপেষু।

আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে, এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্ভুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাঁটক্রমে এতল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে, ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে, উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৩। জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ। (৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামী ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে, তুমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৪। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৩৭৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয় ; উক্ত সেশনে ক্যালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) দণ্ডবিধি আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধজনক নরহত্যাপরাধ নিয়মিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে ;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি, উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক), এই ওয়ারণ্টসহ উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থ এই আদালতের অন্যতর ওয়ারণ্ট কি আজ্ঞা না পাও, তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৫। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৩৮১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে, তাহাতে ক্যালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, (কি রক্ষক) তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে, তাহার গলায় উদ্বন্ধনদ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৬। দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারণ্টের পাঠ। (৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন বসে, তাহাতে ক্যালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে

তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার দোক্তর লিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কিরক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থ উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিম্বা

লঘুকৃত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ", পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে' এই কথার পরে এই এই কথা দিবে "ও উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে।"

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল;

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৭। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পুলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধীর উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে। এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ, পৃষ্ঠলিপি-ক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৮। কোন কোন অবস্থার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে, কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক অপরাধীর (নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে

(কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকরণাপরাধ করিয়াছে ;

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধীর নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের, ও তাহা না দিলে এত কাল (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৯। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের বা জজের ওয়ারণ্টের পাঠ। (৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষীস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া ও অপরাধের অভিযোগের তদন্ত কালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে, এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইবামাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪০। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৪৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সঙ্গতি আছে, তাহাতে সে আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি এই এই কারণ (কারণ উল্লেখ করিবে) বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্ষম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করি-

য়াছে, ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই, এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪১। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (যে পুলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে) সমীপেষু।

আপন স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও, তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪২। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ। (৪৯৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথমস্থলীয় তদন্তের

প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ক্রটী হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তাহার প্রথম তৃতীয় তদন্তের প্রতি-দিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয় তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেকে) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ক্রটী হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং [স্বাক্ষর]

৪৩। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে, সেই কার্য্যকারক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে অমুককে (বন্দীর নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে ফৌজদারী কার্য্যবিধি বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন (কি জামিনদের) সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৪। নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পুলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই ও তদ্রূপ ক্রটীপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকট কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৫। নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন লইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ক্রটী হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, ও উক্ত ক্রটীপ্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে;

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা তোমার নিকটে কোন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৬। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না, এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ক্রটী হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে, ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৭। জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটী করিয়াছে, সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায় হইয়াছে;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও, তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৮। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির-জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে; ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটী করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে) যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (.কাল নির্দ্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দেওয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেপাজতে গ্রহণ করিবে এবং এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪৯। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে (Principal) দিবার পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের

অমুক তারিখে) নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে;

এজন্ত এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পুলীস থানার শ্রীঅমুক (পুলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জেলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকা মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয়, সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই, কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপি ক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫২। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পুলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে, ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্ত তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জেলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয়, সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫৩। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ। (৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রে নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে

আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে; যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

বর্ণমালানুযায়ী নির্ঘণ্টপত্র।

ক্ষমা—

কোন্ স্থলে, স্থগিত করা যাইতে পারে ও তাহার ফল কি, ৩৩৯ ধারা

ক্ষমা—

ক্ষমতাবিহীন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক, র প্রস্তাব হইলে কখন তাহা অসিদ্ধ হইবে, ৫২৯ ধারা

পরিশিষ্ট

সূচীপত্র।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রণীত আইন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রণীত আইন।

ফৌজদারী আইন সংগ্রহ

ACT VII. (B. C.) OF 1878.

BENGAL EXCISE ACT.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

১৮৭৮ সালের ৭ আইন(১)।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম্ প্রেসিডেন্সির অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব-বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

[বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনে ১৮৭৮ সালের মে মাসের ১লা তারিখে ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের ৩রা তারিখে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

হেতুবাদ। আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তত ও বিক্রয় করণ ও নিকট রাখন বিষয়ক ও তদুৎপন্ন রাজস্ব আদায় করণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে এই এই বিধান করা গেল :—

১। ১৮৮৬ সালের ৩য় রেগুলেশনের ২ ধারাদ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ৩য় রেগুলেশনের ৩ ধারাক্রমে, সাঁওতাল পরগণায়, ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড ডিষ্ট্রীক্ট (Scheduled Districts) আইনের ৩ ধারাক্রমে হাজারিবাগ, লোহারডাগা, মানভূম, পরগণা ডালভূম ও কোল্‌হান্ (সিংভূম ডিষ্ট্রীক্ট), এবং উক্ত আইনের ৪ ধারাক্রমে আসামে, ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইন ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ১—৩ ধারা

নজীর।—১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আবকারী আইন কেবলমাত্র রাজস্ব রক্ষার জন্ত হয় নাই। সাধারণের স্বার্থরক্ষা, উন্নতিসাধন প্রভৃতি রাজ্যশাসনের আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যগুলিও এই আইনের অন্তর্ভূত। সুতরাং, কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে লাইসেন্স না লইয়া গাঁজলা শরাব বিক্রয়ের জন্ত কাহারও সহিত কোন চুক্তি করিলে তাহা বাতিল ও অকার্য্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। বৈষ্ণবচরণ নান্ বঃ উমাচরণ সেন, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ১৬শ ভলুমের ৪৩৬ পৃষ্ঠা। [উইল্সন্ এবং ট্রেভেলিয়ন্ বিচারকদ্বয়, ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৯]

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। "বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও যে অবধি প্রচলিত হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২ ধারা। পশ্চাদ্ভাগে যে স্থলের স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইল তদ্ভিন্নস্থলে যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে এই আইন সেই সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে ও যে তারিখে (১) শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিপূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে।

যে যে আইন রহিত হইল তদ্বিষয়ক কথা।

৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর উল্লেখ হইয়াছে ততদূর রহিত করা গেল।

রহিত হইলেও উক্ত কোন আইনদ্বারা যে পদ, ক্ষমতা, বা বিষয় উঠাইয়া দেওয়া গেল তাহা পুনঃস্থাপিত হইবে না ও এই আইন প্রচলিত হওনের পূর্ব্বে যে কোন কার্য্য করা বা ভোগ করা গেল ও যে কোন স্বত্ব, অধিকার, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা দায় ঘটিল তাহার সিদ্ধতার ব্যতিক্রম হইবে না।

ও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, যে যে নিয়োগ করা গেল, যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, যে যে লাইসেন্স দেওয়া গেল,

১। অর্থাৎ, ১৮৭৮ সালের ২৪শে জুলাই।

ও যে যে জ্ঞাপনপত্র (Notification) প্রকাশ করা গেল তাহা, এবং এই আইনে যে যে বিষয়ের বিধান হইয়াছে, তৎসম্পর্কীয় অন্য যে সকল বিধি এইক্ষণে প্রবল আছে তাহা (এই আইনের সহিত যতদূর সঙ্গত হয় ততদূর) এই আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইল, ও করা, প্রদান করা, দেওয়া ও প্রকাশ করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ও উক্ত কোন আইনের উল্লেখ হইলে, তাহা যতদূর হইতে পারে ততদূর, এই আইনের উল্লেখ হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ও উক্ত কোন আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এইক্ষণে উপস্থিত থাকে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

৪ ধারা। অর্থ করণের ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

"বোর্ড।" "বোর্ড" শব্দে যৎকালে যে যে প্রদেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে সেই সেই প্রদেশের, "রেভিনিউ বোর্ড" জানিতে হইবে।

"কালেক্টর।" "কালেক্টর" শব্দে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের অন্য যে কার্য্যকারক স্বাধীন ভাবে জেলার অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হন তিনি, ও

আবকারী রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গণ্য,

এবং কালেক্টর সাহেব কমিশনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এই আইনমত আপনার কোন ক্ষমতা কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম চিহ্নিত কি অচিহ্নিত (Covenanted or uncovenanted) কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে এতৎক্রমে সক্ষম হইলেন; অর্পণ করিলে "কালেক্টর" শব্দে ঐ কার্য্যকারকও গণ্য।

"কমিশনর।" "কমিশনর" শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত দেশখণ্ডের (Revenue Division) "কমিশনর" সাহেবকে বুঝায়।

"আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য।" "আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য" এই শব্দে, যাহা এই আইনের নির্ণীত অর্থানুসারে উগ্র (Spirituous) ও গাঁজলা (Fermented) শরাব (Liquors) ও মাদক দ্রব্য (Intoxicating drugs) হয়, তাহাও গণ্য।

১৮৭৮।

বঙ্গীয় ৭ আইন। ৪ ধারা।

"বিদেশীয় আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য।"

"বিদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য" এই শব্দে যে আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে প্রস্তুত বা তৈয়ারি হয় তাহা, কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত যে স্থানে ঐরূপ দ্রব্য প্রস্তুত বা তৈয়ারি করণের উপর মাসুল নাই সেই স্থানের প্রস্তুত বা তৈয়ারি ঐরূপ দ্রব্য বুঝায়। (১)

"গাঁজলা শরাব" (Fermented liquor) শব্দে—

"গাঁজলা শরাব।"

সকল প্রকারের যবসুরা (Malt liquor) ও টাটকা কি গাঁজলা তাড়ী ও মিশ্রিত বা অমিশ্রিত পচুই, ও অন্য যে প্রকারের মাদক শরাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থভূক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"মাদক দ্রব্য" (Intoxicating Drugs) শব্দে—

"মাদক দ্রব্য।"

গাঁজা
ভাঙ্ বা সিদ্ধি
চরস

তাহা দিয়া প্রস্তুত ও মিশ্রিত সকল দ্রব্য, ও অন্য যে যে প্রকারের মাদক দ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহা গণ্য।

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট।"

যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে।

"উগ্র শরাব।"

যে উগ্র শরাব ভারতবর্ষে আমদানী হয় বা চোয়াইবার কোন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে চোয়ান যায়, "উগ্র শরাব" শব্দে তাহাও গণ্য।

"লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারী।"

"লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারী" এই শব্দে এই আইনক্রমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারী জানিতে হইবে। (২)

১। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৫—৭ ধারা।

"তাড়ী।" "তাড়ী" শব্দে কোন প্রকার তালবৃক্ষের রস বুঝায়।(১)

"কলিকাতা নগর।" বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম্ রাজধানীর হাইকোর্ট যে সীমার মধ্যে সাধারণ দেওয়ানী মোকদ্দমা আদি বিচার করণের ক্ষমতাপন্ন হন, সেই সীমার অন্তর্গত সকল স্থান "কলিকাতা নগর" শব্দে গণ্য।

কলিকাতা স্বতন্ত্র জেলা হওয়ার কথা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে কলিকাতা নগর স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণবিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা গাছের চাষ করিতে না পারিবার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে লাইসেন্স না পাইলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন না, বা মাদকদ্রব্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এমত কোন গাছের চাষ করিবেন না।

লাইসেন্স বিনা যবসুরা প্রস্তুত করিবার স্থান প্রস্তুত করণের ও তাহার কার্য্য চালাইবার নিষেধের কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে লাইসেন্স না পাইলে যবসুরা চোয়াইবার স্থান (Brewery) প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

লাইসেন্স বিনা ইউরোপীয় নিয়মমত ভাটীখানা স্থাপন করিতে ও তাহার কার্য্য চালাইতে না পারিবার কথা।

৭ ধারা। ইউরোপে ভাটীখানা (Distillery) যেরূপে নির্ম্মাণ হইয়া থাকে ও তাহার কার্য্য যেরূপে চালান যায় কোন ব্যক্তি কোন জেলার মধ্যে তদ্রূপ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে, সেই জেলার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে কিম্বা কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিশ মাইলের কম যতদূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে ঐ ভাটীখানা

১। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৮—১০ ধারা।

স্থাপন করিতে চাহিলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, তদ্রূপ ভাটীখানা প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের বিধি বোর্ডের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারামতে লাইসেন্স দেওনবিষয়ক ও উক্ত দুই ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কার্য্যনির্ব্বাহকরণবিষয়ক, ও তথা হইতে উগ্র ও গাঁজলা শরাব চালানকরণবিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

শরাব চোয়াইবার দেশীয় ভাটীখানা কালেক্টর সাহেবদের স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া, আপন এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার ভাটীখানা স্থাপন করিতে পারিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র (Pass) না থাকিলে যে যে সীমার মধ্যে সেই ভাটীখানার চোয়ান মদিরা ভিন্ন কোন মদিরা আনা বা বিক্রয় করা না যাইবে ও ঐ ভাটীখানা ভিন্ন কোন ভাটীখানায় ভাটী প্রস্তুত করিতে বা তাহার কার্য্য চালাইতে বা উগ্র শরাব চোয়াইতে না পারা যাইবে, তিনি সময়ে সময়ে এমত সীমা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও পূর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত কোন ভাটীখানা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারা বা ৭ ধারার কোন কথায় কালেক্টর সাহেবের, (বোর্ডের অনুমতি লইয়া) ৭ ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানায় দেশী উপায়ে উগ্র শরাব প্রস্তুত করণের লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা রোধ হইবে না। (১)

দেশীয় ভাটীখানার বিধি বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্বধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ক, ও ঐ ঐ ভাটীখানায় উগ্র শরাব চোয়াইবার নিয়মবিষয়ক, ও তথা হইতে ঐ মদিরা চালানকরণবিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

১০ ক ধারা (২)। কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে উগ্র শরাব চোয়াই-

১। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৪ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে ভাটীখানার অধিকার নিবারক বিধি।

বার ভাটীখানা নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবেন না।

তৃতীয় খণ্ড।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়করণ ও নিকটরাখন বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে (১) লাইসেন্স না পাইলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না।

থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স ফীর কথা।

১২ ধারা। যাঁহারা উগ্র ও গাঁজলা শরাব থোকে (Wholesale) বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তাঁহাদের ঐ প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত তত টাকা দিতে হইবে।

লাইসেন্স যে জেলায় দেওয়া যায় কেবল সেই জেলায় প্রবল থাকিবে।

কিন্তু যাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য করেন, তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে জেলায় যান সেই সেই জেলার নিমিত্ত নূতন নূতন লাইসেন্স না লইয়া বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যে যে বিধি ও যে যে সীমা নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই সেই বিধি ও সেই সেই সীমানুসারে সেই সেই জেলায় থোকে (Wholesale) বিক্রয় করিবার অনুমতিসূচক সাধারণ একই লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

খুজরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স ফীর কথা।

১৩ ধারা। যাহারা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের (Retail Sale) কিম্বা বাহির ভাটীখানা (Out-stills) স্থাপন করিবার ও সেই স্থানে চোয়ান মদিরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে যে ফী বা মাসুল নির্দ্ধারিত হয়, কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে প্রকারে আজ্ঞা

১। পুলিস কমিশনরের সার্টিফিকেট বিনা কলিকাতা নগরে লাইসেন্স দেওয়া না যাইতেও পারে।

১৮৭৮।

বঙ্গীয় ৭ আইন।
১৪—১৫ ধারা।

করেন ও যে বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে যে ফী বা মাসুল নিরূপণ করা যায়,উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিদের সেই ফী বা মাসুল দিতে হইবে।

ঐ ফী বা মাসুল ঐ লাইসেন্সে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং বোর্ডের সাহেবেরা যে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সেই সময়ে দেওয়া যাইবে।

১৪ ধারা। কোন জেলায় গাঁজলা (Fermented) তাড়ীর অত্যল্প ব্যবহার হইলে তৎসম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাড়ী বিষয়ে এই আইনের সকল বিধানের প্রচলন স্থগিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই আইনের ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও উক্ত কোন জেলায় লাইসেন্স বিনা তাড়ী নিকটে রাখা ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

তাড়ী বিষয়ক বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

নজীর।— ৮০ ধারা নিবিষ্ট নজীর দেখ।

১৫ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ আজ্ঞা না করিলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্নলিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা থোকে বিক্রয়, ও ন্যূন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু বোর্ডের সাহেবেরা কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের পরিমাণ সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত করিয়া ধার্য্য করিতে পারেন।

থোকে ও খুজরা বিক্রয়ের কথা।

সমুদ্রযোগে আমদানী উগ্র বা গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালান বা বার কোয়ার্ট বোতল।

অন্য প্রকার উগ্র বা গাঁজলা শরাবের (তাড়ী ও পচুই ভিন্ন) এক সের বা এক কোয়ার্ট বোতল।

তাড়ী বা পচুইর চারি সের (১)

গাঁজা, বা সিদ্ধি কি ভাঙের বা তাহাতে প্রস্তুত বা মিশ্রিত দ্রব্যের এক পোয়া।

চরস বা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিবেন না, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিবেন না।

১। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৪ ধারাক্রমে এই চারিটী দফা পূর্ব্ববিহিত ৩টী দফার পরিবর্ত্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ১৬—১৭ ধারা।

এই ধারামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা কর্ত্তৃক উগ্র বা গাঁজলা নানা প্রকারের শরাব সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে বা তাহার ন্যূন পরিমাণে ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অধিক পরিমাণে, বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল।

নানা প্রকারের মদ্য বিক্রয়ের কথা।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে "শরাব সাজান" (Assortment) শব্দে যাহা বুঝিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে মাদক দ্রব্য শব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে দ্রব্য গণ্য বলিয়া সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করেন সেই সেই দ্রব্যের খুজরা বিক্রয় বলিলে যাহা বুঝাইবে বোর্ডের সাহেবেরা তাহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন।

নজীর।—বারটী কোয়ার্ট বোতল বা দুই গ্যালনের অধিক পরিমিত এক প্রকারের উগ্র বা গাঁজলা শরাব একেবারে বিক্রয়কে থোকে বিক্রয় বলা যায়।

(প্রশ্ন:—এক রকমের বার কোয়ার্ট বোতল মদিরা এবং আর এক রকমের তিন কোয়ার্ট বোতল মদিরা এক সময়ে একেবারে বিক্রয় করিলে তাহা ১৫ ধারার ব্যাখ্যাপ্রকরণ-ভুক্ত হইতে পারে কি না?)—এম্প্রেস্ বঃ নদীয়ার চাঁদ সা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩২ পৃষ্ঠা, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ৮ম, ভলুমের ১৫২ পৃষ্ঠা। [পণ্টিফেক্স্ এবং ফীল্ড বিচারপতিদ্বয়, ৯ই মার্চ্চ ১৮৮১]

৬১ ধারা নিবিষ্ট ১ম নজীর দেখ।

১৬ ধারা। গাঁজা কি ভাঙ্ যে গাছে হয় সেই গাছের চাষী ঐ গাছ অথবা তাহা হইতে উৎপন্ন গাঁজা বা ভাঙ্ কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র (Pass) বা লাইসেন্স দ্বারা নিয়মিতরূপে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন না।

গাঁজা ও ভাঙ্ বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় নিষেধের কথা।

১৭ ধারা (১)। কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে দিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হইলে, ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের, অথবা বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা খুজরা বিক্রয়ের ধার্য্য পরিমাণের অধিক আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না।

বেআইনীমতে নিকট রাখিবার কথা।

১। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৫ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৮৭৮।

বঙ্গীয় ৭ আইন।
১৭—১৮ ধারা।

কতকগুলি বিদেশীয় আবকারির মাসুলযোগ্য প্রজা সম্বন্ধীয় নিষেধ বিধি।

১৭ ক ধারা (১)। বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা সময়ে সময়ে কোন বিদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য (সমুদ্রযোগে আনীত উগ্র এবং গাঁজলা শরাব যাহা বিক্রয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র স্বকীয় আহারব্যবহারের জন্য রক্ষিত হয়, তদ্ব্যতীত) দ্রব্য সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে পারেন যে,—

(১) জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্দিষ্ট দেশ বা প্রদেশসকলে উক্ত বিদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন পরিমাণেই নিকটে রাখা একেবারে নিষিদ্ধ। অথবা,

(২) উক্ত দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নিকটে রাখা যাইবে, কালেক্টর বা ঐ কার্য্যে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হইলে অধিকতর পরিমাণেও উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে। বোর্ড উচিত বিবেচনা করিলে সময়ে সময়ে উক্ত অনুমতি প্রাপ্তির জন্য দেয় ফী বা মাসুল স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।

নজীর।— ৬১ ধারা নিবিষ্ট ১ম নজীর দেখ।

চতুর্থ খণ্ড।

মাসুলবিষয়ক বিধি।

ভাটীখানা হইতে উগ্র শরাব স্থানান্তর করিবার কথা।

১৮ ধারা (২)। "উগ্র অথবা গাঁজলা শরাব সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সময়ে সময়ে নিরূপিত" হারে মাসুল না দেওয়া গেলে, কিম্বা সেই মাসুলের নিমিত্ত বণ্ড (Bond) লিখিয়া দেওয়া না গেলে, কোন ভাটীখানা হইতে কিম্বা তৎসংক্রান্ত গুদাম হইতে কোন উগ্র বা গাঁজলা শরাব বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না।

মাসুল দিয়া কিম্বা বণ্ড (Bond) লিখিয়া দিয়া যে সকল উগ্র বা

১। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৫ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। " " চিহ্নিত অংশ ১৮৮৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

গাঁজলা শরাব বাহির করিয়া লওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব তাহার ছাড়পত্র দিবেন;

ঐ মদ যে পরিমাণের ও যে প্রকারের হয়

ও যে স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া যাইবে

ও তাহার যত টাকা মাস্থল

ও যে ব্যক্তির নিকট পৌছাইয়া দিতে হইবে

ও তাহার মাস্থল দেওয়া গেল কি মাস্থলের বণ্ড দেওয়া গেল

ও ছাড়পত্র যত দিন প্রবল থাকিবে

ঐ ছাড়পত্রে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ভিন্নদেশ হইতে আনীত উগ্র শরাবের উপর মাস্থল লাগিবার কথা।

১৯ ধারা (১)। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের কোন স্থানে "অথবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্ভূত যে স্থানে প্রস্তুত করণের উপর কোন মাস্থল আদায় হয় না," সেই স্থানে উগ্র বা গাঁজলা শরাব প্রস্তুত হইয়া, যে দেশে এই আইন প্রচলিত সেই দেশের সীমার মধ্যে আনীত হইলেই, ইহার পূর্ব্ব ধারায় উগ্র শরাবের উপর যে মাস্থল ধার্য্য হইল, ঐ উগ্র শরাবের উপর সেই মাস্থল লওয়া যাইবে।

এই আইনের সীমাবহির্ভূত স্থানে প্রস্তুত আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য আমদানীর নিয়ম।

১৯ ক ধারা (২)। যে সকল প্রদেশে এই আইন প্রচলিত, তাহার সীমা-বহির্ভূত ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থানে আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, ঐ দ্রব্য কি নিয়মে আমদানী হইতে পারে, এবং যে স্থানে পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্যের উপর কোন মাস্থল দিতে হইত না সেই স্থানেই বা কি নিয়মে আমদানী হইতে পারিবে, এবং বণ্ড (Bond) প্রদত্ত হইবে তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী সময়ে সময়ে বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সংগঠিত করিতে পারিবেন।

১। " " চিহ্নিত অংশ ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮।
বঙ্গীয় ৭ আইন।
২০—২৩ ধারা।

পঞ্চম খণ্ড।

মাস্থল ইজারা দেওন (Farm*) বিষয়ক বিধি।

বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেবের মাস্থল ইজারা দিবার কথা।

২০ ধারা। কোন জেলায় কিম্বা জেলার বিভাগে কোন আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য কি তন্মধ্যে কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিয়া যে মাস্থল আদায় হইতে পারে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতি-ক্রমে সেই মাস্থল ইজারা দিতে পারিবেন।

বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২১ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন—

যাঁহারা ইজারা লইতে চাহেন তাঁহারা যত দিবেন তাহার পত্র লিখিয়া দিতে বলিবার ও তাহা গ্রাহ্য করিবার বিধি;

ইজারাদারদের করার (Engagements) অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য করিবার জামিন (Security) লওনের বিধি;

পাট্টা লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধি।

উক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন হইলে ঐ পাট্টা বাতিল হইবে।

উক্ত দ্রব্য প্রস্তুতকারিদের ও বিক্রেতাদের সঙ্গে ইজারাদারের বন্দোবস্ত করিবার কথা।

২২ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য কোন দ্রব্যের উপর যে মাস্থল আদায় হইতে পারে তাহা ইজারা দেওয়া গেলে ইজারাদার আপন ইজারার সীমার মধ্যে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুতকারিদের ও বিক্রেতাদের সহিত ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

ও তদ্রূপ কোন দ্রব্য বেআইনমতে প্রস্তুত, বিক্রয়, বা নিকটে রাখনহেতু পরে (৮ম খণ্ড দেখ) পশ্চাদ্ভাগে যে যে অর্থদণ্ডের বিধান হইল, কোন ব্যক্তি ইজারাদারের নিকট লাইসেন্স বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে অথবা নিকটে রাখিলে তাহার সেই সেই অর্থদণ্ড হইবে।

ইজারাদার যে যে লাইসেন্স দেন তাহা দাখিল করিবার কথা।

২৩ ধারা। উক্ত প্রত্যেক ইজারাদার যে সকল লাইসেন্স দেন তাহার তালিকা বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত পাঠে লিখিয়া কালেক্টরী কাছারীতে দাখিল (File) করিবেন।

কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রকারের কোন ইজারার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে

লাইসেন্স দেওনের সীমা অবধারণের কথা। বোর্ডের অনুমতি লইয়া পাট্টা প্রদান সম্বন্ধে যে যে নিষেধের, বা সীমা অবধারণের, নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

পাট্টা বাতিল করিতে পারিবার কথা। ২৪ ধারা। এই আইনমতে, যে পাট্টা দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া তাহা বাতিল করিতে, কিম্বা পাট্টার মিয়াদের মধ্যে ইজারাদারের উপর নিষেধসূচক কোন নূতন নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কোন কোন স্থানে ইজারাদারের হানিপূরণ পাইতে পারিবার কথা। ইজারাদারের দ্বারা পাট্টার নিয়ম ভঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন কারণে পাট্টা বাতিল করা যাইলে, কিম্বা পাট্টার মিয়াদের মধ্যে লাইসেন্স দেওন সম্বন্ধে কোন নিষেধ বা সীমা অবধারণের নিয়ম করা গেলে, তদ্দ্বারা ইজারাদারের যে হানি হয় তাহার পূরণস্বরূপ বোর্ডের সাহেবেরা যত উচিত বোধ করেন, তাঁহার (ইজারাদারের) তত পাইবার অধিকার থাকিবে।

ইজারাদারের বাকী ফী কি মাস্থল আদায় করিবার কথা। ২৫ ধারা। জমীদার ও ভূমির ইজারাদার অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে আইনমতে যে উপায়ে ও যে কার্য্যপ্রণালীতে বাকী খাজানা আদায় করেন, আবকারী রাজস্বের প্রত্যেক ইজারাদারও সেই উপায়ে ও সেই কার্য্যপ্রণালীতে অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতার (Authorized Vendor) নিকট আপনার প্রাপ্য বাকী ফী বা মাস্থল আদায় করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

লাইসেন্সবিষয়ক বিধি।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কবুলিয়তে দস্তখৎ করিয়া জামিন দিবার কথা। ২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে যদি কালেক্টর আবশ্যক বলিয়া আদেশ করেন [১] তাহা হইলে তিনি সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ি কবুলিয়ৎ (Counterpart-engagement) লিখিয়া দিবেন ও কালেক্টর সাহেব তাহার করারমতে কর্ম্ম করিবার যে জামিন

১। ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৭ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭আইন। ২৭—২৯ ধারা।

চাহেন তাহা দিবেন, কিম্বা জামিনের পরিবর্ত্তে যত টাকা আমানৎ (Deposit) করিতে বলেন, করিবেন।

লাইসেন্স যতদিন প্রবল থাকিবে তাহার ও নূতন করিয়া লওনের কথা।

২৭ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ অনুমতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে, ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সেই কার্য্য ক্রমাগত চালাইতে দিবার অনুমতি হইলে বৎসর বৎসর তাহা রীতিমত নূতন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উহা নূতন করিয়া না লইবার মনস্থ করিলে, বৎসর অবসানের অন্যূন ১৫ পনর দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে ঐ মনস্থের নোটিস দিবেন।

ঐ নোটিস না দিলে, ও কালেক্টর সাহেব সেই লাইসেন্স রহিত না করিলে, উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে লাইসেন্স আছে ও তিনি যে কবুলিয়ত দিয়াছেন, কালেক্টর সাহেব যতদিন উচিত বোধ করেন ততদিন, তাহা যথারীতি নূতন করিয়া লওনের ন্যায় প্রবল থাকিবে।

লাইসেন্স লিখিবার পাঠের বিধান বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনমতে দত্ত সকল লাইসেন্স লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধান করিতে পারিবেন।

কোন কোন স্থানে লাইসেন্স বাতিল করিবার বা ফিরিয়া লইবার কথা।

২৯ ধারা। লাইসেন্সে যে ফী বা মাস্থল নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা নিয়মমতে না দিলে, কিম্বা লাইসেন্সের অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে, কিম্বা ফৌজদারী যে অপরাধ হইলে হাজির-জামীন লওয়া যাইতে পারে না (Non-bailable criminal offence) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন। এবং ঐরূপ স্থলে ঐ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির লাইসেন্সমতে কালেক্টর সাহেবকে অগ্রিম দত্ত ফী বা মাস্থলের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবেনা।

কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন কোন কারণে লাইসেন্স বাতিল করিতে চাহিলে, ১৫ পনের দিন পূর্ব্বে "লিখিত" (১) নোটিস দিয়া ১৫ পনের দিনের ফী বা মাস্থলের তুল্য টাকা ক্ষমা (Remit) করিবেন, কিম্বা "উক্ত" (১)

(১) "-" চিহ্নিত কথাগুলি ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১আইনের ৮ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৩০—৩২ ধারা।

নোটিস না দিলে, নোটিস না দেওয়াপ্রযুক্ত যে হানি হইবে সেই ক্ষতি পূরণ জন্য তাঁহাকে (কালেক্টারকে) কমিশনর সাহেবের কিম্বা বোর্ডের আদেশানুসারে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইবে।

ঐ সকল স্থলে কোন ফী বা মাসুল অগ্রিম দেওয়া হইলে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

লাইসেন্স ফিরিয়া দিবার কথা।

৩০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন বিক্রেতা ১৫ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে "লিখিত" (১) নোটিস দিয়া ও লাইসেন্স অনুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত ১৫ দিনের ফীর বা মাসুলের তুল্য টাকা দিয়া আপনার লাইসেন্স ফিরিয়া দিতে (Surrender) পারিবেন।

সপ্তম খণ্ড।

কর্ত্তৃপক্ষদের ক্ষমতাবিষয়ক কথা।

আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভার কালেক্টর সাহেবদের হস্তে অর্পিত হইবার কথা।

৩১ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহা আদায়ের অধ্যক্ষতা-ভার সাধারণতঃ জেলার কালেক্টর সাহেবদিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে, তাঁহারা কমিশনর ও বোর্ডের সাহেবদের কর্ত্তৃত্ব ও আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ও কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাহার উপর আপীল হইলে বা না হইলেও কমিশনর সাহেবেরা তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

কালেক্টর ও কমিশনর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন বোর্ডের সাহেবেরা তাহারও

তদ্রূপে পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

৩২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন জেলায় কি স্থানে আবকারী রাজ-

(১) " " চিহ্নিত কথাটী ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৯ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮।
বঙ্গীয় ৭ আইন। ৩৩—৩৫ ধারা।

আবকারী সুপরিন্টেণ্ডেণ্টকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

স্বের কিম্বা আবকারী রাজস্বের কোন শাখার সুপরিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং এই আইনে কালেক্টর সাহেবকে যে ক্ষমতা (Powers and authorities) প্রদত্ত হইল উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলায় বা স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন; এবং সেই নিয়োগ (Appointment) যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন কালেক্টর সাহেব ঐ জেলায় বা স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে উক্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকিবেন।

৩৩ ধারা। এক অথবা একাধিক জেলায় আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব (Control) করণার্থ ও তাঁহাদিগকে আদেশ (Direction) করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক অথবা একাধিক কমিশনর নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইলে, তাঁহারা এই আইনে রাজস্বের কমিশনরদের উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুসারে ঐ জেলা কিম্বা ঐ সকল জেলার মধ্যে ঐ কার্য্য করিবেন; ও সেই নিয়োগ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন রাজস্বের কমিশনর সাহেব ঐ জেলাতে বা ঐ সকল জেলায় সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকিবেন।

আবকারী কমিশনরদিগকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩৪ ধারা। আবকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ ও মাসুল না দিয়া গোপনে আমদানী ও রপ্তানী (Smuggling) নিবারণার্থ যে যে কার্য্যকারকের আবশ্যক, কালেক্টর সাহেবেরা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উক্ত কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব পদস্থ নামের "আবকারী কার্য্যকারক" বলিয়া অভিহিত হইবে।

আবকারী কার্য্যকারকদিগকে কালেক্টর সাহেবদের নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৫ ধারা। তাড়ীর লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে যে প্রকারে তাড়ী সরবরাহ করিতে হইবে, বোর্ডের সাহেবেরা তাহার বিধান করিতে পারিবেন, ও যাঁহারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে সরবরাহ করিবার নিমিত্ত গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি কিম্বা চরস ক্রয়, রপ্তানি বা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লাইসেন্স কি ছাড়পত্র দিবার বিধি করিতে পারিবেন।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী ও মাদক দ্রব্য যোগাইবার বিধান বোর্ডের করিবার কথা।

আরও সেই সেই মাদক দ্রব্যের উপর মাসুল নিশ্চিতরূপে পাইবার

নিমিত্ত বোর্ডের সাহেবেরা ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদক গাছের চাষ, এবং ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কার্য্য বিবেচনামত আবশ্যকীয় তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারিবেন।

বাকী ফী কি মাস্থল আদায় করিবার কথা।

৩৬ ধারা। এই আইন অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন ফী কি মাস্থল বাকী পড়িলে কিম্বা কোন ইজারাদারের নিকট আবকারী রাজস্ব বাকী পড়িলে, কালেক্টর সাহেব বাকীদারের কিম্বা তাঁহার প্রতিভূর (Surety) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেন। (১)

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতার দোকানে আবকারী কার্য্যকারকের প্রবেশ করিয়া দেখিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্রস্তুতকারী বা খুজরা বিক্রেতা কোন দোকানের বা বাড়ীর মধ্যে উগ্র কিম্বা গাঁজলা শরাব চোয়ান, বা আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে (Warrant), পেয়াদার উদ্ধশ্রেণীস্থ কোন আবকারী কার্য্যকারককে দিবাভাগে বা রাত্রে যে সময়েই হউক, এবং কোন আবকারী কার্য্যকারককে কেবলমাত্র দিবাভাগের যে সময়েই হউক, উক্ত ঘরে বা দোকানে প্রবেশ ও তদন্ত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আবকারী মাস্থলযোগ্য যে দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইতে পারে তদ্বাহক ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে তাহা কোন ব্যক্তি লইয়া যাইতেছে এমত সময়ে ঐ ব্যক্তিকে থামাইয়া আটক রাখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে কোন আবকারী কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ও উক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারী কার্য্যকারক ঐ সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইতে ও যে ব্যক্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় তাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ভাটীদার প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির অধিকারে লাইসেন্স বিনা ভাটী কিম্বা ৭৫ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হইবার উপযুক্ত আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি আবকারী মাস্থলযোগ্য তদ্রূপ দ্রব্য বেআইনমতে প্রস্তুত

(১) ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩ ধারাক্রমে এই ধারার অবশিষ্ট অংশ রহিত হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৪০—৪১ ধারা।

বা বিক্রয় করণে লিপ্ত থাকিলে, পেয়াদা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারক তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে, ঐ ভাটী ও উক্ত দ্রব্য সমূহ, এবং সেই দ্রব্য প্রস্তুত করণের সকল মালমসলা (Materials) বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন।

সন্ধান পাইলে বেআইন-মতে চোয়ান বা নিকটে রাখা মদিরাদি তল্লাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন স্থানে বেআইনমতে প্রস্তুত হইতেছে,

কিম্বা ৭৫ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপযুক্ত আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন ঘরে, নৌকায় বা অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কিম্বা গোপনে রক্ষিত হইয়াছে,

কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত সন্ধান (সেই সন্ধান লিখিয়া লইতে হইবে) পাইয়া বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির করিলে পেয়াদা হইতে উচ্চশ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারক

সকল সময়ে কর্পরাল (Corporal) বা হেড্-কন্‌ষ্টেবলের অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর নহে এরূপ পুলীসের কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে উক্ত কোন ঘরে, নৌকায় বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

ও বাধা পাইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে এবং তাহার প্রবেশের প্রতিবন্ধক কোন বিষয় বা বস্তু বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন;

এবং সেই প্রস্তুতকরণ কার্য্যে যে সকল ভাটীর সরঞ্জাম ও মালমসলা ব্যবহার হয় তৎসমুদয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য সমেত বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবেন;

ও সেই ঘরের, নৌকার বা স্থানের দখলীকারকে ও উক্ত দ্রব্য সকল প্রস্তুতকরণ, নিকটে রাখন কিম্বা গোপনকরণ কার্য্যে যে সকল ব্যক্তির সংস্রব থাকে, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

পুলীসের, কষ্টম ও রাজস্ব কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকদের প্রতি আবকারী কার্য্যকারকদের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

৪১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারাক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও অন্বেষণ করিবার ও তাহা যে ব্যক্তিদের অধিকারে পাওয়া যায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার যে সকল ক্ষমতা আবকারী কার্য্যকারককে প্রদত্ত হইয়াছে, পুলীস, কষ্টম (Customs) ও রাজস্ব

বিভাগের কার্য্যকারকদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত সকল কার্য্যকারককে এই আইনের মর্ম্মানুসারে আবকারী কার্য্যকারকস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

কলিকাতা পুলীসের কার্য্যকারকদের তদ্রূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৪২ ধারা। কলিকাতা নগরের পুলীসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এই কার্য্যের জন্য বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত পুলীস কর্ম্মচারীরাও উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন;

এবং এই আইন অনুসারে কালেক্টর সাহেবকে আবকারী কার্য্যকারকদের নিকট পরওয়ানা দিবার বিষয়ে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, উক্ত নগরে পুলীসের কমিশনর সাহেব উক্তরূপে মনোনীত পুলীসের কর্ম্মচারীদিগকে পরওয়ানা দিবার বিষয়েও সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন;

কিন্তু কালেক্টর সাহেব পুলীসের কোন কার্য্যকারকের নিকট অথবা পুলীসের কমিশনর সাহেব কোন আবকারী কার্য্যকারকের নিকট পরওয়ানা দিবেন না।

রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতির গৃহ মধ্যে কোন ব্যক্তি মদ্যপান করিলে তাহাকে ধরিবার ও শরাব বলপূর্ব্বক লইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩ ধারা। যদি কলিকাতা নগরের বা কলিকাতার সহরতলীর কিম্বা হাবড়ার কোন রাসায়নিক (Chemist) বা ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা (Druggist), ঔষধ প্রস্তুতকারক বা ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে আপন কার্য্যালয়ের মধ্যে উগ্র বা গাঁজলা শরাব [যাহা সরলভাবে (*Bona fide*) ঔষধ মিশ্রিত (Medicated) হয় নাই] পান করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে পেয়াদা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কোন আবকারী কার্য্যকারক, কিম্বা কনষ্টেবল অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ কোন পুলিসকর্ম্মচারী বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখিলে,

সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ শরাব বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবেন,

ও বাধা পাইলে, দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন এবং উক্তমতে প্রবেশ করিবার ও লইবার প্রতিবন্ধক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন,

১৮৭৮।
বঙ্গীয় ৭ আইন।
৪৪—৪৬ ধারা।

এবং ঐ গৃহস্বামীকে বা ঐ বাটীর দখলীকারকে, ও ঐরূপ বেআইনমতে মদ্যপানে যাহাদের সংস্রব থাকে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

গ্রেপ্তার, বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অন্বেষণের রিপোর্ট করিবার ও ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার কথা।

৪৪ ধারা। আবকারী কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে, কিম্বা কোন স্থানে অন্বেষণ করিলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বকীয় বিভাগের উচ্চতর কার্য্যকারকের নিকট উক্ত ব্যাপারের আদ্যোপান্ত বিস্তারিতরূপে রিপোর্ট করিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকিলে, যথাসাধ্য সত্বর ঐ ধৃত ব্যক্তিকে বা বলপূর্ব্বক গৃহীত ঐ দ্রব্যসমূহ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে ধরিলে কিম্বা সেই দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে বা অন্বেষণ করিলে, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইবেন।

কলিকাতায় পুলীস কমিশনর সাহেবের নিকট পুলীসের কার্য্যকারকের রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৫ ধারা। পুলীসের কোন কার্য্যকারক কলিকাতা নগরের মধ্যে এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে বা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে, বা অন্বেষণ করিলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলীস কমিশনর সাহেবের নিকট সকল বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন, এবং গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে ও বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য সুবিধামতে ত্বরায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইবেন, ও পুলীসের কমিশনর সাহেব অবিলম্বেই কালেক্টর সাহেবকে ঐ ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও বলপূর্ব্বক ঐ দ্রব্য গ্রহণ ও ঐ ঘটনার বিশেষ বিবরণ জানাইবেন।

স্থলবিশেষে কালেক্টর সাহেবের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব লিখিত সন্ধান পাইয়া কিম্বা অন্য কোন মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তি বেআইনমতে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া, কিম্বা তাহার নিকট ৭৫ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হইবার উপযুক্ত কোন দ্রব্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। কালেক্টর সাহেবের তল্লাশী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা। কোন ঘরে, নৌকায় বা অন্য স্থানে আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বেআইনমতে প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে বা গোপনে রক্ষিত আছে, কালেক্টর সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, সেই ঘরে, নৌকায় বা স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

কর্পরাল বা হেড্‌-কনষ্টেবলের অনধীন শ্রেণীর কোন কার্য্যকারক ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

৪৮ ধারা। গ্রেপ্তার বা বলপূর্ব্বক লইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, বা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে কালেক্টর সাহেব বিবেচনামতে আবশ্যকীয় অনুসন্ধানের পর ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কিম্বা বলপূর্ব্বক গৃহীত ঐ দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট, অথবা সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য কলিকাতা নগরে ধৃত বা গৃহীত হইয়া থাকিলে, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন কিম্বা সেই ব্যক্তি বা সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাহেবের বা আবকারী কার্য্যকারকের চালান করা লোক ভিন্ন অন্য লোক সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা। কালেক্টর সাহেব অথবা আবকারী কার্য্যকারক যাহাদিগকে চালান করেন, তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, উক্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

৫০ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বেআইনমতে বিক্রয় হইলে তাহা ধৃত করিয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা। এই আইনের বিধানের বিপক্ষে, কিম্বা এই আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আবকারী মাস্থলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রীত হইলে তাহা বিক্রয়করণ সময়েই ধৃত হইয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইতে পারিবে।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দ্রব্যসম্বন্ধে যে আদেশ করিবেন, সেই আদেশমত কার্য্য হইবে।

৫১ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বেআইনমতে কোন অন্তঃ-

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ? ধারা দেখ

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৫২—৫৩ ধারা।

অন্তঃপুরে লুক্কায়িত দ্রব্য অন্বেষণ করিবার কথা।

পুরে লুক্কায়িত আছে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে, ঐ পরওয়ানা জারী করিবার জন্য যে আমলার হাতে দেওয়া যায়, তাহাকে কলিকাতা ভিন্ন সকল স্থানে ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি (১) আইনের ৪৮, ৫২ ও ১০৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে হইবে।

৫২ ধারা। পুলীসের সকল কার্য্যকারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, আবকারী কার্য্যকারকেরা নোটিস দিলে বা প্রার্থনা করিলে এই আইনের বিধানমত কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থ তাঁহাদের সাহায্য করেন।

আবকারী কর্ম্মচারিদিগকে পুলীসের কার্য্যকারকদের সাহায্য করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

দণ্ডবিষয়ক বিধি।

৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া আবকারী মাস্তুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে, তদ্রূপ প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করা হেতু তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাস্তুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

যে সকল বন্দোবস্ত অনুসারে খুজরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী সরবরাহ করা হয় তৎসম্বন্ধে, কিম্বা গুড় বা কোতরা গুড় (Molasses) প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী বা তাড়ী হইতে প্রস্তুত দ্রব্য সরবরাহ বা ব্যবহার হয়, তাহার বিক্রয় সম্বন্ধে, (১)

কিম্বা কোন ব্যক্তি স্বীয় ব্যবহারের নিমিত্ত আমদানী করা কোন উগ্র বা গাঁজলা শরাব ক্রয় করিয়া মোকাম পরিত্যাগ করিবার সময়ে, বা তাহার মৃত্যুর পর ঐ দ্রব্য উক্তরূপে বিক্রয় করা হইলে, সেই বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের বা ১১ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

নজীর।—লাইসেন্সলিখিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা

---

(১) এই প্রকরণটী ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে, উক্ত বিক্রয় সম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য নহে। ৫৯ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের ভুক্ত নহে এরূপ লাইসেন্সের নিয়মভঙ্গ করিলে কি বিধান হইবে, কেবল তাহাই এই ৫৩ ধারায় আছে। এম্প্রেস্ বঃ নবকুমার পাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬২১ পৃষ্ঠা; [মিত্র এবং ম্যাকলীন্ বিচারপতিদ্বয়; ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৮১]

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৫৪—৫৬ ধারা।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত উগ্র ও গাঁজলা শরাবের কোন খুচরা বিক্রেতার ভৃত্য, উক্ত লাইসেন্সে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে, বিনা লাইসেন্সে, পচুই বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয় ও এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয়। বিক্রয় প্রভুর সাক্ষাতেই হইয়াছিল, ভৃত্য কেবল প্রভুর আদেশমত ক্রেতার হস্তে ঐ শরাব দিয়াছিল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে নিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং বিক্রয় করিবার বিশেষ প্রমাণ নাই, সে কেবলমাত্র ক্রেতার হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল তাহাতে বিক্রয় সাব্যস্ত হইতে পারে না, অতএব উক্ত দোষ সাব্যস্তকরণ অসিদ্ধ। কুইন্এম্প্রেস্ বঃ হরিদাস সেন; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্ট্স্ কলিকাতা ১৭শ ভলুমের ৫৬৬ পৃষ্ঠা; নরিস্ এবং ম্যাক্ফার্সন্ বিচারকদ্বয়; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৯০]

যে গাছে মাদকদ্রব্য হয় লাইসেন্স বিনা তাহা চাষ করিবার ও সেই কার্য্যে উৎসাহ দিবার দণ্ডের কথা।

৫৪ ধারা। যে সকল গাছ হইতে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হয় কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট লাইসেন্স না পাইয়া সেই সকল গাছের চাষ করিলে, কিম্বা বেআইনমতে উক্ত চাষে উৎসাহ দিলে তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে ও উক্ত প্রকারে যে গাছের চাষ হইয়াছে তাহা ক্রোক ও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

লাইসেন্স বিনা ভাটীখানা বা যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুতকরণের বা তাহার কার্য্য চালাইবার কথা।

৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট লাইসেন্স না পাইয়া ইউরোপীয় প্রথামতে ভাটীখানা অথবা যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিলে বা তাহার কার্য্য চালাইলে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

ও উক্ত কোন ভাটীখানায় কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানে যে সকল মদিরা চোয়ান হইয়াছে তৎসমুদায় এবং চোয়াইবার নিমিত্ত যে সকল মালমসলা ও যন্ত্রাদি (Implements) সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

ভাটীখানা বা যবসুরা চোয়াইবার স্থানবিষয়ে বোর্ডের নির্দ্ধারিত বিধির বিপরীতাচরণ করিবার দণ্ডের কথা।

৫৬ ধারা। ইউরোপীয় প্রথামতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত করা হয় ও যাহার কার্য্যনির্ব্বাহ হয় এরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভাটীখানার কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কোন মালিক বা অধ্যক্ষ ৮ ধারাক্রমে বোর্ডের নির্দ্ধারিত

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৫৭—৫৮ ধারা।

কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

ইউরোপীয় ভাটীখানা হইতে কিম্বা যবসুরা চোয়াইবার স্থান হইতে উগ্র বা গাঁজলা শরাব বেআইনমতে স্থানান্তর করিবার দণ্ডের কথা।

৫৭ ধারা। ইউরোপীয় প্রথানুসারে যে ভাটীখানা প্রস্তুত হয় ও যাহার কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, এরূপ লাইসেন্সযুক্ত ভাটীখানা হইতে অথবা যবসুরা চোয়াইবার স্থান হইতে মাসুল না দিয়া, বা মাসুলের বণ্ড লিখিয়া না দিয়া, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে, অথবা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্রে লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উগ্র বা গাঁজলা শরাব স্থানান্তরিত করিলে, কিম্বা স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

এদেশীয় ভাটীখানা হইতে বেআইনমতে উগ্র শরাব লইয়া যাইবার দণ্ডের কথা।

৫৮ ধারা। ৯ ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানা হইতে কোন ব্যক্তি ছাড়পত্র ব্যতিরেকে, অথবা ছাড়পত্রে লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কোন উগ্র শরাব স্থানান্তরিত করিলে বা স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিলে,

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিশেষ ছাড়পত্র না পাইয়া উক্ত ভাটীখানার চোয়ান উগ্র মদিরা ব্যবহার করিবার নিৰ্দ্ধারিত সীমার মধ্যে অন্য স্থানের চোয়ান উগ্র মদিরা আনিলে কিম্বা আনিতে চেষ্টা করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ১৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

নজীর।—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনের ৫৮ ও ৭৪ ধারাক্রমে দুই শত টাকা অর্থদণ্ড (তৎপরিবর্ত্তে তিনমাস কারাবাস) ও তদতিরিক্ত ৭৪ ধারা নির্দ্দিষ্ট ছয়মাসকাল কারাবাস দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে উক্ত উভয়বিধ দণ্ডবিধান উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত হয় নাই। কিন্তু অন্যত্র প্রস্তুত উগ্র শরাব কোন নির্দ্দিষ্ট ভাটীখানাতে বিশেষ ছাড়পত্র বিনা আমদানী বা বিক্রয় করিবার যে সীমা এই আইনের ৯ ধারায় নিরূপিত আছে, তাহা কলিকাতার কোন ভাটীখানা সম্বন্ধে নিৰ্দ্ধারিত না হওয়ায়, ও ঐরূপ সীমানিরূপণ ৫৮ ধারামতে দোষ নির্ণয়ের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া, উক্ত অপরাধ সাব্যস্তকরণ অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য। রামচন্দ্র সা বঃ এম্প্রেস্, ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৫৭৫ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ৮ম ভলুমের ২৫০ পৃষ্ঠা। [মরিস ও প্রিন্সেপ্ বিচারপতিদ্বয়; ৫ই জানুয়ারি, ১৮৮১]।

৫৯ ধারা। এই আইনমতে মদিরা প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা কোন

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৬০ ধারা।

আবকারী কার্য্যকারকের আদেশ হইলেও লাইসেন্স দেখাইতে অস্বীকার করিলে বা লাইসেন্স ভঙ্গ করিলে দণ্ডের কথা।

আবকারী কার্য্যকারকের আদেশমতে আপনার লাইসেন্স দেখাইতে না পারিলে, কিম্বা তাহার লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গকরণসূচক ক্রিয়ার জন্য যদি এই আইনে অন্য কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে,

কিম্বা পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন কোন স্থলে বোর্ডের প্রণীত ১০ ধারার কোন বিধির ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপরীতাচরণ করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে;

তাহার নিযুক্ত লোক বা অধীন কর্ম্মচারীর দোষ বা অমনোযোগহেতু ঐ নিয়ম ভঙ্গ হইলেও সেই প্রস্তুতকারকের বা বিক্রেতার নিকট হইতে উক্ত অর্থদণ্ড আদায় করা হইবে।

নজীর।—লাইসেন্সের নিয়মভঙ্গ অপরাধে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্পিরিট্ (Spirit) বিক্রেতার নিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলেই যে তাহা বেআইনী হইবে এরূপ নহে। [উইক্‌লি রিপোর্টসের ১৯শ ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র সাহার বিষয়ের নজীর অনুসরণ করা হইল, কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩২ পৃষ্ঠা ও কলিকাতা ল রিপোর্টসের ৮ম ভলুমের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত এম্প্রেস্ বঃ নদিয়ার চাঁদ সার নজীর হইতে ভিন্নমত প্রকাশ করা হইল।] কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্পিরিট্‌বিক্রেতার নিযুক্ত দুই জন ব্যক্তি লাইসেন্স নির্দ্দিষ্ট দুইটী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াতে প্রত্যেক নিয়মভঙ্গের জন্য উচ্চতম অর্থদণ্ড বিধান করা হইয়াছিল। মহামান্য হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয় যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্তরূপে প্রত্যেক নিযুক্ত ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডবিধান করিতে পারেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্পিরিট্‌বিক্রেতা উচ্চপদস্থ আবকারী কার্য্যকারককেই নিজ লাইসেন্স দেখাইতে বাধ্য, আবকারী কার্য্যকারকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলীস কর্ম্মচারীকে দেখাইতে বাধ্য নহে। বেণীমাধব সার দরখাস্ত সম্বন্ধীয় বিষয়; এম্প্রেস্ বঃ বেণীমাধব সাদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টসের কলিকাতা ৮ম ভলুমের ২০৭ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ১০ম ভলুমের ৩৮৯ পৃষ্ঠা; প্রিন্সেপ্ এবং টটেন্‌হাম্ বিচারকদ্বয়; ২রা নবেম্বর, ১৮৮১।]

এই আবকারী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ৫৯ ধারাক্রমে কেবলমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাই দায়ী হইবে; তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি দায়ী হইবে না। নমলুআখণ্ডদিগর বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ১১শ ভলুমের ৪১৬ পৃষ্ঠা; [কনিংহাম্ এবং টটেন্‌হাম্ বিচারকদ্বয়; ৮ই মার্চ্চ, ১৮৮২।]

৬০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে

১৮৭৮।
বঙ্গীয় ৭ আইন।
৬১ ধারা।

খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিলে দণ্ডের কথা।

ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

একই ব্যক্তিকে থোকে ও খুজরা উভয় প্রকারে বিক্রয় করিবার জন্য এই আইনের বিধানমতে লাইসেন্স দিবার নিষেধসূচক কোন বিধি এই ধারার প্রথম প্রকরণে রহিল না, "কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় কেবলমাত্র নমুনাস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে এরূপ অল্প পরিমাণে বিয়ার (Beer), ওয়াইন (Wine) বা স্পিরিট্ লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিলে তাহাদের উপর এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা খাটিবে না"। (১)

নজীর।—কেবলমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা এই ধারাক্রমে দণ্ডনীয় হইবে। এম্প্রেস্ বঃ নদিয়ার চাঁদ সা, ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৮৩২ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ৮ম ভলুমের ১৫২ পৃষ্ঠা। [পণ্টিফেক্স্ এবং ফীল্ড্ বিচারপতিদ্বয়; ৯ই মার্চ্চ, ১৮৮১।]

আবকারী মাসুলযোগ্য যত দ্রব্য ১৫ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইল লাইসেন্স বা ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক নিকটে রাখিবার দণ্ডের কথা।

৬১ ধারা। ১৫ ধারায় আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্যের, কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত বা তাহাতে মিশ্রিত যে দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, "কিম্বা ঐ ধারানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের যে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন"(২), তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উক্ত দ্রব্য, কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়পত্র বিনা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা কিম্বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে সরবরাহ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি আমদানী করা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য, স্বীয় আহার বা ব্যবহারের জন্য (বিক্রয়ের জন্য নহে) ক্রয় করিলে, "অথবা সামান্য বাহক,

(১) ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১১ ধারাক্রমে " " চিহ্নিত কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২) " " চিহ্নিত কথাগুলি ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(Common carrier) বা মাল গুদামের কোন লোকের (Warehouseman) নিকট উক্ত দ্রব্য থাকিলে" (১) সেই দ্রব্যের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৬১ ধারা।

মন্তব্য।—১৫ ধারাক্রমে রেভিনিউ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসামের চিফ্ কমিশনর সাহেব খুজরা বিক্রয়ের জন্য উর্দ্ধসংখ্যা ছয়কোয়ার্ট বোতল দেশী শরাব রাখিবার অনুমতি দেন। কোন ব্যক্তি ১৭ ধারাক্রমে উক্ত পরিমাণের অধিক নিকটে রাখার জন্য অভিযুক্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার নিকট ১৫ ধারায় লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ থাকে; হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয় যে, ঐ ব্যক্তি ৬১ ধারালিখিত কোন অপরাধে অপরাধী নহে। এবং ১৫ ধারানুসারে কোন আদেশক্রমে স্থিরীকৃত দেশী শরাবের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ, ৬১ ধারার অর্থানুসারে ১৫ ধারার নিরূপিত পরিমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এম্প্রেস্ বঃ কোলা লালাদিগর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ৮ম ভলুমের ২১৪ পৃষ্ঠা। [পণ্টিফেক্স্ এবং ফীল্ড্ বিচারকদ্বয়; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮১।]

আগরার এম্ এণ্ড কোম্পানির নামে "নাভেরিনো" নামক ষ্টীমারযোগে কতকগুলি শরাব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত কোম্পানি "ক" নামক কোন ব্যক্তিকে মাস্থল, ও মাল নামাইবার খরচাদি দিয়া উক্ত শরাব আগরায় পাঠাইবার কথা বলেন। ষ্টীমার হইতে যখন "ক" রেলওয়ে ষ্টেসনে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, তখন তাহার নিকট ছাড়পত্র ছিল না বলিয়া উক্ত মাল ধৃত হয় এবং এই আইনের ৬১ ধারাক্রমে "ক" দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে অর্থদণ্ড বিধান করা হয়। হাইকোর্টে উক্ত নিষ্পত্তি অসিদ্ধ বলিয়া স্থির হয়। কাইট্ সাহেবের দরখাস্ত সম্বন্ধীয় বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টসের কলিকাতা ৯ম ভলুমের ২২৩ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ১১শ ভলুমের ৪২৭ পৃষ্ঠা, [উইল্সন্, মাক্লীন্, এবং ম্যাক্ফার্সন্ বিচারকত্রয়; ১লা আগষ্ট, ১৮৮২।]

কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতার নিযুক্ত ব্যক্তি ৮ কোয়ার্ট বোতল দেশী শরাব বিক্রয় করিয়াছিল এবং তাহার আদেশমত লইয়া যাইবার জন্য এক মুটিয়া নিযুক্ত করিয়াছিল। উক্ত নিযুক্ত ব্যক্তি ৬০ ধারামতে ও উক্ত মুটিয়া ৬১ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয়। এরূপ তর্ক হয় যে, নিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫৩ ধারামতে দোষী নির্ণয় করা উচিত ছিল এবং মুটিয়া কোন অপরাধই করে নাই। হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইল যে মুটিয়ার দোষ সাব্যস্ত করা আইনবিরুদ্ধ এবং অসিদ্ধ। এবং নিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতরূপে অপরাধী স্থির হইয়াছে, ৬০ ধারাক্রমেই হউক বা ৫৩ ধারাক্রমেই হউক এ সম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক। কুইন্ বঃ ঈশানচন্দ্র সাহা, উইক্লিরিপোর্টস্ ১৯শ ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠা; এম্প্রেস্ বঃ বেণীমাধব সা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ৮ম ভলুমের ২০৭ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ১০ম ভলুমের ৩৮০ পৃষ্ঠা; (অনুসরণ করা হইল।) এম্প্রেস্ বঃ ঈশানচন্দ্র দে; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ৯ম ভলুমের ৮৪৭ পৃষ্ঠা;

(১) " " চিহ্নিত অংশ ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১২ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। কলিকাতা ল রিপোর্টস্ ১২শ ভলুমের ৪৫১ পৃষ্ঠা; [প্রিন্সেপ্ এবং ওকিনিলি, বিচারকদ্বয়; ২রা মে, ১৮৮৩।]

বঙ্গীয় ৭ আইন। ৬১ক—৬৫ ধারা

৬১ ক ধারা (১)। ১৭ ক ধারাক্রমে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের (Notification) বিপরীতাচরণে কোন ব্যক্তির নিকট কোন বিদেশীয় আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে কিম্বা জ্ঞাপনপত্রে প্রকাশিত ও অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উক্ত দ্রব্য থাকিলে তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিদেশীয় আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখিলে দণ্ডের কথা।

৬২ ধারা। গাঁজলা শরাব নিকটে রাখিবার বিষয়ে ৬১ ধারায় যে যে বিধান আছে, সেই সকল বিধান, গুড় বা কোতরা-গুড় প্রস্তুত করণার্থ তাড়ী সরবরাহ বা ব্যবহারের জন্য রাখিলে, সেই তাড়ীর প্রতি খাটিবে না।

এবং মাদক দ্রব্য নিকটে রাখিবার বিষয়ে উক্ত ধারায় যে বিধান আছে, উক্ত দ্রব্য উৎপাদক গাছের চাষ করিবার জন্য আইনানুসারে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত দ্রব্য থাকিলে, সেই বিধান তাহার প্রতি খাটিবে না।

গুড় প্রস্তুত করিতে যে তাড়ীর ব্যবহার হয় তাহা নিকটে রাখার প্রতি ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাষিদের নিকট মাদকদ্রব্য রাখার প্রতি ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধান না বর্ত্তিবার কথা।

৬৩ ধারা। পরন্তু উক্ত কোন চাষা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা ভিন্ন কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বা লাইসেন্সক্রমে ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা দিলে, কিম্বা তাহার নিকটে রক্ষিত ঐ গাছের বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের হিসাব দিতে না পারিলে, তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

চাষিরা লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলে বা দিলে, কিম্বা গাছের হিসাব দিতে না পারিলে দণ্ডের কথা।

৬৪ ধারা। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে রহিত হইয়াছে।]

৬৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী, ইজারাদার, তহসীলদার, গোমস্তা বা ভূমির অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ (Manager) লাইসেন্স অপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতেছে জানিয়া অগ্রাহ্য

আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বেআইনমতে চোয়ান বা বিক্রয় করা হইতেছে ইহা জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করণের দণ্ডের কথা।

(১) ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে

করিলে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে শরাব পান করিবার অনুমতি দিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। কলিকাতা নগরের, সহরতলীর, বা হাবড়ার অন্তর্গত রাসায়নিক বা ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা, ঔষধ প্রস্তুতকারক বা ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আপন কার্য্যালয়ের মধ্যে উগ্র বা গাঁজলা শরাব [যাহা সরল ভাবে (*Bona fide*) ঔষধ মিশ্রিত (Medicated) হয় নাই] পান করিতে অনুমতি দিলে তাহার,

ও উক্ত যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে ঐ কার্য্যালয়ে উক্ত শরাব পান করিলে তাহার এই আইন বা অন্য কোন আইনমতে যে দণ্ড বিধেয়, সেই দণ্ডের অতিরিক্ত ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

দোকানের মধ্যে মাতলামী প্রভৃতি হইতে দিবার দণ্ডের কথা।

৬৭ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন বিক্রেতা স্বীয় দোকানের মধ্যে মাতলামী, দাঙ্গা বা জুয়াখেলা করিতে অনুমতি দিলে কিম্বা আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে কোন পরিধেয় বস্ত্র কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

পুলীসের কার্য্যকারক আবকারী কার্য্যকারকের সাহায্য না করিলে দণ্ডের কথা।

৬৮ ধারা। পুলীসের কোন কার্য্যকারক আবকারী কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আদেশ পাইয়া বৈধ কারণ অবিদ্যমানে তাহার সাহায্য করিতে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিলে, তাহার ৫০০৲ পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আবকারী কার্য্যকারক বিরক্তিজনকরূপে অন্বেষণ বা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে দণ্ডের কথা।

৬৯ ধারা। সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও কোন আবকারী কার্য্যকারক কোন ঘরে, নৌকায় বা অন্য স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে বা করাইলে, কিম্বা এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার উপযুক্ত কোন আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ কি অন্বেষণ করিবার ছলে বিরক্তিজনকরূপে (Vexatiously) ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বলপূর্ব্বক লইলে,

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৭০—৭২ ধারা।

কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিলে, তল্লাশ বা গ্রেপ্তার করিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

মদ্যাদি বেআইনমতে চোয়ান কি বিক্রয় করা গেলে আবকারী কার্য্যকারকের জানিয়া অগ্রাহ্য করিবার দণ্ডের কথা।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি বেআইনমতে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতেছে, জানিয়াও কোন আবকারী কার্য্যকারক অগ্রাহ্য করিলে, ও স্থান-বিশেষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারক আপন এলাকা-ধীন কোন স্থানে লাইসেন্স ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকান স্থাপন করিবার অনুমতি দিলে কিম্বা স্থাপনের বিষয় জানিয়াও অগ্রাহ্য করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার ৫০০৲ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

আবকারী কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি রিপোর্ট করিতে কিম্বা গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে দণ্ডের কথা।

৭১ ধারা। কোন আবকারী বা পুলীসের কার্য্যকারক, কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার বা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অন্বেষণ করিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমস্ত বিবরণ রিপোর্ট করিতে অগ্রাহ্য করিলে কিম্বা এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বা কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য (Illicit articles) বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা স্থল বিশেষে কালেক্টর সাহেবের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে বা উক্ত দ্রব্য লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

দণ্ডের টাকা ও বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহা নির্ণয়ের কথা।

৭২ ধারা। এই আইনের বিধিবিরুদ্ধ অপরাধের যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইল ও এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া যে সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক গৃহীত হয়, মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব ও কলিকাতা নগরের প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎসমুদয় নির্ণয় করিবেন।

কিন্তু অপরাধ করিবার তারিখ হইতে ইংরেজী পঞ্জিকামত ছয়মাস (Six Calendar months) গত হইলে পর উক্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কার্য্যা-নুষ্ঠান করিবেন না।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোন আবকারী কার্য্যকারকের সন্ধানমতে বিচার হইয়া উক্ত অর্থদণ্ডের ও বলপূর্ব্বক গ্রহণের আজ্ঞা হইবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পাঁচটী ধারার কোন ধারামতে নালিশ হইলে তদ্রূপ সন্ধানের আবশ্যক হইবে না।

আদালতের অবজ্ঞাহেতু দণ্ডের কথা।

৭৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবকে যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্য আদালতে কোন অবজ্ঞা (Contempt) হইলে, তিনি দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়বার বা তৎপরে অপরাধ নির্ণয় হইলে দণ্ডের কথা।

৭৪ ধারা। এই আইনের বিধিবিরুদ্ধ যে অপরাধে দুই শত টাকা বা তদধিক অর্থদণ্ড হইতে পারে, এরূপ অপরাধে একবার দণ্ডিত কোন ব্যক্তি সেই অপরাধে পুনর্ব্বার দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার উক্ত অপরাধের জন্য নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইবে;

ও দ্বিতীয়বার সেই অপরাধ নির্ণয় হইবার পর আর যতবার তাহার সেই অপরাধ সাব্যস্ত হইবে ততবার প্রথম অপরাধের নির্দ্ধারিত দণ্ডের অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে কারাদণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশানুসারে তাহা সামান্য (অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে) কিম্বা কঠোর পরিশ্রমের সহিত হইতে পারিবে।

নজীর।—এই ধারায় যে অতিরিক্ত দণ্ডের কথা লেখা হইল, তৎসম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে দুইশত বা তদধিক টাকা অর্থদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বার উক্ত দণ্ডোপযোগী কোন অপরাধ করে এবং তাহাতে দোষী প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার উপর উক্ত ধারা লিখিত অতিরিক্ত দণ্ড বিধান করা যাইবে। কেবলমাত্র পূর্ব্বকৃত অপরাধে পুনর্ব্বার অপরাধী হইলেই যে অতিরিক্ত দণ্ড হইবে এরূপ নহে, সমদণ্ডোপযোগী অপর অপরাধেও উক্ত বিধানমতে কার্য্য হইবে। রামচন্দ্র সা বঃ এম্প্রেস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৫৭৫ পৃষ্ঠা; কলিকাতা ল রিপোর্টসের ৮ম ভলুমের ২৫০ পৃষ্ঠা; [মরিস্ ও প্রিন্সেপ্ বিচারপতিদ্বয়, ৫ই জানুয়ারি, ১৮৮১।]

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা তিন মাস বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড বিধান করিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না। কেবলমাত্র থোকে বিক্রয় করিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি খুচরা বিক্রয় করিলে যে

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন। ৭৫—৭৭ ধারা।

অপরাধ হয় তাহা বঙ্গীয় আবকারী আইনের ৭৪ ধারা লিখিত "এক ধরণের অপরাধের" অর্থমতে লাইসেন্স ব্যতীত ওয়াইন (Wine) বিক্রয়ের অপরাধের সদৃশ। রামচন্দ্র সা বঃ এম্প্রেস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ৬ষ্ঠ ভলুমের ৫৭৫ পৃষ্ঠা (অনুসরণ করা হইল)। সীন্ বঃ কুইন্ এম্প্রেস্, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ১৬শ ভলুমের ৭৯৯ পৃষ্ঠা; [ট্রেভেলিয়ন্ এবং বেভারলি বিচারকদ্বয়; ১৮ই জুলাই, ১৮৮৯।]

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বাজেয়াপ্ত বিষয়ক কথা।

৭৫ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে কোন দ্রব্য এই আইনের বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া প্রস্তুত করা যায় বা নিকটে রক্ষিত হয় এবং সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে যে সরঞ্জামের ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে, "তাহা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হইতে পারিবে, এবং তাহা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে"।(১)

এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক গৃহীত হইলে, তাহা যে পাত্রে, বস্তায় ও আবরণে থাকে এবং তাহা বাহনার্থ যে জন্তুর ও যানের ব্যবহার হয়, তৎসমুদয়ও বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

বাজেয়াপ্ত দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। বাজেয়াপ্ত দ্রব্য সকল বিক্রয় কিম্বা, বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল নিয়ম করেন তদনুসারে, বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করা যাইবে।

যাহাদের দ্বারা অপরাধাদি জানা যায় তাহাদের মধ্যে অর্থদণ্ড ভাগ করিয়া দিবার কথা।

৭৭ ধারা। এই আইনমতে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বেআইনমতে প্রস্তুত, বিক্রয়, ক্রয়, বা স্বীয় অধিকারে রাখা, কিম্বা মাদকদ্রব্য উৎপাদক গাছ বেআইনমতে চাষ করণের অপরাধ নির্ণয় হইয়া অর্থদণ্ড আদায় হইলে,

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা আদায় হইবার কথা জানাইবেন ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা উক্ত অপরাধ ধৃত হইয়াছে, বা তৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে, কিম্বা অপরাধী গ্রেপ্তার হইয়াছে, কালেক্টর সাহেব বোর্ডের নির্দ্ধারিত বিধিমতে যে হার উচিত বোধ করেন

(১) " " চিহ্নিত অংশ ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১০ ধারাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই হারে তাহাদিগকে ঐ দণ্ডের টাকা বিভাগ করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ;

ও এই আইনমতে কোন কার্য্যদ্বারা যে সকল লোকের বিরক্তি বা হানি হইয়াছে, ঐ টাকা হইতে তাহাদের হানিপূরণ করিতে পারিবেন।

বোর্ডের পুরস্কার দিতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। মোকদ্দমার বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বা পরে বোর্ডের সাহেবেরা দুই শতের অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা পুরস্কার দিতে পারিবেন ;

ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা অপরাধ ধৃত বা তৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক গৃহীত কিম্বা অপরাধী গ্রেপ্তার হইবে, তাহাদের মধ্যে ঐ পুরস্কার যে হারানুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত বোধ করেন, সেই হারে বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

অর্থদণ্ডের টাকা লইয়া যাহা করা যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৭৯ ধারা। এই আইনমতে অর্থদণ্ডের যে সকল টাকা আদায় হয়, তাহা নিয়োগ করিবার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক অংশ লইয়া গোয়েন্দাদের পুরস্কারস্বরূপ; কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যবশতঃ যে সকল ব্যক্তির কষ্ট বা হানি হইবে, তাহাদের হানিপূরণস্বরূপ দেওয়াইতে পারিবেন।

নবম খণ্ড।

সেনানিবেশস্থানবিষয়ক বিধি।

সেনানিবেশস্থানে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধির কথা।

৮০ ধারা। কোন সেনানিবেশস্থানের (Cantonment) সীমার মধ্যে ও তথা হইতে দুই মাইলের, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দূরতার (Distance) মধ্যে কোন স্থানে তত্রস্থ প্রধান সেনাধ্যক্ষ সাহেবের সম্মতি ব্যতিরেকে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রদত্ত হইবে না, কিম্বা সেই দ্রব্যের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহাও ইজারা দেওয়া যাইবে না।

১৮৭৮।

বঙ্গীয় ৭আইন ৮১—৮৩ ধারা

কালেক্টর সাহেব বা কোন ইজারাদার উক্ত সীমার কি উক্ত দূরত্বের মধ্যে লাইসেন্স দিয়া থাকিলেও, উক্ত সেনাধ্যক্ষ সাহেবের আদেশমাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা রহিত করিতে হইবে।

নজীর।—সেনানিবেশস্থানের (Cantonment) মাজিষ্ট্রেট কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারেন না। রাজস্ব বিভাগের কার্য্যকারকেরাই লাইসেন্স বাতিল করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কুইন্ এম্প্রেস বঃ রামধানি পাশী, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ১৫শ ভলুমের ৪৫২ পৃষ্ঠা; [উইল্সন্ এবং ওকিনিলি বিচারকদ্বয়; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।]

৮১ ধারা। অন্য সকল বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত সীমার ও দূরত্বের মধ্যে এই সেনানিবেশস্থানের মধ্যে এই আইন প্রয়োগের কথা। আইনের সকল বিধান সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে। (১)

দশম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

৮২ ধারা। এই আইনের বিধান হইতে মদিরা মুক্ত করিবার কথা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের (Notification) দ্বারা কোন প্রদেশের নির্দ্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে কোন আবকারী মাস্তুলযোগ্য দ্রব্য অথবা বিদেশীয় আবকারী মাস্তুলযোগ্য দ্রব্য এই আইনের কোন বা সমস্ত বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারেন এবং সময়ে সময়ে উক্তরূপ জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা উক্ত মুক্তি রহিত করিতে পারেন।

৮৩ ধারা। আপীলের কথা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল আজ্ঞা করেন, কমিশনর সাহেবের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ আজ্ঞার তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকট ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন;

কমিশনর সাহেব এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার বিরুদ্ধে বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু উক্ত আজ্ঞার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে বোর্ডে ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন;

অধিকন্তু বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনামতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার বিরুদ্ধে একেবারে আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(১) এই ধারার অবশিষ্টাংশ ১৮৮০ সালের ১১ আইনক্রমে রহিত হইয়াছে।

১৮৭৮। বঙ্গীয় ৭ আইন ৮৪—৮৫ ধারা

৮৪ ধারা। এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের বিধান সত্ত্বেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স দিবার, না দিবার ও ফিরিয়া লইবার কার্য্য (Functions) ও ক্ষমতা (Powers) [এইরূপে অন্যের উপর অর্পিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক আইনানুসারে যে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করিতে পারিতেন] কলিকাতা নগরের মিউনিসিপাল সমাজের (Corporation) প্রতি কিম্বা অন্য কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ; ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধারিত করেন, ঐ সমাজ কিম্বা ঐ মিউনিসিপালিটী সেই নিয়ম ও বিধিমতে আপন আপন এলাকার সীমার মধ্যে উক্ত ক্ষমতাক্রমে উক্ত কার্য্য করিতে পারিবেন ; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারার বিধানমতে যে কার্য্য ও ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাহা যে কোন সময়েই হউক ফিরিয়া লইতে বা রহিত করিতে পারিবেন ;

কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিবার কার্য্য অর্পণের কথা।

কিন্তু সেই কার্য্য ও ক্ষমতা উক্ত সম্পর্কীয় সমাজের কিম্বা মিউনিসিপালিটীর সম্মতি ব্যতিরেকে উক্তরূপে অর্পণ করা হইবে না ;

আরও সেই ক্ষমতাদি অর্পণ করার পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত সমাজের বা মিউনিসিপালিটীর সম্মতি না লইয়া উক্ত প্রকারের কোন নিয়ম বা বিধি ধার্য্য করিবেন না।

৮৫ ধারা। এই আইনের কথাক্রমে “১৮৮৯ সালের ১৩ আইন অর্থাৎ সেনানিবেশ স্থানের কার্য্য নিরূপণার্থ আইন”, ১৮৭৮ সালের সামুদ্রিক কষ্টম (Sea Customs) বিষয়ক আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ ও ৪ আইনের কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইল না, জানিতে হইবে।

সেনানিবেশবিষয়ক ও সামুদ্রিক কষ্টমবিষয়ক আইন প্রবল রাখিবার কথা।

১৮৭৮।
বঙ্গীয় ৭ আইন
তফ্সীল।

তফ্সীল।

(৩ ধারা দেখ।)

প্রথম ভাগ।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৪৯ সাল ১১ আইন··	কলিকাতার আবকারী রাজস্ব রক্ষা করণার্থ আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৫৬ সাল ২১ আইন··	বঙ্গদেশের আবকারী আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।	ঐ ঐ

দ্বিতীয় ভাগ।—বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যতদূর রহিত হইল।
১৮৭৩ সাল ৩ আইন···	১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন
৭৪ সাল ১ আইন···	১৮৫৬ সালের ২১ আইন ও ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	১৮৫৬ সালের ২১ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে
৭৬ সাল ২ আইন ·	১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন ও ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	১২ ধারা ভিন্ন আইনের যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের

উপক্রমণিকা।

*** জন্তুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ এই আইনের উদ্দেশ্য। "জন্তু" শব্দে গৃহ-পালিত বা পোষা চতুষ্পদ ও পক্ষী বুঝাইবে। যে সকল স্থলে জন্তুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) কোন জন্তুকে আমোদ বা ক্রীড়াচ্ছলে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলে, যন্ত্রণা দিলে, অতিরিক্ত চালনা বা ক্ষমতাতিরিক্ত ভার বহনে নিয়োগ করিলে অথবা তাহার প্রতি মন্দ আচরণ করিলে বা উক্তরূপ প্রহারাদি করাইলে (২ ধারা);

(খ) দুর্ব্বল, অক্ষম বা পরিশ্রমের অনুপযোগী জন্তুকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে বা করাইলে (৫ ধারা);

(গ) রোগাক্রান্ত জন্তুকে স্বেচ্ছামত গমনাগমন করিতে দিলে বা সাধারণ স্থানে মরিতে দিলে (৪ ধারা);

(ঘ) বন্য বা গৃহ-পালিত জন্তুদিগকে ক্রোধান্বিত করিয়া উত্ত্যক্ত করিলে বা পরস্পর যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিলে (৬ ধারা);

কলিকাতা নগরের সীমার মধ্যে এই আইনমতে কোন অপরাধ করিলে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং কলিকাতানগরের সীমাবহির্ভূতস্থানে উক্ত অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, তাহা বিচার করিতে পারিবেন (৭ ধারা)। কলিকাতার সহরতলীতেও এই আইন প্রচলিত আছে (৯ ধারা)।

১৮৬৯।

বঙ্গীয় ১ আইন
১—৩ ধারা

ACT I. (B. C.) OF 1869.

CRUELTY TO ANIMALS.

জন্তুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণবিষয়ক

১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইন। (১)

[২৮শে জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ও ৩রা মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

হেতুবাদ— জন্তুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ বিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

"জন্তু" শব্দের অর্থ। ১ ধারা। "জন্তু" শব্দে কোন গৃহ-পালিত বা পোষা চতুষ্পদ, অথবা কোন গৃহ-পালিত বা পোষা পক্ষীকে বুঝাইবে।

জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ডের কথা। ২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন জন্তুকে আমোদ বা ক্রীড়াচ্ছলে, ও নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলে বা করাইলে, তাহার প্রতি মন্দ বা দুষ্ট আচরণ করিলে বা করাইলে, তাহাকে যন্ত্রণা দিলে বা দেওয়াইলে, কিম্বা অতিরিক্ত চালনা বা অতিরিক্ত ভারবহনে নিযুক্ত করিলে বা করাইলে, তাহার ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

জন্তুদিগকে উত্ত্যক্ত করিলে বা যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিলে দণ্ডের কথা। ৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন গৃহ-পালিত বা বন্য চতুষ্পদজন্তু বা পক্ষীদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিলে কিম্বা কোন জন্তুকে ক্রোধান্বিত করিয়া উত্ত্যক্ত করিলে (Bait) অথবা কোন ব্যক্তিকে

(১) ক। ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড্ ডিষ্ট্রিক্টস্ আইনের ৩ ধারানুসারে এই আইন আসামে প্রচলিত হইয়াছে।

খ। কোন ব্যক্তি কোন পুলীসের কার্য্যকারকের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে উক্ত কার্য্যকারক তাহাকে বিনা পরওয়ানাতে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইবে। ১৮৬১ সালের ৩ আইনের ১ ধারা দেখ।

উক্তরূপ কার্য্যে সাহায্য করিলে বা তাহার সহিত যোগ দিলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

সাধারণ স্থলে রুগ্ন জন্তুকে যাইতে দিলে বা মরিতে দিলে দণ্ডের কথা।

৪ ধারা। কোন ব্যক্তি নিজের কোন জন্তু সংক্রামক (Contagious) বা সহজব্যাপক (Infectious) রোগে আক্রান্ত জানিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত জন্তুকে কোন সাধারণ গলিপথ, প্রশস্ত পথ বা বড়রাস্তায় স্বেচ্ছামত গমনাগমন করিতে দিলে, কিম্বা নিজের কোন রোগাক্রান্ত বা অশক্ত জন্তুকে কোন সাধারণ গলি পথে, প্রশস্ত পথে বা বড়রাস্তায় মরিতে দিলে, তাহার ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

পরিশ্রমের অনুপযোগী জন্তুকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন রোগ, দুর্ব্বলতা, আঘাত বা ক্ষত বশতঃ কোন কার্য্যে বা পরিশ্রমে নিযুক্ত করিবার অনুপযোগী কোন জন্তুকে উক্ত কার্য্যে বা পরিশ্রমে নিযুক্ত করিলে বা করাইলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কলিকাতায় অপরাধ বিচারের কথা।

৬ ধারা। কলিকাতা সহরের মধ্যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার অভিযোগ কলিকাতার কোন পুলীসমাজিষ্ট্রেট্ (১) শুনিয়া সরাসরীমতে (In a Summary way) নিষ্পত্তি করিবেন।

কলিকাতার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ বিচারের কথা।

৭ ধারা। এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কলিকাতা সহরের বহির্ভাগে কোন স্থানে কোন অপরাধ করিলে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উক্ত অপরাধের অভিযোগ শুনিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং উক্ত অভিযোগের বিচার সম্বন্ধে ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিধান সকল প্রয়োগ হইবে।

৮ ধারা। [১৮৭৩ সালের ১২ আইনানুসারে রহিত হইয়াছে।]

আইনের সীমা।

৯ ধারা। কলিকাতা সহরে এবং ১৮৬৬ সালের ২ আইনের (২) ১ ধারা-ক্রমে জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার সহরতলীতে এই আইন প্রচলিত হইবে।

(১) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

(২) সুবর্বন্ পুলীস আইন।

১৮৬৯। বঙ্গীয় ১ আইন ১০ ধারা।

আইন বিস্তৃত করিবার ক্ষমতা।

১০ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আদেশদ্বারা এই আইন উক্ত আদেশে লিখিত ও সীমাবদ্ধ কোন সহরে, নগরে, ষ্টেসনে, বাজারে, সেনানিবেশস্থানে, গ্রামে, জেলায় বা জেলার কোন অংশে (১) প্রচলিত করিতে পারিবেন এবং সময়ে সময়ে উক্তরূপে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা উক্ত আদেশ রহিত, অন্যথা, সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(১) নিম্নলিখিত স্থান সকলে এই আইন প্রচলিত করা হইয়াছে :—

১। বালী সহর।

২। হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, এবং উত্তর পাড়ার মিউনিসিপালিটী।

৩। ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত নসীরাবাদ সহর।

৪। কটক সহর।

৫। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া, বারাসত, উত্তর ও দক্ষিণ বারাকপুর, নবা নগর, বারুইপুর, বশীরহাট, উত্তর ও দক্ষিণ দম্‌দম্, গোবরডাঙ্গা, জয়নগর, নৈহাটী, রাজপুর, দক্ষিণ সুবরবন্ এবং টাকী মিউনিসিপালিটী।

৬। দরভাঙ্গা সহর।

১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের

উপক্রমণিকা।

*** বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশে জনসাধারণের দ্যূতক্রীড়া নিবারণ ও "সাধারণ দ্যূতগৃহ" রক্ষা নিষেধ করা এই আইনের উদ্দেশ্য। যে বাটী, তাম্বু, গৃহ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলের স্বামী, অধিকারী বা রক্ষক তথায় তাস পাশাদি দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনের অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে, "সাধারণ দ্যূতগৃহ" শব্দে সেই বাটী প্রভৃতিকে বুঝায় (১ ধারা)। বিলিয়ার্ড, হুইষ্ট (Whist) প্রভৃতি কেবলমাত্র নিপুণতাপরিচায়ক ক্রীড়া দ্যূতক্রীড়ার মধ্যে গণ্য হইবে না (১০ ধারা)। কোন গৃহাদি সাধারণ দ্যূতগৃহ স্বরূপ ব্যবহার করিলে, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা জ্ঞাতসারে অপর ব্যক্তিকে উক্তরূপে ব্যবহার করিতে দিলে, উক্ত গৃহাদির স্বামী বা অধিকারীর অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইবে (৩ ধারা)। দ্যূত-ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে কোন গৃহাদিতে উপস্থিত হইয়া তাস পাশাদি লইয়া ক্রীড়া করিলে বা দ্যূতক্রীড়ার সময়ে কোন সাধারণ দ্যূতগৃহে উপস্থিত থাকিলে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইবে (৪ ধারা)। অপরাধ সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট্ দ্যূতক্রীড়ার উপকরণাদি নষ্ট করিতে আদেশ করিবেন (৮ ধারা)। কোন গৃহাদিতে দ্যূতক্রীড়া হয় এরূপ সন্দেহ হইলে, এবং তথায় তাস পাশাদি দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ পাওয়া গেলে, অন্যতর প্রমাণাভাবেও তাহা সাধারণ দ্যূতগৃহ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে (৬ ধারা)। সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার অপরাধ নির্ণয় করিতে তথায় যে বাজী রাখিয়া খেলা হয় তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই (৯ ধারা)। সাধারণ দ্যূতগৃহে বা দ্যূত-ক্রীড়াস্থলে মাজিষ্ট্রেট, পুলীসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলীস কার্য্যকারক আবশ্যকমতে বলপ্রকাশ করিয়াও প্রবেশ করিতে এবং (দ্যূতক্রীড়া করুক বা না করুক) তথায় উপস্থিত সমস্ত লোককে তল্লাশ ও গ্রেপ্তার করিতে এবং দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ ও টাকা প্রভৃতি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবেন (৫ ধারা)। বাজারে, সাধারণ পথে বা স্থানে

১৮৬৭।

বঙ্গীয় ২ আইন।

হেতুবাদ।

দ্যূতক্রীড়া করিলে বা পশুপক্ষীদিগকে লড়াই করিতে উত্তেজিত করিলে বা উক্ত কার্য্যে অপরের সাহায্য করিলে বিনা পরওয়ানাতে উক্ত ব্যক্তিকে কোন পুলীস কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করিতে, এবং উক্ত দ্রব্যাদি বা পশুপক্ষী-প্রভৃতি বলপূর্ব্বক লইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবে (১১ ধারা)। পুনঃ পুনঃ এক অপরাধে অপরাধী হইলে দ্বিগুণ দণ্ড বিধান হইবে; কিন্তু কোন স্থলেই ৬০০৲ ছয় শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড বা এক বৎসরের অধিক কারাদণ্ড বিধান হইবে না।

ACT II. (B. C.) OF 1867.

GAMBLING ACT.

দ্যূতক্রীড়াবিষয়ক

১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন।(১)

[১৮৬৭ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এবং ১৮৬৭ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশে জন সাধারণের দ্যূতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার দণ্ডবিধায়ক আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশের মধ্যে জন সাধারণের দ্যূতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্যূতগৃহ

---

(১) এই আইন ১৮৮৬ সালের ৩য় রেগুলেশনের ২ ধারাদ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ৩য় রেগুলেশনের ৩ ধারাক্রমে সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত হইয়াছে। এবং ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড্ ডিষ্ট্রিক্টস্ আইনদ্বারা লোহারডাগা, হাজারিবাগ, মানভূম, ডালভূম পরগণা ও কোল্হান প্রদেশেও প্রচলিত হইয়াছে।

রাখিবার দণ্ডের বিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল:—

১ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলের (Walled enclosure) স্বামী, অধিকারী, ব্যবহারকারক বা রক্ষক হইয়া সেই বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা স্থল অথবা উক্তবাটী প্রভৃতিতে রক্ষিত বা ব্যবহৃত তাস, পাশা, শারীফলক (Tables) বা দ্যূতক্রীড়ার অন্য উপকরণাদি (Instruments) অপরের ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে নিজের স্বার্থ বা লাভের জন্য রাখে বা ব্যবহার করে, তবে সেই বাটী প্রভৃতিকে এই আইনে 'সাধারণ দ্যূতগৃহ' বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা। "সাধারণ দ্যূতগৃহের অর্থ।"

"লিঙ্গ।" পুরুষবাচক শব্দের মধ্যে স্ত্রীবাচক শব্দও গণ্য।

"বচন।" একবচনান্ত শব্দের মধ্যে বহুবচনান্ত শব্দ ও বহুবচনান্ত শব্দের মধ্যে একবচনান্ত শব্দ গণ্য।

২ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে কলিকাতা গেজেটে ক্রমশঃ তিনবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৩ সালের ৬ আইনে(১) কলিকাতা নগরের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সীমার অন্তর্গত স্থান ভিন্ন, স্বীয় শাসিত দেশের অন্তর্গত কোন সহরে, নগরে বা অন্য স্থানে এই আইনের সকল বা কোন ধারা প্রচলিত করিতে পারিবেন; এবং তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনের জন্য উক্ত জ্ঞাপনপত্রে ঐ সহরের, নগরের বা স্থানের সীমা নির্ণয় করিবেন, এবং উক্ত নিরূপিত সীমা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন।

আইন বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

নজীর।—উক্ত ধারাক্রমে গবর্ণমেণ্ট যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই জ্ঞাপনপত্রে এই আইন (১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন) যে নগরে প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় থাকিবে, সেই নগরের সীমা নিরূপিত করিয়া দিতে ও উক্ত বিজ্ঞাপন উপর্য্যুপরি তিনবার গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। কোন নগরে এই আইন প্রচলিত করিবার

---

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের দ্বারা রহিত হয়, শেষোক্ত আইন পুনরায় ১৮৮৮ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

১৮৬৭। বঙ্গীয় ২ আইন ৩—৪ ধারা।

অভিপ্রায়ে সেই নগরের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া একবার মাত্র প্রথম জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হয়, এবং তৎপরে উক্ত নগরের সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া তিনবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হয়, হাই-কোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে, প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রগুলি যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাহাতে ঐ নগরের উল্লেখ হইলে নিঃসন্দেহরূপে যে সকল স্থান বুঝায়, সেই সকল স্থানে এই আইনানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে কোন বাধা ঘটিবে না। বেণীমাধব কুণ্ডু দরখাস্তকারী; উইক্লি রিপোর্টসের ২১শ ভলুমের ২৩ পৃষ্ঠা। [মার্ক্ বি এবং বার্চ্চ্ বিচারকদ্বয়; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩।]

দ্যূতগৃহের স্বামী, রক্ষক বা কার্য্যসম্পাদক হইলে দণ্ডের কথা।

৩ ধারা। এই আইন যে সীমাতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলের স্বামী বা অধিকারী, অথবা ব্যবহারকারক হইয়া তাহা সাধারণ দ্যূতগৃহ-স্বরূপ খোলে, রাখে বা ব্যবহার করে;

এবং কোন ব্যক্তি যদি উক্তরূপ কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থলের স্বামী বা অধিকারী হইয়া, জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে সাধারণ দ্যূতগৃহস্বরূপ উক্ত বাটী প্রভৃতি খুলিতে, অধিকার বা ব্যবহার করিতে, অথবা রাখিতে অনুমতি দেয়;

এবং উক্ত কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থল পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে খোলা গেলে, অধিকৃত কি ব্যবহৃত হইলে, বা রাখা গেলে যদি কোন ব্যক্তি সেই বাটী প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করে বা তাহার কার্য্যসম্পাদক হয়, কিম্বা কোন প্রকারে তাহার কার্য্য চালাইবার সাহায্য করে;

এবং যাহারা সেই বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহাদের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি যদি টাকা অগ্রিম দেয় বা সরবরাহ করে,

তাহা হইলে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ বিষয়ের প্রমাণ হইলে উক্ত ব্যক্তির দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড অথবা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অবধারিত একতর প্রকারে (বিনা পরিশ্রমে অথবা কঠিন পরিশ্রমের সহিত) তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইবে।

দ্যূতগৃহে দৃষ্ট হইলে দণ্ডের কথা।

৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থলে যদি কোন ব্যক্তিকে তাস, পাশা, ঘুটি (Counters), টাকা কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার অন্য উপকরণ লইয়া খেলা বা দ্যূতক্রীড়া করিতে দেখা যায়, কিম্বা [টাকা, পণ

১৮৬৭।
বঙ্গীয় ২ আইন
৫ ধারা।

(Wager) বা বাজীর (Stake) নিমিত্ত খেলিবার বা অন্য প্রকারে] দ্যূতক্রীড়া করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হইলে তাহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অবধারিত এক মাসের অনধিক এক প্রকারের (১) কারাদণ্ড হইতে পারিবে। সাধারণ দ্যূতগৃহে দ্যূতক্রীড়া বা খেলা হইতেছে এমন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সেই গৃহে পাওয়া যায়, অন্যতর উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে না পারিলে, সে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্যই তথায় উপস্থিত আছে, এমত সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে।

প্রবেশ করিবার ক্ষমতার ও পুলীসকে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিবার ক্ষমতা প্রদানের কথা।

৫ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (২) কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক বা পুলীসের ডিষ্ট্রীক্ট্ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া, এবং তাঁহার বিবেচনামত আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিয়া কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থল সাধারণ দ্যূতগৃহস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, এরূপ বোধ করিবার কারণ দেখিলে

তিনি স্বয়ং, অথবা উক্ত কর্ম্মের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত শ্রেণীর নিম্নশ্রেণীস্থ নহে, এরূপ কোন পুলিস কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিয়া, সেই কর্ম্মচারী যেরূপ সহায়তার আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া, উক্ত কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলে, রাত্রে অথবা দিনে, আবশ্যক হইলে বলপ্রয়োগ করিয়াও, প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং ঐ বাটী প্রভৃতিতে যত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা তৎকালে বাস্তবিক দ্যূতক্রীড়া করুক বা না করুক, তাহাদিগকে স্বয়ং আসেধে রাখিবেন (Take into custody), কিম্বা ঐ কর্ম্মচারীকে আসেধে রাখিবার অনুমতি দিবেন;

এবং দ্যূতক্রীড়ার সকল উপকরণ এবং যে সকল টাকা ও টাকার নিদর্শনপত্র (Securities) এবং মূল্যবান দ্রব্য দ্যূতক্রীড়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে বা ব্যবহার হইবার নিমিত্ত আছে, এরূপ সন্দেহ করিবার সমুচিত কারণ থাকিলে

(১) অর্থাৎ, বিনা পরিশ্রমে বা কঠিন পরিশ্রমের সহিত।

(২) এক্ষণে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট—১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩ ধারা দেখ।

১৮৬৭।
বঙ্গীয় ২ আইন
৬ ধারা।

এবং তৎসমুদয়দ্রব্য উক্ত স্থানে দেখিতে পাইলে তাহা স্বয়ং কাড়িয়া লইবেন, কিম্বা ঐ কর্ম্মচারীকে তাহা কাড়িয়া লইতে অনুমতি দিবেন;

এবং যে বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থলে প্রবেশ করেন, তথায় দ্যূতক্রীড়ার কোন উপকরণ গুপ্তভাবে রাখা হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি স্বয়ং ঐ গৃহাদির সকল স্থানে, এবং যে ব্যক্তি-দিগকে আসেধ করা যায় তাহাদের অঙ্গবস্ত্রে, ঐ উপকরণের তল্লাশ করিবেন কিম্বা ঐ কার্য্যকারককে উক্ত তল্লাশ করিতে অনুমতি দিবেন;

এবং তদ্রূপ অন্বেষণক্রমে দ্যূতক্রীড়ার যে সকল উপকরণ পাওয়া যায় তাহা কাড়িয়া লইবেন কিম্বা ঐ কার্য্যকারককে কাড়িয়া লইতে অনুমতি দিবেন।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা পুলীসের ডিষ্ট্রীক্ট্ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত না হইলে পুলীসের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর কোন নির্দ্দেশিত (Alleged) দ্যূতগৃহে প্রবেশ করিতে ও তল্লাশ করিতে পারে না। যেরূপ স্থলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াও প্রবেশ করা হয় এবং দ্যূতগৃহে দৃষ্ট লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেরূপ স্থলে উক্ত ধারালিখিত অপরাধের অন্য প্রমাণ না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ উক্ত ব্যক্তিদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার কোন প্রমাণ নাই, জানিবেন। উক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রমাণ এই আইনের ৬ ধারামতে প্রমাণ অভাবে বিশ্বাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে না, কারণ ৫ ধারার অনুমোদিত কার্য্যসম্বন্ধেই কেবলমাত্র উক্ত বিশ্বাস (Presumption) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র লার্কেন্ বং বিপিনদাস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা ৪র্থ ভলুমের ৭১০ পৃষ্ঠা। [মিত্র এবং ম্যাক্‌ডনেল্ বিচারকদ্বয়, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯।]

সন্দিগ্ধগৃহে তাসাদি পাওয়া গেলেই তাহা সাধারণ দ্যূতগৃহ হওয়ার প্রমাণের কথা।

৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ধারামতে কোন বাটী, তাম্বু, গৃহ, স্থান বা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থলে প্রবেশ করিয়া তল্লাশ করিলে যদি তন্মধ্যে কিম্বা সেই বাটী প্রভৃতিতে ধৃত ব্যক্তির অঙ্গবস্ত্রে কোন তাস, পাশা, শারীফলক (Gaming-table), ছক (Cloth), তক্তা (Boards) কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার কোন উপ-করণ পাওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট্, বা পুলীসের কার্য্যকারক, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রদত্ত ক্ষমতাযুক্ত কোন ব্যক্তি, প্রকৃত প্রস্তাবে তথায় দ্যূত-ক্রীড়া হইতে না দেখিলেও, অন্যরূপ প্রমাণ অভাবে সেই তাস পাশাদি উপ-করণের প্রাপ্তি, উক্ত বাটী প্রভৃতি সাধারণ দ্যূতগৃহস্বরূপ ব্যবহার হইবার ও তত্রস্থ ব্যক্তিদের দ্যূতক্রীড়ার জন্য তথায় উপস্থিত হইবার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

নজীর।—মাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের ডিষ্টীক্ট্ সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া যদি কোন পুলীসের কার্য্যকারক কোন নির্দ্দেশিত (Alleged) দ্যূতগৃহে প্রবেশ করে, তল্লাশ করে এবং সেইখানে তৎকালে যে সকল লোক উপস্থিত থাকে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে যদি ঐ বাটী দ্যূতগৃহ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উক্ত ধারামত প্রমাণ অভাবে ও বিশ্বাস করিবার যে বিধান হইতে পারে (Presumptions) তাহার সাহায্য না লইয়াই উক্ত ধৃত লোকদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন। নাজির খাঁ বং প্রহ্লাদ দত্ত, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা ৪র্থ ভলুমের ৬৫০ পৃষ্ঠা। [জ্যাক্‌সন্ এবং ম্যাক্‌ডনেল্ বিচারকদ্বয়; ২৮শে নবেম্বর, ১৮৭৮।]

৭ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা পুলীসের কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে কোন সাধারণ দ্যূতগৃহে প্রবেশ করিয়া যে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবেন, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যকারককর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা গেলে, ও সেই কার্য্যকারক বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহাকে আপন নাম ও ধাম জানাইতে আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ব্যক্তি তাহা না জানায় বা জানাইতে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, কিম্বা কোন মিথ্যা নাম বা ধাম জানায়, তবে উক্ত অথবা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ের প্রমাণ হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং খরচার যত টাকা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিবেন এবং; ঐ অর্থদণ্ড ও খরচার টাকা না দিলে, এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন, অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে, ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া, প্রথমেই এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

ধৃত ব্যক্তিরা মিথ্যা নাম ও ধাম জানাইলে তাহাদের দণ্ডের কথা।

৮ ধারা। যখন কোন ব্যক্তির তদ্রূপ কোন সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার বা ব্যবহার করিবার কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার জন্য তথায় উপস্থিত থাকার অপরাধ প্রমাণ হয়, তখন দ্যূতক্রীড়ার যে সকল উপকরণ তথায় পাওয়া যাইবে, ঐ অপরাধ নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা নষ্ট করিতে, এবং দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ ভিন্ন টাকার যে সকল বা যে কোন নিদর্শনপত্র বা অন্য দ্রব্য বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, সেই টাকা ও ঐ ঘরে বলপূর্ব্বক গৃহীত সকল টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা

দ্যূতগৃহ রাখিবার অপরাধ প্রমাণ হইলে, দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ নষ্ট করিবার কথা।

১৮৬৭।

বঙ্গীয়.২ আইন ৯—১১ ধারা।

দিতে পারিবেন। অথবা তিনি বিহিত বিবেচনা করিলে, ঐ টাকা যে যে ব্যক্তির প্রাপ্য বোধ হয় তাহাদিগকে ঐ টাকার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বাজী রাখিয়া খেলা করিবার প্রমাণ অনাবশ্যক হইবার কথা।

৯ ধারা। সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার কিম্বা সাধারণ দ্যূতগৃহের কার্য্যতত্ত্বাবধানে লিপ্ত হইবার অপরাধে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করণার্থ যে ব্যক্তিকে তথায় দ্যূতক্রীড়া করণে নিযুক্ত দেখা যাইবে, সে ব্যক্তি টাকা, পণ বা বাজী রাখিয়া খেলা করিতেছিল, ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

এই আইন কোন কোন ক্রীড়ার প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

১০ ধারা। বিলিয়ার্ড্ (Billiard), হুইষ্ট (Whist) প্রভৃতি কেবল নৈপুণ্যের পরিচায়ক যে ক্রীড়া (Game of mere skill) যে স্থানে হয়, তাহার প্রতি এই আইনের পূর্ব্বলিখিত কোন বিধান বর্ত্তিবে না।

রাজপথে দ্যূতক্রীড়ার ও পশুপক্ষীকে লড়াই করাইবার কথা ও দ্যূতক্রীড়ার যে উপকরণ রাজপথে পাওয়া যায় তাহা নষ্ট করিবার কথা।

১১ ধারা। কেবল নৈপুণ্যের পরিচায়ক ক্রীড়াভিন্ন কোন দ্যূতক্রীড়াতে যে তাস, পাশা, ঘুটী বা অন্য উপকরণের ব্যবহার হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি টাকার কি অন্য মূল্যবান্ দ্রব্যের নিমিত্ত তাহা লইয়া পূর্ব্বোক্ত সীমার অন্তর্গত কোন হাটে, বাজারে, রাজপথে, স্থানে বা অপ্রতিরোধ পথে (Thoroughfare) খেলা করিলে অথবা কোন ব্যক্তি সেই সীমার অন্তর্গত কোন হাটে, বাজারে, রাজপথে, স্থানে বা অপ্রতিরোধ পথে কোন পক্ষী বা পশুদিগকে লড়াই করিতে উত্তেজিত করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া পশুপক্ষীদের প্রকাশ্যরূপে লড়াইয়ের সহকারিতা ও সাহায্য করিলে পুলীসের কার্য্যকারক পরওয়ানা ভিন্ন তাহাকে ধরিতে পারিবেন ;

ধরিলে, উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে ও তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা বিনাপরিশ্রমে বা কঠিন পরিশ্রমসহিত ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামত একমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। এবং উক্ত পুলীসের কর্ম্মকারক সেই প্রকাশ্য স্থানে, কিম্বা যাহাকে ধৃত করিয়াছেন তাহার অঙ্গবস্ত্রে যে সকল পক্ষী, পশু ও দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ পাইবেন, তাহাও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

এবং অপরাধীর দোষ প্রমাণ হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ ঐ সকল দ্রব্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিবার ও পশুপক্ষী সকল বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অপরাধ যাঁহার বিচার্য্য, তাঁহার কথা।

১২ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন এলাকামধ্যে এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় যে সকল অপরাধ করা হইবে, তৎসমুদয় তাঁহারই বিচার্য্য। কিন্তু সেই মাজিষ্ট্রেট্ আপনার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনক্রমে যত টাকা অর্থদণ্ডের বা যতকাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, তাহার অধিক কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

পুনশ্চ অপরাধ করিলে দণ্ডের কথা।

১৩ ধারা। এই আইনমতে দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইবার পর, যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় তদ্রূপ অপরাধ করে, তবে প্রত্যেক পশ্চাৎকৃত অপরাধের জন্য [পুনশ্চ না করিলে উক্ত অপরাধের যে দণ্ডবিধান হইত], সেই দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে;

কিন্তু কোন স্থলেই ছয় শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড কিম্বা এক বৎসরের অধিক কারাদণ্ড বিধান করা হইবে না।

অর্থদণ্ড আদায় ও প্রয়োগ করিবার কথা।

১৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ ধারায়, এবং ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৮৬, ৩৮৭ ও ৩৮৯ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে যে বিধান আছে, এই আইনমতে কলিকাতা নগর ভিন্ন কোন নগরে বা স্থানে যে অর্থদণ্ডের ও দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহার প্রতিও সেই সেই বিধান বর্ত্তিবে; এবং পূর্ব্বোক্ত ১৩ ধারার বিধান প্রবল রাখিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে যেরূপ আজ্ঞা করেন, ঐ টাকা লইয়া সেইরূপ কার্য্য হইবে।

এবং কলিকাতা নগরের পুলীসের কোন মাজিষ্ট্রেট্ (১) এই আইনমতে যে সকল অর্থদণ্ডের ও দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তাহার প্রতি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের, এবং কলিকাতা নগরের পুলীসের বিধানকরণার্থ অন্য যে আইন যে সময়ে প্রবল থাকে তাহারও, বিধান বর্ত্তিবে।

১৫ ধারা। এই আইনদ্বারা যে ক্রিয়া দণ্ডনীয় হয়, তাহা ভারতবর্ষীয়

(১) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্। ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩ ধারা দেখ

এই আইনমতে অপরাধ শব্দের অর্থ।

দণ্ডবিধি আইনের অর্থমত "অপরাধ" বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

আইনের কোন্ কোন্ ধারা বিস্তৃত না হইয়া বর্ত্তিবার কথা।

১৬ ধারা। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ২ আইনমতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কলিকাতা নগরের ও সহরতলীর যে সীমা সময়ে সময়ে নিরূপণ করেন, এই আইন প্রচলিত হইলে ইহার ৭ ও ১১ ধারার বিধান সেই সীমাবদ্ধ কলিকাতা নগরে ও সহরতলীতে বর্ত্তিবে; এবং এই আইন প্রচলিত হইলে ইহার ১৩ ধারার বিধান উক্ত সমুদয় দেশে বর্ত্তিবে।

বঙ্গীয় ১৮৬৬ সালের ২ ও ৪ আইনের কয়েক ধারা অবিলম্বে ও ভাবিকার্য্যপক্ষে রহিত হইবার কথা।

১৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ২ আইনের ৩২ ধারা, এবং ঐ কর্ত্তৃপক্ষের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের ৫২ ধারা, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি রহিত করা যাইবে ও রহিত থাকিবে; এবং এই আইন কলিকাতার সহরতলীতে প্রচলিত হইলে, উক্ত ১৮৬৬ সালের ২ আইনের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ ধারা তৎকালাবধি রহিত হইবে ও রহিত থাকিবে।

১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের

উপক্রমণিকা।

*_** বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করা, নিকটে রাখা, চালান ও বিক্রয় করা সম্বন্ধে বিধান করণ এই আইনের উদ্দেশ্য। "লবণ" শব্দে আহারীয় বস্তুর সহিত ব্যবহৃত লবণাক্ত বা লবণজাত দ্রব্য এবং "প্রস্তুত করণ" শব্দে লবণ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা বুঝায় (৩ ধারা)।

লাইসেন্স বিনা লবণ প্রস্তুতকরণ আইন-নিষিদ্ধ সুতরাং দণ্ডনীয় (৪ ও ৫ ধারা); এবং উক্তরূপে প্রস্তুত লবণ ও প্রস্তুতকরণের মালমসলা ও যন্ত্রাদি বলপূর্ব্বক লইয়া বাজেয়াপ্ত করা হইবে (৬ ধারা)। লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলে লবণপ্রস্তুতকারী বোর্ডের মনোনীত একটী সুরক্ষিত গুদাম নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত সমুদয় লবণ প্রথমে তথায় সংগ্রহ করিয়া রাখিবে (১০ ধারা)। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উক্তরূপ লাইসেন্স দিবার ভার রেভিনিউ বোর্ডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে (৭ ধারা)।

"খালাড়ি" শব্দে লবণ প্রস্তুত করিবার স্থান বুঝায় (৩ ধারা)। এই আইন-মতে লাইসেন্সযুক্ত নহে এরূপ কোন খালাড়ি কোন স্থানে থাকিলে তথাকার জমিদার, প্রজা, অধীনস্থ প্রজা, কৃষক বা গবর্ণমেণ্টের কোন গোমস্তা বা নায়েব সেই বিষয় অবগত হইবার পর দশ দিবসের মধ্যে পুলীসে সংবাদ দিবে ও সংবাদ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী বা বিলম্ব করিলে দণ্ডনীয় হইবে (৮ ধারা)। পুলীসের কার্য্যকারক যে কোন খালাড়িতে বা লবণপূর্ণ গুদামে সকল সময়ে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারে (২৩ ধারা)। এই আইনের বিধিবিরুদ্ধে কোন স্থানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে সংবাদ পাইলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিবেচনা করিয়া পুলীসের কার্য্যকারককে তল্লাশী পরওয়ানা দিবেন (২৭ ধারা); এবং সেই স্থান তল্লাশ করিয়া যে লবণ, লবণ প্রস্তুতকরণের মালমসলা ও যন্ত্রাদি পাওয়া যাইবে তাহা বলপূর্ব্বক লইয়া (২৮ ধারা) মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন উপক্রমণিকা।

বাজেয়াপ্ত হইবে (২৯ ধারা); এবং উক্ত প্রস্তুতকরণে যাহাদিগের সংস্রব থাকে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া (২৮ ধারা) অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে (২৬ ধারা)।

"রওয়ানা" শব্দে লবণ নিকটে রাখিবার ও চালান করিবার লিখিত বা মুদ্রিত অনুমতিপত্র বুঝায় (৩ ধারা)। নির্দ্দিষ্ট মাসুল না দিলে কোন রওয়ানা প্রদত্ত হইবে না (১৪ ধারা)। রওয়ানায় লিখিত না থাকিলেও সচরাচর পাঁচ সের পর্য্যন্ত লবণ নিকটে রাখিতে বা চালান করিতে পারা যায় (১৫ ধারা)। রওয়ানায় নির্দ্দিষ্ট না হইলেও যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ সেরের অধিক পরিমাণ লবণ নিকটে রাখে বা চালান করে, তবে তাহা অনুমতি বিরুদ্ধ (Contraband) লবণ বলিয়া গণ্য হইবে ও বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইবে (১৬ ধারা)। রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক পরিমাণ লবণ নিকটে রাখিলে, চালান করিলে বা চালানের উদ্যোগ করিলে (১৭ ধারা), এবং যে পথ দিয়া বা যে স্থানে লবণ লইয়া যাইবার কথা রওয়ানায় উল্লেখ থাকে, তদ্ভিন্ন পথে বা স্থানে লবণ লইয়া গেলে,তাহাও অনুমতি-বিরুদ্ধ লবণ বলিয়া গণ্য হইবে (১৮ ধারা)। অনুমতি-বিরুদ্ধ লবণ মাত্রেই বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহা লইয়া যাইবার জন্য যে জন্তু বা যানের ব্যবহার হয়, বা তাহা যে পাত্র, বস্তা বা আবরণে থাকে, তৎসমুদয়ও বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং যে সকল ব্যক্তি তাহা লইয়া যায় বা যাহাদের নিকটে থাকে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে (১৬, ১৭ও ২৪ ধারা)। যে লবণ রওয়ানায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা কোন স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলে মাজিষ্ট্রেট্ তল্লাশী পরওয়ানা জারী করিবেন (২৭ ধারা) ও তন্নিমিত্ত আবশ্যক হইলে পুলীসের কার্য্যকারক বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ঐ লবণ লইয়া আসিবে ও যাহারা লুক্কায়িত করিয়াছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে (২৮ ধারা)। রওয়ানানির্দ্দিষ্ট সমুদয় লবণ বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিলে রওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিতে হইবে, না দিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে (২১ ধারা)।

পুলীসের কার্য্যকারক তল্লাশের ভাণ করিয়া কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি বিরক্তিজনকরূপে অনর্থক লইয়া আসিলে বা অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রকাশ করিলে দণ্ডনীয় হইবে (৩৩ ধারা)। বাজেয়াপ্ত সমুদয় লবণ বা অপর দ্রব্যাদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি হইবে (৩২ ধারা)।

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন উপক্রমণিকা।

এই আইনে বিহিত অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে কারাদণ্ড হইবে (৩৬ধারা)। বোর্ডের আদেশানুসারে অর্থদণ্ড লইয়া পুলীসের কার্য্যকারক বা গোয়েন্দা-দিগকে পুরস্কার স্বরূপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে (৪০ ধারা)। অপরাধ করিবার ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগ করিতে হইবে (৩৭ ধারা)। কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উপস্থিত করিবার একমাস পূর্ব্বে তাহাকে লিখিত নোটীস্ দিয়া উক্ত বিষয় জানাইতে হইবে এবং অভি-যোগের কারণ উদ্ভবের পর তিন মাস অতীত হইয়া গেলে সেই সম্বন্ধে আর কোন নালীস চলিবে না (৪১ ধারা)। শান্তিরক্ষার্থ বিচারকের সম্মুখে এই আইন লঙ্ঘনের জন্য কোন বিচার কার্য্য চলিবার সময় কোন ব্যক্তি হাই-কোর্ট হইতে কাগজপত্রাদির তলব পরওয়ানা (Writ of Certiorari) প্রাপ্ত হইবে না এবং আইনবিষয়ক ভ্রম স্পষ্টতঃ না থাকিলে কোন নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ হইবে না (৩৯ ধারা)।

১৮৬৪।
বঙ্গীয় ৭ আইন
১ ধারা

ACT VII. (B. C.) OF 1864.

THE SALT ACT.

লবণবিষয়ক

১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন। (১)

[শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৯শে মার্চ্চ তারিখে এবং শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ২৮শে মে তারিখে এই আইনে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন সকল প্রদেশে লবণ প্রস্তুতকরণ, নিকটে রাখা, চালান ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিধান-সমহ সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন। (২)

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশ সকলে লবণ প্রস্তুতকরণ, নিকটে রাখা, চালান ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিধানসমহ সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইন" বলিয়া খ্যাত হইতে পারিবে।

(১) এই আইন ১৮৮৬ সালের ৩য় রেগুলেশনের ২ ধারাদ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ৩য় রেগুলেশনের ২ ধারাক্রমে সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত হইয়াছে। এবং ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড্ ডিষ্ট্রিক্টস্ আইনের ৩ ধারাক্রমে জেলা হাজারিবাগ্, লোহারডাগা, মানভূম, এবং ডালভূম পরগণা ও কোল্হান্ প্রদেশে এবং জেলা শ্রীহট্ট, কামরূপ, নওগং, ডারাং, শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর, গোয়ালপাড়া (পূর্ব্ব দুয়ার্স্ ব্যতীত), এবং কাছাড় (উত্তর কাছাড় পার্ব্বতীয় দেশ ব্যতীত) নামক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

(২) ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে। সংশোধক আইন পরে সন্নিবিষ্ট হইল।

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন। ২—৩ ধারা।

২ ধারা। [১৮৭৩ সালের ১২ আইনানুসারে রহিত হইয়াছে।]

৩ ধারা। এই ধারায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে যে অর্থ লিখিত হইল, অর্থ করণের ধারা। এই আইনের কোন স্থলে পূর্ব্বাপর কথার সহিত অর্থান্তরের ভাব ব্যক্ত না থাকিলে, ঐ শব্দগুলি সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে :—

"লবণ" শব্দে আহারীয় বস্তুর সহিত ব্যবহৃত বা ব্যবহার করণার্থ অভিলষিত প্রত্যেক লবণাক্ত এবং লবণ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যকে বুঝাইবে ;

"প্রস্তুতকরণ" শব্দে লবণ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করা বুঝাইবে ;

"খালাড়ি" (Salt-work) শব্দে লবণ প্রস্তুতকরণে বা প্রস্তুতকরণাভিপ্রায়ে যে স্থান ব্যবহৃত হয়, তাহা বুঝাইবে ;

"রেভিনিউ বোর্ড্" শব্দে বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম্ প্রেসিডেন্সীর বঙ্গপ্রভৃতি দেশের রেভিনিউ বোর্ড্ বুঝাইবে ;

"মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণক্ষমতানুসারে কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রকে বুঝাইবে ; (১)

"পুলীস কার্য্যকারক" শব্দে গ্রাম্য পুলীসের কার্য্যকারককেও বুঝাইবে ;

"সের" শব্দে ৮০ তোলার ওজন বুঝিতে হইবে ;

"মণ" শব্দে ৪০ সেরের ওজন বুঝাইবে ;

কোন ব্যক্তির ভৃত্য বা নিযুক্ত কার্য্যকারকের (Agent) নিকট সেই ব্যক্তির নিমিত্ত লবণ থাকিলে, তাহা এই আইনের মর্ম্মানুসারে উক্ত ব্যক্তিরই নিকটে আছে, বুঝিতে হইবে।

যে ক্রিয়া করিলে এই আইনমতে অথবা এই আইনানুসারে প্রণেতব্য নিয়মমতে দণ্ডবিধান হইতে পারে, অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেই ক্রিয়া করাইলে বা কৌশলে সম্পাদন করিলে সেইরূপ দণ্ডবিধান হইবে ;

"রওয়ানা" শব্দে লবণ নিকটে রাখিবার বা চালান করিবার জন্য এই আইনের বিধানানুসারে রীতিমত লিখিত বা মুদ্রিত অনুমতিপত্র (Written or printed permission) বুঝাইবে ;

নজীর।—রওয়ানাতে মাশুলের গোলযোগ নিবারণার্থ কার্য্যকারকের (Preventive Officers of Customs) লিখন (Endorsement) সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও

(১) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্। ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ

১৮৬৪।
বঙ্গীয় ৭ আইন
৪—৭ ধারা

স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এই কথার প্রামাণ্যরূপে লিখন না থাকিলেও, রওয়ানার যে সংজ্ঞা এই আইনে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ নহে। কিশোরীমোহন পরামাণিকদিগর, দরখাস্তকারিগণ; উইক্‌লি রিপোর্টস্ ২৩শ ভলুমের ৬ পৃষ্ঠা; [মাক্‌বি ও ম্যাক্‌ডনেল্, বিচারকদ্বয়; ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪।]

একবচনান্ত শব্দের মধ্যে বহুবচনান্ত শব্দ এবং বহুবচনান্ত শব্দের মধ্যে একবচনান্ত শব্দ গণ্য;

পুরুষবাচক শব্দের মধ্যে স্ত্রীবাচক শব্দও গণ্য।

লাইসেন্স বিনা লবণ প্রস্তুতকরণ নিষিদ্ধ হইবার কথা।

৪ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিধানমতে রীতিমত লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইলে, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশের মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করিলে দণ্ডের কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে রীতিমত লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া যদি লবণ প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে তাহার ৫০০৲ পাচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, অথবা ছয় মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত বিনা পরিশ্রমে কারাবাস, বা উভয়বিধ দণ্ড বিধান হইবে।

উক্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণ প্রস্তুতকরণার্থ প্রত্যেক খালাড়ির (Salt-work) ব্যবহার এই ধারার মর্ম্মানুসারে স্বতন্ত্র অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐরূপ প্রস্তুতকরণের জন্য যে অগ্নি (Fire), চুল্লী (Fire-place), বা কোন প্রকারে লবণ সংগ্রহার্থ স্থান ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে রক্ষিত হয়, তাহা প্রত্যেকে পৃথক্ খালাড়ি বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারার প্রথমভাগে লিখিত অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডাজ্ঞা হইবার পর সেই অপরাধ করিতে থাকিলে, তাহা পূর্ব্ব অপরাধের ন্যায় গণ্য ও দণ্ডনীয় হইবে।

লবণ এবং তাহা প্রস্তুত করণের মালমসলা বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

৬ ধারা। লাইসেন্স বিনা লবণ প্রস্তুতকরণে যে সকল মালমসলা (Materials) ও যন্ত্রাদি (Implements) ব্যবহৃত হয়, বা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় থাকে, তৎসমুদয় এবং উক্তরূপে প্রস্তুত সমস্ত লবণ বাজেয়াপ্ত হইবে।

৭ ধারা। রেভিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা যে ব্যক্তিদিগকে উক্ত প্রদেশের

কতকগুলি নিয়মে রেভিনিউ বোর্ডের লাইসেন্স দিবার কথা।

যে যে স্থানে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে সেই সেই স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স দিবেন।

কিন্তু উক্ত বোর্ড নিম্নলিখিত মাসুল নিশ্চিতরূপে আদায় করিবার যে সকল নিয়ম (Terms) ও বিধান (Conditions) করিবেন, তদনুসারে কার্য্য না করিলে কোন ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স পাইবে না।

কোন ভূমিতে লাইসেন্স বিনা খালাড়ি থাকিলে, ভূস্বামী ও অপরলোকের পুলীসে জানাইবার কথা।

৮ ধারা। যে ভূমিতে এই আইনমতে অপ্রাপ্ত-লাইসেন্স কোন খালাড়ি থাকে, সেই ভূমির স্বামী, প্রজা, অধীনস্থ প্রজা (Undertenant) ও কৃষক [যাহার অধিকারে বা দখলে উক্ত জমি থাকে] এবং গবর্ণমেণ্ট, কোর্ট্ অব ওয়ার্ডস্ বা ভূস্বামী কর্তৃক নিযুক্ত কোন নায়েব, গোমস্তা, তহসীলদার বা অন্য এজেণ্ট, সেই খালাড়ির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইবার দশ দিনের মধ্যে কোন পুলীস কর্ম্মচারীকে উক্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবেন।

যে ব্যক্তি এই ধারামতে সংবাদ দিতে বাধ্য, সে সংবাদ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী বা বিলম্ব করিলে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য প্রত্যেক খালাড়ি সম্বন্ধে তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

৯ ধারা। [১৮৮২ সালের ১২ আইনানুসারে রহিত হইয়াছে।]

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারীর উপযুক্ত গুদাম প্রস্তুত করিবার কথা।

১০ ধারা। প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত লবণ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতকরণের পূর্ব্বে প্রস্তুত লবণ নিরাপদে জমা করিয়া রাখিবার (Depositing) নিমিত্ত রেভিনিউ বোর্ডের অনুমোদিত (Approved) একটী উপযুক্ত এবং সুরক্ষিত (Secure) গুদাম (Warehouse) নির্ম্মাণ করিবেন এবং তিনি যত লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন, প্রথমেই তাহা উক্ত গুদামে রাখিতে হইবে।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিধান প্রস্তুত ও দণ্ড নির্দ্দেশ করিবার কথা।

১১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে লবণ প্রস্তুত ও চালান করিবার, জমা করিয়া রাখিবার এবং লবণের মাসুল নিশ্চিতরূপে আদায় করিবার নিয়ম বিধান করিলে, কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইবে এবং তিনি উক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের (Infringement) দণ্ড সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

১৮৬৪।

বঙ্গীয় ৭ আইন
১২—১৬ ধারা।

কিন্তু উক্ত কোন নিয়ম এই আইনের অথবা প্রচলিত কোন আইনের কোন বিধানের বিরুদ্ধ হইবে না এবং কোন অর্থ-দণ্ড ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে না।

বিশেষ বিধি।

১২ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রে (Notification) যে সীমা নিরূপণ করিয়া দিবেন, সেই সীমার মধ্যে সকল প্রকার লবণ নিকটে রাখা ও চালান করা (Transport) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধানমতে কার্য্য চলিবে।

লবণ নিকটে রাখা ও চালান করার বিধানের কথা।

১৩ ধারা। উক্তরূপে নিরূপিত সীমার মধ্যে যে সকল লবণ নিকটে রাখিবার বা চালান করিবার জন্ত রওয়ানা দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে সকল বিধি প্রণয়ন করেন, তদনুসারে উক্তবিধিনির্দ্দিষ্ট ফী লইয়া রেভিনিউ বোর্ড্ সেই লবণের রওয়ানা দিবেন।

কোন্ ব্যক্তিদ্বারা কিরূপে রওয়ানা প্রদত্ত হইবে, তাহার কথা।

১৪ ধারা। রওয়ানাতে লবণের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সেই পরিমাণের উপর সম্পূর্ণ মাস্থল না দিলে উক্ত রওয়ানা প্রদত্ত হইবে না।

মাস্থল না দিলে রওয়ানা না দিবার কথা।

১৫ ধারা। এই আইনের ১৩ ধারাক্রমে প্রদত্ত রওয়ানাতে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কোন ব্যক্তি পাচ সেরের অধিক লবণ নিকটে রাখিতে বা চালান করিতে পারিবে না।

লবণ নিকটে রাখা ও চালান করার পরিমাণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু ১৮৭৮ সালের সামুদ্রিক কষ্টমবিষয়ক আইনানুসারে সমুদ্রযোগে আনীত হইয়া যে লবণ গুদামে রক্ষিত হয় অথবা এই আইনের ১০ ধারামতে অনুমোদিত গুদামে যে লবণ প্রস্তুতকারীকর্ত্তৃক জমা করিয়া রাখা হয়, সে লবণ সম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

বিশেষ বিধি।

১৬ ধারা। রওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে পাচ সেরের অধিক লবণ পাওয়া যায়, তবে তাহা অনুমতিবিরুদ্ধ (Contra-band) লবণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুমতি-বিরুদ্ধ লবণ বলিয়া বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইবে।

রওয়ানা বিনা লবণ নিকটে রাখিলে বা চালান করিলে দণ্ডের কথা।

উক্ত লবণ যে আধারে (Vessels), বস্তায় (Packages), ও আচ্ছাদনে

১৬ ধারা।

পাওয়া যাইবে এবং তাহা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জন্তু বা যান ব্যবহৃত হইবে, তৎসমুদয় বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইবে।

কোন ব্যক্তি অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ নিকটে রাখিলে, চালান করিলে বা চালান করিবার উদ্যোগ করিলে বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত উক্ত লবণের প্রত্যেক মণের জন্য তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

যে সকল ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া দশ সেরের অধিক পরিমাণ উক্ত লবণ চালান করিতে বা চালানকরণের উদ্যোগ করিতে ধরা পড়ে, তাহাদের সকলের উক্তরূপ দণ্ড এবং প্রত্যেক অপরাধীর পূর্ণ অর্থদণ্ড হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সকল স্থলেই এক মণের ন্যূন বা অধিক লবণ বলপূর্ব্বক গৃহীত হইলে মণ প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকার হিসাবে অর্থদণ্ড হইবে।

নজীর।—১২ ধারায় নিরূপিত সীমার মধ্যে ১৩ ও ১৫ ধারানুসারে রওয়ানারক্ষিত না হইয়া কোন ব্যক্তির নিকট পাঁচ সেরের অধিক পরিমাণ লবণ থাকিলে তাহা ১৬ ধারামতে অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ বলিয়া গণ্য হইবে। কোন নিষিদ্ধ জেলায়, রওয়ানারক্ষিত নহে এরূপ লবণ বিক্রয় করিবার চেষ্টা বা অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া, ২৯ ধারামতে উক্ত লবণ বাজেয়াপ্ত করিবার যে ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট, আবেদনকারী বঃ আকাতুল্লাদিগর; উইক্‌লি রিপোর্টস্ ১৫ ভলুমের ২১ পৃষ্ঠা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্ ৬ষ্ঠ ভলুমের ৩৮১ পৃষ্ঠা; [জ্যাক্‌সন্ এবং মুখার্জ্জি বিচারপতিদ্বয়; ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১।]

রওয়ানায় নির্দ্দিষ্ট নাই এরূপ লবণ নিকটে রাখিয়াছিল বলিয়া "ক" ১৬ ধারা ক্রমে দোষী সাব্যস্ত হয়; এবং "ক"কে উক্ত লবণ বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া "খ" ২১ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয়। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে ১৬ ধারামতে "ক"কে দোষী সাব্যস্তকরণ আইনমতে অসিদ্ধ; কারণ "ক"র নিকট যে লবণ ছিল তাহা "খ" যে লবণের রওয়ানা লইয়াছিল, তাহারই অংশমাত্র। কিন্তু "খ" "ক"কে যে অংশ বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা রওয়ানার পৃষ্ঠে প্রামাণ্যরূপে লিখিয়া দিতে ক্রটী করাতে ২১ ধারামতে "খ"র দোষ সাব্যস্তকরণ সুসিদ্ধ হইয়াছে। ভাগবত দে এবং হরিকৃষ্ণ নন্দী, আবেদনকারিদ্বয়; উইক্‌লি রিপোর্টস্ ১৮ ভলুমের ৬৪ পৃষ্ঠা; [কেম্প্ এবং পণ্টিফেক্স্ বিচারকদ্বয়; ১৮ই নভেম্বর, ১৮৭২।]

অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ নিকটে রাখা অপরাধে উক্ত লবণের মালিকের দণ্ডবিধান হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার গোমস্তা কিম্বা ভৃত্যের দণ্ড বিধান হইতে পারে না; কারণ গোমস্তা বা ভৃত্যের নিকট লবণ থাকিলেই তাহা মালিকের নিকটে আছে বুঝায় (৩ ধারা দেখ)। গঙ্গাধর সাহুদিগর, আবেদনকারিগণ; উইক্‌লি রিপোর্টস্ ২২শ ভলুমের ৯ পৃষ্ঠা; [কেম্প্ এবং গ্রোভর বিচারপতিদ্বয়; ৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৪।]

রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লবণ কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে তাহার গোলায় চালান

১৮৬৪ । বঙ্গীয় ৭ আইন ১৭—১৮ ধারা।

করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, (কলিকাতা হইতে ঐ গোলায় যাইতে হইলে কতক স্থলপথে ও কতক জলপথে গমন করিতে হয়) অথবা তাহার গোলায় উক্ত লবণের কিয়দংশ লইয়া গিয়াছিল ও রওয়ানা তথায় রাখিয়া আসিয়াছিল, এবং অবশিষ্টাংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থলপথে লইয়া যাইতেছিল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে ঐ ব্যক্তি ১৬ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে না। কুইন্ বঃ চণ্ডীচরণ দাস; উইক্লি রিপোর্টস্ ২২শ ভলুমের ৭১ পৃষ্ঠা; [ফিয়ার এবং মরিস্ বিচারকদ্বয় ২২শে অগষ্ট, ১৮৭৪।]

অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ নিকটে রাখা অপরাধে ১৬ ধারামতে দোষ সাব্যস্ত হইলে দায়রার জজ তাহা অসিদ্ধ বলিয়া রহিত করিবার জন্য সুপারিস করিলেন, কারণ উক্ত লবণ ধৃত হইবার পূর্ব্বেই নিরূপিত স্থানে পৌছিয়াছিল এবং পথে ধৃত হয় নাই বলিয়া ১৮ ধারার বিধান প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। হাইকোর্ট তদনুসারে অপরাধনির্ণয় রহিত করিয়া দিলেন। কুইন্ বঃ চন্দ্রমোহন ভুইয়া, উইক্লি রিপোর্টস্ ২২শ ভলুমের ৮২ পৃষ্ঠা; [প্রধান বিচারপতি কাউচ্ ও বিচারক এন্স্লি; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪।]

যে স্থলে লবণ রওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট থাকে না, সেই স্থলেই কেবল অর্থদণ্ড বিধানের ক্ষমতা ১৬ ধারাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। কিশোরীমোহন পরামাণিকদিগর, আবেদনকারিগণ, উইক্লি রিপোর্টস্ ২৩শ ভলুমের ৬ পৃষ্ঠা; [মার্ক্বি এবং ম্যাক্ডনেল্ বিচারকদ্বয়; ৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৪।]

১৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সীমার মধ্যে রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লবণ নিকটে রাখে, চালান করে বা চালান করিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই অধিকাংশ, রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পরিমাণের শতকরা আড়াই অংশের অতিরিক্ত হইলে, রওয়ানানির্দ্দিষ্ট সমস্ত লবণ সমেত অনুমতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইবে।

রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লবণ চালান করিলে দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তি ঐ লবণ নিকটে রাখিলে, চালান করিলে বা চালান করিবার উদ্যোগ করিলে উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত লবণের প্রত্যেক মণের প্রতি তাহার ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইবে।

১৮ ধারা। রওয়ানানির্দ্দিষ্ট পথ বা স্থান ভিন্ন অন্য পথে বা অন্যস্থানে লবণ লইয়া গেলে উক্ত লবণ বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইবে।

অনুমতিপ্রাপ্ত পথ ভিন্ন অন্য পথে লবণ লইয়া গেলে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

কোন ব্যক্তি উক্ত লবণ নিকটে রাখিলে, চালান করিলে বা চালান করিবার উদ্যোগ করিলে এই আইনের ১৬ ধারাক্রমে দণ্ডনীয় হইবে।

নজীর।—১৬ ধারা নিবিষ্ট পঞ্চম নজীর দেখ।

রওয়ানানিরূপিত পথ ও স্থান ভিন্ন অন্য পথে ও স্থানে লবণ লইয়া গেলে উক্ত লবণ ১৮ ধারামতে একেবারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। উক্ত লবণ মুক্ত করিবার ক্ষমতা ৩৯ ধারাক্রমে রেভিনিউ বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হয় নাই। কুইন্ বঃ বৈদ্যনাথ ও অপর ব্যক্তিগণ, উইক্‌লি রিপোর্টস্, ৭ম ভলুমের ৪৮ পৃষ্ঠা; [কেম্প্ এবং সিটন্‌কার বিচারপতিদ্বয়; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৬৭।]

অনুমতিবিরুদ্ধ লবণের মালিক, এবং উক্ত লবণ চালান দিয়াছিল বলিয়া তাহার এজেন্ট উভয়েই ১৮ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়। হাইকোর্ট্ উক্ত দোষসাব্যস্তকরণ বজায় রাখিলেন; কিন্তু যে নৌকায় বলপূর্ব্বক গৃহীত উক্ত লবণ চালান করা হইয়াছিল, সেই নৌকার মাজিদিগের প্রতি কোন দণ্ডবিধানের আদেশ মাজিষ্ট্রেটের উপর দিলেন না, কারণ মাজিষ্ট্রেট্ পূর্ব্বেই ঐ নৌকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। কুইন্ বঃ মদনমোহন পালচৌধুরীদিগর; উইক্‌লি রিপোর্টস্ ২৩শ ভলুমের ৭ পৃষ্ঠা; [জ্যাক্‌সন্ এবং ম্যাক্‌ডনেল বিচারপতিদ্বয়; ৮ই ডিসেম্বর ১৮৭৪।]

একবার সীমাবহির্ভূত স্থানে লবণ চালান করা হইলে বিশেষ রওয়ানা ব্যতীত তাহা সীমার মধ্যে আনিতে না পারিবার কথা।

১৯ ধারা। একবার যে লবণ পূর্ব্বোক্ত সীমার বাহিরে চালান করা হইয়াছে, রেভিনিউ বোর্ডের আদেশক্রমে তৎসম্বন্ধে বিশেষ (Special) রওয়ানা প্রদত্ত না হইলে তাহা সেই সীমার মধ্যে পুনরায় আনীত হইবে না।

তদ্রূপ বিশেষ রওয়ানা বিনা যে লবণ উক্ত সীমার মধ্যে পুনরানীত হইবে, তাহা বলপূর্ব্বক গৃহীত ও বাজেয়াপ্ত হইবে এবং যে সকল লোকের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে, তাহারা অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ নিকটে রাখা হেতু এই আইনের ১৬ ধারাক্রমে দণ্ডনীয় হইবে।

উক্ত রওয়ানা দিবার বা না দিবার ক্ষমতা বোর্ডের সাহেবদের হস্তে রহিল।

সীমার মধ্যে লবণ বিক্রয় করিলে বা হারাইলে রওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবার কথা।

২০ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকটে কোন রওয়ানানির্দ্দিষ্ট লবণ থাকিলে, ও উক্ত সীমার মধ্যে সেই লবণের কোন অংশ বিক্রয় করিলে, হারাইলে বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তরিত করিলে সেই বিক্রীত, হারান বা হস্তান্তরিত লবণের পরিমাণ উক্ত রওয়ানার পৃষ্ঠে প্রামাণ্যরূপে লিখিয়া (Certify) দিতে হইবে।

বিক্রয় বা হারান সম্বন্ধে লিখিয়া না দিলে দণ্ডের কথা।

২১ ধারা। কোন ব্যক্তি উক্ত সীমার মধ্যে লবণ বিক্রয় করিয়া, হারাইয়া বা হস্তান্তরিত করিয়া পূর্ব্বধারালিখিত প্রণালীতে সেই কথা প্রামাণ্যরূপে লিখিতে (Certify) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন ২২—২৬ ধারা।

(Wilfully) বা শৈথিল্যভাবে (Negligently) ক্রটী করিলে, তাহার উক্ত বিক্রীত, হারান বা হস্তান্তরিত লবণের প্রত্যেক মণের উপর ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে; এবং যে পরিমাণ লবণ বিক্রয় করিয়াছে, হারাইয়াছে বা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার দ্বিগুণের অনধিক যত লবণ সেই ব্যক্তির নিকটে থাকে, তাহা পুলীসথানার কর্ম্মভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক উক্ত অর্থদণ্ডের জামিন (Security) স্বরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নজীর।—১৬ ধারা নিবিষ্ট দ্বিতীয় নজীর দেখ।

সীমার মধ্যে সমুদয় লবণ বিক্রয় হইলে তাহা বা তাহার অংশ সীমার বাহিরে লইয়া গেলে রওয়ানা সমর্পণ করিবার কথা।

২২ ধারা। রওয়ানানির্দ্দিষ্ট সমস্ত লবণ উক্ত সীমার মধ্যে হস্তান্তরিত হইলে শেষ বস্তা যে পুলীসথানার সীমার মধ্যে হস্তান্তরিত হয়, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে উক্ত রওয়ানা দিতে হইবে।

ঐ রওয়ানানির্দ্দিষ্ট লবণের কোন অংশ যদি উক্ত সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে হয়, তবে সেই সীমা অতিক্রম করিতে হইলে শেষ যে পুলীসথানার এলাকা দিয়া যাইতে হয়, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে উক্ত রওয়ানা সমর্পণ করিতে হইবে।

পুলীস কার্য্যকারকের খালাড়ী অন্বেষণ করিতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা। কোন খালাড়িতে, বা যে গুদামে অথবা বাটীতে লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় তথায়, কোন পুলীসের কার্য্যকারক, দিবাভাগে বা রাত্রিতে, যে কোন সময়ে প্রবেশ ও অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

বাজেয়াপ্তযোগ্য লবণ লইয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তি অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ লইয়া যাইতেছে কিম্বা নিকটে রাখিয়াছে, তাহাকে পুলীস কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করিতে পারিবে এবং উক্ত লবণের আধার, বস্তা ও আচ্ছাদন, ও উক্ত লবণবাহক জন্তু এবং যানাদি বলপূর্ব্বক লইতে পারিবে।

পুলীসথানার কার্য্যকারক লবণ ওজন করাইবার কথা।

২৫ ধারা। উক্ত লবণ যে পুলীসথানার সীমার মধ্যে পাওয়া যায়, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পূর্ব্বধারার ও এই আইনের ১৬ ও ১৭ ধারার উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহা ওজন করাইবেন।

২৬ ধারা। এই আইনমতে অপরাধী বলিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবার ও আটকাইয়া রাখিবার বা জামিনে খালাস করিবার কথা।

করিলে কোন মাজিষ্ট্রেট্ বা শান্তিরক্ষার্থ বিচারকের (Justice of the Peace) নিকট তাহাকে অবিলম্বে উপস্থিত করিতে হইবে; তিনি উপযুক্ত কারণ দেখিলে নিম্নলিখিত বিধানমতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার সময় পর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিবেন।

কিন্তু সেই আটক করা ব্যক্তি নিরূপিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাপত্র (Recognizance) বা জামিন দিলে মুক্ত হইবে।

আবেদন করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তল্লাশী পরওয়ানা দিবার কথা।

২৭ ধারা। কোন জেলার বা জেলাবিভাগের অন্তর্গত কোন স্থানে এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে লবণ প্রস্তুত হইতেছে, কিম্বা রওয়ানায় অনির্দ্দিষ্ট লবণ কোন জেলা বা জেলাবিভাগের অন্তর্গত কোন বাটীতে, নৌকায় বা স্থানে রক্ষিত বা লুক্কায়িত আছে, এরূপ বিশ্বাস জানাইয়া কোন পুলীসের কার্য্যকারক উক্ত জেলা বা জেলাবিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিলে, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ লবণ তল্লাশ করিবার পরওয়ানা দিবেন।

১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনমতে তল্লাশী পরওয়ানা (Search-warrant) যে প্রকারে জারী ও যেরূপ ফলপ্রদ হয়, উক্ত পরওয়ানাও সেই প্রকারে জারী ও সেইরূপ ফলপ্রদ হইবে।

কলিকাতা নগরের কোন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে কলিকাতায় লবণ প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা কলিকাতায় কোন বাটীতে, নৌকায় বা স্থানে লবণ রক্ষিত বা লুক্কায়িত আছে, এইরূপ বিশ্বাসমূলক প্রার্থনানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপে পরওয়ানা দিবেন। এবং উক্ত পরওয়ানা ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলীসের বিধানার্থ আইনমতে তল্লাশী পরওয়ানার ন্যায় জারী ও ফলপ্রদ হইবে।

বাটীর ভিতরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ সম্বন্ধীয় নিয়ম।

২৮ ধারা। এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে কোন স্থানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা রওয়ানায় অনির্দ্দিষ্ট লবণ কোন বাটীতে, নৌকায় বা স্থানে রক্ষিত বা লুক্কায়িত আছে, এরূপ সংবাদ পুলীস থানার ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারককে দেওয়া হইলে ও তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার ন্যায্য কারণ থাকিলে, তিনি ঐ সংবাদ লিখিয়া লইবেন; এবং সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে যে

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন ২৯—৩১ ধারা।

কোন সময়ে (কিন্তু সর্ব্বদা একজন অপর পুলীসকর্ম্মচারীর সাক্ষাতে) উক্ত বাটীতে, নৌকায় বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন, প্রতিরুদ্ধ হইলে দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন এবং প্রবেশের প্রতিবন্ধক দূর করিয়া ফেলিতে পারিবেন; এবং উক্তরূপ যে লবণ পাওয়া যাইবে তাহা, ও প্রস্তুত করণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে রক্ষিত মালমসলা (Materials) এবং যন্ত্রাদি (Implements) বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবেন এবং উক্ত লবণ প্রস্তুতকরণে, রক্ষণে বা লুক্কায়িতকরণে যে সকল ব্যক্তির সংস্রব আছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত প্রকারে কোন বাটীতে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইলে, প্রবেশকারী কার্য্যকারক তল্লাশী পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৭ অধ্যায়ে ও ৪১৫ হইতে ৪২০ ধারা (১) পর্য্যন্ত ধারা সকলে এবং ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলীসের বিধানার্থ আইনে নির্দ্দিষ্ট গৃহপ্রবেশের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব লোকদিগকে সমন করিতে ও দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ করিতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা। কোন জেলা বা জেলাবিভাগের মধ্যে অনুমতিবিরুদ্ধ বলিয়া যে লবণ বা অপর দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গৃহীত হয়, সেই জেলা বা জেলাবিভাগের কোন মাজিষ্ট্রেট্ পুলীসের কোন কায্যকারকের নিকট সংবাদ পাইলে সেই লবণ বা অপর দ্রব্যাদির দখলীকারকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার সমন করিতে পারিবেন। এবং সে উপস্থিত হইলে বা উপস্থিত না হইলেও উক্ত লবণাদি বলপূর্ব্বক লইবার কারণ বিবেচনা করিয়া তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিধান প্রয়োগের কথা।

৩০ ধারা। পূর্ব্বধারামতে যে সকল বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা বিচার ও তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীলবিষয়ক নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

কলিকাতার মধ্যে বলপূর্ব্বক গ্রহণের মোকদ্দমা শান্তিরক্ষার্থ বিচারক নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৩১ ধারা। কলিকাতা নগরের সীমার মধ্যে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য লবণ বা অপর দ্রব্যাদি এই আইনমতে বলপূর্ব্বক লওয়া গেলে, পুলীসের কোন কার্য্যকারকের সংবাদক্রমে কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ বিচা-

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১০১ হইতে ১০৩ ধারা দেখ।

রক সরাসরীমতে (In a Summary way) উক্তরূপে লওয়ার মোকদ্দমা শুনিয়া বিচার করিবেন এবং সেই লবণাদি দ্রব্যের মালিক বা অধিকারীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সমন করিবেন, এবং উপস্থিত হইলে বা না হইলেও উক্তরূপ লওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত লবণাদি দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিবেন।

৩২ ধারা। পূর্ব্ব তিন ধারামতে লবণ বা অপর দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ হইলেই তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহাতেই অর্শিবে; এবং আদালত পুলীসের কোন কার্য্যকারককে উক্ত বাজেয়াপ্ত দ্রব্য রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে রাখিবার আদেশ দিয়া এক পরওয়ানা দিবেন।

বাজেয়াপ্ত হইলে লবণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি হইবার কথা।

৩৩ ধারা। অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ বলপূর্ব্বক লইবার বা তল্লাশ করিবার ছলে কোন পুলীস কার্য্যকারক বিরক্তিজনকরূপে ও অনর্থক কোন ব্যক্তির দ্রব্য বা সামগ্রী বলপূর্ব্বক লইলে অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে, কিম্বা কর্ত্তব্যকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যতদূর আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিলে, তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড কিম্বা ছয় মাসের অনধিক কাল বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড হইবে।

বিরক্তিজনকরূপে বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং গ্রেপ্তার করিলে দণ্ডের কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির উক্তরূপ অপরাধ প্রমাণ হইয়া থাকিলে, তাহার পশ্চাৎকৃত অপরাধনির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক কাল বিনা-পরিশ্রমে কারাদণ্ড হইবে; এবং দ্বিতীয় বারের পর যতবার তাদৃশ অপরাধ প্রমাণ হইবে, ততবার তাহার প্রথম অপরাধনির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক কাল বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড হইবে।

দ্বিতীয়বার অপরাধের দণ্ড এবং পশ্চাৎকৃত অপরাধ প্রমাণ হইলে দণ্ডের কথা।

৩৫ ধারা। কলিকাতা নগরের সীমাবহির্ভূত স্থানে অপরাধ হইলে, এই আইনে নিরূপিত দণ্ড সকল ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের নিয়মানুসারে প্রবল করা হইবে; এবং উক্ত সীমার মধ্যে অপরাধ হইলে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলীস আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে, অথবা কলিকাতা নগরের পুলীসের বিধা-

দণ্ড প্রবল করিবার কথা।

১৮৬৪। বঙ্গীয় ৭ আইন ৩৬—৩৯ ধারা।

নার্থ অন্য যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকিবে তদনুসারে, উক্ত দণ্ড প্রবল করা হইবে।

অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে কারাদণ্ডের কালের কথা।

৩৬ ধারা। আদালত যে যে স্থলে অপরাধীর অর্থদণ্ডের আদেশ দিবেন, সেই সেই স্থলে অপরাধী অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাবদ্ধ থাকিবে, তাহা ঐ আদেশে লিখিয়া দিবেন; উক্ত কারাদণ্ড আদেশভুক্ত অপর কারাদণ্ডের অতিরিক্ত।

উক্ত কারাবাসের কাল নিম্নলিখিত প্রণালীমতে স্থিরীকৃত হইবে:—

৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড পক্ষে দুই মাসের অনধিককাল;

১০০৲ এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড পক্ষে চারি মাসের অনধিক-কাল; এবং অপর স্থলে ছয় মাসের অনধিক কাল।

অর্থদণ্ড অথবা তাহার কোন অংশ বক্রী থাকিলে দণ্ডাজ্ঞার পরে ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়েই আদায় হইতে পারিবে এবং অপরাধীর মৃত্যু হইলেও যে সম্পত্তি দ্বারা মৃত্যুর পর আইনমতে তাহার দেনা পরিশোধ হইতে পারে, সেই সম্পত্তি উক্ত দায় হইতে মুক্ত হইবে না।

অভিযোগের সময়ের নিয়ম।

৩৭। এই আইনানুসারে অপরাধ হইবার ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত না করিলে, তাহার পর আর অভিযোগ চলিবে না।

শান্তিরক্ষার্থ বিচারকের কার্য্যসম্বন্ধে তলবপরওয়ানা (Certiorari) জারী না হইবার কথা।

৩৮ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন শান্তিরক্ষার্থ বিচারকের সম্মুখে কোন সংবাদ বা আদালত সম্পর্কীয় কার্য্য (J. dicial proceeding) অন্যথা (Supersede), স্থগিত (Stay), স্থানান্তর বা অন্য উপায়ে হীনবল করণার্থ (Affect) কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে হাইকোর্ট্ হইতে মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিবার কোন পরওয়ানা (Writ of Certiorari) জারী হইবে না, এবং উক্ত বিচারের নিষ্পত্তিতে আইন-ঘটিত ভ্রম স্পষ্টতঃ না থাকিলে তাহা অসিদ্ধ ও রহিত হইবে না।

নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হইবার কথা।

রেভিনিউ বোর্ড্ দণ্ড কমা হইতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনানুসারে বাজেয়াপ্ত বা অর্থদণ্ড করিবার আদেশ হইলে রেভিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর তিন মাসের মধ্যে সেই মোকদ্দমার

বঙ্গীয় ৭ আইন ৪০—৪১ ধারা।

কাগজপত্র তলব করিয়া পাঠাইতে পারেন এবং কারণ দেখিলে যে দ্রব্য বলপূর্ব্বক লওয়া হইয়াছে; তাহা বা তাহার কোন অংশ প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিতে পারেন এবং উক্ত দণ্ড বা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করিতে (Remit) ও অপরাধীকে মুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারেন।

নজীর।—১৮ ধারা নিবিষ্ট দ্বিতীয় নজীর দেখ।

বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য বিক্রয়ের টাকা ও অর্থদণ্ড ব্যবহার করিবার কথা।

৪০ ধারা। যে সকল অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া হয় বা এই আইনের ৩৫ ধারামতে আদায় করা হয়, তাহা রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীন থাকিবে এবং উক্ত বোর্ড্ সমস্ত টাকা বা তাহার অংশমাত্র, ও বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য-বিক্রয়ে প্রাপ্ত টাকা বা তাহার অংশমাত্র লইয়া ক্রমশঃ সঞ্চয় করিয়া বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীস্থ পুলীস কার্য্যকারকদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে (Informers) পুরস্কার দিবার জন্য ও এই আইনমতে কার্য্য করিতে গিয়া যে সকল ব্যক্তিকে বিরক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দিবার জন্য একটা ফণ্ড্ (Fund) করিতে পারিবেন।

নালিশ তমাদী হইবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনমতে কোন কার্য্য করা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, নালিশ বা বিচার সম্বন্ধীয় অপর কার্য্য করিতে গেলে তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে লিখিত নোটিসের দ্বারা অভিপ্রেত মোকদ্দমা, নালিশ বা বিচারসম্বন্ধীয় অপর কার্য্যের বিষয় ও কারণ না জানাইলে, বা উক্ত কারণ উদ্ভব হওয়ার সময় হইতে তিন মাস গত হইলে তাহা আর আরম্ভ হইতে পারিবে না।

১৮৭৩।

বঙ্গীয় ১ আইন

হেতুবাদ।

ACT I. (B. C.) OF 1873.

১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইন।(১)

[১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব
ও ৭ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব
এই আইনে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

হেতুবাদ।

যেহেতু ১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইন অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩ ধারায় বিধান আছে যে "মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে ১৮৬১ সালের ২৫ আইন (ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন) অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রকে বুঝাইবে; এবং যেহেতু ১৮৭২ সালের ১০ আইন অনুসারে উক্ত ১৮৬১ সালের ২৫ আইন রহিত হইয়াছে এবং ১৮৭২ সালের ১০ আইনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিয়া নিয়ম বিধান করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু ১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইনে ১৮৫৬ সালের ১৩ আইন (কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বম্বে পুলীসের বিধান করণার্থ আইন) এবং ১৮৬০ সালের ৪৮ আইন (উক্ত ১৮৫৬ সালের ১৩ আইন সংশোধনার্থ আইন) উল্লিখিত হইয়াছে, এবং উক্ত ১৮৫৬ সালের ১৩ আইন ও ১৮৬০ সালের ৪৮ আইনের যে অংশ কলিকাতা নগরে প্রচলিত ছিল, তাহা ১৮৬৬ সালের

(১) এই আইন ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড্ ডিষ্ট্রীক্ট্স্ আইনের ৩ ধারা ক্রমে লোহার্ডাগা, হাজারিবাগ, মানভূম জেলা, ডালভূম পরগণা ও কোল্হান প্রদেশে এবং শ্রীহট্ট, কামরূপ, নওগং, ডারং, শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর, গোয়ালপাড়া (পূর্ব্ব দুয়ার্স্ ব্যতীত) এবং কাছাড় (উত্তর কাছাড় পার্ব্বতীয় দেশ ব্যতীত) জেলায় প্রচলিত হইল।

কলিকাতা পুলীস আইন, অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন অনুসারে রহিত হইয়াছে;

এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইনে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

১ ধারা। ১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইনের বিধানমতে মাজিষ্ট্রেট্ যে সকল ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩২ ধারার বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ সেই সকল ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন।

উক্ত আইনে অপরাধ বিচারের কথা।

২ ধারা। ১৮৬৪ সালের লবণবিষয়ক আইনের বিধানানুসারে দণ্ডনীয় সকল প্রকার অপরাধ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ অনুসন্ধান করিতে এবং বিচার করিতে পারিবেন।

উক্ত আইনে কলিকাতা পুলীস আইনের উল্লেখের কথা।

৩ ধারা। লবণবিষয়ক আইনে যে যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত ১৮৫৬ সালের ১৩ আইন ও ১৮৬০ সালের ৪৮ আইনের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তৎপরিবর্ত্তে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলীস আইনের উল্লেখ ধরিয়া লইতে হইবে।

ACT II. (B. C.) OF 1889.

PRIVATE FISHERIES PROTECTION ACT.

বিশেষ ব্যক্তিগত জলকর রক্ষাবিষয়ক

১৮৮৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন। (১)

[বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৫ই মে তারিখে
এবং শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৫ই জুন তারিখে
এই আইনে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়ে মৎস্যাদি ধরিবার স্বত্বরক্ষাবিষয়ক আইন।

হেতুবাদ।

মৎস্যাদি ধরিবার ব্যক্তিগত স্বত্ব (Private rights) রক্ষার জন্য বিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮৯ সালের বিশেষ ব্যক্তিগত জলকর রক্ষা-বিষয়ক আইন" বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে।

২ ধারা। এই আইনে—

অর্থ করণের ধারা। "মৎস্য।"

"মৎস্য" শব্দে শম্বূক ও কচ্ছপকেও বুঝাইবে ;

"সংলগ্ন যন্ত্র।"

"সংলগ্ন যন্ত্র" (Fixed engine) শব্দে মৎস্য ধরিবার জাল, খাঁচা, ফাঁদ, অথবা মৃত্তিকাতে সংলগ্ন করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে এক স্থানে দৃঢ়ভাবে রাখা যায় এরূপ অপর কোন কল বুঝাইবে।

---

(১) সেডিউল্‌ড্‌ ডিষ্ট্রীক্টস্‌ আইনের ৫ ধারাক্রমে আসাম প্রদেশে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে।

"বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়।"

"বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়" (Private waters) শব্দে

(১) যে জলাশয়ে কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব বা অধিকার আছে; বা

(২) যে জলাশয়ে কোন ব্যক্তির মৎস্যাদি ধরিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে; এবং যেখানে মৎস্যাদি আবদ্ধ থাকে না, পরন্তু তাহাদের প্রবেশ বা বহির্গমনের পথ আছে।

৩ ধারা। কোন ব্যক্তি—

দণ্ডবিধানের কথা।

(১) স্বত্ব বিনা কোন বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়ে মৎস্যাদি ধরিলে,

(২) স্বত্বাধিকারীর অনুমতি বিনা কোন বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়ে কোন প্রকার সংলগ্নযন্ত্র নির্ম্মাণ, স্থাপন, রক্ষা বা ব্যবহার করিলে, কিম্বা মৎস্য ধরিবার বা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কোনবস্তু তথায় রাখিলে বা জ্ঞাতসারে রাখিবার অনুমতি দিলে, অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রথম অপরাধের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

এবং পুনর্ব্বার ঐ অপরাধ করিলে, তাহার ২০০৲ দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা এক মাসের অনধিক কাল বিনাপরিশ্রমে বা কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডই বিধান হইবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি সরল ভাবে (*Bona fide*) নিজের স্বত্ব আছে মনে করিয়া কার্য্য করিলে, তাহার প্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না; কিম্বা জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে এরূপ নদীর (Navigable river) কোন অংশে ছিপে বা হাতসূতায় মৎস্য ধরিবার নিষেধসূচক কোন বিধি এই আইনে রহিল না।

৪ ধারা। (ক) পূর্ব্বধারালিখিত বিধানের বিরুদ্ধে কোন সংলগ্নযন্ত্র

সংলগ্নযন্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

নির্ম্মিত, ব্যবহৃত, স্থাপিত বা রক্ষিত হইলে বা উক্ত যন্ত্র সাহায্যে অথবা এই আইনবিরুদ্ধ অপর উপায়ে কোন মৎস্যাদি ধরিলে, উক্ত যন্ত্র ও মৎস্য বাজেয়াপ্ত হইবে।

সংলগ্নযন্ত্র স্থানান্তরিত হইবার কথা।

(খ) জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ঐ সংলগ্নযন্ত্র স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন অথবা তাহা দখল করিয়া নিকটে রাখিবেন।

৫ ধারা। পূর্ব্বলিখিত ৩ ধারানির্দ্দিষ্ট অপরাধ করিবার মানসে কোন

১৮৮৯।

বঙ্গীয় ২ আইন ৬ ধারা।

অপরাধ করিবার মানসে অপরের জমিতে বা জলাশয়ে প্রবেশ বিষয়ক কথা।

ব্যক্তি অপরের অধিকৃত জমিতে বা কোন বিশেষ ব্যক্তিগত জলাশয়ে প্রবেশ করিলে তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

এই আইনের অপরাধ "ধর্ত্তব্য অপরাধ"।

৬ ধারা। এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ সকল ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে (১) সংজ্ঞিত "ধর্ত্তব্য অপরাধ" বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

ফৌজদারী আইন সংগ্রহ

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

অস্ত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক

১৮৭৮ সালের ভারতবর্ষীয় ১১ আইন।

সূচীপত্র।

১৮৭৮ সালের ভারতবর্ষীয় ১১ আইন।

উপক্রমণিকা।

*** অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ ও সৈনিকসামগ্রীর প্রস্তুতকরণ, বিক্রয়াদি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে বিধান করা এই আইনের উদ্দেশ্য। সমগ্র ভারতবর্ষে এই আইন প্রচলিত; কিন্তু অর্ণবপোতে সাধারণতঃ যে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োজন হয়, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে, বা কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী অথবা ভলণ্টিয়ার (Volunteer) স্বীয় কার্য্যানুরোধে, অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত, বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানী বা চালান করিলে কিম্বা নিকটে রাখিলে তৎসমুদয় সম্বন্ধে এই আইন প্রযোজ্য নহে (১ ধারা)। লাইসেন্সব্যতীত অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত, রূপান্তর এবং বিক্রয় করা বা বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রাখা নিষিদ্ধ (৫ ধারা); এবং লাইসেন্স না থাকিলে কেহ কোন অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমামধ্যে আমদানী করিতে বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করিতে পারিবে না (৬ ধারা)। কিন্তু কোন ব্যক্তি স্বীয় ব্যবহারার্থ রক্ষিত ও আইনানুসারে লাইসেন্সযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদাদি ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসথানার কর্ত্তৃপক্ষকে ক্রেতার নাম ও ধাম জানাইয়া সেই ক্রেতাকে বিক্রয় করিতে পারে ও স্বকীয় ব্যবহারার্থ (কামান ব্যতীত) অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদাদি সঙ্গত পরিমাণে আমদানী বা রপ্তানী করিতে পারে (৫ ও ৬ ধারা)। অস্ত্রশস্ত্রাদি চালান করা ও তাহার লাইসেন্স দিবার সম্বন্ধে নিয়মাদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আদেশাধীন (১০ ও ১৭ ধারা)। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও বিদেশীয় রাজ্যের মধ্যসীমায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোঝাই করা নৌকা, যান ও জন্তুদিগকে তল্লাশ করিবার জন্য বিবেচনামত তল্লাশী থানা স্থাপন করিবেন (১১ ধারা)। কোন ব্যক্তি সন্দিগ্ধভাবে অথবা অসদভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যাইতেছে, এরূপ বিবেচনা করিবার সমুচিত কারণ থাকিলে, যে কোন ব্যক্তি পরওয়ানা ব্যতীত তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলীস কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে ও উক্ত অস্ত্রাদি মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিবে (১২ ধারা)।

লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি সশস্ত্র বেড়াইতে পারিবে না, বেড়া-

ইলে মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কার্য্যকারক তাহার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিবেন (১৩ ধারা)। লাইসেন্সের মেয়াদ অতীত হইলে বা কোন কারণে লাইসেন্স বাতিল হইলে, তন্নিরূপিত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী সেই ব্যক্তি অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া নিকটতম পুলীসথানার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে নূতন লাইসেন্স দেখাইয়া উক্ত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণের আবেদন না করিলে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে (১৬ ধারা)। ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ বা প্রেসিডেন্সী নগরের পুলীস কমিশনর শান্তিরক্ষার জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিলে, অথবা অপরাধ-নির্ণায়ক জজ বা মাজিষ্ট্রেট্, কিম্বা যে কার্য্যকারক লাইসেন্স দিয়াছিলেন তিনি, ঐ লাইসেন্স রহিত বা বাতিল করিতে পারিবেন (১৮ ধারা)।

এই আইনে যে সকল অপরাধ দণ্ডনীয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) ৫ ধারার বিধানবিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত, রূপান্তর, বিক্রয় করিলে বা বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া রাখিলে,

(খ) ৫ ধারালিখিত নোটিস না দিলে,

(গ) ৬ ধারালিখিত বিধান লঙ্ঘন করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি আমদানী বা রপ্তানী করিলে, বা ১০ ধারার বিধানবিরুদ্ধে তাহা চালান করিলে,

(ঘ) ১৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া সশস্ত্রে বেড়াইলে কিম্বা ১৪ বা ১৫ ধারার বিধানবিরুদ্ধে অস্ত্রাদি নিকটে বা কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিলে,

(ঙ) ১৪ বা ১৬ ধারামতে অস্ত্রাদি গচ্ছিত রাখিতে না পারিলে,

(চ) ১৭ ধারার (গ) প্রকরণমতে প্রস্তুত হিসাববহিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা জমাখরচ লিখিলে বা (ঙ) প্রকরণের বিধি লঙ্ঘন করিলে (১৯ ধারা)।

(ছ) অস্ত্রশস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিলে বা রাখিবার চেষ্টা করিলে (২০ ধারা)।

(জ) লাইসেন্সের নিয়ম ভঙ্গ করিলে বা কর্ত্তব্যকার্য্য না করিলে(২১ ধারা)।

(ঝ) অপ্রাপ্ত-লাইসেন্স কোন ব্যক্তির নিকট অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয় করিলে, বা কোন ব্যক্তি আইনানুসারে অস্ত্রাদি রাখিতে অনুমতিপ্রাপ্ত কি না, অনু-সন্ধান না করিয়া তাহাকে অস্ত্রশস্ত্রাদি দিলে (২২ ধারা)।

(ঞ) সাধারণতঃ এই আইনের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে (২৩ ধারা)।

এই আইনমতে অপরাধ-নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যক বিবেচনা করিলে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রাদিও নৌকা, যান, বস্তা প্রভৃতি বা তাহার অংশ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন (২৪ ধারা)।

১৮৭৮।
১১ আইন।
উপক্রমণিকা।

কোন মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার বিচারাধীন এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি বে-আইনী কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি নিকটে রাখিয়াছে বা সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ তাহার নিকট অস্ত্রাদি রাখা উচিত নহে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, সেই ব্যক্তির বাসস্থান বা উক্ত অস্ত্রাদি যে স্থানে তল্লাশ করিলে পাওয়া যাইবার সম্ভব, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেই স্থান তল্লাশ করাইবেন এবং লাইসেন্স সত্ত্বেও উক্ত অস্ত্রাদি আটক করিয়া রাখিবেন, (২৫ ধারা)। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় বিবেচনা করিলে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লাইসেন্স সত্ত্বেও অস্ত্রশস্ত্রাদি বলপূর্ব্বক লইয়া আটকাইয়া রাখিবার আদেশ করিতে পারেন (২৬ ধারা)। কোন ব্যক্তিকে এই আইনের বিধিবন্ধন হইতে মুক্ত করা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আদেশাধীন (২৭ ধারা)।

এই আইনমতে কোন ক্রিয়াকরণহেতু কোন ব্যক্তির নামে রীতিমত মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে হইলে তাহাকে অন্যূন একমাস পূর্ব্বে উক্ত কার্য্য ও তাহার কারণের লিখিত নোটিস দেওয়া উচিত। নোটিস না দিলে এবং উক্ত ক্রিয়ার কারণ উদ্ভব হইবার পর তিন মাসের অধিক সময় অতীত হইলে উক্ত কার্য্য আরম্ভ হইবে না (৩৩ ধারা)।

ACT XI. OF 1878.

THE INDIAN ARMS ACT.

অস্ত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক

১৮৭৮ সালের ভারতবর্ষীয় ১১ আইন

[ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনে ১৮৭৮ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সম্মতি প্রকাশ করেন।]

অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি (Ammunition) ও সৈনিকসামগ্রী (Military stores) বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইন। (১)

হেতুবাদ। অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি ও সৈনিকসামগ্রী (Military stores) বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :—

প্রথম।—পারিভাষিক।

সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপকতার কথা। ১ ধারা। এই আইন "১৮৭৮ সালের অস্ত্রবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ও সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল। (২)

বর্জ্জনীয় বিষয়ের কথা। কিন্তু এই আইনের কোন কথা,

(১) ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারামতে বিদারণশীলপদার্থ (Explosive) প্রস্তুতকরণ, নিকটে রাখা, বিক্রয়, স্থানান্তরে প্রেরণ ও আমদানী করণের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স এই ধারামতে প্রদত্ত উক্তরূপ লাইসেন্সের স্থানীয় ও তাহার ন্যায় প্রবল।

(২) ১৮৭৪ সালের সেডিউল্ড্ ডিষ্ট্রিক্ট্স্ আইন অনুসারে এই আইন ছোটনাগপুর প্রদেশস্থ নিম্নলিখিত জেলায় প্রচলিত হইল :—

হাজারিবাগ্, লোহার্ডাগা, এবং মানভূম, ডালভূম পরগণা, এবং সিংভূম জেলার মধ্যে কোল্হান্ পরগণা।

১৮৭৮।
১১ আইন।
২—৪ ধারা।

(ক) সমুদ্রপথগামী কোন জাহাজস্থিত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিক-সামগ্রী ঐ জাহাজের সাধারণ সজ্জার বা যুদ্ধসামগ্রীর অংশ হইলে, তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না, অথবা

(খ) কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী বা ১৮৬৯ সালের ভারতবর্ষীয় ভলণ্টিয়ার-বিষয়ক আইনমতে যাহার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ কোন ভলণ্টিয়ার (Volunteer) কর্ত্তৃক পরস্পরের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনকালীন, অথবা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী প্রস্তুত-করণ, রূপান্তর, বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানী, স্থানান্তরে প্রেরণ, বহন, কিম্বা অধিকার সম্বন্ধে বর্ত্তিবে না।

২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে দিন নিরূপণ করেন, এই আইন সেই দিনাবধি প্রচলিত হইবে। (১)

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

৩ ধারা। উক্ত দিবসাবধি এই আইনের প্রথম তফ্সীলে উল্লিখিত আইন সকল ঐ তফ্সীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল, ততদূর রহিত হইবে। কিন্তু এতৎ-ক্রমে রহিত করা কোন আইন অনুসারে যে সকল ক্ষমতা (Authorities) ও অনুমতি (Permissions) প্রদত্ত হইয়াছিল, যে সকল লাইসেন্স ও মুক্তি (Exemptions) গ্রাহ্য হইয়াছিল, যে সকল আজ্ঞা ও নিয়োগ (Appointments) করা হইয়াছিল, যে সকল জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ও যে সকল বিধি, নিয়ম ও পাঠ (Forms) নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় এই আইন অনুসারে যথাক্রমে প্রদত্ত, গ্রাহ্য, প্রকাশিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

অন্য অন্য আইন রহিত হওয়ার কথা।

ও এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, তদ্রূপ সকল ক্ষমতা, অনুমতি, লাইসেন্স ও মুক্তি যত কালের নিমিত্ত যথাক্রমে প্রদত্ত বা গ্রাহ্য হইয়াছে, ততকালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে, কিম্বা ঐ কাল স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে এক বৎসরের নিমিত্ত প্রবল থাকিয়া অকার্য্যকর ও রহিত হইবে।

৪ ধারা। এই আইনে বিষয়বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথার সহিত অসঙ্গত বোধ না হইলে,

অর্থ করণের ধারা।

(১) ১৮৭৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে এই আইন প্রবল হয়।

১৮৭৮। ১১ আইন। ৪ ধারা।

"কামান" শব্দের মধ্যে হাউইট্জার্ * (Howitzers), মর্টার † (Mortars), ওয়াল্পিস্ ‡ (Wall-piece) ও মিট্রেইয়েস্ § (Mitrailleuses) ও অন্য অন্য প্রকারের কামান, কলের কামান (Machine-gun) ও তাহাদিগের কোন অংশ এবং তাহা গাড়িতে তুলিবার, স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার ও কার্য্যোপ-যোগী করিবার নিমিত্ত গাড়ি, মঞ্চ (Platform) ও যন্ত্রাদি ও গণ্য।

"অস্ত্রশস্ত্র" শব্দের মধ্যে আগ্নেয় অস্ত্র (Fire-arms), সঙ্গীন (Bayonets), তলোয়ার, ছোরা, বর্শা ও বর্শার ফলা (Spearheads), ধনুক ও তীর, কামান ও অস্ত্রাদির অংশ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করণের যন্ত্রাদিও গণ্য।

"বারুদাদি" শব্দের মধ্যে টরপিডো ¶ (Torpedo) নামক যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও দুর্গ আক্রমণের জন্য সুড়ঙ্গাদি ‖ প্রস্তুত করণার্থ (Submarine mining) বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল, হাউই (Rockets), গন্‌কটন্ ** (Guncotton), ডিনামাইট (Dynamite), লিথফ্রাক্‌টিউর †† (Lithofrac-

* স্বল্পদূরগামী গোলানিক্ষেপক ছোট কামান বিশেষ। ইহা কেবলমাত্র যুদ্ধে বা দুর্গ-আক্রমণ কালীন ব্যবহৃত হয়।

† নিম্নদেশ হইতে উর্দ্ধে গোলাবর্ষণের জন্য ব্যবহৃত ছোট কামান বিশেষ। কোন নগর বা দুর্গ আক্রমণ কালীন ব্যবহৃত হয়।

‡ ক্ষুদ্র কামান বিশেষ। অধুনা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।

§ দশনলা কামান বিশেষ। দুর্গপ্রাচীরের কোন অংশ শত্রুকর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে তাহা রক্ষার জন্য এই কামান ব্যবহৃত হয়।

¶ গন্‌কটন, ডিনামাইট্ বা ঐরূপ বিদারণশীল অন্য দ্রব্যপূর্ণ ইস্পাত বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। ইহার আকৃতি চুরটের ন্যায় (Cigar-shaped)। ইহা জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে ও জাহাজ বা রণতরী ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

‖ দুর্গপ্রাচীর হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ হেতু সম্মুখ হইতে দুর্গ আক্রমণ দুঃসাধ্য হইলে দূর হইতে দুর্গপরিখা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হয়। ঐ সুড়ঙ্গের আকৃতি গ্যালারির (Gallery) ন্যায়।

** বিশুদ্ধ তুলাকে তিনভাগ সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) ও এক ভাগ নাইট্রিক্ এসিডে (Nitric Acid) ভিজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে জমাইয়া প্রস্তুত করা হয়। ঐ তুলা সাধারণতঃ কামান ফাটাইবার ও পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

†† নাইট্রোগ্লিসারিন্, সোরা, গন্ধক, করাতের গুঁড়া (Saw-dust) প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। তাহা কামানের গোলা প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ বিদীর্ণ করাইবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

১৮৭৮। ১১ আইন। ৪ ধারা।

teur), ভীষণশব্দে বিদীর্ণ হয় (Explosive) বা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে (Fulminating) এমত দ্রব্য ও বন্দুকের পাতর* (Gunflints), গন্‌ওয়াড্‌ † (Gunwads), পার্কশন্ ক্যাপ্ ‡ (Percussion caps), কামানের পলিতা ¶ (Fuses) ও ফ্রিক্‌শন টিউব্ ‖ (Friction-tube) ও বারুদাদির সকল সরঞ্জাম ও বারুদাদি প্রস্তুতকরণার্থ সকল যন্ত্রও গণ্য। কিন্তু সীসা, গন্ধক ও শোরা গণ্য নহে।

এই আইনের কোন ধারায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া "সৈনিকসামগ্রী" শব্দের ব্যবহার হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত স্থান সম্বন্ধে যে কোন প্রকারের সৈনিকসামগ্রী বিশেষমতে ঐ ধারার বিধান প্রচলিত করেন, সেই সামগ্রী জানিতে হইবে; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সীসা, গন্ধক ও শোরা প্রভৃতি যে দ্রব্য সম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান উক্তরূপে প্রচলিত করেন, তাহাও তন্মধ্যে গণ্য।

"লাইসেন্স" শব্দে এই আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্স ও "লাইসেন্সপ্রাপ্ত" শব্দে ঐরূপে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

নজীর।—এই ধারায় যে হাউই শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আতসবাজির হাউই নহে, যুদ্ধে ব্যবহার করিবার হাউই (Military Rockets)। রেগ্ বঃ সপ্নি, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৫ম ভলুমের ১৫৯ পৃষ্ঠা; [ইনিস্ এবং মুথুস্বামী আয়র, বিচারকদ্বয়; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮২।]

টিপ্‌কল (Trigger) বিহীন হওয়া প্রযুক্ত যে বন্দুক অকার্য্যকর হইয়া গিয়াছে, তাহা

* ক্যাপ্ (Cap) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বন্দুকে (কঠিন দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন) অগ্নি সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যে কঠিন প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইত। ঐ প্রস্তর খণ্ডকে গন্‌ফ্লিণ্ট বলিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা প্রচলিত ছিল।

† অধুনা ব্যবহৃত হয় না। ছিন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার দ্রব্য, কামানের গোলা ও বারুদের মধ্যস্থলে রক্ষিত হইত। গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে ধূমের দ্বারা কামানের নল নষ্ট হইয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

‡ বারুদে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য পারাভস্ম ও অন্য দ্রব্য হইতে প্রস্তুত ক্যাপ্ বিশেষ। কঠিন বস্তুর সহিত প্রতিঘাত হইলেই জ্বলিয়া উঠে।

¶ ধাতু, কাষ্ঠ বা বস্ত্রাদি নির্ম্মিত পলিতা বিশেষ। আবশ্যকমত দূরতানুসারে গোলা বিদীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে গোলাতে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়।

‖ তাম্র বা পেন্‌কলম নির্ম্মিত ছোট নল বিশেষ। ইহার মধ্যে বারুদ থাকে। পার্কশন্ ক্যাপ্ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, এই নলগুলিও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই ধারালিখিত অস্ত্রসংজ্ঞার মধ্যে ভুক্ত হইবে না। লাইসেন্স বিনা উক্তরূপ অস্ত্র নিকটে রাখিলে কোন অপরাধ হয় না (৫ ধারা দেখ)। কুইন্ বঃ সিদ্দপা; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৬ষ্ঠ ভলুমের ৬০ পৃষ্ঠা; [প্রধানতম বিচারক ইনিস্, এবং মুথুস্বামী আয়র ও ট্যারাণ্ট্, বিচারপতিদ্বয়; ২১শে অগষ্ট, ১৮৮২।]

বন্দুকের নল (Gun-barrel) এবং ক্যাপ্ বসিবার স্থান (Nipple) কার্য্যকর অবস্থায় থাকিলে সেই বন্দুক এই ধারালিখিত অস্ত্রাদির সংজ্ঞাভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত দ্রব্য লাইসেন্স বিনা নিকটে রাখিলে এই আইনের ১৯ ধারার (চ) প্রকরণমতে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কুইন্ বঃ ভ্যাপুরি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৭০ পৃষ্ঠা; [টর্ণার বিচারপতি; ২৫শে মে, ১৮৮৩।]

দ্বিতীয়।—প্রস্তুত, রূপান্তর ও বিক্রয়করণবিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা প্রস্তুত, রূপান্তর ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বিনা, ও সেই লাইসেন্সদ্বারা যে প্রকারে যতদূর অনুমতি থাকে তাহার অন্যথা করিয়া, কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী প্রস্তুত, রূপান্তর বা বিক্রয় করিবে না, অথবা বিক্রয় করণার্থ রাখিতে, বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে বা বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রাখিতে পারিবে না।

আইনমতে নিজ ব্যবহারার্থ কোন ব্যক্তির নিকট অস্ত্র বা বারুদাদি থাকিলে, তাৎকালিক প্রবল কোন আইনমতে যে ব্যক্তির অধিকারে অস্ত্রাদি থাকা নিষিদ্ধ নয় সেই ব্যক্তির নিকট উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার বাধা এই ধারাতে নাই; কিন্তু এই আইনের ২৭ধারাক্রমে মুক্ত হওয়াপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদাদি রাখিবার অধিকারী আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বিক্রয় করিলে, বিক্রেতা অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে (১) কিম্বা নিকটতম পুলীসথানার কর্তৃপক্ষকে ঐ বিক্রয়ের কথা, ক্রেতার নাম ও ঠিকানা জানাইবে।

নজীর।—এই ধারায় লাইসেন্স বিনা আতসবাজি প্রস্তুতকরণ বা নিকটে রাখা নিষিদ্ধ হয় নাই। আতসবাজির মধ্যে হাউই (Rockets) যাহা কেবলমাত্র আতসবাজিতেই ব্যবহৃত হয়, তাহাও গণ্য হইবে। রেগ্ বঃ সপ্পি; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৫ম ভলুমের ১৫৯ পৃষ্ঠা; [ইনিস্ এবং মুথুস্বামী আয়র, বিচারকদ্বয়; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮২।]

তৃতীয়।—আমদানী, রপ্তানী ও স্থানান্তরে প্রেরণবিষয়ক বিধি।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বিনা ও লাইসেন্স দ্বারা যে প্রকারে

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

১৮৭৮।
১১ আইন।
৭—১০ ধারা।

লাইসেন্স বিনা আমদানী ও রপ্তানী করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

ও যতদূর অনুমতি থাকে তাহার অন্যথা করিয়া, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমামধ্যে আমদানী বা তথা হইতে সমুদ্রযোগে বা স্থলপথে কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী রপ্তানী করিবেন না।

নিজ ব্যবহারার্থ অস্ত্র ও বারুদাদি আমদানী ও রপ্তানী করণের কথা।

কোন ব্যক্তি আইনমতে অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদাদি স্বীয় অধিকারে রাখিতে স্বত্ববান্ হইলে, কামান ভিন্ন তাহার নিজ ব্যবহারার্থ সঙ্গত পরিমাণে আমদানী বা রপ্তানী করিলে ঐ অস্ত্র বা বারুদাদি সম্বন্ধে এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা প্রযোজ্য নহে; কিন্তু কষ্টমের কালেক্টর সাহেব, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর কোন কার্য্যকারককে নামানুসারে (by name) বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে (in virtue of his office) এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রদান করিলে, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তদ্বিষয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঐ অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদাদি আটক রাখিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি ও সৈনিকসামগ্রী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সমুদ্রযোগে লইয়া গেলে কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষভুক্ত নহে এরূপ দেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থানে লইয়া গেলে, তাহা এই ধারার মর্ম্মানুসারে রপ্তানী ও আমদানী করা বলিয়া গণ্য হয়।

অস্ত্রাদি গুদামে রাখিবার সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক হওয়ার কথা।

৭ ধারা। সামুদ্রিক কষ্টমবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা উক্ত আইনের ১৬ ধারাক্রমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন গুদামে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী রাখা হইবে না।

৮ ধারা। [১৮৮২ সালের ১১ আইনের ২ ধারা ও প্রথম তফ্‌সীলের দ্বারা রহিত এবং ১৮৯১ সালের ১২ আইনমতে পুনর্ব্বার রহিত হইয়াছে।]

৯ ধারা। [১৮৯১ সালের ১২ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।]

স্থানান্তরে প্রেরণ নিষেধ করণের ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বা তাহার কোন অংশে একেবারেই বা লাইসেন্স বিনা, এবং ঐ লাইসেন্সদ্বারা যে প্রকারে ও যতদূর অনুমতি হইবে তাহার অন্যথা করিয়া কোন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র,

বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী স্থানান্তরে প্রেরণের বিধান বা নিষেধ করিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্তরূপ জ্ঞাপনপত্র রহিতও করিতে পারিবেন।

এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে অস্ত্রাদি তোলনের কথা।

ব্যাখ্যা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দরে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী তোলা হইলে (Transhipped) এই ধারার মর্ম্মানুসারে তাহা স্থানান্তর করা হয়।

তল্লাশ করিবার নিমিত্ত থানা স্থাপনের কথা।

১১ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ভিন্নাধিকারস্থিত দেশের মধ্যবর্ত্তী সীমাঞ্চলের কোন স্থানে, এবং উক্ত সীমার মধ্যে যেরূপ দূরতা সুবিধাজনক বোধ করেন সেইরূপ দূরতা অনুসারে, তল্লাশ করণার্থ থানা (Searching-posts) স্থাপন করিতে পারিবেন ও তথায় উক্ত গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যকারককে নামানুসারে বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রদান করিলে, তিনি নৌকাদি, গাড়ী ও বহনকারী পশ্বাদি, ও বাক্স, গাঁইট্ ও বস্তা গমন কালে থামাইয়া অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি ও সৈনিকসামগ্রীর নিমিত্ত তল্লাশ করিতে পারিবেন।

সংশয় স্থলে অস্ত্রাদিবাহক দিগকে ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

১২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী বহন করিতে বা লইয়া যাইতে দেখিলে, তাহার লাইসেন্স থাকুক বা না থাকুক, যে প্রকারে বা যে অবস্থাতে তাহা লইয়া যাওয়া হয়, তদ্দৃষ্টে সেই ব্যক্তির বেআইনী কোন কার্য্যে তাহা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় আছে বা উক্ত কার্য্যে ব্যবহার হইতে পারে, এমত সন্দেহ জন্মাইবার যথার্থ হেতু থাকিলে যে কোন ব্যক্তি পরওয়ানা বিনা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে উক্ত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী লইতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কার্য্যকারকভিন্ন কোন ব্যক্তি ধৃত করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কার্য্যকারকভিন্ন অপর ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উক্তপ্রকারে গ্রেপ্তার করিলে বা কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী তদ্রূপে লইলে ধৃত ব্যক্তি ও দ্রব্য সকল সাধ্যমতে ত্বরায় পুলীসের কার্য্যকারকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

এই ধারামতে যে সকল ব্যক্তি, যে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদাদি পুলীসের

১৮৭৮। ১১ আইন। ১৩ ধারা।

কার্য্যকারকের দ্বারা ধৃত হইবে বা তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হইবে, অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তৎসমুদয় মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইবে।

চতুর্থ।—অস্ত্র ধরিয়া বেড়ান ও অস্ত্রাদি নিকটে রাখন বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা সশস্ত্র বেড়ান নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া, এবং লাইসেন্স দ্বারা যতদূর ও যে প্রকারের অনুমতি থাকে তাহার অন্যথা করিয়া, কোন প্রকারের অস্ত্র সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে পারিবেন না।

কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া বা লাইসেন্সের বিধানের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঙ্গে করিয়া বেড়াইলে, কোন মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলীসের কোন কার্য্যকারক অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর কোন ব্যক্তিকে নামানুসারে বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রদান করিলে তিনি তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিবেন।

নজীর।—কোন মাজিষ্ট্রেট্ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে ১৮৬০ সালের ৩১ আইনের ২৬ ধারাক্রমে লাইসেন্স লইতে হইবে। সেই বিজ্ঞাপনবশতঃ কতকগুলি লোক বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রাদি লইয়া যাওয়া অপরাধে পুলীস-রিপোর্টে অভিযুক্ত হইয়া ধৃত ও মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইল। উক্ত ব্যক্তিদিগের নামে কোন পরওয়ানার জন্য আবেদন করা হয় নাই; কিম্বা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন নালিশ করাও হয় নাই। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের নিয়মানুসারে নাম লিখিয়া অপরাধের নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কোন এজাহার গৃহীত হয় নাই; কেবলমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া যাওয়া স্বীকার করিয়াছিল। দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারাক্রমে রাজকীয় কর্ম্মচারীর রীতিমত বিজ্ঞাপিত আদেশ অমান্যকরণ অপরাধে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হইল। উক্ত আদেশ অমান্য হওয়াতে যে মনুষ্যের জীবনের, স্বাস্থ্যের বা শান্তির কোন প্রকার হানি বা বিঘ্ন ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারিত এরূপ কোন প্রমাণ বর্ত্তমান ছিল না। মহামান্য হাইকোর্ট্ উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত রহিত করিয়া দেন এবং মন্তব্যপ্রকাশ করেন যে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিচার করা আবশ্যক। কুইন্ বঃ নন্দকুমার বসু; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৩য় ভলুমের পরিশিষ্ট, ১৪৯ পৃষ্ঠা। [মার্ক্ বি এবং গ্লোভর্ বিচারকদ্বয়; ১৪ই সেপ্টেম্বর,১৮৬৯।]

কোন ব্যক্তির দুই খানি তরবারি ও একটী বন্দুকের লাইসেন্স ছিল; ঐ লাইসেন্সে একজন ভৃত্যের কথা উল্লিখিত ছিল। উক্ত ব্যক্তির কোন ভৃত্য একখানি তরবারি লইয়া যাইতেছিল বলিয়া পুলীস রাস্তায় তাহাকে আটক করে। উক্ত ভৃত্যকে লাইসেন্স দেখাইতে বলায় তাহার নিকটে তখন লাইসেন্স ছিল না বলিয়া সে দেখাইতে অসমর্থ হয়। লাইসেন্স আনিয়া দেখাইবার কোন অবকাশ না দিয়া ১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ১৯ ধারামতে ঐ ব্যক্তিকে

অভিযুক্ত করিয়া ঐ প্রমাণের উপর তাহার অপরাধনির্ণয়পূর্ব্বক অর্থদণ্ড বিধান হইল। হাই-কোর্ট্ মীমাংসা করিলেন যে অপরাধনির্ণয় অসঙ্গত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই যে লাইসেন্স সঙ্গে করিয়া রাখিবেন এরূপ কোন বিধান আইনের মধ্যে নাই। এরূপ অবস্থায় লাইসেন্স দেখাইতে বলিলে, যদি সে ব্যক্তি সমুচিত সাবকাশ পাইলে তাহা আনিয়া দিতে প্রস্তুত থাকে এবং বাস্তবিক লাইসেন্স থাকে, তবে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইবে না; এমন কি, অভিযুক্ত হইবার পরেও, বিচারের সময় উক্ত লাইসেন্স দেখাইতে পারিলে অস্ত্রাদিবিষয়ক আইন লঙ্ঘনের দায় হইতে মুক্ত হইবে। আরও মীমাংসা করেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাদি লইয়া যাইবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যক্তির যে কোন ভৃত্য প্রভুর অনুমতিক্রমে লাইসেন্সনির্দ্দিষ্ট অস্ত্রাদি লইয়া যাইতে পারিবে, প্রভুকে যে তাহার সঙ্গে থাকিতেই হইবে এমন নহে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ কিষণ্‌ওয়া, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ২০শ ভলুমের ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

লাইসেন্স বিনা আগ্নেয় অস্ত্রাদি নিকটে রাখিবার কথা।

১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বিনা, ও লাইসেন্স দ্বারা যে যে প্রকারে যত অস্ত্র রাখিবার অনুমতি থাকে তাহার অন্যথা করিয়া, আপনার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে কোন কামান, আগ্নেয় অস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী রাখিবে না।(১)

কোন কোন স্থানে লাইসেন্স বিনা কোন অস্ত্রাদি অধিকারে রাখা নিষেধ হইবার কথা।

১৫ ধারা। এই আইন প্রবল হইবার সময় যে স্থানে ১৮৬০ সালের ৩১ আইনের (২) ৩২ ধারার ২ প্রকরণ প্রচলিত আছে বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থান বিশেষের রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে স্থানে এই ধারা বিশেষরূপে প্রচলিত করেন, তথায় কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বিনা এবং তাহাতে যতদূর ও যে প্রকারের অনুমতি থাকে তাহার অন্যথা করিয়া কোন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র নিজ অধিকারে রাখিবেন না।

নজীর।—যে স্থানে অস্ত্রাদি নিকটে রাখিলেই তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সে স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট অস্ত্রাদি থাকার সন্তোষজনক প্রমাণ হইলেই, পুলীস উক্ত বিষয় অন্বেষণ করিতে গিয়া কোনরূপ অন্যায় বা বেআইনী আচরণ করিলেও, সেই ব্যক্তি অস্ত্রাদি বেআইনমতে দখলে রাখার জন্য দণ্ডনীয় হইবে। কুইন্ বঃ শিউপ্রসন্ন রায়; উত্তর পশ্চিম ল রিপোর্টস্, ২য় ভলুমের ৫৭ পৃষ্ঠা; [টর্ণার এবং স্প্যান্‌কি বিচারকদ্বয়; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।]

মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন পরওয়ানার আদেশ দিলে এবং ১৮৬০

(১) ১৮৯১ সালের ১২ আইনক্রমে এই ধারার বক্রী অংশ রহিত হইয়াছে।

(২) বর্ত্তমান আইন অনুসারে রহিত হইয়াছে। ৩ ধারা ও প্রথম তফসীল দেখ।

১৮৭৮। ১১ আইন। ১৬—১৭ ধারা।

সালের ৩১ আইনমতে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রাদি নিকটে রাখিবার জন্য সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন্ট্-পরওয়ানার আদেশ দিলে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য আইনানুসারে অসঙ্গত বলিয়া বাতিল হইয়াছে। রামেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিং, আবেদনকারী; উইক্‌লি রিপোর্টস্, ১৮শ ভলুমের ১ পৃষ্ঠা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্ ৯ম ভলুমের পরিশিষ্ট ৩৪ পৃষ্ঠা; [বেলি ও মিত্র বিচারকদ্বয়; ১১ই মে, ১৮৭২।]

১৮৬০ সালের ৩১ আইনের ৩২ ধারা গয়া জেলাতে প্রচলিত না থাকাতে উক্ত আইন অনুসারে লাইসেন্স বিনা অস্ত্রাদি নিকটে রাখা তথায় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। মদনারায়ণ পুরী, আবেদনকারী; উইক্‌লি রিপোর্টস্, ১৮শ ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৯ম ভলুমের ৩৪ পৃষ্ঠা; [কেম্প্ এবং গ্লোভর বিচারকদ্বয়; ৫ই জুলাই, ১৮৭২।]

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে এই আইনের ১৯ ধারার বিধান সকল "বাদামি" তালুকে প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য উক্ত ১৫ ধারাক্রমে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত না হইলে উক্ত ১৪ ধারানুসারে ঐ তালুকে লাইসেন্স বিনা অস্ত্রাদি নিকটে রাখা দণ্ডনীয় হইবে না। বম্বে গবর্ণমেণ্ট বঃ দাদ্যামা বাসাপা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ৯ম ভলুমের ৪৭৮ পৃষ্ঠা; [নানাভাই হরিদাস এবং ওয়েডারবরণ্, বিচারকদ্বয়; ১৮ই জুন, ১৮৮৫।]

যে অস্ত্রাদি নিকটে রাখা আইন বিরুদ্ধ তাহা পুলীসথানায় অর্পণ করিবার কথা।

১৬ ধারা। লাইসেন্স রহিত হওয়া (Cancellation), বা তাহার মিয়াদ গত হওয়া (Expiry) অথবা ১৫ ধারামতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির অধিকারে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী থাকা বে-আইনী হইলে, তিনি অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া নিকটস্থ পুলীসথানার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা আনিয়া গচ্ছিত রাখিবেন।

এই ধারামতে উক্ত দ্রব্য আনিয়া গচ্ছিত রাখিবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার মালিক সেই দ্রব্য নিজ অধিকারে রাখিবার ক্ষমতাসূচক লাইসেন্স উপস্থিত করিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা না করিলে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে বাজেয়াপ্ত হইবে।

পঞ্চম।—লাইসেন্সবিষয়ক বিধি।

লাইসেন্সবিষয়ক বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। যে কার্য্যকারকদের দ্বারা, যে পাঠে (Form) ও যে নিয়ম অনুসারে ও যে বিধির বশবর্ত্তী হইয়া লাইসেন্স প্রদত্ত হইবে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং ঐ সকল বিধিক্রমে অন্য অন্য বিষয়ের মধ্যে,

(ক) ঐ লাইসেন্স যতকাল প্রবল থাকিবে তাহা স্থির করিতে পারিবেন;

১৮৭৮।
১১ আইন।
১৮ ধারা।

(খ) এই আইন প্রবল হইবার সময় ১৮৬০ সালের ৩১ আইনের ৩২ ধারার ২ প্রকরণ যে স্থানে প্রচলিত ছিল, সেই স্থানে প্রদত্ত উক্তরূপ কোন লাইসেন্স সম্বন্ধে, অথবা অস্ত্রাদি অধিকারে রাখিবার লাইসেন্স ভিন্ন অন্য লাইসেন্স অন্যত্র প্রদত্ত হইলে তৎসম্বন্ধে, দেয় ফী ষ্ট্যাম্প দ্বারা কি প্রকারান্তরে দিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন;

(গ) অস্ত্রাদি অধিকারে রাখিবার লাইসেন্স ভিন্ন উক্ত প্রকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্স অনুসারে যে সকল কার্য্য করিবে, তাহার বহি (Record) বা বিবরণ (Account) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে তাহাকে লিখিয়া রাখিতে হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক আদেশ করিলে তাহাকে দেখাইতে হইবে, এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(ঘ) ৫ বা ৬ ধারালিখিত প্রকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে স্থানে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী প্রস্তুত বা রক্ষা করে, গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের প্রতি তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন;

(ঙ) তদ্রূপ কোন ব্যক্তির প্রতি তাহার অধিকারগত বা কর্ত্তৃত্বাধীন সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি ও সৈনিকসামগ্রী উক্ত ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারককে দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও

(চ) গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কিম্বা লাইসেন্সমতে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে আদেশ করিলে তাহার সেই লাইসেন্স ও তল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী দেখাইবে অথবা তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিবে, এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

নজীর।—যে জেলায় বাইসন্ (মহিষজাতীয় জন্তুবিশেষ) শস্যাদি নষ্ট করে বলিয়া প্রকাশ আছে, তথায় এই আইনের ১৬শ নিয়মের (যে নিয়মানুসারে শস্যনষ্টকারী বন্যপশুদিগকে বিনাশ করা যায়) ১১শ প্রণালী (Form) অনুসারে গৃহীত লাইসেন্স থাকিলে সেই ব্যক্তি ক্রীড়ার্থেও বাইসন্ গুলী করিয়া মারিতে পারিবে; উক্ত আইনের ১৩শ নিয়মের ৮ম প্রণালী অনুসারে ক্রীড়ার্থ লাইসেন্স তাহাকে স্বতন্ত্ররূপে লইতে হইবে না। রেগ্ বঃ বস্ময়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৫ম ভলুমের ২৬ পৃষ্ঠা। [কার্ণান্ এবং কিণ্ডারস্লি বিচারকদ্বয়; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২।]

১৮ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লাইসেন্স রহিত (Cancelled) বা স্থগিত (Suspended) করিতে পারিবেন :—

লাইসেন্স রহিত বা স্থগিত করণের কথা।

(ক) যে কার্য্যকারক কর্ত্তৃক ঐ লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল, কিম্বা তিনি যে কর্ত্তৃপক্ষের অধীন, কিম্বা যাঁহার এলাকার মধ্যে

১৮৭৮।
১১ আইন।
১৯ ধারা।

উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন এমত কোন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব (১), বা প্রেসিডেন্সী নগরে পুলীসের কমিশনর সাহেব কোন কারণে সাধারণের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত ঐ লাইসেন্স রহিত বা স্থগিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা রহিত বা স্থগিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে ঐ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই আইনের, বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির, বিপরীতাচরণ হেতু অপরাধী নির্ণয় হইলে, ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহা রহিত বা স্থগিত করিতে পারিবেন;

ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার বিবেচনামতে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসনাধীন তাবদ্দেশে কিম্বা দেশের কিয়দংশে সকল বা কোন কোন লাইসেন্স রহিত বা স্থগিত করিতে পারিবেন। *

ষষ্ঠ।—দণ্ডবিষয়ক বিধি।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে, অর্থাৎ

৫, ৬, ১০ ও ১৩ হইতে ১৭ পর্য্যন্ত ধারার লঙ্ঘনবিষয়ক কথা।

(ক) ৫ ধারার বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী প্রস্তুত, রূপান্তর ও বিক্রয় করিলে, নিকটে রাখিলে, বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে অথবা বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া রাখিলে,

(খ) ৫ ধারার বিধানমতে নোটিস না দিলে,

(গ) ৬ ধারার বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী আমদানী অথবা রপ্তানী করিলে,

(ঘ) ১০ ধারার বিধানমতে প্রচারিত বিধির বা নিষেধের বিপরীতাচরণ করিয়া কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে,

(ঙ) ১৩ ধারার বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া সশস্ত্র হইয়া বেড়াইলে,

(চ) ১৪ বা ১৫ ধারার বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া আপন অধিকারে অথবা ক্ষমতাধীনে কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী রাখিলে,

(ছ) ১৭ ধারার (গ) প্রকরণের বিধিক্রমে তাহার যে বহি বা বিবরণ রাখা আবশ্যক, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে মিথ্যা করিয়া কোন কথা লিখিলে,

---

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

* উপসংহার দেখ।

(জ) ১৭ ধারার (ঙ) প্রকরণের বিধিক্রমে তাহার যে যে বস্তু দেখান আবশ্যক, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা দেখাইতে ত্রুটী করিলে, কিম্বা

(ঝ) ১৪ বা ১৬ ধারার বিধানমতে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিক-সামগ্রী আনিয়া গচ্ছিত না রাখিলে,

তাহার তিন বৎসরকালপর্য্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়বিধ দণ্ড বিধান করা হইবে।

নজীর।—৪ ধারা নিবিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় নজীর দেখ।

১৩ ধারা নিবিষ্ট দ্বিতীয় নজীর দেখ।

১৫ ধারা নিবিষ্ট নজীরগুলি দেখ।

আতসবাজি প্রস্তুতকরণের অভিপ্রায়েই হউক বা না হউক, লাইসেন্স বিনা বারুদ নিকটে রাখিলে এই ধারামতে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ কাশিম; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৮ম ভলুমের ২০২ পৃষ্ঠা; [প্রধানতম বিচারপতি টর্ণার্ এবং মুথুস্বামী আয়র, বিচারক; ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪।]

কোন ব্যক্তি ১৮৭৮ সালের অস্ত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক আইন অনুসারে ম্যাচ্‌লক্ (Match-lock) নামক বন্দুকের (অর্থাৎ, অগ্নিসংযোগ করিয়া যে বন্দুকে গুলী প্রক্ষেপ করিতে হয়) লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া তাহা পার্কশণ গন্ (Percussion gun) নামক বন্দুকে (অর্থাৎ, কঠিন দ্রব্যের প্রতিঘাতে উৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যে বন্দুকের গুলী প্রক্ষিপ্ত হয়) পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই ধারামতে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, কারণ শেষোক্ত বন্দুক রাখিবার অনুমতি ঐ লাইসেন্সে ছিল না। হাইকোর্টের মতে অপরাধ নির্ণয় অন্যায় বলিয়া স্থির হইল। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ বড়াপ্পা, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১০ম ভলুমের ১৩১ পৃষ্ঠা; [মুথুস্বামী আয়র এবং ব্র্যাণ্ড্, বিচারকদ্বয়; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬।]

১৮৭৮ সালের অস্ত্রাদিবিষয়ক আইনের ৬ষ্ঠ প্রণালী (Form) মতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির এজেন্ট্ গন্ধক এবং বারুদাদি বিক্রয় করিলে তাহা আইন অসঙ্গত কার্য্য হইবে না। এম্প্রেস্ বঃ সিথারামায়া; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১২শ ভলুমের ৪৭৩ পৃষ্ঠা; প্রধানতম বিচার-পতি কলিন্স্ এবং বিচারক উইল্‌কিন্সন্, ১০ই এপ্রেল, ১৮৮৯।]

দুই শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পাট্‌না নগরের এক শীখমন্দিরে চারিটী ছোট ছোট কামান, চারিটী পিস্তল এবং একত্রিশটী বন্দুক পূজার সামগ্রীস্বরূপ রক্ষিত ছিল। মন্দিরের মোহন্ত ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে উক্ত অস্ত্রাদির লাইসেন্স গ্রহণ করিতে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। উক্ত আইনের বিধান রীতিমত পালন করা হইতেছে কি না, তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত পুলীস ইন্‌স্পেক্টর সংবাদ পাইয়া ঐ মন্দির তল্লাশ করেন এবং তথায় অস্ত্রাদি দেখিতে পাইয়া মন্দিরের অধ্যক্ষের নামে অভিযোগ করেন। উক্ত ১৯ ধারার (চ) প্রকরণ অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, তৎপরিবর্ত্তে দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড বিধান করিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ আরও আদেশ করি

১৮৭৮।
১১ আইন।
২০—২১ ধারা।

লেন যে উক্ত অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার মূল্য ও অর্থদণ্ড, সংবাদদাতা ও পুলীস ইন্‌স্পেক্টর দুই জনে ভাগ করিয়া লইবেন। পাটনার দায়রার জজ সাহেব মহামান্য হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে হাইকোর্ট্ মন্তব্য প্রকাশ করেন,যে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের (ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন) ৫৭৯ ধারামতে ও ৪র্থ তফ্‌সীলের শেষ দফামতে, এবং ১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ১৯ ধারার (চ) প্রকরণক্রমে পুলীস ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যপ্রণালী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত করণ, আইনঅসঙ্গত হয় নাই। লাইসেন্স না লইলে কিম্বা ২৭ ধারামতে মুক্তি না পাইলেও যে মন্দিরের অধ্যক্ষেরা এই আইনের বিধিপালনভার হইতে মুক্ত হইবেন এরূপ কোন বিধান অস্ত্রাদিবিষয়ক আইনের মধ্যে নাই। লাইসেন্স থাকুক বা নাই থাকুক, মাজিষ্ট্রেট্ যে সকল স্থলে বিবেচনা করিবেন যে অস্ত্রাদি বেআইনী কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিবার উদ্দেশে নিকটে রাখা হইয়াছে, উক্ত আইনের ২৫ ধারায় সেই সকল স্থলের উল্লেখ আছে। উক্ত আইনের ৩০ ধারায় লক্ষিত হয়, যে তল্লাশকারী কার্য্যকারক ব্যতীত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকও তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন এবং তাহা আইন সঙ্গত। এম্প্রেস্ বঃ টিগা সিং; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ৮ম ভলুমের ৪৭৩ পৃষ্ঠা; [কনিংহাম্ এবং টটেন্‌হাম্, বিচারকদ্বয়; ৭ই মার্চ্চ, ১৮৮২।]

কোন ব্যক্তি স্পষ্টতঃ এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া অস্ত্রাদি লইয়া যাইতেছে দেখিলে এবং সে অন্যতর উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অনুমান করা হইবে (Shall be presumed) যে সাবকাশ পাইলেই উক্ত অস্ত্রাদি ব্যবহার করা তাহার অভিপ্রায়। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ ভিউর; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, এলাহাবাদ, ১৫শ ভলুমের ২৭ পৃষ্ঠা।

৫, ৬, ১০, ১৪ ও ১৫ ধারা গোপনে লঙ্ঘনবিষয়ক কথা।

২০ ধারা। কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমতে নির্ণীত রাজকীয় কার্য্যকারকের, কিম্বা রেলওয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অথবা সাধারণের পক্ষে বাহকের (Public carrier) কোন ভৃত্যের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়প্রকাশসূচকভাবে ১৯ ধারার (ক), (গ), (ঘ), ও (চ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন ক্রিয়া করিলে,

অস্ত্রাদি গোপনে রাখিবার কথা।

ও ২৫ ধারামতে তল্লাশ করিবার সময়, কোন ব্যক্তি কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী লুকাইয়া রাখিলে অথবা লুকাইয়া রাখিবার উদ্যোগ করিলে,

তাহার সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়বিধ দণ্ড বিধান করা হইবে।

লাইসেন্সের নিয়ম লঙ্ঘনবিষয়ক কথা।

২১ ধারা। যে নিয়মানুসারে লাইসেন্স দেওয়া যায়, কোন ব্যক্তি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন ক্রিয়া করিলে কিম্বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে ত্রুটী করিলে যদি ১৯ বা ২০ ধারামতে সেই ক্রিয়া কিম্বা সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মকরণের ত্রুটী দণ্ডনীয় না হয়,

তাহার ছয় মাস কালপর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়বিধ দণ্ডবিধান হইবে।

যাহার লাইসেন্স নাই এমত ব্যক্তির নিকট জানিয়া শুনিয়া অস্ত্রাদি ক্রয় করণের কথা।

২২ ধারা। যে ব্যক্তি অস্ত্রাদি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স বা ৫ ধারার বিশেষবিধিক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার নিকট হইতে কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী ক্রয় করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি আইনমতে স্বীয় অধিকারে অস্ত্রাদি রাখিবার লাইসেন্স পাইয়াছেন ইহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়া তাহার নিকট কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী অর্পণ করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডবিধান হইবে।

যাহার অস্ত্রাদি রাখিবার অনুমতি নাই তাহার নিকট তাহা অর্পণ করণের কথা।

বিধি লঙ্ঘনের দণ্ডের কথা।

২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে, এবং এই আইনে সেই বিধি লঙ্ঘনের কোন দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা না থাকিলে, তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড, বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, বা উভয়বিধ দণ্ডবিধান করা হইবে।

বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা। কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির এই আইনমতে দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলে যে আদালত বা যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি স্বীয় বিবেচনামতে ঐ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী অথবা তাহার কিয়দংশ, ও তাহা লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃত নৌকা, গাড়ী বা জন্তু এবং যে সকল বাক্স, বস্তা বা গাঁইটে সেই দ্রব্য লুক্কায়িত থাকে, তদন্তর্গত অন্য দ্রব্য সমেত তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সপ্তম।—বিবিধ বিধি।

মাজিষ্ট্রেটের তল্লাশ করিবার ও বলপূর্ব্বক লইবার কথা।

২৫ ধারা। কোন বেআইনী কার্য্যের অভিপ্রায়ে কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসী কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে, কিম্বা সেই ব্যক্তির অধিকারে তদ্রূপ কোন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী থাকিতে দিলে সাধারণের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, ঐ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

১৮৭৮।
১১ আইন।
২৬—২৭ ধারা।

তিনি সেই বিশ্বাসের হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির অধিকৃত গৃহ বা বাটী, কিম্বা যে গৃহ বা বাটীর মধ্যে সেই অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী আছে বা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই গৃহ বা বাটী তল্লাশ করাইতে পারিবেন, এবং লাইসেন্স থাকিলেও সেই অস্ত্রাদি বলপূর্ব্বক লইয়া যতদিন আবশ্যক বোধ করেন, ততদিন নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্বয়ং বা তাঁহার সাক্ষাতে অপর ব্যক্তি, অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যকারককে নামানুসারে,* বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার বিশেষ ক্ষমতাপ্রদান করিলে, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি উক্ত তল্লাশকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

নজীর।—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট্ তল্লাশী পরওয়ানা দিবেন, সে ব্যক্তি আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে নিকটে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী রাখিয়াছে এরূপ বিশ্বাসের কারণ লিখিয়া রাখিবেন। একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বেআইনমতে অস্ত্রাদি নিকটে রাখিবার জন্য অভিযুক্ত হইলে যদি উক্ত অস্ত্রাদি ঐ পরিবারের অবিভক্ত বা অনির্দ্দিষ্টাংশ বাটীর কোন সাধারণ (পরিবারস্থ সকলেরই ব্যবহার্য্য) গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অভিযোগকারীকে বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিই কেবলমাত্র সেই গৃহ অধিকার করিত ও স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিত। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ সঙ্গমলাল; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ১২৯ পৃষ্ঠা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বল পূর্ব্বক গ্রহণ ও আটক করণের কথা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির অধিকারে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিক-সামগ্রী রাখিবার লাইসেন্স থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সময়েই হউক তাহার অধিকারগত ঐ অস্ত্রাদি বলপূর্ব্বক লইবার আজ্ঞা করিতে বা সাধারণের নিরাপদের জন্য যতদিন আবশ্যক বোধ করেন, বলপূর্ব্বক উক্ত অস্ত্রাদি লওয়াইয়া ততদিন আটক রাখিতে পারিবেন।

মুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) কোন ব্যক্তিকে, নামানুসারে বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে কিম্বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে, অথবা কোন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদাদি, কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন অংশ এই আইনের অন্তর্গত কোন নিষেধ বা

* নামানুসারে—নাম উল্লেখ বা নির্দ্দেশ করিয়া অর্থাৎ নাম ধরিয়া। ৬, ১১, ১৩ ও ৩২ ধারা দেখ

আদেশের বিধান হইতে মুক্ত করিতে *, ও

(খ) ঐ জ্ঞাপনপত্র রহিত করিয়া তদুল্লিখিত ব্যক্তি বা দ্রব্যের প্রতি অথবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের নির্দ্দিষ্ট অংশের মধ্যে নিষেধ বা আদেশের বিধান পুনরায় প্রবল করিতে পারিবেন।

অপরাধ বিষয়ে সন্ধান জানাইবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত থাকিলে নিকটতম পুলীসের কার্য্যকারকের বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট উক্ত বিষয়ের সংবাদ দিবে; উক্তসংবাদ না দিবার সমুচিত কারণ বিদ্যমান থাকিলে, তাহা প্রমাণ করিবার ভার ঐ ব্যক্তিরই উপর থাকিবে;

এবং যে অস্ত্রশস্ত্র, বারুদাদি বা সৈনিকসামগ্রী সম্বন্ধে এই আইনমতে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা কোন বাক্স, বস্তা বা গাঁইটের মধ্যে রাখিয়া চালান করা হইতেছে, এমত সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে, রেলওয়ের কর্ম্মে বা সাধারণের পক্ষে বাহকের অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি নিকটতম পুলীসের কার্য্যকারকের নিকট তদ্বিষয়ের সন্ধান জানাইবে; উক্ত সন্ধান না জানাইবার সমুচিত কারণ বিদ্যমান থাকিলে, তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর থাকিবে।

১৯ ধারার (চ) প্রকরণমতে কোন কোন কার্য্য করিবার অনুমতি লইবার কথা।

২৯ ধারা। এই আইন প্রবল হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ১৮৬০ সালের ৩১ আইনের (১) ৩২ ধারার ২ প্রকরণ উক্ত তারিখে যে প্রদেশে, জেলায় বা স্থানে প্রচলিত ছিল, তথায় অথবা উক্ত প্রদেশ, জেলা বা স্থান ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অপর কোন অংশে ১৯ ধারার (চ) প্রকরণমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করা হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের, কিম্বা (প্রেসিডেন্সী নগর হইলে) পুলীসের কমিশনর সাহেবের অনুমতি (Sanction) না লইয়া ঐ অপরাধপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য (Proceedings) উপস্থিত করা যাইবে না।

১৯ ধারার (চ) প্রকরণের বিপরীত অপরাধ হইলে যদ্রূপে তল্লাশ করা যাইবে তদ্বিষয়ক কথা।

৩০ ধারা। ১৯ ধারার (চ) প্রকরণমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হেতু মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য বিচারাধীন থাকিবার কালে যদি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে তল্লাশ করার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ আইনে ভাবা-

---

* উপসংহার দেখ। (১) এই আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে। ১ ধারা ও প্রথম তফ্‌সীল দেখ।

১৮৭৮।
১১ আইন।
৩১—৩৩ ধারা।

স্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারককে নামানুসারে বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে এতৎকার্য্যপক্ষে বিশেষরূপে নিযুক্ত করেন, তাঁহারই সাক্ষাতে তল্লাশ করা হইবে, অন্য প্রকারে হইবে না।

অন্যান্য আইনের কার্য্যের বাধা না হইবার কথা।

৩১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যকরণ বা কার্য্য করিতে ক্রটীকরণ প্রযুক্ত এই আইনের কি এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিরুদ্ধাচরণহেতু অপরাধ করিলে, এই আই-নের কোন কথায় অন্য কোন আইনক্রমে তাহার নামে অভিযোগ হইবার, কিম্বা এই আইন ক্রমে যে কারাদণ্ড বা অন্য দণ্ডের বিধান আছে উক্ত অন্য কোন আইনমতে তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড পাইবার, বাধা হইবে না, কিন্তু একই অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দুইবার দণ্ড হইবে না।

আগ্নেয় অস্ত্রাদির সংখ্যা গ্রহণ করিবার কথা।

৩২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কোন সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে আগ্নেয় অস্ত্রাদির সংখ্যা (Census) গ্রহণ করিবার আদেশ করিতে, ও কোন ব্যক্তিকে নামানুসারে বা তাঁহার পদের কার্য্যসূত্রে উক্ত সংখ্যা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

উক্তরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে, তল্লিখিত সীমান্তর্গত স্থানে যে সকল ব্যক্তির অধিকারে সেই আগ্নেয় অস্ত্রাদি থাকে, পূর্ব্বকথিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত-ব্যক্তি ঐ অস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে সন্ধান জানাইতে আদেশ করেন তাহারা তাহা জানাইবে ও তিনি উক্ত অস্ত্রাদি চাহিলেই তাহা উপস্থিত করিবে।

অস্ত্রাদি তদ্রূপে দেখাইবার আজ্ঞা পাইয়াও কোন ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার বা শৈথিল্য করিলে তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডবিধান হইবে।

কার্য্যানুষ্ঠান করিবার নোটিস ও সময়ের কথা।

৩৩ ধারা। এই আইন অনুসারে কোন কার্য্য করা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা ভিন্ন কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার কল্পনা থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যের ও তাহার হেতুর লিখিত নোটিস না দেওয়া হইলে কিম্বা উক্ত কার্য্যের কারণ উদ্ভব হইবার পর তিন মাস গত হইলে উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না।

প্রথম তফ্‌সীল।

১৮৭৮
১১ আইন।
তফ্‌সীল।

সাল ও নম্বর।	নাম।	যত দূর রহিত হইল
১৮৪১ সালের ১৮ আইন।	যুদ্ধ সরঞ্জাম দেশান্তরে রপ্তানী করণের আইন সকলের সংশোধন পূর্ব্বক একত্র করণেব আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৫৪ সালের ৩০ আইন।	আরকান, পেগু, মার্ত্তাবান ও টেনাসেরিম প্রদেশে কষ্টমের মাশুল আদায় করিবার বিধান করণার্থ আইন।	হেতুবাদে নিম্নলিখিত কথা "এবং উক্ত. কোন প্রদেশ হইতে ভিন্ন রাজ্যাধিকারে কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম রপ্তানী করিতে নিষেধ করা" ও ১১ ধারা।
১৮৬০ সালের ৩১ আইন।	অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদাদি তৈয়ার, আমদানী ও বিক্রয় করিবার এবং তাহা রাখিবার ও ব্যবহার করিবার বিধান করণার্থ এবং কোন কোন স্থলে নিরস্ত্র করিবার ক্ষমতা দিবার আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নই।
১৮৬৬ সালের ৬ আইন।	১৮৬০ সালের ৩১ আইন (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র বারুদাদি তৈয়ার, আমদানী ও বিক্রয় করিবার এবং তাহা রাখিবার ও ব্যবহার করিবার বিধান করণার্থ ও কোন কোন স্থলে গতিকে নিরস্ত্র করিবার ক্ষমতা দিবার আইন) প্রবল রাখিবার ও অন্য অন্য বিষয়ের বিধান করিবার আইন।	সম্পূর্ণ
১৮৭২ সালের ৩ আইন।	সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্ত করণ-বিষয়ক আইন।	তফ্‌সীলের যে অংশের সহিত ১৮৬০ সালের ৩১ আইনের ও ১৮৬৬ সালের ৬ আইনের সম্পর্ক থাকে সেই অংশ।
১৮৭৪ সালের ৯ আইন।	আরাকানের পার্ব্বতীয় প্রদেশের আইনবিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন।	তফ্‌সীলের যে অংশের সহিত ১৮৪১ সালের ১৮ আইনের সম্পর্ক থাকে সেই অংশ।
১৮৭৪ সালের ১৫ আইন।	কতকগুলি আইনের ব্যাপকতা নির্দ্দেশ করণার্থ ও অন্য অন্য বিধান করণার্থ আইন।	প্রথম তফ্‌সীলের যে অংশের সহিত ১৮৪১ সালের ১৮ আইনের সম্পর্ক থাকে সেই অংশ।

দ্বিতীয় তফ্‌সীল।

[১৮৯১ সালের ১২ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।]

অস্ত্রশস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনের উপসংহার।

১৮ ও ২৭ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কামান, টরপিডো, যুদ্ধের হাউই ও অস্ত্র এবং যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি ব্যতীত অপর অস্ত্রাদি সম্বন্ধে অস্ত্র-

১৮৭৮। ১১ আইন। উপসংহার।

শস্ত্রাদি-বিষয়ক আইনের আদেশ ও নিষেধের বিধান হইতে মুক্ত হইয়াছেন :—

(১) মহারাজা, রাজা, নবাব, ও নাইট্ (knight)-উপাধিধারী, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন উপাধিপ্রাপ্ত, রাজকীয় দরবারে তরবারিপ্রাপ্ত, এবং দেওয়ানী আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত ব্যক্তিগণ।

(২) ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এবং বম্বে ও মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের এবং বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য বা ভূতপূর্ব্ব সদস্যগণ।

(৩) সৈন্যসংক্রান্ত বা যুদ্ধ-জাহাজ-সম্পর্কীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সৈনিক পুরুষ, জাহাজের নাবিক, ভলণ্টিয়ারগণ এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত পুলীস, জেল, ডাক ও আরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ।

(৪) মাজিষ্ট্রেট্, শান্তিরক্ষক বিচারপতি (Justice of the Peace), অবৈতনিক (honorary) মাজিষ্ট্রেট্, মুন্সেফ বা তাঁহার উপরিপদস্থ দেওয়ানী বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীগণ।

(৫) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যাবতীয় ইউরোপীয় ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ প্রজা, আমেরিকাদেশীয় লোক যাঁহারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইয়াও অল্পকাল ভারতবর্ষে বাস বা পর্য্যটন করেন।

(৬) * * দেশীয় রাজ্যের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল বা এজেণ্ট।

(৭) আধিপত্যকারী ক্ষুদ্র রাজা (ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আগমন বা বাস করিবার কালীন) এবং তাঁহার অনুচরবর্গ; উক্ত রাজার কর্ম্মচারীগণ (কার্য্যোপলক্ষে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া যাইবার কালীন)।

(৮) দেশীয় সৈনিকবিভাগের বৃত্তিভোগী (pensioned) কর্ম্মচারী এবং নিয়োগকালে মুক্ত অন্যান্য বিভাগের বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী।

(১১) গ্রামের মোড়লেরা, ঘাটওয়াল, ও অন্যান্য গ্রাম্য পুলীসের কর্ম্মচারী।

(১৫) রেভিনিউ বিভাগের কার্য্যকারক এবং বন্যপ্রদেশ বা সীমাস্থিত দেশের ডাকহরকরা (যে স্থলে উচ্চপদস্থ কার্য্যকারকের আদেশমতে তাহারা অস্ত্রাদি লইয়া যায়)।

খ। নিম্নলিখিত অস্ত্রগুলি অস্ত্রশস্ত্রাদি-বিষয়ক আইনের আদেশ বা নিষেধের বিধান হইতে মুক্ত করা হইয়াছে :—

(১) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে সর্ব্বপ্রকারের বর্শা (spears);

(২) বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসিতপ্রদেশে ভোজালি (kukris) এবং দা (dhaos);

(৪) আসামের চীফ্ কমিশনারের শাসিত দেশে তরবারি, তরবারিবিশেষ (dirks), বর্শা, ভোজালি ও দা;

(৫) তীর ও ধনুক।—১৮৭৯ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখের ৫১৮ নং জ্ঞাপনপত্র।

(৬) "ইউরোপে প্রস্তুত এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শমতে প্রস্তুত এক প্রকারের তরবারী ও তরবারী-বিশেষ।"—১৮৮২ সালের ১০শে মে তারিখের ৭৬০নং জ্ঞাপনপত্র।

গ। নিম্নলিখিত প্রদেশ অস্ত্রশস্ত্রাদি-বিষয়ক আইনের ২৭ ধারার আদেশ বা নিষেধের বিধান হইতে মুক্ত করা হইয়াছে :—

(১) বাঙ্গালা প্রদেশে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় অংশ।

ঘ। নিম্নলিখিত সৈনিকসামগ্রী সম্বন্ধে নিষেধের বিধান করা হইয়াছে :—

(১) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দশ সেরের ঊর্দ্ধ পরিমাণ গন্ধক।

ঙ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ গবর্ণমেণ্টের নিকট বা তাঁহার আদেশ অনুসারে অস্ত্রাদিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারিগণকে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদিধারণ কারবার ও লইয়া যাইবার লাইসেন্স ষ্ট্যাম্পরহিত কাগজে কোন ফী না লইয়া প্রদান করিতে পারেন। উক্ত লাইসেন্স ১৩শ নিয়মের অধীনে ৮ম পাঠানুসারে প্রদত্ত হইবে।—১৮৮৪ সালের ১৭ই এপ্রেল তারিখের ৬২০ নং জ্ঞাপনপত্র।

ACT XVIII. OF 1879.

THE LEGAL PRACTITIONERS' ACT.

ব্যবহারাজীবীদিগের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

৩ ধারা। বিষয় কি পূর্ব্বাপর কথায় বিপরীত ভাব প্রকাশ না হইলে, এই আইনে—

অর্থকরণের ধারা।

প্রত্যেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে যিনি বিচারবিষয়ক আধিপত্যকারী কার্য্যকারক তাঁহার যে কোন খ্যাতি হউক না কেন, "বিচারপতি" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"বিচারপতি।"

"অধীন আদালত" শব্দে হাইকোর্টের অধীন সমুদয় আদালত, এবং ১৮৫০ সালের ৯ আইনবলে বা ১৮৬৫ সালের ১১ আইনবলে সংস্থাপিত ছোট আদালতও বুঝাইবে।

"অধীন আদালত।"

দেওয়ানী আদালত ভিন্ন যে সমুদয় আদালত প্রচলিত আইন অনুসারে ভূম্যধিকারী ও তদীয় প্রজা বা কর্ম্মকারকবিষয়ক মোকদ্দমার বিচার করেন, "রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যালয়" শব্দে সেই সমুদয় আদালতও বুঝাইবে।

"রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয়।"

"ব্যবহারাজীবী" শব্দে কোন হাইকোর্টের আড্‌ভোকেট্, উকীল বা আটর্ণি, কিম্বা কোন প্লীডার, মোক্তার, বা রেভিনিউ এজেণ্ট বুঝাইবে।

"ব্যবহারাজীবী।"

৬ ধারা। * * (খ) অধীন আদালতের, এবং কোন হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত না হইলে উক্ত কোর্টের মোক্তার হইতে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য তাঁহাদিগের যোগ্যতানিরূপণ, ও সার্টিফিকেট গ্রহণ বিষয়ে,

(গ) ঐ সকল ব্যক্তির পরীক্ষাগ্রহণ জন্য যে যে ফী দিতে হইবে তদ্বিষয়ে, এবং

(ঘ) উক্ত প্লীডার ও মোক্তারদিগকে স্থগিত ও কর্ম্মচ্যুতকরণ বিষয়ে।

এই সকল বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে, কিন্তু যে সকল হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দদ্বারা সংস্থাপিত নহে, তাঁহাদিগের প্রণীত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পূর্ব্বে অনুমোদিত হওয়া চাই।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৭ ধারা। ৬ ধারামতে কোন ব্যক্তি প্লীডার বা মোক্তার বলিয়া গ্রাহ্য

১৮৭৯।
১৮ আইন।
৮—১০ ধারা।

প্লীডার ও মোক্তারদিগের সার্টিফিকেটের কথা।

হইলে পর হাইকোর্ট যে কার্য্যকারককে এই কার্য্যের জন্য সময়ে সময়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহার স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট উক্ত ব্যক্তিকে দিয়া এরূপ ক্ষমতা দিবেন যে ঐ সার্টিফিকেটে যে যে আদালত এবং প্লীডার হইলে, যে যে কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, চলিত সনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই সেই স্থানে কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

উক্ত কাল গত হইলে পর সার্টিফিকেটধারী যদি কর্ম্ম চালাইতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে যে জেলার আদালতের জজের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে তিনি সামান্যতঃ কর্ম্ম করেন অথবা এই কার্য্যের জন্য যে কার্য্যকারককে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে নিযুক্ত করেন সেই জজ বা কার্য্যকারক দ্বারা তিনি, এতদর্থে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এই আইনসঙ্গত যে বিধি করেন তাহার নিয়মাধীনে, সার্টিফিকেট নূতন করিয়া লইতে অধিকারী হইবেন।

এইরূপ প্রত্যেক বার নূতন করিয়া লইবার সময়ে ঐ উকীল বা মোক্তারের কাছে যে সার্টিফিকেট্ থাকে উক্ত জজ বা কার্য্যকারক তাহা লইয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া আপনার নিকটে রাখিবেন।

নূতন করিয়া দত্ত এরূপ প্রত্যেক সার্টিফিকেটে উক্ত জজ বা কার্য্যকারক স্বাক্ষর করিবেন, এবং তাহা চলিত সনের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

কোন জজ বা কার্য্যকারক এইরূপে কোন সার্টিফিকেট নূতন করিয়া দিলে, তিনি হাইকোর্টে ইহার সংবাদ জানাইবেন।

নাম লিখান হইলে মোক্তারেরা আদালতে কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইহার কথা।

৯ ধারা। ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেটধারী মোক্তার সার্টিফিকেটে উল্লিখিত ও উক্ত সীমার মধ্যস্থিত দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে নাম লিখাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং এতদর্থে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে বিধি প্রণয়ন করেন, তাহার নিয়মাধীনে আধিপত্যকারী জজ তাঁহার নাম লিখিয়া লইবেন, এবং নাম লিখান হইলে তিনি তদ্রূপ দেওয়ানী আদালতে ও তদধীন কোন আদালতে মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন এবং (ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের বিধানের নিয়মাধীনে) তদ্রূপ ফৌজদারী আদালতে ও তদধীন কোন আদালতে উপস্থিত হইতে, উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। এই আইনের অথবা অন্য কোন প্রচলিত আইনে বিহিত

যোগ্য না হইলে কোন ব্যক্তি প্লীডার কি মোক্তারের কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ইহার কথা।

স্থল ভিন্ন কোন ব্যক্তি ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেট না পাইয়া রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে এরূপ আদালতে অথবা উক্ত আদালত যে আদালতের অধীন সেই আদালতে নাম না লিখাইয়া, উক্ত আদালতে প্লীডর বা মোক্তার স্বরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন না।

মোক্তারদের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনে বিপরীত কথা থাকিলে ও অধীন আদালতে ও রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট না হইলে সেই কোর্টে, কর্ম্মকারী মোক্তারদের কর্ম্ম, ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী অপরাধ সপ্রমাণ হইলে প্লীডার কি মোক্তারের স্থগিত কি পদচ্যুত হইবার কথা।

১২ ধারা। এই আইনক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেটধারী প্লীডারের কি মোক্তারের যদি এমন ফৌজদারী অপরাধ সপ্রমাণ হয়, যাহাতে প্লীডারের, কি স্থলবিশেষে, মোক্তারের অযোগ্য চরিত্রগত দোষ প্রকাশ পায়, হাইকোর্ট তাঁহাকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

পদের অযোগ্য আচরণ করিলে প্লীডার কি মোক্তারের স্থগিত কি পদচ্যুত হইবার কথা।

১৩ ধারা। উক্তরূপ সার্টিফিকেটধারী প্লীডার যে ব্যক্তির পক্ষে নিযুক্ত হন, সেই ব্যক্তি কিম্বা সেই ব্যক্তির স্বকীয় চাকর কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ী সেই ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে কোন মোকদ্দমার উপদেশ লইলে, কিম্বা

উক্তরূপ সার্টিফিকেটধারী প্লীডার কি মোক্তার স্বীয় পদের কার্য্যোপলক্ষে প্রতারণা কি অতি অন্যায় আচরণ করিলে, অথবা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে,

হাইকোর্ট যেরূপ অনুসন্ধান উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া উক্ত প্লীডার কি মোক্তারকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

অধীন আদালতে বা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে পদের অযোগ্য আচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪ ধারা। যে প্লীডার কি মোক্তার অধীন আদালতে কি রাজস্বসম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, তাঁহার নামে উক্ত আদালতে বা কার্য্যালয়ে উক্তরূপ ব্যতিরেকস্থল ভিন্ন উপদেশ গ্রহণ ও উক্তরূপ অসদাচরণ জন্য অভিযোগ হইলে, তত্রত্য আধিপত্যপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাঁহাকে অভিযোগের একখণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইবেন ও নোটিস দিবেন যে

১৮৭৯।

১৮ আইন।
১৪ ধারা।

তন্নির্দ্দিষ্ট দিনে উক্ত অভিযোগের বিবেচনা হইবে।

উক্ত প্রতিলিপি ও নোটিস নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্যূন পঞ্চদশ দিন পূর্ব্বে ঐ প্লীডার কি মোক্তারকে দিতে হইবে।

উক্ত দিনে কিম্বা পরবর্ত্তী যে দিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান স্থগিত রাখা হয় সেই দিনে, অভিযোগের পোষকতায়, অথবা উক্ত প্লীডার কি মোক্তার কর্ত্তৃক যে সকল প্রমাণ যথাযোগ্যরূপে উপস্থিত করা হয় উক্ত আধিপত্যপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সেই সমুদয় গ্রহণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

যদি উক্ত কার্য্যকারক অভিযোগ সপ্রমাণ হইয়াছে স্থির করিয়া তন্নিমিত্ত উক্ত প্লীডারকে কি মোক্তারকে স্থগিত কি পদচ্যুত করা উচিত বিবেচনা করেন, তিনি স্বীয় নিষ্পত্তি হেতুসহ লিপিবদ্ধ করিবেন ও তাহা হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবেন; এবং হাইকোর্ট উক্ত প্লীডারকে কি মোক্তারকে নির্দ্দোষী, স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

অনুসন্ধানশেষের অপেক্ষায় স্থগিত করণের কথা।

কোন জেলার জজ, কিম্বা তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তদধীন কোন বিচারপতি ও কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তদধীন কোন মাজিষ্ট্রেট, ও কালেক্টরের ন্যূনপদস্থ নহে এমন কোন রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা কালেক্টরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তদধীন কোন রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারক, তৎসম্মুখে এই ধারামতে কোন প্লীডারের কি মোক্তারের নামে অভিযোগ হইলে, হাইকোর্টের অনুসন্ধান শেষ ও আদেশ হইবার অপেক্ষায় উক্ত প্লীডারের বা মোক্তারের কর্ম্ম করা স্থগিত করিতে পারিবেন।

এই ধারাক্রমে হাইকোর্টে যে যে রিপোর্ট করা হয়, তাহা

(ক) জেলার জজের অধীন অন্য কোন দেওয়ানী বিচারপতি করিলে, উক্ত জজ সাহেব দ্বারা করিতে হইবে।

(খ) জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট্ করিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ও দায়রার জজ সাহেব দ্বারা করিতে হইবে।

(গ) জেলার মাজিষ্ট্রেট্ করিলে, দায়রার জজ সাহেব দ্বারা করিতে হইবে।

(ঘ) রাজস্ববিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষের অধীন রাজস্ববিষয়ক কোন কার্য্যকারক করিলে, রাজস্ববিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, তদনুযায়ী রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারা

করিতে হইবে।

যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ কি রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষের হস্ত দিয়া এরূপ রিপোর্ট যায়, তৎসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের মত পাঠাইতে হইবে।

পদচ্যুত ব্যবহারাজীবী সার্টিফিকেট সমর্পণ করিবেন ইহার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনক্রমে কোন প্লীডার কি মোক্তার কি রেভিনিউ এজেণ্ট স্থগিত কি পদচ্যুত হইলে, তিনি যে আদালতে কি কার্য্যালয়ে স্থগিত কি পদচ্যুত হইবার সময়ে কর্ম্ম করিতেছিলেন, সেই আদালতে বা সেই কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে, কিম্বা হাইকোর্ট কি, স্থলবিশেষে, রাজস্ববিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ যে আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা দেন সেই আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে, তৎক্ষণাৎ আপনার সার্টিফিকেট সমর্পণ করিবেন।

অবৈধমতে কোন ব্যক্তি প্লীডার কি মোক্তার কি রেভিনিউ এজেণ্টের কর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩২ ধারা। ১০ ধারা কি ২০ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি কোন আদালতে কি রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, আদালতের কি কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাক্রমে সেই ব্যক্তির উক্ত আদালতে কি কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপ্রদায়ক সার্টিফিকেট লইতে এই আইনের আদেশমতে যত টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইত, তাহার দশগুণের অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং টাকা না দিলে দেওয়ানী কারাগারে ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

আর যৎকালে তিনি পূর্ব্বোক্ত দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছিলেন, তৎকালে প্লীডার কি মোক্তার কি রেভিনিউ এজেণ্টস্বরূপ কোন কার্য্য কি খরচ করিয়া যে ফী কি পুরস্কার পাইতে পারিতেন, তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা চালাইতে কি কোন অধিকার বলবৎ করিতে পারিবেন না।

স্থগিত কি পদচ্যুত করা প্লীডার প্রভৃতি সার্টিফিকেট সমর্পণ না করিলে দণ্ডের কথা।

৩৩ ধারা। কোন প্লীডার কি মোক্তার কি রেভিনিউ এজেণ্ট ২৬ ধারার আদেশমতে সার্টিফিকেট সমর্পণ না করিলে, যে আদালত কি কর্ত্তৃপক্ষ কি কার্য্যকারকের নিকট কি আজ্ঞাক্রমে সমর্পণ করা উচিত সেই আদালত কি কর্ত্তৃপক্ষ কি কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং টাকা না দিলে দেওয়ানী কারাগারে তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

১৮৭৯। ১৮ আইন। ৩৪—৪০ ধারা।

৩৪ ধারা। যে প্লীডার কি মোক্তার কি রেভিনিউ এজেণ্ট এই আইনের বিধানক্রমে স্থগিত কি পদচ্যুত হইয়া এইরূপ স্থগিত কি পদচ্যুত হইবার পরে কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে প্লীডারের কি মোক্তারের কি রেভিনিউ এজেণ্টের কর্ম্ম করেন উক্ত আদালতের কি কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাক্রমে তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং টাকা না দিলে দেওয়ানী কারাগারে ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

স্থগিত কি পদচ্যুত ব্যবহারাজীবী স্থগিত কি পদচ্যুত হইবার পরে কর্ম্ম করিলে দণ্ডের কথা।

৩৬ ধারা। যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করে, অর্থাৎ

কমিশন লইলে কি দিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন আইনঘটিত কার্য্যে কোন ব্যবহারাজীবীর নিয়োগ সাধন করিবে কিম্বা করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকটে পারিতোষিক চাহে বা লয় ;

(খ) কোন ব্যবহারাজীবীকে তদ্রূপ নিয়োগ নিমিত্ত যে বেতন প্রদত্ত কি অর্পিত হয় কিম্বা প্রদত্ত কি অর্পিত হইবার চুক্তি থাকে, তাহা হইতে কোন পারিতোষিক রাখে ;

(গ) আপনি ব্যবহারাজীবী হইয়া কোন আইনঘটিত কার্য্যে আপনার কিম্বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবীর নিয়োগ সাধন হইবে বা হইয়াছে বলিয়া কোন পারিতোষিক দিতে চাহে কি দেয় কি গ্রহণ বিষয়ে সম্মতি দেয় ;

তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিম্বা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

৩৯ ধারা। যে ব্যক্তি ৭ ধারামতে মোক্তারের সার্টিফিকেটধারী ও ১৮ ধারামতে রেভিনিউ এজেণ্টের সার্টিফিকেট্‌ধারী হইয়া তদ্দপ কোন এক কর্ম্মে স্থগিত কি পদচ্যুত হন, তিনি অন্য কর্ম্মে ও স্থগিত কি, স্থলবিশেষে, পদচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

যে ব্যক্তি মোক্তারের ও রেভিনিউ এজেণ্টের সার্টিফিকেটধারী, তাঁহার স্থগিত ও পদচ্যুত করণের কথা।

৪০ ধারা। এই আইনে বিপরীত কথা থাকিলেও, কোন প্লীডারকে কি মোক্তারকে কি রেভিনিউ এজেণ্টকে যে কর্ত্তৃপক্ষ স্থগিত কি পদচ্যুত করেন, সেই কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া এই আইনমতে তাঁহাকে স্থগিত কি পদচ্যুত করা যাইবে না।

প্লীডার প্রভৃতির কথা না শুনিয়া তাঁহাদিগকে স্থগিত কি পদচ্যুত না করিবার কথা।

আফীনবিষয়ক

১৮৭৮ সালের ১ আইন।

সূচীপত্র।

১৮৭৮ সালের ভারতবর্ষীয় ১ আইন।

উপক্রমণিকা।

*** কিরূপ নিয়মে আফীন প্রস্তুত করিতে পারা যায়, কিরূপ বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া আফীন বিক্রয় বা চালান করিতে হয় এবং সেই নিয়ম বা বিধান পালন না করিলে কিরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তৎসমুদয় বিধিবদ্ধ করা এই আইনের উদ্দেশ্য। "আফীন" শব্দে পোস্তের ঢেঁড়ি, আফীনজাত বা আফীন-মিশ্রিত দ্রব্য ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যও গণ্য হইবে (৩ ধারা)। নিরূপিত লাইসেন্স দিয়া অথবা একেবারেই লাইসেন্স না দিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে (৫ ধারা) পোস্তের চাষ করিতে, অথবা আফীন প্রস্তুত, বিক্রয়, স্থানান্তর, আমদানী বা রপ্তানী করিতে কিম্বা নিকটে রাখিতে পারা যাইবে না (৪ ধারা)। কোন ব্যক্তি ৫ ধারার উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ৪ ধারার কোন নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে দণ্ডনীয় হইবে (৯ ধারা)। ৯ ধারামতে কোন অপরাধ করা হইলে সেই আফীন যে পাত্রে, বস্তায় বা আবরণে পাওয়া যায় অথবা তাহা লইয়া যাইবার জন্য যে জন্তু বা যান ব্যবহৃত হয় এবং যে পাত্রে ঐ আফীন থাকে তাহাতে অন্যান্য যে সকল দ্রব্য থাকিবে তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত করা হইবে (১১ ধারা)। উক্ত অপরাধনির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট্ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিবেন (১২ ধারা)। কোন বাটী, নৌকা বা অন্য স্থানে আফীন প্রস্তুত হয়, বা রক্ষিত অথবা লুক্কায়িত আছে, সংবাদ পাইলে আবকারী, পুলীস, কষ্টম, লবণ বা আফীন বিভাগের কোন কার্য্যকারক (পেয়াদা বা কনষ্টেবলের উর্দ্ধ শ্রেণীস্থ) আবশ্যক মতে বলপ্রকাশ করিয়াও তথায় প্রবেশ করিবেন এবং তল্লাশ করিয়া আফীনসমেত প্রস্তুতকরণের মালমসলা ও যন্ত্রাদি বলপূর্ব্বক লইয়া আটক রাখিবেন ও যে সকল ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধে দোষী বিবেচনা করিবার কারণ থাকিবে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবেন (১৪ ধারা)। এই আইনমতে কোন অপরাধ হইলে বা কাহারও অনধিকারস্থিত আফীনের সন্তোষজনক বিবরণ না পাওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব, ডেপুটী

১৮৭৮। ১ আইন। উপক্রমণিকা।

কমিশনর বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত কার্য্যকারক সেই আফীন বলপূর্ব্বক লইবার আদেশ দিতে, ওয়ারেণ্ট-পরওয়ানা জারী করাইতে ও শেষোক্ত আফীনের কোন দাবিদার থাকিলে তাহার দাবির প্রমাণাদি শুনিয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতেও পারেন (১২ ও ১৯ ধারা)। যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইবে তাহাদিগকে অবিলম্বে নিকটতম পুলীসথানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অথবা যিনি ওয়ারেণ্ট্ জারী করিবার আদেশ দিয়াছেন তাঁহার, সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে (২০ ধারা)। এই আইনের বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক পোস্তের চাষ করিয়া যে সকল শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া রাখা হইবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজিরজামিন দাখিল করিলেই চাষাকে মুক্ত করা হইবে (২২ ধারা)। অর্থদণ্ডের টাকা ও বাজেয়াপ্ত দ্রব্য বিক্রয়ে প্রাপ্ত টাকার কিয়দংশ গোয়েন্দা ও কার্য্যকারকদিগকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইবে (১৩ ধারা)। এই আইনানুসারে কোন কার্য্য করিবার জন্য আবশ্যক হইলে আবকারী, পুলীস, কষ্টম, লবণ বা আফীন-বিভাগের কার্য্যকারক পরস্পরের সহায়তা করিবেন (১৭ ধারা); কিন্তু বিরক্তিজনকরূপে বা অনর্থক কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক লইলে বা তাহাকে আটক করিয়া তল্লাশ বা গ্রেপ্তার করিলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন (১৮ ধারা)। এই আইনমতে কোন ফী বা মাসুল বাকী পড়িলে তাহা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা হইবে (২৩ ধারা)।

ACT I. OF 1878.

THE OPIUM ACT.

আফীনবিষয়ক

১৮৭৮ সালের ১ আইন।

[শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনে ১৮৭৮ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে সম্মতিপ্রকাশ করেন।]

হেতুবাদ। আফীনবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল:—

সংক্ষেপ নামের কথা। ১ ধারা। এই আইন "১৮৭৮ সালের আফীনবিষয়ক আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

ব্যাপকতার কথা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে সকল স্থানে এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন, সেই সকল স্থানে এই আইন প্রচলিত হইবে;

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা। ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব তন্মধ্যে যে স্থানে যে দিন অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা উক্ত প্রকারে প্রকাশ করেন, সেই স্থানে সেই দিনাবধি প্রচলিত হইবে। (১)

১৮২৭ সালের ২১ ও ১৮৩০ সালের ২০ বম্বে রেগুলেশনদ্বয় ১৮৩৬ সালের ৭ আইনে কিরূপ ভাবে উল্লিখিত তদ্বিষয়ক কথা। ২ ধারা। (২) ১৮৩৬ সালের ৭ আইনে ১৮২৭ সালের ২১ ও ১৮৩০ সালের ২০ (বম্বে) রেগুলেশনের যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই আইনের তত্তুল্য ভাবের (Corresponding) ধারার উল্লেখ বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।

(১) আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং মানপুর পরগণাতে ১৮৭৭ সালের ৬ আইনক্রমে সংশোধিত আফীনবিষয়ক ১৮৭৬ সালের ২৩ আইন প্রচলিত। এ পর্যন্ত উক্ত স্থলে এই আইন প্রচলিত হয় নাই।

(২) ১৮৯১ সালের ১২ আইনক্রমে এই ধারার প্রথমাংশ রহিত হইয়াছে।

১৮৭৮। ১ আইন। ৩—৪ ধারা।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয়বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার সহিত ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"আফীন"।

"আফীন" শব্দের মধ্যে পোস্তের ঢেঁড়ি, আফীন হইতে প্রস্তুত বা আফীন-মিশ্রিত দ্রব্য ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যও গণ্য বুঝিতে হইবে;

"মাজিষ্ট্রেট্।"

"মাজিষ্ট্রেট্" শব্দে রাজধানীর মধ্যে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, ও অন্য স্থানে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্, কিম্বা [স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতে মোকদ্দমা বিচার করণার্থ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে] দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্ জানিতে হইবে।

"আমদানী।"

"আমদানী (Import) শব্দে সমুদ্র, ভিন্ন রাজ্যাধিকার (Foreign territory) কিম্বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে আনয়ন করা জানিতে হইবে।

"রপ্তানী।"

"রপ্তানী" (Export) শব্দে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে, সমুদ্রে কিম্বা কোন ভিন্ন রাজ্যাধিকারে কিম্বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে লইয়া যাওয়া জানিতে হইবে।

"চালান করা।"

"চালান করা" (Transport) শব্দে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করা বুঝাইবে।

পোস্তের চাষ করা ও আফীন নিকটে রাখা প্রভৃতি নিষেধের কথা।

৪ ধারা। এই আইন, কিম্বা আফীনবিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন বা উক্ত কোন আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে অনুমতি না থাকিলে, কোন ব্যক্তি—

(ক) পোস্তের চাষ করিবে না; (ঘ) আফীন চালান করিবে না;

(খ) আফীন প্রস্তুত করিবে না; (ঙ) আফীন আমদানী বা রপ্তানী করিবে না;

(গ) আফীন নিকটে রাখিবে না; কিম্বা (চ) আফীন বিক্রয় করিবে না।

নজীর।—অভিযুক্ত ব্যক্তির ভৃত্যের নিকট আফীন পাওয়া গিয়াছিল। ভৃত্য বলিল অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী এক আফীনের চাষীর নিকট উক্ত আফীন ক্রয় করিয়া তাহাকে দিয়াছে। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে ১৮৫৬ সালের ২১ আইনের ৫৩ ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করা যাইতে পারে না; কারণ সে তাহার স্ত্রীকে যে উক্ত

আফীন ক্রয় করিতে বলিয়াছিল তাহার প্রমাণ হয় নাই, সুতরাং তাহার স্ত্রী বা ভৃত্যের নিকট সেই আফীন থাকিলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে আছে বলিয়া গণ্য হইবে না। কুইন্ বঃ গণেশ মানা; উইক্লি রিপোর্টার, ২০শ ভলুমের ৫৪ পৃষ্ঠা; [প্রধানতম বিচারপতি কাউচ্ ও বিচারক গ্লোভর, ২৬শে জুলাই, ১৮৭৩।]

উক্ত বিষয়ের অনুমতি দিবার জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে * (Absolutely), বা মাস্থল প্রদান বা অন্য কোন নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া নিম্নলিখিত সকল বা কোন একটী কার্য্যের অনুমতি দিবার ও স্বীয় শাসনাধীন তাবদ্দেশে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন অংশের মধ্যে তৎসম্বন্ধে বিধান করিবার জন্য এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ক) পোস্তের চাষ করা;
(খ) আফীন প্রস্তুত করা;
(গ) আফীন নিকটে রাখা;
(ঘ) আফীন চালান করা;
(ঙ) আফীন আমদানী কিম্বা রপ্তানী করা; এবং
(চ) আফীন বিক্রয় করা, ও আফীনের খুজরা বিক্রয়ের উপর যে মাস্থল আদায় হইতে পারে তাহার ইজারা দেওয়া।

পরন্তু, আমদানী করা যে আফীনের উপর সামুদ্রিককষ্টমবিষয়ক যে আইন (১) যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে বা এই আইনের ৬ ধারাক্রমে মাস্থল ধার্য্য আছে, সেই আফীনের উপর উক্ত কোন বিধিক্রমে কোন মাস্থল আদায় হইবে না।

স্থলপথে যে আফীনের আমদানী হয় তাহার উপর মাস্থলের কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কিম্বা তদন্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে যে আফীন কিম্বা যে কোন প্রকারের আফীন স্থল-পথে আমদানী করা হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই আফীনের উপর যে মাস্থল উচিত বোধ করেন, তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে নির্দ্ধারিত কোন মাস্থল পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে

* কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না করিয়াই। (১) ১৮৭৮ সালের ৮ আইনের ৫ম অধ্যায় দেখ

১৮৭৮।
১ আইন।
৮—৯ ধারা।

আফীন গুদামজাৎ করণের কথা।

আদেশ প্রকাশ করিয়া,

(ক) কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে আইনমতে আমদানী করা কিম্বা তথা হইতে রপ্তানী করিবার অভিপ্রায়ে রক্ষিত আফীনের গুদাম (Warehouse) স্থাপন করিবার ক্ষমতা উক্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্ত আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞা যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(গ) উক্ত গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে বা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে আইনমতে আমদানী করা অথবা তথা হইতে রপ্তানী করিবার অভিপ্রায়ে রক্ষিত সকল বা কোন আফীন [তাহার উপর যে মাসুল ধার্য্য হয় তাহা দিবার পরে বা পূর্ব্বে] রাখিবার গুদাম স্বরূপ কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তদ্রূপ নির্দ্দেশকরণ রহিত করিতে পারিবেন।

এই ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন আদেশ হইবার পূর্ব্বে সেই আদেশে উল্লিখিত যে যে দেশের যে সকল স্থান সম্বন্ধে (গ) প্রকরণমতে (গুদামের স্থান) নির্দ্দেশকরণ হইয়াছিল, তাহা (খ) প্রকরণমতে উক্ত আদেশ প্রবল হইলেই রহিত হইবে।

ঐ নির্দ্দেশকরণ যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন উক্ত সকল আফীনের মালিককে সেই গুদামে আফীন জমা করিয়া (Deposit) রাখিতে হইবে।

গুদামবিষয়ক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ৭ ধারামতে গুদামজাৎ (Warehoused) আফীন নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা, ঐ গুদামজাৎ করণের ফী আদায়, ও বিক্রয় বা রপ্তানী করিবার জন্য ঐ আফীন স্থানান্তরকরণ বিষয়ে, এবং তাহার উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে, গুদামজাৎ করণের তারিখ হইতে বার মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ আফীন সম্বন্ধে যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের বিধান করিবার জন্য এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা ৫ বা ৮ ধারামতে প্রণীত

বেআইনমতে পোস্তের চাষ প্রভৃতির দণ্ডের কথা।

ও প্রকাশিত বিধির বিপরীতাচরণ করিয়া,

(ক) পোস্তের চাষ করিলে, কিম্বা

(খ) আফীন প্রস্তুত করিলে, কিম্বা

(গ) আফীন নিকটে রাখিলে, কিম্বা

(ঘ) আফীন চালান করিলে, কিম্বা

(ঙ) আফীন আমদানী বা রপ্তানী করিলে, কিম্বা

(চ) আফীন বিক্রয় করিলে, কিম্বা

(ছ) আফীন গুদামজাৎ না করিলে, কিম্বা গুদামজাৎ আফীন বাহির করিয়া লইলে অথবা তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য করিলে,

ও কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে উক্ত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

যদি কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, বা ঐ উভয় দণ্ড বিধান হইবে;

এবং উক্ত আদেশানুসারে নিরূপিত অর্থদণ্ড দিতে ক্রটী হইলে, ঐ অপরাধ-নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট্ তন্নিমিত্ত অপরাধীর ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। আদেশে অন্য কারাদণ্ডের বিধান হইয়া থাকিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

নজীর।— ৪ ধারা নিবিষ্ট নজীর দেখ।

গবর্ণমেণ্টের গুদাম হইতে সরবরাহ করা হয় নাই এরূপ আফীন নিকটে রাখিয়াছিল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট্ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২২ ধারামতে সরাসরী বিচার করেন ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইন অনুসারে অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড বিধান করেন এবং ঐ আফীন বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ দেন। হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইল, যে বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৮ ধারাভুক্ত নহে বলিয়া উক্ত বিচার সরাসরীমতে হইতে পারে না। কুইন্ বঃ যদুনাথ সাহা; উইক্লি রিপোর্টার, ২৩শ ভলুমের ৩৩ পৃষ্ঠা; [গ্লোভর এবং মিত্র বিচারকদ্বয়; ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫।]

কোন ভৃত্য তাহার প্রভুর আফীনবিষয়ক লাইসেন্সের নিয়মভঙ্গ করিয়া সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে আফীন হইতে প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল। বিক্রয়ের সময় প্রভু উপস্থিত ছিল না এবং প্রভু যে স্বয়ং বা পরোক্ষে ভৃত্যকে উক্ত দ্রব্য বেআইনমতে বিক্রয় করিতে অনুমতি দিয়াছিল, তাহাও প্রমাণ হয় নাই। সুতরাং হাইকোর্ট্ নিষ্পত্তি করিলেন, যে প্রভু এই ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে না। ভুবনচন্দ্র সাহাদিগের দরখাস্ত বিষয়ে, কলিকাতা

১৮৭৮। ১ আইন। ১০ ধারা।

ল রিপোর্টস্, ১১শ ভলুমের ৪৬৪ পৃষ্ঠা ; [ম্যাক্লীন্ এবং ওকিনিলি, বিচারকদ্বয় ; ২৪শে নভেম্বর, ১৮৮২।]

"ক" কতকগুলি নিয়মে মদ্দৎ বিক্রয় করিবার লাইসেন্স পাইতে পারে এই মর্ম্মে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন (আবকারীবিষয়ক আইন) অনুসারে পুলীসের ডেপুটী কমিশনরের নিকট এক সার্টিফিকেট্ লইয়া ১৮৭৮ সালের ১ আইন (আফীনবিষয়ক আইন) মতে কালে-ক্টরের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিল। ডেপুটী কমিশনরের সার্টিফিকেট্ দৃষ্টে কালেক্টর কর্ত্তৃক লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া এবং পুলীস কর্ত্তৃক সচরাচর লাইসেন্স প্রদত্ত হয় না বলিয়া ডেপুটী কমিশনর লাইসেন্স প্রদান করেন নাই। কিন্তু "ক"এর ভৃত্য উক্ত সার্টিফিকেট্-লিখিত নিয়মভঙ্গ করায় ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের (কলিকাতা পুলীসের বিধানার্থ আইন) ৪০ ধারানুসারে "ক" অভিযুক্ত হইল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, যে মদ্দৎ বিক্রয় ১৮৭৮ সালের ১ আইনের নিয়মের বশবর্ত্তী ; এবং তাহার জন্য পুলীসের কমিশনরের নিকট হইতে লাইসেন্স লওয়া ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারামতে অনাবশ্যক। কিন্তু উক্ত ৪ আইনের ৩৯ ধারায় মদ্দৎ বিক্রয়ের জন্য ডেপুটী কমিশনরের নিকট সার্টিফিকেট্ লওয়ার বিধান আছে এবং "ক" সেই ধারানুসারে সার্টিফিকেট্ লয় নাই বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে। আর, ডেভিস্ বঃ কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ল রিপোর্টস্, ১৩শ ভলুমের ৩৩৬ পৃষ্ঠা ; [প্রিন্সেপ্ এবং ওকিনিলি বিচারকদ্বয় ; ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬।]

একসের মাত্র আফীন নিকটে রাখিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন চিকিৎসক তাহার ভৃত্যকে শোলাভরম্ নামক স্থলের কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত আফীন বিক্রেতার নিকট হইতে অর্দ্ধসের আফীন ক্রয় করিয়া মান্দ্রাজে আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। লাইসেন্স বিনা আফীন চালান করণ অপরাধে ঐ চিকিৎসক দোষী সাব্যস্ত হইল। হাইকোর্ট্ উক্ত অপরাধ নির্ণয় বজায় রাখিলেন। কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ রামানুজম্ ; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১৩শ ভলুমের ১৯১ পৃষ্ঠা, [প্রধানতম বিচারপতি কলিন্স্ এবং বিচারক হ্যাণ্ড্লি, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯।]

৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অনুমানের কথা।

১০ ধারা। ৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল আফীনের বিষয়ে সন্তোষজনক (বিশ্বাসোপযোগী) কৈফিয়ৎ (হিসাব) দিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে সে এই আইনমতে অপরাধ করিয়াছে, তাহার বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ অনুমান (Presumption) করা হইবে।

আফীন বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

১১ ধারা। কোন স্থলে ৯ ধারামত কোন অপরাধ করা গেলে,—

(ক) তদ্রূপে চাষ করা পোস্ত,

(খ) যে আফীন লইয়া উক্ত ধারামতে কোন অপরাধ করা গিয়াছে সেই আফীন,

১৮৭৮। ১ আইন। ১২ ধারা।

(গ) ঐ ধারার (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, অপরাধীর প্রতি যত আফীন চালান কিম্বা আমদানী বা রপ্তানী করিবার অনুমতি থাকে, তাহার অধিক পরিমাণ চালান কিম্বা আমদানী বা রপ্তানী করিলে যত আফীন চালান, আমদানী বা রপ্তানী করে, সেই সমুদয় আফীন,

(ঘ) ঐ ধারার (চ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, যে আফীন সম্বন্ধে ঐ অপরাধ হইয়াছে অপরাধীর নিকট তদ্ভিন্ন আফীন থাকিলে, সেই আফীনও বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই ধারামতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য কোন আফীন যে পাত্র, বস্তা ও আবরণে পাওয়া যায় তাহা, ও যে পাত্রে, বা বস্তায় আফীন লুক্কায়িত করিয়া রাখা যায় তন্মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে সেই দ্রব্য, ও যে জন্তু দ্বারা ও যে গাড়ী করিয়া আফীন লইয়া যাওয়া হয়, তৎসমুদয়ও বাজেয়াপ্ত হইবে।

বাজেয়াপ্ত হইবার আজ্ঞা দিতে যাহার ক্ষমতা থাকে তাহার কথা।

১২ ধারা। অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তির নামে আফীনসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগ হয় সে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইলেও, যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আফীন বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া নিষ্পত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার অনুমতি হইলে, যে কার্য্যকারক বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ করেন, তিনি বিবেচনামত অর্থদণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত দ্রব্যের স্বামী ইচ্ছা করিলে তৎপরিবর্ত্তে ঐ অর্থদণ্ড দিতে পারিবে এই-রূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইলে যদি অপরাধী অজ্ঞাত বা নিরুদ্দিষ্ট থাকে, কিম্বা কোন ব্যক্তির অধিকারে নাই এরূপ আফীন সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ পাওয়া না যায়, তবে জেলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশনর, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতাপ্রদান করেন তিনি, স্বয়ং কিম্বা স্বীয় পদের ক্ষমতা-নুসারে সেই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, ও সেই আফীন বাজে-য়াপ্ত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিবার কল্পনা থাকে, তাহা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার তারিখ হইতে এক মাস গত না হইলে, ও ঐ দ্রব্যের উপর যে সকল ব্যক্তি স্বত্ব (Claims) আছে বলিয়া দাবি করে, তাহাদের মন্তব্য ও তাহারা তৎপোষকতায় প্রমাণ

উপস্থিত করিলে সেই প্রমাণ না শুনিয়া, বাজেয়াপ্ত করিবার উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হইবে না।

নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা :—

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

বাজেয়াপ্ত দ্রব্য বিক্রয়াদি করণ, এবং

(ক) এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত সকল বস্তু বিক্রয়াদি করণের ; ও

(খ) এই আইনমতে যে অর্থদণ্ড আদায় ও বাজেয়াপ্ত দ্রব্য বিক্রয়ের যে

পারিতোষিক প্রদান।

টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে কার্য্যকারক ও গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার দিবার বিষয়ে।

নজীর।—১৮৫৭ সালের ১৩ আইনের ২৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞা হইবার পর উক্ত দণ্ড বিভাগকরণ তাঁহার আদেশের অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে না; সুতরাং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪০৪ ধারামতে হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কুইন্ বঃ রামদয়াল সিংদিগর; উইক্লি রিপোর্টার, ১৬শ ভলুমের ৬৫ পৃষ্ঠা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস, ৮ম ভলুমের পরিশিষ্ট, ৭ পৃষ্ঠা; [এনস্লি এবং পল্ বিচারকদ্বয়; ৯ই অক্টোবর, ১৮৭১।]

কোন আবৃত স্থানে আফীন বেআইনমতে রাখিবার সন্ধান পাওয়া গেলে, প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার করিবার ও বলপূর্ব্বক লইবার ক্ষমতার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে, নৌকায় বা আবৃত স্থানে প্রস্তুত করা, রাখা বা লুকাইয়া রাখা হইতেছে, নিজ জ্ঞানমতে কিম্বা অন্যের নিকট প্রাপ্ত ও লিখিত সন্ধানক্রমে এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, আবকারী, পুলীস, কষ্টম, লবণ, আফীন অথবা রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগের পেয়াদা বা কন্ষ্টেবলের অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর কার্য্যকারক স্বীয় পদের ক্ষমতানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে কোন সময়ে,

(ক) সেই গৃহে, নৌকায় বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন ;

(খ) ও প্রতিরুদ্ধ হইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে ও তদ্রূপে প্রবেশ করিবার অন্য বাধা সরাইয়া দিতে পারিবেন ;

(গ) ঐ আফীন ও তাহা প্রস্তুত করণার্থ সকল সরঞ্জাম বলপূর্ব্বক লইতে ও ১১ ধারামতে, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে

তদনুসারে, অপর যে সকল বস্তু বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, সেই সকল বস্তুও বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন;

(ঘ) এই আইনমতে, কিম্বা আফীনবিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে, যে ব্যক্তিকে ঐ আফীনবিষয়ক কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, তাহাকে আটক করিয়া তল্লাশ করিতে ও উচিত বিবেচনা করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেও পারিবেন।

অনাবৃত স্থানে আফীন বলপূর্ব্বক লইবার কথা।

১৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক,

(ক) কোন অনাবৃত স্থানে, কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ সময়ে (in transit) ১১ ধারামতে, কিম্বা আফীনবিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে, কোন আফীন, বা অন্য কোন দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলে, তাহা বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন;

আটক রাখিয়া তল্লাশ ও গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

(খ) কোন ব্যক্তিকে এই আইনের কিম্বা এইরূপ অন্য কোন আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে আটক করিয়া তল্লাশ করিতে পারিবেন, ও তাহার নিকট আফীন থাকিলে, তাহাকে ও তাহার সঙ্গী ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

যেরূপে তল্লাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। ১৪ বা ১৫ ধারামতে তল্লাশসম্বন্ধীয় কার্য্য সকল ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১) বিধানমতে নির্ব্বাহ হইবে।

কার্য্যকারকদের পরস্পর সাহায্য করিবার কথা।

১৭ ধারা। ১৪ ধারায় উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকেরা নোটিস পাইলে, বা অনুরুদ্ধ হইলে এই আইনের বিধানমতে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পরস্পরের সাহায্য করিতে আইনমতে বাধ্য থাকিবেন।

ক্লেশদায়কভাবে গৃহাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশ করণের এবং দ্রব্য ও ব্যক্তি ধৃতকরণেরকথা।

১৮ ধারা। উক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও, কোন ঘরে, নৌকাদিতে বা স্থানে প্রবেশ অথবা তল্লাশ করিলে কিম্বা অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রবেশ বা তল্লাশকার্য্য সম্পন্ন করাইলে,

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

১৮৭৮।
১ আইন।
১৯—২১ ধারা।

কিম্বা আফীন, বা এই আইনমতে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য অন্য দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইবার বা তল্লাশ করিবার ছলে ক্লেশদায়ক ভাবে ও অনর্থক কোন ব্যক্তির দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে,

কিম্বা ক্লেশদায়কভাবে ও অনর্থক কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে বা তল্লাশ করিলে অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে,

তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

পরওয়ানা দিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আফীনবিষয়ক অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, জেলার কালেক্টর সাহেব, ডেপুটী কমিশনর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এই কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক, [স্বয়ং কিম্বা আপন পদের ক্ষমতাক্রমে], কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন, কিম্বা বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য আফীন কোন বাটী, নৌকা বা অন্য স্থানে রক্ষিত বা লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি দিবসে বা রাত্রে সেই বাটী প্রভৃতি তল্লাশ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সকল পরওয়ানা দেওয়া হয়, তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১) বিধানমতে জারী করিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তি বা দ্রব্য লইয়া যেরূপ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০ ধারা। ১৪ বা ১৫ ধারামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে ও কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে, সেই ব্যক্তি ও দ্রব্য অবিলম্বে নিকটতম পুলীসথানার কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে চালান করিতে হইবে; ও যে কার্য্যকারক পরওয়ানা দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ১৯ ধারামতে ধৃত ব্যক্তি ও বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য অবিলম্বে চালান করিতে হইবে।

এই ধারামতে কোন কার্য্যকারকের নিকট কোন ব্যক্তি বা দ্রব্য চালান করা হইলে তিনি সুবিধামতে ত্বরায় সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য সম্বন্ধে আইনমতে বন্দোবস্ত করিবার জন্য আবশ্যকীয় উপায় সকল অবলম্বন করিবেন।

২১ ধারা। কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

(১) ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা দেখ।

কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার ও দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইবার রিপোর্টের কথা।

করিলে বা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে, তিনি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার উপরিপদস্থ কার্য্যকারকের নিকট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কিম্বা সেই দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইবার সবিশেষ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন।

বেআইনমতে পোস্তের চাষ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। বেআইনমতে পোস্তের চাষ হইয়াছে এরূপ দোষারোপ হইলে ঐ ফসল স্থানান্তরিত করিতে হইবে না; কিন্তু পেয়াদা বা কন্‌ষ্টেবলের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের কার্য্যানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তিনি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ফসল ক্রোক করিয়া রাখিবেন; ও যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিচার করিবেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্ত কার্য্যকারক সঙ্গত বিবেচনায় যত টাকা জামিন নির্দ্ধারিত করেন, চাষীর নিকট তত টাকার হাজিরজামিন লইবেন; এবং ঐ চাষী নিরূপিত কালের মধ্যে উক্ত হাজিরজামিন দিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে না।

পরন্তু বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট্ উইলিয়ম্ প্রেসিডেন্সীর অধীন প্রদেশের যে যে স্থানে পোস্তের চাষ ও আফীন প্রস্তুত করণবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৫৭ সালের ১৩ আইন বা তাহার কোন অংশ প্রবল আছে, সেই সেই স্থানে পোস্তের চাষ করণের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

বাকী ফী ও মাসুল প্রভৃতি আদায় করিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনমতে, কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধিমতে, ধার্য্য ফী বা মাসুল বাকী পড়িলে,

ও আফীনের রাজস্বের কোন ইজারাদারের (Farmer) নিকট বাকী পাওনা থাকিলে,

যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে ঐ টাকা দিবার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, তাহার নিকট কিম্বা তাহার জামিন থাকিলে ঐ জামিনের নিকট ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহা আদায় হইতে পারিবে।

পাট্টাদারের নিকট ইজারাদারের পাওনা টাকা আদায় করণার্থ কালেক্টর সাহেব বা অন্য কার্য্যকারকের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা।

২৪ ধারা। পাট্টাদারের (Licensee) নিকট পাট্টাসম্বন্ধীয় টাকা পাওনা থাকিলে, আফীনের রাজস্বের ইজারাদার, জেলার কালেক্টর সাহেব বা ডেপুটী কমিশনর, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন কার্য্যকারকের নিকট, দরখাস্ত

১৮৭৮। ১ আইন। ২৪—২৫ ধারা।

করিয়া তাহার পক্ষে ঐ টাকা আদায় করিয়া দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। উক্ত কালেক্টর সাহেব, ডেপুটী কমিশনর বা অপর কার্য্যকারক ঐ দরখাস্ত পাইলে স্বীয় বিবেচনামতে ভূমির বাকী রাজস্ব আদায়ের ন্যায় যত টাকা আদায় করিবেন, তাহা দরখাস্তকারীকে দিবেন।

বিশেষ বিধি।

কিন্তু পাট্টাদার উক্ত ইজারাদারের দাবি বিচারার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ও ঐ আদালত যত টাকা ইজারাদারের প্রাপ্য বলিয়া নিরূপণ করিতে পারেন, পাট্টাদার উক্ত কালেক্টর সাহেব, ডেপুটী কমিশনর (১) বা অন্য কার্য্যকারকের নিকটে তত টাকা আদায়ের সন্তোষকর জামিন দিলে, পূর্ব্বোক্ত টাকা আদায়ের নিমিত্ত পরওয়ানা জারীকরণ স্থগিত থাকিবে।

বিশেষ বিধি।

আরও, এই ধারালিখিত কোন কথাহেতু বা এই ধারাক্রমে কৃত কোন কার্য্যহেতু উক্ত পাট্টাদারের নিকট আফীনের রাজস্বের ইজারাদারের প্রাপ্য টাকা কোন দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে বা প্রকারান্তরে আদায় করিবার স্বত্বের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

নিবন্ধনপত্র অনুসারে যে দণ্ডের টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায়ের কথা।

২৫ ধারা। এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিম্বা কোন ক্রিয়া করিবার নিবন্ধনপত্র (Bond) লিখিয়া দিলে, সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা ক্রিয়া ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের (Indian Contract Act, 1872) ৭৪ ধারার মর্ম্মানুসারে স্থল-বিশেষে সাধারণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিম্বা সাধারণের স্বার্থ-সম্বলিত ক্রিয়া স্বরূপ গণ্য হইবে, এবং সেই ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধনপত্রলিখিত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঐ পত্র মধ্যে তাহার যত টাকা দণ্ড দিবার কথা উল্লেখ থাকিবে, তাহা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহার নিকট আদায় হইতে পারিবে।

তফ্সীল।

[১৮৯১ সালের ১২ আইন ক্রমে রহিত হইয়াছে।]

(১) ১৮৯১ সালের ১২ আইনক্রমে "ডেপুটী কালেক্টর" শব্দের পরিবর্ত্তে "ডেপুটী কমিশনর" শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক

১৮৭১ সালের ১ আইন।

সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।—গোমেষাদি খোঁয়াড়বদ্ধ করিবার বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।—অর্থদণ্ড ফিরিয়া দিবার কিম্বা বিক্রয় করিবার বিধি।

১৮৭১ সালের ভারতবর্ষীয় ১ আইন।

উপক্রমণিকা।

***এক ব্যক্তির গোমেষাদি অপরের ভূমিতে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া অনিষ্ট করিতে না পারে এতদ্বিষয়ে প্রণীত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা এই আইনের উদ্দেশ্য। "গোমেষাদি" শব্দে হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, অশ্বী, অশ্বশাবক, অশ্বতর, গর্দ্দভ, শূকর, ভেড়া, মেষ, মেষশাবক, ছাগ, ছাগশাবক প্রভৃতি গণ্য (৩ ধারা)। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নির্দ্দিষ্ট গ্রামের ব্যবহারার্থ গোমেষাদির আহার ও পানীয়ের ব্যয় নিরূপণ করিয়া প্রত্যেক খোঁয়াড়রক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটা করিয়া খোঁয়াড় স্থাপন করিবেন (৪, ৫ ও ৬ ধারা)। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে প্রত্যেক খোঁয়াড়রক্ষক রীতিমত তালিকা ও হিসাব রাখিবে এবং রিটর্ণ (Return) পাঠাইবে; এবং খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আহার ও পানীয় দিবে (৭ ও ৯ধারা)। কোন ভূমিতে গোমেষাদি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ক্ষতি করিলে সেই ভূমির কৃষক, বা দখলীকার, বা তাহাতে যে ব্যক্তির স্বার্থ আছে সে, উক্ত গোমেষাদি ধরিয়া বা ধৃত করাইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তত্রত্য নিরূপিত খোঁয়াড়ে প্রেরণ করিবে (১০ ধারা)। কোন সাধারণ পথ, আমোদভূমি, শস্যক্ষেত্র, খাল ও বাঁধ প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক বা পুলীস কার্য্যকারক উক্ত স্থানে গোমেষাদি অনধিকার প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট করিলে তাহা ধরিয়া বা ধরাইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম খোঁয়াড়ে প্রেরণ করিবে (১১ ধারা)। খোঁয়াড়রক্ষক খোঁয়াড়বদ্ধ প্রত্যেক পশুর প্রতি নির্দ্ধারিত হারে অর্থদণ্ড আদায় করিবে (১২ ধারা)।

খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদির মালিক বা তাহার এজেণ্ট্ অর্থদণ্ড ও দাবিকৃত পশুর আহার ও পানীয়ের ব্যয় নিরূপিত হারে দিলে খোঁয়াড়রক্ষক রসিদ লইয়া তাহাকে উক্ত পশু দিবে (১৩ ধারা)। উক্ত অর্থদণ্ড ও ব্যয় না দিলে বা দিতে অস্বীকৃত হইলে সেই গোমেষাদি সমুদয় বা কয়েকটী প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করা হইবে এবং উক্ত সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া বক্রী টাকা ও বিক্রয়াবশিষ্ট পশ্বাদি উক্ত মালিক বা এজে-

ণ্টকে প্রত্যর্পণ করা হইবে (১৬ ধারা)। গোমেষাদি খোঁয়াড়বদ্ধ হইবার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে তৎসম্বন্ধে কেহ দাবি না করিলে মাজিষ্ট্রেট্ নিকটবর্ত্তী স্থানে ঢোল বাজাইয়া তদ্বিষয় ঘোষণা করিবার আদেশ দিবেন; তাহার পর এক সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিয়া তৎসমুদয় প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবার আদেশ দিবেন বা অন্য বন্দোবস্ত করিবেন (১৪ ধারা)। পূর্ব্বোক্তস্থলে বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহাতে অর্থদণ্ড ও আহারার্থ ব্যয় সংকুলান করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা তিন মাস কাল মাজিষ্ট্রেটের নিকট জমা থাকিবে (১৭ ধারা)। ঐ তিন মাসের মধ্যেও যদি কেহ দাবি না করেন, তাহা হইলে ঐ টাকা, ও অর্থদণ্ডের টাকা হইতে খোঁয়াড়রক্ষকদিগের বেতন দেওয়া হইবে ও খোঁয়াড় প্রস্তুতকরণাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এবং অবশিষ্ট থাকিলে তাহা সেতু ও রাজপথাদি সংস্কারে খরচ করা হইবে (১৮ ধারা)।

এই আইনমতে কোন ব্যক্তির গোমেষাদি ধৃত হইলে অথবা ধৃত হইয়া এই আইনের নিয়মলঙ্ঘনপূর্ব্বক আটক থাকিলে, সে ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার এজেণ্ট্ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ (লিখিত বা মৌখিক) করিবে; এবং মাজিষ্ট্রেট্ ফরিয়াদীকে পরীক্ষা করিয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলে আসামীকে সমন করিবেন ও মোকদ্দমা বিচার করিয়া উক্ত গোমেষাদি ধৃত হওন বা আটক রাখন বেআইনী সাব্যস্ত করিলে ফরিয়াদীকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ দিয়া ঐ গোমেষাদি প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ আসামীর উপর দিবেন (২০, ২১ ও ২২ ধারা)। ক্ষতিপূরণার্থ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতেও চলিতে পারে (২৯ ধারা)।

কোন ব্যক্তি এই আইনমতে ধৃত হইবার যোগ্য গোমেষাদি ধৃত হইবার সময় বলপূর্ব্বক মুক্ত করিলে কিম্বা খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদি খোঁয়াড় হইতে অথবা খোঁয়াড়ে লইয়া যাইবার কালীন মুক্ত করিলে দণ্ডনীয় হইবে (২৪ ধারা)। শূকররক্ষকের শৈথিল্যবশতঃ শূকর সাধারণ পথে অনধিকারপ্রবেশ করিলে বা কোন ভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষতি করিলে শূকররক্ষক দণ্ডনীয় হইবে (২৬ ধারা)। খোঁয়াড়রক্ষক ১৯ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া গোমেষাদি ক্রয় করিলে, খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদি মালিককে দিলে বা মুক্ত করিলে অথবা তাহাদিগকে আহার ও পানীয় অল্প পরিমাণে দিলে বা অন্য কোন কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে ত্রুটী করিলে দণ্ডনীয় হইবে (২৭ ধারা)।

১৮৭১।
১ আইন।
১ ধারা।

ACT I. OF 1871.

THE CATTLE-TRESPASS ACT.

গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক

১৮৭১ সালের ১ আইন। (১)

[মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনে ১৮৭১ সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে সম্মতিপ্রকাশ করেন।]

হেতুবাদ।

গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল:—

প্রথম অধ্যায়।—পরিভাষা।

সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপকতার কথা।

১ ধারা (২)। (ক) এই আইন "গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে; এবং

(খ) প্রেসিডেন্সীর রাজধানী ভিন্ন, এবং রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে সীমাবদ্ধ স্থান এই আইনের বিধান হইতে সময়ে সময়ে মুক্ত করিবেন তদ্ভিন্ন, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এই আইন প্রচলিত হইবে।

(গ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র

(১) নিম্নলিখিত দেশে ও প্রদেশে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে :—

(ক) প্রায় সমগ্র উত্তর বর্ম্মা;

(খ) সাঁওতাল পরগণা;

(গ) হাজারিবাগ, লোহার্ডাগা ও মানভূম জেলা;

(ঘ) ডালভূম পরগণা ও সিংভূম জেলায় কোল্হান্ প্রদেশ;

(ঙ) উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও তরাই (Tarai)।

(২) ১৮৯১ সালের ১ আইন ক্রমে এই ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত (খ) অন্তর্ধারালিখিত জ্ঞাপনপত্র রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফ্‌সীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা রহিত হইল।

উক্ত কোন আইন প্রচলিত হইবার পরে প্রণীত অন্যান্য আইনে পূর্ব্বোক্ত আইনের উল্লেখ হইলে তাহা এই আইনের উল্লেখ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

রহিত আইনের উল্লেখের কথা।

গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশবিষয়ক ১৮৫৭ সালের ৩ আইন মতে (১) যে সকল খোঁয়াড় (Pounds) স্থাপিত, যে সকল খোঁয়াড়রক্ষক (Pound-keepers) নিযুক্ত, এবং যে যে গ্রাম নির্ণীত হইয়াছে, তাহা এই আইনমতে স্থাপিত, নিযুক্ত ও নির্ণীত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে, "পুলীসের কার্য্যকারক" শব্দে গ্রাম্য চৌকীদার ও (Village-watchman) গণ্য, ও

"গোমেষাদি" শব্দে হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, অশ্বী, ছিন্নমুষ্ক অশ্ব (Geldings), টাট্টু, ছোট অশ্ব, ছোট অশ্বী, অশ্বতর, গর্দ্দভ, শূকর, ভেড়া, ভেড়ী, মেষ, মেষশাবক, ছাগল, ও ছাগশাবক গণ্য।

"স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ" শব্দে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনানুসারে কর্ত্তৃত্ব ও শাসনাদিকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে।

"স্থানীয় ফণ্ড" শব্দে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধানাধীন কোন ফণ্ড (Fund) বুঝাইবে। (২)

দ্বিতীয় অধ্যায়।—খোঁয়াড় ও খোঁয়াড়রক্ষক সম্বন্ধীয় বিধি।

খোঁয়াড় স্থাপনের কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বাধীনে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সময়ে সময়ে যে যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই সেই স্থানে খোঁয়াড় স্থাপিত হইবে।

যে গ্রামের লোক যে খোঁয়াড় ব্যবহার করিবে তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নিরূপণ করিবেন।

৫ ধারা। খোঁয়াড় সকল জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে

(১) এই আইনের ২ ধারামতে রহিত হইয়াছে।

(২) ১৮৯১ সালের ১ আইনক্রমে এই ধারার শেষোক্ত দুইটী সংজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৮। ১ আইন। ৬—৭ ধারা।

খোঁয়াড়ের কর্ত্তৃত্বের কথা খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদির আহারখরচের হারের কথা।

থাকিবে; এবং খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদির আহারের ও জলের খরচ যে হারে দিতে হইবে তাহা তিনি নিরূপণ এবং সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

খোঁয়াড়রক্ষককে নিযুক্ত করিবার কথা।

৬ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যেক খোঁয়াড়ের এক এক জন রক্ষক নিযুক্ত করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীতে স্ব স্ব পদোপলক্ষে খোঁয়াড়রক্ষক হইবার কথা।

কিন্তু ফোর্ট্ সেণ্ট্ জর্জ (মান্দ্রাজ) প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল (Heads of Villages) ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পুলীসের পাটিল ও (পুলীসের পাটিল না থাকিলে) গ্রামের মণ্ডল স্ব স্ব পদোপলক্ষে (Ex-officio) গ্রামের খোঁয়াড়রক্ষক হইবে।

খোঁয়াড়রক্ষককে কিয়ৎকাল বা চিরকালের নিমিত্ত কর্ম্মচ্যুত করিবার কথা।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে খোঁয়াড়রক্ষক নিযুক্ত করেন, তাহাকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কিম্বা একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

খোঁয়াড়রক্ষকের অন্য কর্ম্মও করিতে করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি যে সময়ে খোঁয়াড়ের রক্ষক থাকে সেই সময়ে সে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অন্য কার্য্যও করিতে পারিবে।

খোঁয়াড়রক্ষক "রাজকীয় কার্য্যকারক" হইবার কথা।

প্রত্যেক খোঁয়াড়রক্ষককে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে "রাজকীয় কার্য্যকারক" (Public Servant) বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

খোঁয়াড়রক্ষকের কর্ত্তব্যকর্ম্মের কথা।

রেজিষ্টার বহি রাখিবার ও রিটর্ণ দিবার কথা।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যেরূপ রেজিষ্টার বহি রাখিতে ও যেরূপ হিসাব (Return) দিতে আজ্ঞা করেন, প্রত্যেক খোঁয়াড়রক্ষক সেইরূপ রেজিষ্টার বহি রাখিবে ও সেইরূপ হিসাব দিবে।

ধৃতকরণ রেজিষ্টারী করিবার কথা।

৮ ধারা। গোমেষাদি খোঁয়াড়ে আনীত হইলে,

(ক) কতও কি প্রকারের পশু,

(খ) যে তারিখে যে ঘটিকায় উক্তরূপে আনীত হইল,

(গ) যে ব্যক্তি ধরিল তাহার নাম ও বাসস্থান, এবং

১৮৭১। ১ আইন। ৯—১১ ধারা।

(ঘ) পশুর মালিকের নাম ও বাসস্থান জ্ঞাত হইলে তাহা,

খোঁয়াড়রক্ষক আপনার রেজিষ্টার বহিতে লিখিয়া যে ব্যক্তি ধরিল তাহাকে বা তাহার এজেণ্ট্‌কে উক্ত লিখিত বিষয়ের নকল দিবে।

গোমেষাদি কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া আহারাদি দিবার কথা।

৯ ধারা। যতকাল সেই গোমেষাদি লইয়া নিম্নলিখিত বিধানমতে কার্য্য করা না হয়, খোঁয়াড়রক্ষক ততকাল সেই গোমেষাদি কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তাহাদিগকে আহার ও পানীয় দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।—গোমেষাদি খোঁয়াড়বদ্ধ করিবার বিধি।

গোমেষাদি দ্বারা ভূমির হানির কথা।

১০ ধারা। কোন ব্যক্তির গোমেষাদি অপর ব্যক্তির ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ভূমির কিম্বা ঐ ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বা শস্যের হানি করিলে, সেই ভূমির কৃষক বা অধিকারী,

কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ভূমিতে শস্যাদি বা অন্য দ্রব্য উৎপন্ন করাইবার নিমিত্ত অগ্রিম টাকা দিয়াছে সে,

কিম্বা ঐ ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি বা অন্য দ্রব্যের, অথবা তাহার কোন অংশের, ক্রেতা বা বন্ধকগ্রহীতা (Mortgagee),

ঐ গোমেষাদি ধরিয়া বা ধরাইয়া উক্ত ভূমি যে গ্রামের এলাকায় অবস্থিত, সেই গ্রামের নিমিত্ত স্থাপিত খোঁয়াড়ে তাহাদিগকে "২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রেরণ করিতে বা প্রেরণ করাইতে পারিবে।" (১)

গোমেষাদি ধরিতে পুলীসের সাহায্য করিবার কথা।

যে সকল ব্যক্তি ঐ গোমেষাদি ধরিতে যায়, কেহ তাহাদের (ক) বাধা দিতে গেলে, ও (খ) হাত হইতে গোমেষাদি ছাড়াইয়া লইতে গেলে (Rescues) যদি তাহারা তন্নিবারণার্থ পুলীসের কার্য্যকারকদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে ঐ কার্য্যকারকেরা তাহাদের সাহায্য করিবে।

গোমেষাদি রাজকীয় পথ, খাল ও বাঁধের হানি করিলে তাহার কথা।

১১ ধারা। গোমেষাদি কোন পশু রাজপথ, ক্রীড়াভূমি (Pleasure-grounds), কৃষিক্ষেত্র, খাল, পয়ঃপ্রণালী বা বাঁধ প্রভৃতির কিম্বা উক্ত রাজপথাদির পার্শ্বের (Sides) বা ঢালের (Slopes) হানি করিলে কিম্বা তন্মধ্যে

(১) ১৮৯১ সালের ১ আইন ক্রমে " " চিহ্নিত অংশটী পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭১। ১ আইন। ১২ ধারা।

যথেচ্ছা ভ্রমণ করিলে ঐ পথ প্রভৃতি যাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, তাহারা ও পুলীসের কার্য্যকারকেরা সেই গোমেষাদি ধরিতে বা ধরাইয়া দিতে পারিবে।

এবং নিকটতম খোঁয়াড়ে "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রেরণ করিবে বা প্রেরণ করাইবে।" (১)

১২ ধারা। যে যে পশু পূর্ব্বোক্তরূপে খোঁয়াড়ে আনীত হয়, তাহার উপর খোঁয়াড়রক্ষক নিম্নলিখিত হারে অর্থদণ্ড আদায় করিবে।

খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদির উপর অর্থদণ্ডের কথা।

হস্তী	২৲ টাকা।
উষ্ট্র বা মহিষ	॥০ আনা।
অশ্ব, অশ্বী, ছিন্নমুষ্ক অশ্ব (Gelding), টাট্টু, ছোট অশ্ব, ছোট অশ্বী, অশ্বতর, ষাঁড়, বলদ, গাভী বা বক্না ...	।০ „
বাছুর, গাধা বা শূকর	৵০ „
ভেড়া, ভেড়ী, মেষ, মেষশাবক, ছাগ, বা ছাগশাবক ...	⁄০ আনা।

কিন্তু, কোন জেলার মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট অনুসারে অথবা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বর্ণনাক্রমে যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, যে উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ বা কর্ত্তৃপক্ষের এলাকাভুক্ত বা শাসনাধীন সীমামধ্যে কোন ভূমিতে গোমেষাদি কোন পশুকে অনধিকারপ্রবেশ ও উক্ত ভূমিতে শস্যাদি বা উৎপন্ন দ্রব্য সর্ব্বদা নষ্ট করিতে দেওয়া হয়, তবে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া আদেশ করিবেন যে তন্নিরূপিত শ্রেণীর প্রত্যেক পশু উক্ত সীমামধ্যে ধৃত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে খোঁয়াড়বদ্ধ হইবে এবং খোঁয়াড়রক্ষক উক্ত তালিকালিখিত অর্থদণ্ডের দ্বিগুণের অনধিক (জ্ঞাপনপত্র-নিরূপিত) অর্থদণ্ড বিধান করিবে। (২)

বিশেষ বিধি।

এইরূপে যে টাকা আদায় হইবে, সেই টাকা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কার্য্যকারককে নিরূপণ করেন তাঁহার মারফতে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে।

যে হারে পশুদিগের আহার ও পানীয় জলের খরচ দিতে হইবে, তাহার ও

(১) ১৮৯১ সালের ১ আইনক্রমে " " চিহ্নিত অংশটী পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২) ১৮৯১ সালের ১ আইনক্রমে এই বিশেষবিধি ১২ ধারায় সন্নিবিষ্ট হইল।

অর্থদণ্ড ও আহার খরচের তালিকার কথা।

ঐ অর্থদণ্ডের একখানি তালিকা প্রত্যেক খোঁয়াড়ে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকান থাকিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারার প্রথমাংশের বিশেষবিধিক্রমে প্রচারিত জ্ঞাপনপত্র রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। (১)

চতুর্থ অধ্যায়। গোমেষাদি ফিরিয়া দিবার কিম্বা বিক্রয় করিবার বিধি।

মালিক পশুকে লইয়া যাইতে চাহিলে এবং দণ্ড ও খরচ দিলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩ ধারা। খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদির মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট্ যদি উপস্থিত হইয়া পশু লইয়া যাইতে চাহে, তবে নির্দ্ধারিত দণ্ড ও পশুর আহারাদির খরচ দিলে খোঁয়াড়ের রক্ষক তাহাকে ঐ পশু দিবে। উক্ত মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট্ সেই পশু লইয়া যাইবার সময় খোঁয়াড়-রক্ষকের রেজিষ্টার বহিতে ঐ পশু ফিরিয়া পাইবার রসীদ স্বাক্ষর করিবে।

সপ্তাহের মধ্যে গোমেষাদির দাবি না হইলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪ ধারা। খোঁয়াড়বদ্ধ হইবার তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে ঐ পশুর দাবি না করিলে, খোঁয়াড়রক্ষক নিকটতম পুলীস-থানার অধ্যক্ষের নিকট অথবা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ এতৎপক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাহার নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবে।

তদনন্তর সেই কার্য্যকারক স্বীয় কার্য্যালয়ের কোন প্রকাশ্যস্থানে

(ক) কত ও কি কি প্রকারের পশু,

(খ) কোন্ স্থানে ধৃত হইয়াছিল,

(গ) কোন্ স্থানের খোঁয়াড়ে বদ্ধ আছে,

এই সকল বর্ণনাযুক্ত নোটিস্ লট্‌কাইবেন, ও যে যে স্থানে ঐ গোমেষাদি ধৃত হইয়াছিল তাহার সন্নিকট গ্রামে ও হাটে ঢোল বাজাইয়া ঐ কথা ঘোষণা করাইবেন।

ঐ নোটিসের তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে সেই পশুর দাবি না করিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সময়ে সময়ে সাধারণ কিম্বা বিশেষ আদেশ করিয়া যে সময়, স্থান ও নিয়ম নিরূপণ করেন, ঐ কার্য্যকারক স্বয়ং কিম্বা

(১) ১৮৯১ সালের ১ আইনক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭১ ।
১ আইন।
১৫—১৬ ধারা।

ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত নিযুক্ত তাঁহার সেরেস্তার কোন কর্ম্মচারী, সেই সময়ে, স্থানে ও সেই নিয়মে উক্ত পশুর নীলাম করিবে।

পরন্তু, পূর্ব্বোক্ত কোন পশু উক্ত প্রকারে নীলাম হইলে তাহার উচিত মূল্য পাওয়া যাইবে না জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এমত বিবেচনা করিলে, যেরূপ বিহিত বোধ করেন, তৎসম্বন্ধে সেইরূপ বন্দোবস্ত হইবে।

ধৃতকরণ আইনমত হয় নাই বলিয়া মালিক আপত্তি করিয়া টাকা আমানৎ করিলে তাহাকে গোমেষাদি ফিরিয়া দিবার কথা।

১৫ ধারা। যদি মালিক অথবা তাহার এজেণ্ট্ উপস্থিত হইয়া গোমেষাদি বেআইনমতে ধৃত হইয়াছে ও ২০ ধারা মতে মালিক নালিশ করিতে উদ্যত, বলিয়া ঐ অর্থদণ্ড ও খরচের টাকা দিতে অস্বীকার করে, তবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানৎ করিলে ঐ গোমেষাদি তাহাকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

মালিক অর্থদণ্ড ও খরচ দিতে অস্বীকার বা ত্রুটী করিলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট্ উপস্থিত হইয়া উক্ত অর্থদণ্ড ও খরচ দিতে কিম্বা (১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে) ঐ অর্থদণ্ড ও খরচের টাকা না দিলে কিম্বা তাহা আমানৎ করিতে সম্মত না হইলে উক্ত কার্য্যকারক ১৪ ধারায় উল্লিখিত সময়ে, স্থানে ও নিয়মে ঐ গোমেষাদি, কিম্বা তন্মধ্যে যতগুলি বিক্রয় করিলে অর্থদণ্ড ও খরচ আদায় হয় ততগুলি, প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবে।

অর্থদণ্ড ও খরচের টাকা বাদ দিবার কথা।

অর্থদণ্ডের যত টাকা আদায় করিতে হইবে এবং আহার ও পানীয় জলের খরচ ও নীলাম সম্পর্কীয় কোন খরচ হইলে নীলামে উৎপন্ন টাকা হইতে সেই টাকা ও খরচ কাটিয়া লইতে হইবে।

যে যে পশু বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহার ও উদ্বৃত্ত টাকার কথা।

অবশিষ্ট পশু ও নীলামে উৎপন্ন টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট্কে ফেরত দেওয়া যাইবে, ও সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া হইবে :—

(ক) যত পশু ধৃত হইয়াছিল,

(খ) তাহা যত কাল খোঁয়াড়ে ছিল,

(গ) অর্থদণ্ড ও অন্য বাবদে যত টাকা খরচ হইয়াছিল,

(ঘ) যত পশু বিক্রয় হইয়াছে,

(ঙ) নীলামে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে,

(চ) সেই টাকা যেরূপে ব্যয়িত হইয়াছে।

রসীদের কথা।

সেই তালিকামতে মালিক বা তাহার এজেন্ট্‌কে যত পশু দেওয়া যায়, ও নীলামের উদ্বৃত্ত যত টাকা দেওয়া যায়, সে তাহার রসীদ দিবে।

নীলামে উৎপন্ন টাকা এবং অর্থদণ্ড ও খরচের টাকা লইয়া যাহা হইবে তাহার কথা।

১৭ ধারা। যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি উক্ত প্রকারে গৃহীত অর্থদণ্ডের টাকা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৬ ধারামতে আহার ও পানীয় জলের যে খরচ খোঁয়াড়রক্ষককে দেওয়া হইবে ও ১৩ ধারামতে ঐ সকল খরচের নিমিত্ত সে যত টাকা পাইবে তাহাও লইয়া ঐ বাবদে খরচ করিবে।

নীলামে উদ্বৃত্ত টাকার দাবি না থাকিলে তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে। তিনি তাহা তিন মাস আমানৎ রাখিবেন। ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি সেই টাকার দাবি করিয়া তাহা সপ্রমাণ না করিলে তিনি ঐ তিন মাসের পর নিম্নলিখিত বিধানমতে ঐ টাকার বিলি করিবেন।

অর্থদণ্ড ও নীলামে উৎপন্ন যে টাকার দাবি না হয় তাহার নিয়োগের কথা।

১৮ ধারা। অর্থদণ্ড এবং নীলামের যে টাকায় দাবি না থাকে সেই টাকা হইতে,

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে দেয় খোঁয়াড়রক্ষকের বেতন,

(খ) খোঁয়াড় প্রস্তুত করিবার ও রাখিবার খরচ কিম্বা এই আইন সুসিদ্ধকরণার্থ অন্য কোন কর্ম্মের জন্য দেওয়া হইবে।

যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথ ও সেতু নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ অন্যান্য কার্য্যে নিয়োজিত হইবে।

এই আইনমত নীলামে কার্য্যকারক ও খোঁয়াড়রক্ষকগণের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৯ ধারা। এই আইনমত নীলামে পুলীসের কোন কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য কার্য্যকারক কিম্বা এই আইনের বিধানমতে নিযুক্ত খোঁয়াড়রক্ষক, স্বয়ং (Directly) বা অন্য কোনও উপায়ে (Indirectly) কোন পশু ক্রয় করিবে না।

এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে উল্লিখিত বিধান সকলের অন্যথা করিয়া

১৮৭১।
১ আইন।
২০ ধারা।

যে স্থলে খোঁয়াড়রক্ষক খোঁয়াড়ে বদ্ধ পশুকে ছাড়িয়া দিবে না তাহার কথা।

কোনও খোঁয়াড়রক্ষক মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কিম্বা দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা ব্যতীত খোঁয়াড়ে বদ্ধ পশুকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে না।

নজীর।—খোঁয়াড়বদ্ধ হইবার পর একটী টাট্টু ঘোড়া ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া কোন পুলীস সব্ইন্স্পেক্টর অভিযুক্ত হয়। হাইকোর্ট্ মীমাংসা করিলেন, যে উক্ত ধারানুসারে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৯ ধারামতে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া উচিত ছিল, শেষোক্ত আইনের ৪০৬ ধারাক্রমে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা (Criminal breach of trust) দোষে দোষী নির্ণীত হইতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বিশ্বাস, আবেদনকারী; উইক্লি রিপোর্টার ১৬শ ভলুমের ৫২ পৃষ্ঠা; বেঙ্গল ল রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের পরিশিষ্ট ১ পৃষ্ঠা; [প্রধান তম বিচারপতি কেম্প্ ও এন্স্লি, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১।]

পঞ্চম অধ্যায়।(১)—বেআইনমতে ধরিবার নালিশের বিধি।

২০ ধারা। কোন ব্যক্তির গোমেষাদি এই আইনমতে ধৃত হইলে, অথবা উক্তরূপে ধৃত হইয়া এই আইনের বিধান লঙ্ঘন পূর্ব্বক আটক করিয়া রাখা গেলে, সেই ব্যক্তি ধৃত হইবার তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে কোন সময়ে ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট, কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে বিচারার্থ প্রেরিত না হইলেও যে মাজিষ্ট্রেট্ নালিশ গ্রাহ্য ও বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত, তাঁহার নিকট নালিশ করিতে পারিবে।

নালিশ করিবার ক্ষমতার কথা।

নজীর।—এই ধারামতে অভিযোগ করায় এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দিলেন এবং তাহাকে উত্ত্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ফরিয়াদী উক্ত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিয়া আদেশ করিলেন যে ফরিয়াদী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারাক্রমে (এই ধারা রহিত হইয়া উক্ত আইনের ৫৬০ ধারায় ঐ বিধান হইয়াছে) আসামীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ দিবে। হাইকোর্ট্ নিষ্পত্তি করিলেন যে আসামী যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের মর্ম্মানুসারে অপরাধ নহে, সুতরাং তদনুসারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা দেওয়া আইনসঙ্গত হয় নাই। কোটালাণ্ডা বঃ মুণায়া; ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৯ম ভলুমের ৩৭৪ পৃষ্ঠা; [মুথুস্বামী আয়র ও পার্কার বিচারকদ্বয়; ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮৬।]

ফরিয়াদীর গোমেষাদি বেআইনমতে বলপূর্ব্বক লইয়া আটক করিয়াছিল বলিয়া এই ধারাক্রমে কতকগুলি ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। আসিষ্টাণ্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ অভিযোগ শুনিয়া অসত্য স্থির করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে ফরিয়াদী আসামীদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২০) কুড়ি

(১) ১৮৯১ সালের ১ আইনক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইল।

টাকা দিবে, তৎপরিবর্ত্তে তিন সপ্তাহ কাল বিনা পরিশ্রমে কারাবাস করিবে। হাইকোর্টে আবেদন করাতে নিষ্পত্তি হইল যে, উক্ত আদেশ আইন সঙ্গত নহে সুতরাং রহিত হইবে। কালাচাঁদ বঃ গদাধর বিশ্বাস, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্ কলিকাতা, ১৩শ ভলুমের ৩০৪ পৃষ্ঠা; [প্রিন্সেপ্ ও বেভারলি বিচারকদ্বয়; ৩রা অগষ্ট, ১৮৮৬।]

নালিশ হইলে কর্ত্তব্যতার কথা।

২১ ধারা। ফরিয়াদী স্বয়ং কিম্বা তাহার এজেন্ট্ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে সেই নালিশ সে করিতে পারিবে। নালিশের আরজি লিখিত বা মৌখিক হইতে পারে। মৌখিক হইলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ফরিয়াদীর বা তাহার এজেন্টের এজাহার লইয়া সেই নালিশ সমূলক বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন করিবেন এবং সেই বিষয় অনুসন্ধান লইবেন।

বেআইনমতে ধৃত হইলে ক্ষতিপূরণের কথা।

২২ ধারা। উক্ত ধৃত করণ ও আটক রাখন আইন বিরুদ্ধ বলিয়া নিষ্পত্তি হইলে তদ্দ্বারা ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই ক্ষতিপূরণার্থ একশত টাকার অনধিক যে পরিমাণ টাকা ন্যায্য বিবেচনা করিবেন, তাহা ফরিয়াদীকে পাইবার আজ্ঞা করিবেন। যে ব্যক্তি গোমেষাদি ধরিয়া আনিয়াছে সেই ব্যক্তিই সেই টাকা দিবে, তদ্ভিন্ন ঐ গোমেষাদি মুক্ত করিবার জন্য ফরিয়াদীর যত অর্থদণ্ড ও খরচ হইয়াছে তাহাও সে দিবে।

গোমেষাদি ছাড়িয়া দিবার কথা।

গোমেষাদি পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেওয়া না হইলে, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ক্ষতিপূরণার্থ টাকা দিবার আজ্ঞা ভিন্ন ঐ গোমেষাদি ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া এই আইনমতে যে অর্থদণ্ড ও খরচ আদায় হইতে পারে, তাহা যে ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়াছে বা আটক রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি দিবে, এইরূপ আজ্ঞা করিবেন।

নজীর।—কোন ব্যক্তির গোমেষাদি বেআইনমতে ধৃত হইলে এই ধারানুসারে উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা দিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। (ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, বম্বে, ১০ম ভলুমের ২৩০ পৃষ্ঠালিখিত 'কুইন্ এম্প্রেস্ বঃ লক্ষমা' নজীর অনুমোদিত হইল।) ধিখু বঃ দীননাথ দেব, ওরফে দিনু, ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, কলিকাতা, ১৫শ ভলুমের ৭১২ পৃষ্ঠা। [উইল্সন্ ও টটেন্হাম্ বিচারপতিদ্বয়; ১৮ই মে, ১৮৮৮।]

এই ধারামতে কোন আদেশ হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। খেদার খান্ সম্বন্ধীয় বিষয়ে, ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ১১শ ভলুমের ৩৫৭ পৃষ্ঠা;] প্রধানতম বিচারপতি কলিন্স্, এবং মুথুস্বামী আয়র, বিচারক; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৭।]

১৮৭৮। ১ আইন। ২২ ধারা।

গোমেষাদি অন্যায়রূপে ধরিয়া রাখিলে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে রুজু করা যাইবে। এই আইনের বিধানানুসারে উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। [উইক্‌লি রিপোর্টার ১৫শ ভলুমের ২৭৯ পৃষ্ঠা লিখিত 'নমাজ মোল্লা বঃ লালমোহন তাগদ্‌গির' নজীর অনুমোদিত হইল কিন্তু কলিকাতা ল রিপোর্টস্‌, ২য় ভলুমের ৩৪৪ পৃষ্ঠা লিখিত 'আস্‌লেম্‌ কালিয়া দর্জি' নজীর হইতে ভিন্নমত প্রকাশিত হইল। শত্রুঘ্ন দাস কুমার বঃ হক্লা শওটাল, ইণ্ডিয়ান্‌ ল রিপোর্টস্‌, কলিকাতা, ১৬শ ভলুমের ১৫৯ পৃষ্ঠা; [পিগট্‌ ও বেভার্‌লি, বিচারকদ্বয়; ৭ই জানুয়ারি, ১৮৮৯।]

এই ধারালিখিত কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চলিতে পারে; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব এই ধারানুসারে সরাসরীমতে বিচার করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্দেশ ও তাহা আদায় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং এই ধারানুসারে কার্য্যপ্রণালী কতকটা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। অতএব এই ধারামতে দুই ব্যক্তির প্রতি যে অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া উক্ত আদেশ রহিত হইবে না। নীজ্‌ বঃ মঙ্গসর, ইণ্ডিয়ান্‌ ল রিপোর্টস্‌, কলিকাতা ১৪শ ভলুমের ১৭৫ পৃষ্ঠা; [প্রধানতম বিচারপতি পেথেরাম ও বিচারক বেভার্‌লি, ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬।]

গোমেষাদি অন্যায়রূপে ধরিবার প্রমাণ লইয়া কোন ব্যক্তিকে যথারীতি অপরাধী সাব্যস্ত করা হইল, কিন্তু এই আইনের দ্বারা রহিত ১৮৫৭ সালের ৩ আইনমতে তাঁহার দণ্ডবিধান হইল, হাইকোর্ট্‌ দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না, কারণ দোষ সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাজ্ঞার সময়ে এই আইন প্রবল ছিল এবং কোনরূপ অন্যায় বিচার হয় নাই। মহেশনাথ বঃ হরমোহন ঘোষাল; উইক্‌লি রিপোর্টার ১৬শ ভলুমের ১২ পৃষ্ঠা। [কেম্প্‌ এবং গ্লোভর, বিচারকদ্বয়; ১৬ই জুন, ১৮৭১।]

এই ধারায় ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত ও আনুসঙ্গিক কোন অর্থদণ্ডের বিধান নাই। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট্‌ নজীরের ৭ম ভলুমের পরিশিষ্ট, ২৪ পৃষ্ঠা।

"ক" কোন ভূমিতে গোমেষাদি চরাইতেছিল; "খ" সেই গোমেষাদি বলপূর্ব্বক লইয়া খোঁয়াড়ভুক্ত করিয়া দিল। "ক" "খ" এর নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। তর্ক উপস্থিত হয়, ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী কে? "ক" বলিল "গ" উক্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী ও "গ" তাহাকে উক্ত ভূমিতে গোমেষাদি চরাইবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিল, সে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী; মাজিষ্ট্রেট্‌ আদেশ করিলেন, উভয়পক্ষ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবে। হাইকোর্ট্‌ নিষ্পত্তি করিলেন, মাজিষ্ট্রেটের আদেশ আইনসঙ্গত হয় নাই; এই ধারানুসারে উক্ত মোকদ্দমা তিনি স্বয়ং বিচার করিতে পারিতেন এবং তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। সেখ টমু্‌ বঃ করিমবক্স; উইক্‌লি রিপোর্টার ২৩শ ভলুমের ২ পৃষ্ঠা; [কেম্প্‌ এবং বার্চ্চ্‌, বিচারকদ্বয়; ২৩শে নভেম্বর ১৮৭৪।]

অন্যায়রূপে গোমেষাদি বলপূর্ব্বকগ্রহণ করিলে এই ধারামতে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য

হইবে না। কিন্তু উক্ত কার্য্যে কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থদণ্ড নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে আছে। অভিযোগকারী যে কোর্ট্ ফী দাখিল করিয়াছিল তাহা ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দেশের সময় গণ্য হইবে। ২২ ধারামতে ক্ষতিপূরণের টাকা না দিলে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারে না। কেস্তবদি মণ্ডল সম্বন্ধীয় বিষয়ে; কলিকাতা ল রিপোর্টস্,২য় ভলুমের ৫০৭ পৃষ্ঠা; [মার্ক্‌বি এবং প্রিন্সেপ্, বিচারকদ্বয়, ৮ই মে ১৮৭৮।]

এই ধারায় যে গোমেষাদি বেআইনমতে বলপূর্ব্বক লওয়া এবং আটক করিয়া রাখার বিষয় উল্লিখিত হইল তাহা ১৮৭০ সালের ৭ আইনের (কোর্ট্ ফী আইন) ৩১ ধারা ও দ্বিতীয় তফ্সীলের প্রথম দফার দ্বিতীয় প্রকরণমতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। উক্ত প্রকার বেআইনমতে গোমেষাদি বলপূর্ব্বক লইয়া আটক করিয়া রাখিলে তাহার অভিযোগের আবেদনে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং এ স্থলে ফরিয়াদী ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিলে, আদালত ষ্ট্যাম্পের মূল্য বাবত টাকা ফরিয়াদীকে দিবার জন্য আসামীর উপর কোন আদেশ দিতে পারেন না। রেগ্ বঃ আভ্জী বিন নারু, বম্বে হাইকোর্ট্ রিপোর্টস্, ৮ম ভলুমের ২২ পৃষ্ঠা; [বেলি ও মেল্ভিল্, বিচারকদ্বয়; ১৭ই মে, ১৮৭১।]

মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারানুসারে গোমেষাদি বলপূর্ব্বক লওয়া বেআইনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং ১৮৭০ সালের কোর্ট্ ফী আইনের (Court Fees Act) ৩১ ধারানুসারে অভিযোগকারী অভিযোগ উপস্থিত করণার্থ যাহা ষ্ট্যাম্প ও পরওয়ানায় ব্যয় করিয়াছিল তাহা দিবার আদেশ করিলেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন, কোর্ট ফী আইনের ৩১ ধারা এরূপ স্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; এবং বেআইনমতে গোমেষাদি বলপূর্ব্বক লইয়া আটকাইয়া রাখিবার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য এই ধারামতে খরচা দিবার আদেশ হইতে পারে। সেখ্ হোসেন বঃ সঙ্গীভী; ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্টস্, মান্দ্রাজ, ৭ম ভলুমের ৩৪৫ পৃষ্ঠা, [মুথুস্বামী আয়র ও হচিন্স্ বিচারকদ্বয়; ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।]

২৩ ধারা। ২২ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ, অর্থদণ্ড ও খরচের আজ্ঞা হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কর্ত্তৃক বিহিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—দণ্ডের বিধি।

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে গোমেষাদি ধরা যাইতে পারে কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহা ধরিবার বাধা দিলে, কিম্বা তাহা ধৃত হইবার পর খোঁয়াড় হইতে মুক্ত করিয়া লইলে কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতেছে, বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, অথবা নিকটে থাকিয়া এই আইন-প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছে এমন সময়ে কোন ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে তাহা মুক্ত করিয়া লইলে,

বলপূর্ব্বক গোমেষাদি ধরিবার বাধা দিলে বা কাড়িয়া লইলে তাহার দণ্ডের কথা।

১৮৭১। ১ আইন। ২৫—২৬ ধারা।

যদি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে ঐ বিষয় সপ্রমাণ হয় তবে সেই ব্যক্তির ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়বিধ দণ্ডবিধান হইবে।

নজীর।—কোন ব্যক্তি ধৃত গোমেষাদি বলপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। ঐ ব্যক্তি তাহার পক্ষে কোন সাক্ষীকে সমন করিয়া আহ্বান করে নাই। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীর নামে সমন প্রার্থনা করিলেও, মাজিষ্ট্রেট্ যদি বিশ্বাস করেন যে মোকদ্দমা-নিষ্পত্তির জন্য সেই সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশেষ আবশ্যক এবং তাহারা স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত হইবে না, তাহা হইলেই সমন গ্রাহ্য করিবেন, নচেৎ অগ্রাহ্য করিবেন। আক্বর জাগদ্গীর বঃ পঞ্চু বিশ্বাসদিগর; উইক্লি রিপোর্টার, ১০ম ভলুমের ৪২ পৃষ্ঠা; [জ্যাক্সন্ এবং হব্হাউস্ বিচারকদ্বয়, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।]

এই আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে কতকগুলি লোকের পনের দিবসের জন্য কারাবাস ও অর্থদণ্ড বিধান করা হইল। অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে অতিরিক্ত এক সপ্তাহ কালের জন্য কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে, এই আদেশও হইল। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে তৎপরিবর্ত্তে কারাদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা এই আইনে স্পষ্টতঃ না থাকিলেও যখন এই ধারানুসারে ছয় মাস কাল কারাদণ্ড ও ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড বিধান হইতে পারে তখন উক্ত দণ্ডাজ্ঞা-পরিবর্ত্তন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। [মান্দ্রাজ হাইকোর্ট্ রিপোর্টস্, ৫ম ভলুমের পরিশিষ্ট, ২১ পৃষ্ঠা; ৯ই মার্চ্চ, ১৮৭০।]

২৫ ধারা। গোমেষাদিকে পরের ভূমিতে তাড়াইয়া দেওয়াতে, যে ক্ষতি হয় তাহার দণ্ড আদায়ের কথা।

কোন ব্যক্তি কোন ভূমিতে গোমেষাদি প্রবেশ করাইয়া হানি করিলে, অনধিকার প্রবেশকালীন ধৃত হউক বা না হউক, যদি সে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হয় তবে ঐ গোমেষাদি তাহার সম্পত্তি হইলে কিম্বা তদ্রূপ প্রবেশকালে কেবল তাহার জিম্মায় থাকিলে সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন কোন পশু বিক্রয় করিয়া ঐ অপরাধের অর্থদণ্ড "বা পরবর্ত্তী (২৬) ধারাক্রমে বিহিত" (১) অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

২৬ ধারা। শূকরদ্বারা ভূমির, ফসলের বা রাজপথের হানি হইলে দণ্ডের কথা।

শূকরের মালিক বা রক্ষক শৈথিল্যক্রমে বা প্রকারান্তরে শূকরদিগকে পরের ভূমিতে বা রাজপথে (২) যাইতে দিয়া সেই ভূমির কিম্বা ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যের বা দ্রব্যের অথবা রাজপথের হানি করিলে, করাইলে, বা করিতে দিলে যদি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে তাহা প্রমাণ হয়, তবে তাহার দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

---

(১) " " চিহ্নিত অংশটী ১৮৯১ সালের ১ আইনমতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২) "সাধারণ পথ" শব্দে রেলগাড়ীর রাস্তাও বুঝাইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তন্নিরূপিত সীমাবদ্ধ স্থানসম্বন্ধে আদেশ করিতে পারেন, যে এই ধারার পূর্ব্বভাগে উল্লিখিত গোমেষাদি শব্দে সাধারণতঃ, বা জ্ঞাপনপত্রে বর্ণিত নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর, গোমেষাদি বুঝাইবে এবং কেবলমাত্র শূকরকে বুঝাইবে না, অথবা "দশ টাকা"র পরিবর্ত্তে "পঞ্চাশ টাকা" সন্নিবিষ্ট বুঝিতে হইবে অথবা উক্তরূপ উল্লেখ ও পরিবর্ত্তে সন্নিবেশ উভয়ই বুঝাইবে। (১)

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারানুসারে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্র রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন,

নজীর।—কোন ব্যক্তির কতকগুলি শূকর তাহার অসাবধানতাবশতঃ সাধারণ পথে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সেই পথের ক্ষতি করিয়াছিল বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে হাইকোর্ট্ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে সাধারণপথ যে উদ্দেশ্যে যেরূপে ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায় থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার কাহারও অধিকার নাই, অতএব সাধারণের ব্যবহার্য্য পথ শূকরগুলি নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া দোষ সাব্যস্ত করণ আইন অসিদ্ধ হয় নাই। রেগ্ বঃ লিঙ্গন বিন্ গিম্মানদিগর; বম্বে হাইকোর্ট রিপোর্টস্, ৪র্থ ভলুমের ১৪ পৃষ্ঠা, [প্রধানতম বিচারপতি কাউচ্ এবং বিচারক নিউটন্; ৯ই অক্টোবর, ১৮৬৭।]

২৭ ধারা। কোন খোয়াড়রক্ষক ১৯ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে গোমেষাদি ছাড়িয়া দিলে, ক্রয় করিলে, বা প্রত্যর্পণ করিলে কিম্বা খোঁয়াড়বদ্ধ গোমেষাদিকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার ও পানীয় জল না দিলে, অথবা এই আইনমতে তাহার প্রতি অর্পিত অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট উক্ত দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার তদতিরিক্ত ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

খোঁয়াড়রক্ষক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

ঐ অর্থদণ্ড খোঁয়াড়রক্ষকের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

নজীর।—কোন পুলীস পাটিল (স্বীয় পদোপলক্ষে যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে খোঁয়াড়রক্ষক) কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট্ এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। হাইকোর্ট্ দোষ সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাজ্ঞা উভয়ই রহিত করিয়া দিলেন, কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে খোঁয়াড়রক্ষক ছিল না। রেগ্ বঃ ভক্ত বলদলাপ্, বম্বে হাইকোর্ট রিপোর্টস্, ৯ম ভলুমের ১৬৪ পৃষ্ঠা; [মেল্‌ভিল্ এবং কেম্বল্ বিচারকদ্বয়, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২।]

২৮ ধারা। অপরাধ-নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সন্তোষকর প্রমাণে যে

(১) শেষাংশটা ১৮৯১ সালের ১ আইনমতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৭১। ১ আইন। ২৯—৩১ ধারা।

২৫, ২৬, ও ২৭ ধারামতে আদায়ী অর্থদণ্ডের টাকা যেরূপে নিয়োজিত হইবে তাহার কথা।

পরিমাণ ক্ষতি বা হানি সাব্যস্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত ২৫, ২৬, ও ২৭ ধারানুসারে অর্থদণ্ডের আদায়ী টাকার সমুদয় বা কোন অংশ সেই পরিমাণ হানিপূরণার্থ নিয়োজিত হইতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়।—হানিপূরণার্থে মোকদ্দমার বিধি।

ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিবার স্বত্বের কথা।

২৯ ধারা। গোমেষাদির অনধিকারপ্রবেশকরণহেতু যে ব্যক্তির ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসল বা অন্য দ্রব্যের হানি হয়, সে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে ঐ হানিপূরণের টাকা পাইবার মোকদ্দমা করিতে পারিবে; এই আইনের কোন কথা তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।

প্রতিকূল দাওয়ার কথা।

৩০ ধারা। অপরাধ-নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞাহেতু ঐ ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে হানিপূরণের টাকা দেওয়া গেলে, পূর্ব্বধারায় উল্লিখিত মোকদ্দমায় সে হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা দাওয়া করে কিম্বা তাহার যত টাকা পাইবার আজ্ঞা হয়, তন্মধ্যে গণ্য হইয়া তাহা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়।(১)—অতিরিক্ত বিধি।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করিবার ও স্থানীয় ফণ্ডে উদ্বৃত্ত টাকা জমা রাখিবার আদেশ দিবার কথা।

৩১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের (যেখানে এই আইন প্রবল,) কোন অংশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্বকীয় বা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের সকল বা কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন, কিম্বা

(খ) ১৮ ধারামতে কোন জেলায় সমুদয় উদ্বৃত্ত টাকা বা তাহার অংশ সেই জেলান্তর্গত সীমাবদ্ধ স্থানের স্থানীয় ফণ্ডে রক্ষিত হইবে এরূপ আদেশ করিতে পারেন।

এবং সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারায় উল্লিখিত জ্ঞাপনপত্র রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(১) ১৮৮১ সালের ১ আইনমতে সংযোজিত হইয়াছে